২৪:১৪ দর্শন

স্ট্যান পার্কস্[1] দ্বারা লিখিত

মথি ২৪ অধ্যায় ১৪ পদে যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন "আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে"।

আমাদের প্রজন্মের পৃথিবীতে প্রত্যেকটি শ্রেনীর মানুষের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়াটাই হচ্ছে ২৪:১৪ দর্শন। আমরা সেই প্রজন্মের অংশীদার হতে চাই যারা সেই কাজ শেষ করবে যা যীশু শুরু করেছিলেন এবং যা সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের পূর্বের বিশ্বস্ত কর্মীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা জানি যীশু দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে অপেক্ষা করছেন যতক্ষন না পর্যন্ত প্রত্যেকটি শ্রেনীর মানুষ সুসমাচারের ডাকে সাড়া দেবার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাঁর নববধূ হয়ে উঠছে।

মণ্ডলী শুরুর ব্যাপারে প্রত্যেকটি শ্রেনীর মানুষকে সুযোগ দেবার সর্ব্বোত্তম পথকে এবং তাদের শ্রেনীর বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়াকে আমরা স্বীকৃতি দিই। ইহাই প্রত্যেকের সুসমাচার শোনার ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ আশায় পর্য্যবশিত হ্য, যেমন শিষ্যেরা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মণ্ডলীগুলিতে সম্ভাব্য প্রত্যেকের সাথে সুসমাচার প্রচার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হন।

এই স্মস্ত বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মণ্ডলীগুলিই হতে পারে, যাকে আমরা বলে থাকি একটি মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন (সি পি এম)। একটি সি পি এম-এর সংজ্ঞা হচ্ছে শিষ্যদের শিষ্য তৈরীর এবং নেতাদের নেতা গড়ে তোলার গুণফল, যার ফলস্বরূপে দেশীয় মণ্ডলীর মণ্ডলী স্থাপন, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকদের সমষ্টি বা জনগণের অংশ দ্বারা।

একটি সি পি এম-এর সংজ্ঞা হচ্ছে শিষ্যদের শিষ্য তৈরীর এবং নেতাদের নেতা গড়ে তোলার গুণফল, যার ফলস্বরূপে দেশীয় মণ্ডলীর মণ্ডলী স্থাপন, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকদের সমষ্টি বা জনগণের অংশ দ্বারা।

২৪:১৪ মিলন কোন প্রতিষ্ঠান নয়। আমাদের সমাজটা হচ্ছে ব্যক্তিবর্গের, দলের, মণ্ডলীর, প্রতিষ্ঠানের, নেটওয়ার্কের এবং উদ্যোগের, যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে । মণ্ডলী স্থাপনের এই উদ্যোগ দেখতে চেয়েছে যেন প্রত্যেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্থানে মন্ডলী স্থাপিত হয়। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে ও স্থানে সফল সি পি এম কর্মযজ্ঞ দেখতে পাওয়া।

এর মানে হচ্ছে একটি দল (স্থানীয়, দক্ষ বা মিলিত) যারা ওই তারিখের মধ্যে অগম্য ব্যক্তিদের মধ্যে এবং স্থানে কাজ করার জন্য আন্দোলন কৌশলে সমৃদ্ধ। এই মহান কর্মভারের কাজ কবে শেষ হবে সে বিষয়ে আমরা কিছু দাবি করছি না। সেটা ঈশ্বরের দায়িত্ব। তিনিই উদ্যোগের কার্যকারিতা নির্দ্ধারন করবেন।

আমরা ২৪:১৪ দর্শনকে অনুসরণ করছি চারটি মূল্যবোধের উপরে ভিত্তি করেঃ

---

[1] স্ট্যান পার্কস, পি এইচ ডিঃ এথনী (নেতৃত্ব প্রদানকারী দল)-র সাথে কাজ করেছেন, বিয়ন্ড (ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিস) এবং ২৪:১৪ সন্ধির সহ-নমনীয়কার। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রকার সি পি এম-এর শিক্ষক ও উপদেশ দাতা ছিলেন এবং সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে জীবন যাপন করতেন এবং ১৯৯৪ সাল পর্য্যন্ত এইভাবে সেবা করেছেন।

১) সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছান, মথি ২৪:১৪ পদ অনুযায়ীঃ রাজ্যের সুসমাচার প্রত্যেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে এবং স্থানে পৌঁছে দেওয়া।

২) ইহা সম্পাদন করতে মণ্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের মাধ্যমে, অগণিত শিষ্য, মণ্ডলী, নেতা এবং উদ্যোগের অন্তর্ভূক্তিকরণ দ্বারা।

৩) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগের কৌশলের সাথে কাজ করে ২০২৫ সালের শেষে প্রত্যেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এবং স্থানগুলিকে যুক্ত করা।

৪) এই বিষয়গুলি অন্যান্যদের সহযোগীতায় সম্পন্ন করা।

আমাদের দর্শন হচ্ছে এই যে আমরা প্রত্যক্ষ করতে চাই বিশ্বের সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে রাজ্যের সুসমাচার সাক্ষ্যস্বরুপ ঘোষিত হোক আমাদের জীবদ্দশায়। আমরা আপনাদের আহ্বান করছি আমাদের সাথে প্রার্থনা ও পরিচর্য্যা কাজে যোগ দিতে যাতে প্রত্যেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে এবং স্থানে রাজ্যের উদ্যোগের কাজ শুরু করা যায়।

আপনি কি ইহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন?

রিক উড[2] [3] দ্বারা লিখিত

১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারের উপরে অনুষ্ঠিত লস্যান অধিবেশনে ডঃ র‍্যালফ্ উইনটার অস্বস্তিকর বাস্তবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যে যেভাবে বিশ্ব মণ্ডলী চলছে তাতে আমরা কখনো বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারের কাজ সম্পন্ন করতে পারব না কারণ মন্ডলী তার মিশনের উপায়ের বৃহদাংশ পাঠাচ্ছে পৃথিবীর সেই সমস্ত এলাকায় এবং লোকদের কাছে, যেখানে ইতিমধ্যেই একটি মন্ডলী রয়েছে, অর্থ্যাৎ তাদের কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছানো গিয়েছে। র‍্যালফ্ উইনটার এবং অন্যান্য অনেকের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, কারণ ৪৪ বছরের পূর্বের তুলনায় আজকের মন্ডলীর চিত্রটা অনেক বেশী সহায়ক। হাজার হাজার অগম্য মানুষকে প্রথমবারের জন্য নিযুক্ত করা গিয়েছে নতুন মিশনের প্রচেষ্টার দ্বারা। যেটার জন্য কৃতজ্ঞ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু যেমন জাস্টিন লঙ তাঁর লেখনীতে নির্দেশ করেছেন, "পাশবিক ঘটনাসমূহ"। এখনকার দিনে আমরা সেই রকম অস্বস্তিকর বাস্তবের সম্মুখীন হচ্ছি, যেমন হয়েছিলাম ১৯৭৪ সালে – মিশন ও মন্ডলী স্থাপন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের সকল লোকের কাছে পৌঁছানো এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার লক্ষ্য পূরণ করছিল না।

প্রথমত, ৪৪ বছর আগের মত, আমাদের মিশন-এর প্রচেষ্টার বৃদাংশ এখনও নিবদ্ধ রয়েছে পৃথিবীর উপনীত হওয়া এলাকার উপর। নিশ্চিতভাবে আমরা উন্নতি ক্রেছি, কিন্তু তবুও মিশ্র-সংস্কৃতির মিশনারীদের মাত্র ৩ শতাংশ অগম্য লোকদের মধ্যে কাজ করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, মিশন আউটরিচ-এর জন্য গ্রহীতা প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা একটি। দুঃখের বিষয় এই যে মণ্ডলী দ্বারা সংগৃহীত অর্থের বৃহদাংশ মণ্ডলীতে থেকে যায় মন্ডলীর লোকদের উপকারার্থে। শুধুমাত্র মন্ডলীর অর্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং ব্যক্তিরা সেই সমস্ত লোকদের কাছে যায় যাদের সুসমাচার পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়ত, স্টিভ স্মিথ এবন স্ট্যান পার্কস-এর মতানুসারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে আমরা মিশনারীদের পাঠিয়েছি, সুসমাচার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই আন্দোলনে নিযুক্ত করার জন্য, আমাদের প্রচেষ্টা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রাখতে পারেনি। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরের লোকের কাছে সুসমাচার সহজলভ্য করবার জন্য, আমাদের শিষ্য তৈরি করতে হবে এবং মন্ডলী স্থাপন করতে হবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুততর বৃদ্ধির দ্বারা। দূর্ভাগ্যবশতঃ বহু প্রচলিত মন্ডলী স্থাপন পদ্ধতিগুলি অগম্য লোকদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে পারছে না।

আমাদের প্রয়োজন একটি নূতন দৃষ্টান্তের – বহুগুণকারী উদ্যোগ

আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা যদি আমাদের জীবদ্দশায় সব লোকের কাছে পৌঁছানোর পর্যাপ্ত না হয়, তবে বিষয়টিকে উলটে ফেলার জন্য আমরা কি করতে পারি? ঈশ্বর আমাদের সঙ্গতি-হীন অবস্থায় ছেড়ে যাননি, আর সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই এই বইটি লেখা হয়েছে। এটা শুধুমাত্র আশার ব্যাপারেই। এই আশা নিয়েই আমরা প্রভূত উন্নতি করতে পারব প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি এবন ভাষার কাছে সুসমাচার বহন করে নিয়ে যেতে পারব, কারণ ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সেই মত করছেন

---

[2] একটি প্রবন্ধ থেকে সম্পাদনা করা হয়েছে, যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস্-এর জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী ২০১৮-এর সংস্করণে, www.missionfrontiers.org, পৃষ্ঠা ৪-৫।

[3] রিক উড হচ্ছেন মিশন ফ্রন্টীয়ার প্রত্রিকার সম্পাদক, যা ইউ এস সেন্টার ফর্ ওয়ার্ল্ড মিশন প্রকাশ করেছিল, ২০০৮ সাল থেকে এটা ফ্রন্টীয়ার ভেন্টার্স হিসাবে পরিচিত। রিক ১৯৮৫ সালে ওরেগন (পোর্টল্যান্ড)-এর ওয়েস্টার্ন ব্যাপটিষ্ট সেমিনারি থেকে স্নাতক হন (থিওলজিতে এম. এ. সহ) এবং ১৯৮৬ সালে এম. ডিভ. করেন। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে শিষ্য-সৃষ্টিকারী বহুগুণকারী উদ্যোগকে দেখতে রিক আকাঙ্ক্ষী।

পৃথিবীর শত শত জায়গায়। ৬০০-এর বেশী এলাকায় এবং লোকেদের, শিষ্যেরা শিষ্য তৈরি করছে, মন্ডলীরা মন্ডলী স্থাপন করছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুততার সঙ্গে। ১৪-১৯ অধ্যায়ে "ঈশ্বর কিভাবে গমনাগমন করেছেন অগম্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য" আপনারা পড়তে পারেন শিষ্য তৈরির এবং মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের গল্পের পরে গল্প, যা সমস্ত মানুষ এবং এলাকাকে পরিবর্তিত করেছে।

এটা একটি সরল, বাইবেল সম্বন্ধীয় এবং পুনঃসৃষ্টিকারী পরিচর্যার পদ্ধতি, যা প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনীতে প্রাচীন প্রেরিতেরা অনুসরণ করেছিলেন, যেমন তাঁরা শিষ্য তৈরী করেছিলেন এবং মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন সারা রোম সাম্রাজ্যব্যাপী।

হ্যাঁ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুততার সাথে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলা এবং পৃথিবীস্থ প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব। সংবাদটি আরো ভালো হতে পারে। শুধুমাত্র শিষ্যগণ এবং মন্ডলীসকল দ্রুততার সাথে বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারেন এমন নয়, উদ্যোগসমূহও বৃদ্ধি পেতে পারে। ২৫-২৭ অধ্যায়ে লিখিত গল্পগুলি "উদ্যোগসমূহ উদ্যোগসমূহের বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটায়," এই সমস্ত উদ্যোগগুলির ক্ষমতা প্রদর্শন করে, নতুন উদ্যোগের জন্ম দেওয়ার জন্য সুসমাচারের ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়ে। যে নেতারা এক উদ্যোগের মাধ্যমে উঠে আসে, তারা কাছের ও দূরের লোকদের মধ্যে উদ্যোগ শুরু করার জন্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

শিষ্যত্বের এবং মন্ডলী স্থাপনের পদ্ধতি আমরা পুনরায় আবিষ্কার করলাম শক্তিশালী প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে, যা উদ্যোগগুলিকে কার্যকারী করে সারা বিশ্বের পরজাতীয় লোকদের মধ্যে। এখন সময় এসেছে কিভাবে সমস্ত মানুষকে নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করা যায় তা বোঝার।

২৪:১৪, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ২০২৫ সালের মধ্যে উদ্যোগগুলিকে নিয়ে যাওয়া

এই নতুন সন্ধি, যা প্রত্যেকটি দল ইতিমধ্যেই করছে, তা প্রতিস্থাপন করে না। এটা কেবলমাত্র প্রত্যেকটি সংস্থার শক্তি যোগ করে অন্যান্য প্রত্যেকের সাথে, যারা ২৪:১৪ সন্ধির সার্বজনীর প্রতিশ্রুতিগুলি ও লক্ষ্য সকল ভাগ করে নেয়।

২৪:১৪ লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি পরজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভিতর শিষ্যত্ব ও মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগকে ২০২৫ সালের মধ্যে গড়ে তোলা। যদি সফল হয়, ২৪:১৪ র‍্যালফ্ উইনটারের দর্শন সিদ্ধ হবে, যা তিনি ৪৪ বছর আগে ব্যক্ত করেছিলেন – দেখতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিষ্যত্বের এবং মণ্ডলী স্থাপনের উদ্যোগকে প্রত্যক্ষ করছে, যে কোন জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা হচ্ছে না সুসমাচারের শুভ সংবাদ থেকে।

আপনি কি ইহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন?

এটি হচ্ছে মূল প্রশ্ন যা আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জন্য উত্তর দেব। ২৪:১৪ সন্ধির লক্ষ্য কি আমাদের সময়, কর্মশক্তি, অর্থ এমকি স্বাস্থ্য এবন নিরাপত্তার মূল্য, ২০২৫ সালের মধ্যে সেগুলি সম্পন্ন করার জন্য? আমাদের প্রত্যেককে এই জগতে সীমিত সময় দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ২৪:১৪ সম্ভবত শেষ সর্বোত্তম আশা, আমাদের মধ্যে যে কাউকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূরন করতে হবে ইতিহাসের জন্য, যেন যীশু পূজিত হন এবং তাকে গৌরব প্রদান করা হয় যা তিনি সমস্ত মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার যোগ্য।

২৪:১৪ লক্ষ্যগুলি একেবারেই একই, যে জন্য ফ্রন্টীয়ার মিশন মুভমেন্ট গড়ে উঠেছিল - সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া এবং সেটা করা উদ্যোগের মাধ্যমে। আমরা শেষ পর্য্যন্ত একটা যান পেয়েছি যা আমাদের সামনের দিকে বহন করে নিয়ে যাবে, এই সমস্ত লক্ষ্যের দিকে। যদি এই সমস্ত লক্ষ্যগুলি আপনাদের হয়, তাহলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ইহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন?

রাজ্যের সুসমাচার

জেরী ট্রাউসডেল এবং গ্লেন সানসাইন [4] [5] দ্বারা লিখিত

মথি ২৪ অধ্যায় ১৪ পদ, যীশুর প্রতিশ্রুতি এই পুস্তকের রূপরেখা হিসাবে পরিবেশিতঃ "আর সর্ব্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে" (সম্পাদকের অনুবাদ)। তাঁদের পুস্তকে, রাজ্য উন্মুক্ত হয়েছেঃ কেমন করে যীশুর প্রথম শতকের রাজ্যের মূল্যবোধ পরিবর্তিত করছে হাজার হাজার সংস্কৃতিকে এবং তাঁর মণ্ডলীকে জাগ্রত করছে, জেরী ট্রাউসডেল এবং গ্লেন সানসাইন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রাজ্যের উদ্যোগের শক্তিকে আজকের জগতে পরীক্ষা করছেন। তাঁদের পুস্তকের প্রথম দিকে, তাঁরা বাইবেল সম্বন্ধীয় এক্তি ভিত্তি স্থাপন করেছেন ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাপারে সঙ্গতি রেখে, যার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ এই সমস্ত উদ্যোগগুলিকে বেষ্টন করে রাখে। আমরা এই উদ্ধৃতিকে রাজ্যের সুসমাচারের বার্তার জন্য আমাদের আকৃতির ভিত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেছি যা ঘোষিত হয়েছে ২৪:১৪ সন্ধির মণ্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের মাধ্যমে। - সম্পাদক

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন যীশুর বার্তার অন্তঃস্থলে ছিল, এবং সেই "রাজ্য" বিষয়বস্তু সুসমাচারের মূলে রয়েছে বেশিরভাগ মণ্ডলীর ইতিহাসের সর্বত্র। তথাপি রাজ্যের ধারনা আশ্চর্য্যজনকভাবে আজকের দিনে বেশিরভাগ সুসমাচার-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা থেকে অনুপস্থিত।

আসুন আমরা শুরু করি রাজ্য শব্দটির সংজ্ঞা দ্বারা। গ্রীক ভাষায় এই শব্দটী হচ্ছে ব্যাসিলিয়া, এবং এটি এক্তি রাজার ভৌগলিক এলাকা নির্দেশ করে না, কিন্তু তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্বের নিদর্শন করে। অন্য অর্থে, আপনার রাজ্য যেকোন জায়গায় থাকতে পারে, যেখানে রাজার ক্ষমতা স্বীকার করা হয় এবং আদেশ মেনে চলা হয়। যেমন একজন রোমীয় সৈনিক সাম্রাজ্যিক কারণে রোমের এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, এবং রাজ্যকে তার সাথে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি তার ওপর সীজারের কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর বাধ্য ছিলেন। যখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে কথা বলি, তখন আমরা সেই লোকদের উল্লেখ করি খ্রীষ্টের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে এবং যারা সংগ্রাম করছে সব সময়ে ও সব জায়গায় তাঁকে মেনে চলতে। যীশু এসেছিলেন তা ঘোষনা করতে, জগতের মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করা হচ্ছিল, যা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের বাক্য

রাজ্যের ধারনা গূঢ় অর্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে, এবং কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যার অর্থ মানুষ। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ২৬-২৭ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে, একজন ব্যক্তি যাকে বলা হত "ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি", এবং বিশ্বাস করা হত যে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং শাসক, এবং এতদানুসারে ঈশ্বরের ক্ষমতার অধীনে রাজত্ব করবার অধিকার অর্জ্জন করা।

---

[4] রাজ্য উন্মুক্ত হয়েছে থেকে অনুমতি সাপেক্ষে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ কেমন করে যীশুর প্রথম শতকের রাজ্যের মূল্যবোধ পরিবর্তিত করছে হাজার হাজার সংস্কৃতিকে এবং তাঁর মন্ডলীকে জাগ্রত করেছে, ডি এম এম লাইব্রেরী, কিন্ডল এলাকা, ৪৫০-৪৫১।

[5] জেরী ট্রাউসডেল ইন্টারন্যাশনাল মিনিস্ট্রিস্ ফর নিউ জেনারেশন ডাইরেক্টর (পূর্বে সিটি টিম ইন্টারন্যাশনাল), একটি সংস্থা যাতে তিনি ২০০৫ সালে যোগ দিয়েছিলেন। জেরী প্রতিষ্টিত করেছিলেন ফাইনাল কম্যান্ড মিনিস্ট্রিস্, একটি সংস্থা, যা উৎসর্গীকৃত হয়েছিল মুসলমান লোকদের গোষ্ঠীর মধ্যে শিষ্য তৈরির উদ্যোগের প্রতিষ্ঠার জন্য। বছরের পর বছর ধরে জেরী পরিচর্যা করেছেন পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে মন্ডলীর প্রবর্তক হিসাবে, খ্রীষ্টীয় প্রচারকার্য্যে, একটি মিশনের পালক হিসাবে, যা ক্যালিফোর্ণিয়া ও টেনেসিতে মণ্ডলী প্রেরণ করত। ২০১৫ সালে তিনি সিরাকুলাস মুভমেন্ট প্রকাশ করেন, যে বইটি সর্ব্বোচ্চ বিক্রীত পুস্তকের মর্য্যাদা পেয়েছিল। গ্লেন সানসাইন, পি এইচ ডি, সেন্ট্রাল কানেক্টিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক, কল্‌সন সেন্টার ফর খ্রীষ্টিয়ান ওয়ার্ল্ড ভিউ-এর উচ্চ পদাধিষ্টিত সদস্য এবং এভরি স্কোয়ার ইনচ্ মিনিস্ট্রির প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা। একজন পুরষ্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থকার প্রকাশ করেছেন পুস্তক, প্রবন্ধ এবং ইতিহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পার্থিব দর্শনের উপরে লেখনী, এবং মণ্ডলী, সেবাকার্য্য এবং অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছেন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতে।

সুতরাং যখন ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জগতের উপরে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা দিলেন। আমরা এখানে রাজত্ব করব, কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তা আমাদের করতে হবে, তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে থেকে।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়, আদম তার ক্ষমতার অপব্যবহার করা স্থির করল, এই জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। এর ফলস্বরূপ সমগ্রজাতি পাপের এবং মৃত্যুর দাস হয়ে গেল এবং মানুষের সংস্কৃতি শয়তানের প্রভাবে পতিত হল।

শয়তান যখন যীশুকে পরীক্ষা করে বলেছিল "পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল, আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, তোমাকে আমি এই সকলের কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে" (লূক ৪ অধ্যায় ৫-৭ পদ, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)। যীশু জগতের রাজ্যগুলির উপরে শয়তানের কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিতর্ক করেন না, নিদেন পক্ষে এই যুগে। আমরা শাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে পৃথিবী ঈশ্বরের, কিন্তু এই গ্রন্থের অংশ সংকেত দেয় যে মনুষ্যের রাজ্য সকল শয়তানকে অর্পণ করা হয়েছে।

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান তার বংশধরদের পবিত্র জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যার দ্বারা সমগ্র জগৎ আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত হবে, এবং নারীর সন্তান যেন আরো পরিষ্কারভাবে অব্রাহামের সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হয়। সেখানে থেকে আরো সীমাবদ্ধ হয়ে ইস্‌হাক, যাকোব ও যিহূদার সন্তান হয়।

মানবজাতির ত্রানকর্তা সংক্রান্ত বংশধারা আরো সীমাবদ্ধ হল দায়ূদের আগমনে। দায়ূদ সিদ্ধতা থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের মনোনীত, নম্র এবং কোমল নীতিবোধ সম্পন্ন ছিলেন। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে তার বংশধররা চিরকাল ইস্রায়েলের ওপর রাজত্ব করবে, এবং আরো, যে মশীহ দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন এবং জাগতিক সমগ্র রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন, যারা তাঁর কাছে নত হবে তিনি তাদের জন্য আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসবেন, এবং তাদের বিচারে আনীত করবেন যারা ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তাঁর রাজ্য সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হবে, এবং এর দ্বারা ধার্ম্মিকতা ও শান্তি পুনরুজ্জীবিত হবে।

নূতন নিয়মে ঈশ্বরের রাজ্য

যোহন বাপ্তাইজকের মূল বার্তা ছিল, "অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য[6] হস্তগত", এটা ছিল সেইরকমই বার্তা যা যীশু প্রচার করেছিলেন যখন যোহনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যোহন বর্ণনা করেছিলেন অনুতাপ কি এবং রাজ্যের জীবনযাত্রা কি রকম হবেঃ "তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যাহার দুইটি আঙ্‌রাখা আছে, সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিউক; আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে, সেও তদ্রুপ করুক।" (লূক ৩:১১)। অন্য অর্থে অনুতাপ এবং রাজ্যের আলোতে জীবন যাপন করার অর্থ, আমাদের চারপাশের লোকদের চাহিদা শনাক্ত করা, এবং সেই চাহিদাগুলি মেটানোর চেষ্টা করা, যা আমরা পারি, নিজেদের অধিকার, সুবিধা ও অধিকৃত সম্পত্তির উপর গোঁ না ধরে।

---

[6] মথি "স্বর্গরাজ্য" উক্তিটি ব্যবহার করেছেন, যেখানে নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখকরা ব্যবহার করেছেন "ঈশ্বরের রাজ্য"। যিহূদীদের অকারণে অবমাননা করা এড়াতে ব্যবহার করেছেন "ঈশ্বর" শব্দটি, যতটা হয়ত পুরোপুরি ভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিলনা। সুসমাচারগুলির তুলনা প্রদর্শন করে যে দুইটি উক্তিই বিনিময়যোগ্য, কিছু ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে অসঙ্গত, তারা তর্ক করেন যে তারা অন্যান্য বিষয়গুলিকে নির্দেশ করছেন।

যীশুর শিক্ষা রাজ্যের উপর কেন্দ্রীভূত। যীশুর পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ রাজ্যের জীবনযাত্রার বিবরণ, এবং তার দৃষ্টান্ত কথার অধিকাংশই শিক্ষা দেয় রাজ্যের সম্বন্ধে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর রাজ্য এই জগতের মত নয়, যেগুলি শয়তানের কর্তৃত্বের অধীন। বাস্তবিকভাবে আমাদের পাপের এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনুশোচনার উপরে ভিত্তি করে রাজ্য গড়ে ওঠে এবং ঈশ্বরের ও আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটায়, ঈশ্বরের অধীনে শাসক হিসাবে আমাদের ভূমিকা শুরু করে, ক্ষমতার দ্বারা ঈশ্বরের শাসনকালের সৃষ্টি এবং বিস্তার ঘটায় পৃথিবীতে, যেমন আছে স্বর্গে।

যখন রাজ্য (ব্যাসিলিয়া) যথাযথভাবে বোধগম্য হয় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার ও মেনে চলার মাধ্যমে, প্রধান ক্ষমতালাভের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবেও প্রকাশিত হয়ঃ "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া[7] সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শীক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৮-২০)। গ্রীক ভাষায় "শিষ্য" শব্দটি হচ্ছে ম্যাথিটেস, যা নির্দেশ করে একজন ছাত্র বা একজন শিক্ষানবিশকে, যে এক শিক্ষকের নির্দেশমত কিছু শিখছে। এক্ষেত্রে আমাদের বলা হচ্ছে শিষ্যদের কি শিখতে হবেঃ সেই সমস্ত বিষয় পালন করতে তাদের শিক্ষা দিতে হবে যা যীশু আদেশ করে গেছেন, অন্য অর্থে, যীশুকে স্বীকার করতে ও মেনে চলতে, যাকে সমস্ত কর্তৃত্ব দত্ত হয়েছে।

আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে রাজ্য ও মন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলা, মন্ডলী বিদ্যমান রয়েছে রাজ্যের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য। মন্ডলীর কাজ হল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের তৈরি ও সমৃদ্ধ করা, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব আনয়ন করা। রোমীয় সৈনিক যেমন সাম্রাজ্যের বাইরে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বরা, তারা যেখানে যায় সেখানে রাজ্যকে নিয়ে যাতে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করছে এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছে। রাজ্য সেই হেতু মন্ডলীর থেকে অনেক বেশী প্রশস্ত। অন্যভাবে উপস্থাপন করতে গেলে, মন্ডলী নিজেই নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু রাজ্য গড়ে তোলার উপায়।

খ্রীষ্টের প্রভুত্ব

খ্রীষ্টের প্রভুত্বের বিষয়ে বলার আর একটা পথ হচ্ছে রাজ্য। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সর্বপ্রাচীন স্বীকারোক্তি হচ্ছে "যীশুই প্রভু", যার অর্থ তিনি সকলের প্রভু। এবং সমস্ত মানে সমস্তই, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিত্রান বা ব্যক্তিগত সততা নয়, কিন্তু আমাদের পরিবারগুলির, আমাদের কাজের, আমাদের বিনোদনের, আমাদের সম্পর্কের, আমাদের স্বাস্থ্যের, আমাদের সঙ্গতির, আমাদের নীতির, আমাদের সম্প্রদায়ের, আমাদের প্রতিবেশীদের – সবার। এবং এর অর্থ এই যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের তাঁকে মান্য করতে হবে।

সর্বসৃষ্টির মধ্যে খ্রীষ্টের প্রভুত্বই হচ্ছে মূল বাস্তব, এবং এটা খ্রীষ্টীয় জীবনের মূল বিষয়। এটা অবশ্যই রূপ দেবে আমরা কি ভাবে নিজেদের দেখছি এবং আমরা জগতকে কিভাবে উপলব্ধি করছি এবং অন্য অর্থে এখানে আমাদের অবস্থান কি, এটাই হবে আমাদের বিশ্বদর্শনের কেন্দ্র। এর মর্মস্থলে, বাইবেল সংক্রান্ত বিশ্বদর্শনের অর্থ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের প্রভুত্ব উপলব্ধি করা। খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে বেড়ে ওঠার অর্থ আরো এবং আরো বিশ্বস্তভাবে, জীবনের অন্য অন্য ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে মেনে প্রগতিশীল জীবন ধারন করা।

[7] "যাও" গ্রীক ভাষায় কোন আদেশ নয়, এটি একটি বর্তমান সক্রিয় ক্রিয়ারূপ বিশেষ, যার অর্থ "যখন তুমি যাও" বা "যেখানে তুমি যাও"।

এর অর্থ হচ্ছে এই যে খ্রীষ্টিয়ানরা কেবলমাত্র মানুষের আত্মার জন্যই উদ্বিগ্ন হবে না, তাদের উদ্বিগ্ন হতে হবে এই জগতে তাদের মঙ্গলের জন্যেও। খ্রীষ্টিয়ানরা সবসময় রোগীর পরিচর্য্যা করেছে, হাসপাতাল গড়েছে; তারা সবসময় ক্ষুধার্ত্তকে খাইয়েছে, তারা প্রথম দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করেছে মানুষের ইতিহাসে। কেন? কারণ খ্রীষ্টিয়ানরা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছে যে শরীর গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টিয়ানরা সবসময় বিদ্যালয়গুলি শুরু করেছে, বাস্তবিক, পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগই, ঐতিহাসিকভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ানরাই প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের ব্যাপারে প্রথম ছিল, যা শ্রমিকদের সুন্দরভাবে, সহজভাবে কাজ করতে এবং আরো উৎপাদনশীল হতে সক্ষম করেছে। কেন? কারণ কাজ হচ্ছে একটি নিশ্চিত শুভ বিষয়, যা আমাদের দেওয়া হয়েছে পতনের পূর্বে। পতন তার সাথে করে নিয়ে এসেছিল দাসত্ব এবং বেদনাদায়ক কঠোর পরিশ্রম, কিন্তু খ্রীষ্ট এসেছিলেন পতনের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করতে, এবং সেই জন্য আমাদের কাজের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের কাজে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে, যা আমরা করি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের ধারনা খ্রীষ্টিয়ানরা উদ্ভাবন করেছিল। কেন? কারণ বাইবেল আমাদের মানবজাতির মর্যাদার বিষয়ে বলে যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এবং খ্রীষ্টের আবির্ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলিই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হিসাবে খ্রীষ্টের প্রভুত্বে জীবন যাপনের নিদর্শন।

ইতিহাসের গল্পের পঙক্তি – অন্তিম সীমা অতিক্রম সম্পন্ন করা

স্টিভ স্মিথ[৪] [৭]দ্বারা লিখিত

প্রায়শই আমরা একটি ভূল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করিঃ "আমার জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?" এই প্রশ্নটি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। এটা আপনার ও আপনার জীবনের ব্যাপারে।

সঠিক প্রশ্নটি হল "ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?" সময়। তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করি, "কেমন ভাবে আমার জীবন সর্ব্বোত্তম ভাবে সেটিকে পরিবেশন করতে পারে?"

ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করবার জন্য আপনাকে বুঝতে হবে আমাদের প্রজন্মে ঈশ্বর কি করছেন – তাঁর উদ্দেশ্য। তা হৃদয়ঙ্গম করতে আপনাকে জানতে হবে ঈশ্বর ইতিহাসে কি করেছেনঃ গল্পের পঙক্তি যা শুরু হয়েছে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে এবং শেষ হবে প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়ে।

তাহলে আপনি আপনার স্থান খুজে পাবেন পিতিহাসিক নকশায়। উদাহরণস্বরূপ, রাজা দায়ূদ অনুপমরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তাঁর প্রজন্মে সম্পন্ন করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:৩৬)। কারণ তিনি নির্দিষ্টরূপে ঈশ্বরের মনের মতন লোক ছিলেন (প্রেরিত ১৩:২২)। তিনি তার শ্রম দান করতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের গল্পের পঙক্তির জন্য। অব্রাহামের প্রতিজ্ঞা (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ এবং জাতিসমূহের কাছে আশীর্ব্বাদের প্রতিভূ) প্রচন্ড উন্নতির গতিপ্রাপ্ত হল, যখন ঈশ্বর খুজে পেলেন একজন মানুষকে, যার তার হৃদয় থাকবে এবং যে তার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করবে। ২য় শমূয়েল ৭ অধ্যায় ১ পদ অনুসারে, তার প্রতিশ্রুতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশের ব্যাপারে পূরণ হয়েছিল, যেমন এমন কোন জায়গা ছিল না যা ইস্রায়েলীয়রা জয় করেনি।

আমাদের পিতার হৃদয় হল ঈশ্বরের গল্পের পঙক্তি। তিনি উপন্যাসের খসড়া করলেন যখন তিনি নায়কদের খুঁজে পেলেন, যাদের তার হৃদয় আছে। ঈশ্বর নতুন প্রজন্মকে ডাকছেন, শুধুমাত্র উপন্যাসের খসড়ায় থাকার জন্য নয়, কিন্তু উপন্যাসের খসড়া সমাপ্ত করার জন্য, উপন্যাসটিকে দ্রুত তার চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি একটি প্রজন্মকে আহ্বান করছেন যা একদিন বলবে "কোন অঞ্চল অবশিষ্ট নেই ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য"। (যেমন পৌল লিখেছেন এক বৃহৎ অঞ্চলের ব্যাপারে, রোমীয়দের প্রতি পত্রে ১৫ অধ্যায় ২৩ পদে)।

গল্পের পঙক্তি জানার মানেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা।

যখন আপনি গল্পের পঙক্তি জানতে পারবেন, আপনি তার মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারবেন, পার্শ চরিত্রে নয়, কিন্তু মুখ্য চরিত্রে লেখকের ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে।

---

[৪] সংকলন করা হয়েছে "কিংডাম কারনেল্সঃ ইতিহাসের গল্পের পঙক্তি – শেষ ধাপ সমাপ্ত করা," মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৭ সালের নভম্বর – ডিসেম্বর সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ৪০-৪৩।

[৭] স্টিভ স্মিথ টি এইচ. ডি মাল্টিপ্লিকেশন ফর্ ইস্ট ওয়েস্ট মিনিস্ট্রির ভি পি ছিলেন, দূরবর্তী প্রান্তে ববিশ্বব্যাপী উদ্যোগের অনুঘটক ছিলেন, ২৪:১৪ সন্ধির সহ-নমনীয়কার এবং অসংখ্য বইয়ের লেখক, (যার মধ্যে আছে টি ফোর্ টিঃ এ ডিসাইপেলশিপ্ রি – রিভলিউশন)। সমস্ত বিশ্বব্যাপী সি পি এম গুলির অনুঘটক বা প্রশিক্ষকের কাজ করেছেন প্রায় দুই শতক ধরে।

এই মহান গল্পের পঙক্তি শুরু হয়েছিল সৃষ্টি থেকে (আদিপুস্তক ১ অধ্যায়) এবং শেষ হবে পরম্যোৎকৃষ্টতায় (যীশুর পুনরাগমন – প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়)। এটি একটি বিশিষ্ট দৌড় প্রতিযোগীতার গল্প। প্রত্যেকটি প্রজন্ম এই দলগত দৌড় প্রতিযোগীতার এক ধাপ দৌড়ায়। একটি অন্তিম প্রজন্ম শেষ ধাপ দৌড়াবে – একটি প্রজন্ম যারা দেখতে পাবে যে রাজা তাঁর পুরষ্কার গ্রহণ করছেন তাঁর সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার জন্য। শেষ ধাপের জন্য একটি প্রজন্ম থাকবে। আমরা কেন নয়?

এই কেন্দ্রীয় গল্পের পঙক্তি সমগ্র বাইবেল ধরে বিস্তৃত, ৬৬টি পুস্তকের প্রত্যেকটির মধ্যে এর পথ বয়ন করে গেছে। তথাপি গল্পের পঙক্তি ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা সহজ, এবং অনেক ব্যক্তি এরকম একটি চিন্তাধারাকে উপহাস করে।

শেষকালে উপহাসের সহিত উপহাসকেরা উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন আপন অভিলাষ অনুসারে চলিবে। তাহারা বলিবে, “তাঁহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়?” কেননা যে অবধি পিতৃলোকেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, সেই অবধি সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন, তেমনই রহিয়াছে (২য় পিতর ৩:৩-৪)।

এই বাস্তবতা আমাদের প্রজন্মের বর্ণনা করে, যেমন পিতরেরও।

ইতিহাসের গল্পের পঙক্তি কি?

- সৃষ্টিঃ আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায়, ঈশ্বর মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করেছিলেন এক উদ্দেশ্যেঃ ভার্য্যা (সঙ্গিনী) হতে, তাঁর পুত্রের জন্য, তাঁর সাথে চিরকালের জন্য বাস করতে ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসায়।
- পতনঃ আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যেরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে পতিত হয়েছিল – সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কে যুক্ত না থেকে।
- ছড়াইয়া পড়াঃ আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে, ভাষাগুলি বিভ্রান্তিকর ছিল এবং মনুষ্যজাতি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল – ঈশ্বরের মুক্তির পথ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে।
- প্রতিশ্রুতিঃ আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ের শুরুতে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পৃথিবীর লোকবৃন্দকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, একজন মুক্তিদাতার রক্ত-মূল্যের মাধ্যমে, যা ঘোষিত হয়েছিল ঈশ্বরের লোকদের শুভবার্তা বন্টনের প্রচেষ্টার দ্বারা (অব্রাহামের বংশধরেরা)।
- মুক্তিঃ সুসমাচারগুলিতে, যীশু পাপের দেনা মেটানোর জন্য মূল্য প্রদান করেছেন, ঈশ্বরের লোকদের পুনরায় ক্রয় করতে – প্রত্যেক এথনস্ (জনগোষ্ঠী)-এর লোকদের মধ্যে থেকে।
- কর্মভারঃ তাঁর জীবনের শেষে, যীশু ঈশ্বরের লোকদের প্রেরণ করেছিলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্যঃ মহান গল্পের পঙক্তি। এবং তিনি তাঁর ক্ষমতাকে নিশ্চিত করেছিলেন সেইমত করবার জন্য।
- শিষ্য তৈরিঃ প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনী পুস্তক থেকে আজ পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের লোকেরা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে মহান আদেশ সম্পন্ন করার জন্য। “সমগ্র জগতে যাও” এবং এই দায়মোচন পূর্ণ করঃ সমগ্র জাতিকে শিষ্য কর, খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ ভার্য্যা হবার জন্য।
- পরমোৎকর্ষতা প্রদানঃ পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হলে, যীশু তাঁর ভার্য্যাকে নিতে পুনরায় আসবেন – যখন সে সম্পূর্ণ এবং প্রস্তুত। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় থেকে প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় জাতিগনের মধে থেকে যীশুর ভার্য্যাকে আহ্বান করবার সম্বন্ধে। যতক্ষন পর্য্যন্ত না ভার্য্যা সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ডলীর দৌত্যকর্ম সম্পন্ন হচ্ছে না।

পিতর এই গল্পের পঙক্তির দিকে নির্দেশ করেছেন তার দ্বিতীয় পত্রের শেষ অধ্যায়ে।

কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই এক কথা ভুলিও না, যে প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান এবং সহস্র বৎসর একদিনের সমান। প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন – যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে, - কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্য্যন্ত পহুছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমন্ডল হুহু শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু গুলি সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে (২য় পিতর ৩:৮-১০, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)।

ঈশ্বর ধৈর্য্যশীল। গল্প সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর পুত্রকে পুনরায় পাঠাবেন না। ঈশ্বর দীর্ঘসূত্রী নহেন; তিনি চান না কোন জনগোষ্ঠী (এথেনস্) বিনষ্ট হয়। তিনি চান যেন সমস্ত ছিন্নভিন্ন জাতিগুলি (আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়) অধিক সংখ্যায় খ্রীষ্টের ভার্য্যার এক অংশ হতে পারে। এরাই হচ্ছে সেই এথেন, মথি ২৪:১৪ পদে যীশু যাদের সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষন করেছিলেন। এরাই হচ্ছে সে এথনী, যীশু যাদের ব্যাপারে মহান কর্মভার-এ বলেছিলেন (মথি ২৮:১৮-২০, "সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর")। এরাই হচ্ছে সেই এথনী যা চিত্রিত হয়েছে প্রকাশিত বাক্য ৭ অধ্যায় ৯ পদে।

ইতিহাসের গল্পের পঙক্তির চরম পরিণতি হচ্ছে একজন নিখুঁত ভার্য্যা যা পুত্রকে উপহার দেওয়া হয়েছে একটি মহান বিবাহভোজে উদযাপন করবার জন্য। পিতরের শেষ অধ্যায়ে তিনি এই ভার্য্যার সমাবেশের দিকে নির্দেশ করেছেন এবং পৌলের লেখনীর দিকেওঃ

> অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপেক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়! আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রান জ্ঞান কর; যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌল ও তাঁহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে (২য় পিতর ৩:১৪-১৬ পদ, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)।

পৌল গল্পের পঙক্তির একই ধারাকে নির্দেশ করেছেন একই শব্দ ব্যবহার করেঃ

> খ্রীষ্ট মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন, ২৬ যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন, ২৭ যেন আপনি আপনার কাছে মন্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হ্য...এই নিগুঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে ও মন্ডলীর উদ্দেশ্যে ইহা কহিলাম (ইফিষীয় ৫:২৫-২৭, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)।

পৌল একই পরিকল্পনা নির্দেশ করেছেন ইফিষীয় ১ অধ্যায়েঃ

ঈশ্বর এখন আমাদের নিকট খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় তাঁর নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, - যা হচ্ছে তাঁর হিতসঙ্কল্প পূরণ। ১০ এবং এটাই হচ্ছে সঙ্কল্পঃ সঠিক সময়ে তিনি সমস্ত কিছু একত্রিত করবেন খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের অধীনে...স্বর্গের ও মর্ত্যের প্রত্যেকটি বিষয় (ইফিষীয় ১:৯-১০ পদ, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)।

সৃষ্টি থেকে পরমোৎকর্ষতা দান পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পরিকল্পনা হচ্ছে সমস্ত সংস্কৃতি ও ভাষার লোকদের পুনরায় একত্রিত করে খ্রীষ্টিয় জীবনে ফিরিয়ে আনা, চিরতরে তাঁর ভার্য্যা হিসাবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই ভার্য্যা অসম্পূর্ণ। তার এখনও একটা হাত, একটা চোখ ও একটা পা নেই। তার পোষাক এখনও মলিন ও কুঞ্চিত। যখন বর প্রস্তুত হয়ে বেদীতে দাঁড়াবেন হাত দিয়ে তাঁর ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করার জন্য, তখন ভার্য্যা কিঞ্চিত ব্যস্ত হয়ে পড়বে নিজের বিবাহ দিবসের জন্য প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বরের দেহভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। এটাই আজকের প্রজন্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সূচকগুলির একটি, এবং এটি ইতিহাসের দৌড় প্রতিযোগীতায় আমাদের ধাপের অনুপমত্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগত দুই শতকের বেশী বিশ্ব মন্ডলীর গতি বৃদ্ধি করেছে বিশ্বের অবশিষ্ট ৮০০০+ পরজাতীয় জনগোষ্ঠীদের বাগদান করতে – পৃথিবীর প্রজন্মগুলিতে যেখানে এখনও ভার্য্যার মধ্যে সন্তোষজনকভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

এটি হচ্ছে উত্তম প্রথম পদক্ষেপ; কিন্তু বাগদান কখনও অন্তিম লক্ষ্য ছিল না। যেহেতু পৃথিবীর ২ লক্ষ কোটির বেশি মানুষের কাছে সুসমাচার এখনো পৌঁছায়নি, তাদের বাগদান করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে, শুধুমাত্র তাদের বাগদান করে নয়।

যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন যাতে ঈশ্বরের রাজ্য যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আসুক (মথি ৬:৯-১০)। যখন সুসমাচার নাগালের বাইরের এলাকাকে আবদ্ধ করে, ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্যই উন্মুক্ত হবে। যীশু সবসময় দর্শন করতেন তাঁর শিষ্যেরা শিষ্যদের তৈরি করছেন, শিষ্যদের তৈরি করবার জন্য, মন্ডলীরা মন্ডলীদের স্থাপন করছে, যারা মন্ডলীদের স্থাপন করতে পারে। এটাই যা ঘটেছে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনীতে। গোড়ার দিকের শিষ্যত্বের ডি এন এ ছিল প্রত্যেক শিষ্য যীশুর অনুগামী এবং মনুষ্যধারী উভয়ই হবে (মার্ক ১:১৭ পদ)।

যীশু সন্তুষ্ট হন না একজন ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ভার্য্যায়। তিনি এমন এক ভার্য্যা চান, সমস্ত এথনী থেকে, যা কেউ গণনা করতে পারবে না। এই কার্য্য করবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রাজ্য, তাদের প্রত্যেককে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। গতি তৈরি হয় ঈশ্বরের উদ্যোগের জন্য আবার সাধারন হওয়ার জন্য। শেষ ২৫ বছরে মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অন্যূন ১০ থেকে ৭০০ পর্য্যন্ত। ঈশ্বর ইতিহাসের সময়সীমা দ্রুততর করেছেন!

তথাপি নাগালের বাইরের হাজার হাজার জনগোষ্ঠী এবং এলাকায় কোন বহুগুণবৃদ্ধিকারী মন্ডলী নেই। পিতরের সাথে আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে যোগ দেব, খসড়ার রূপরেখাকে ত্বরান্বিত করব এবং উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য।

দিনটি ত্বরান্বিত করা

এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আচার-ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত। ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই (২য় পিতর ৩:১১-১২ পদ, বৈশিষ্ট্য সহযোগে)।

“কিছুর জন্য অপেক্ষা” - মানে কিছু ব্যাপারে উৎকণ্ঠায় থাকা। কি ব্যাপারে আপনি উৎকণ্ঠায় আছেন? আপনি কি উৎসুক ভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন এই মহৎ খসড়ার উপসংহারের দিকে? ঈশ্বরের আমাদের এক সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর সাথে যোগ দিতে ইতিহাসের দৌড় প্রতিযোগীতায়, সমাপ্তি রেখার লক্ষ্যে মন্ডলীর গতি বৃদ্ধির জন্য। সেই সমাপ্তি রেখা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এবং আত্মার শক্তিতে আমরা চূড়ান্ত ধাপটি দৌড়াতে পারব।

অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবন ক্ষেত্রে দৌড়ি (২য় পিতর ১২:১ পদ)। কি ভালো উপায় ছিল তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মানিত করবার, তারা যা শুরু করেছিল তা সমাপ্ত করবার জন্য? একটি প্রজন্ম আসবে যারা এর গতি বৃদ্ধি করবে, চূড়ান্ত বিশ্বাস-যুক্ত ত্যাগের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মার শক্তিতে সমস্ত প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে।

তা হলে, ভার্য্যা যখন প্রস্তুত, বর ফিরে আসবেনই।

গল্পের পঙক্তিকে ভুলবেন নাঃ স্মরণে রাখবেন

তার শেষ পত্রে পিতর শিষ্যদের ডাকলেন গল্পের পঙক্তিতে তাদের অংশ বিস্মৃত না হওয়ার জন্য (২য় পিতর ১:১৩-১৫)। পিতর জীবিত ছিলেন তার প্রভুর পুরাগমন দিনের জন্য, দৌড় প্রতিযোগীতায় তার ধাপটি দৌড়াতে দৌড়াতে। যখন তার মৃত্যু সন্নিকট হল, তিনি মন্ডলীকে আহ্বান করলেন তাদের গতি মন্থর না করতে, কিন্তু গল্পের পঙক্তির গতিবৃদ্ধি করতে – ঈশ্বরের দিনের আগমন ত্বরান্বিত করতে (২য় পিতর ৩:১২)।

তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে, পিতর আরো একবার তাদের মহৎ উদ্দ্যেশ্যের কথা স্মরণ করে দিয়েছিলেন – গল্পের পঙক্তিঃ

> এখন প্রিয়তমেরা, আমি এই দ্বিতীয় পত্র তোমাদিগকে লিখিতেছি, উভয় পত্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমাদের সরল চিত্তকে জাগ্রত করিতেছি, যেন তোমরা পবিত্র ভাববাদিগণ কর্তৃক পূর্বকথিত বাক্য সকল, এবং তোমাদের প্রেরিতগণের দ্বারা দত্ত ত্রানকর্ত্তা প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ কর (২য় পিতর ৩:১-২ পদ)।

তাদের হৃদয় ছিল খাঁটি, কিন্তু তারা সহজে খসড়াটি ভুলে যেত এবং তাহাদের উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকা হারিয়ে ফেলত। আন্তরিকতা কিছুতেই ইতিহাসের গল্পের পঙক্তির অভীষ্টসাধনের প্রতিস্থাপক হতে পারে না। আপনি কি উদ্দ্যেশ্যপ্রনোদিতভাবে মহৎ দৌড় প্রতিযোগীতায় আপনার অংশের দায়িত্ব গ্রহন করছেন?

পিতর তাদের গল্পের পঙক্তি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যীশুর দত্ত হুকুম যা দিয়েছিলঃ

> এবং রাজার রাজত্বের এই শুভবার্তা সমগ্র জগতের মধ্যে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর (এথনি) কাছে বলি-সংক্রান্ত সাক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হবে, তখন শেষ উপস্থিত হবে (মথি ২৪:১৪ – লেখকের অনুবাদ)।

গল্পের নায়ক হও, পার্শ অভিনেতা নয়। নাগালের বাইরের প্রত্যেকটি লোক ও এলাকায় পৌঁছানোর বিষয়কে ক্রিয়া-কেন্দ্র হিসাবে বেছে নাও এবং সেগুলি কার্য্যকরী কর শিষ্য, মন্ডলী ও নেতাদের বহুগুণ বৃদ্ধির উদ্যোগের দ্বারা। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা সমস্ত এলাকাকে আমাদের আগতপ্রায় রাজার শাশ্বত সুসমাচার দ্বারা প্রকৃতভাবে সুসিক্ত করতে পারব।

জিজ্ঞাসা করছ "ঈশ্বরের ইছা কি?" এবং "কেমনভাবে এই প্রজন্ম আমার জীবন দ্বারা সেই উদ্দ্যেশ্য সর্বোত্তমভাবে পরিবেশন করতে পারি?" যীশু তাদের তাঁর প্রবল উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা সেই প্রচেষ্টায় যোগদান করবে (মথি ২৮:২০)।

কোন প্রজন্ম অন্তিম ধাপটি সমাপ্ত করবে। আমরা কেন নয়?

ঈশ্বরের জন্য আসক্তি, মানুষের জন্য সমবেদনা

শোডানকে জনসন[1011] দ্বারা লিখিত

ঈশ্বরের প্রেমের বাস্তব প্রদর্শনগুলি মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে এক অখণ্ড ভূমিকা পালন করে। তারা শুভ বার্তার প্রবেশদ্বার এবং মানুষের জীবনে রাজ্যের ফলস্বরুপ, এই উভয় ক্ষেত্রেই পরিচর্য্যা করে – সম্পাদকেরা।

প্রবেশাধিকারের পরিচর্যার কাজগুলি নিউ হারভেস্ট মিনিস্ট্রিস (এন এইচ এম)-এর স্তম্ভগুলির একটি। যখন থেকে নিউ হারভেস্ট শুরু হয়েছিল, তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল ঈশ্বরের সমবেদনা প্রকাশ করতে, শিষ্য তৈরি করতে এবং মন্ডলী স্থাপন করতে ৪০০০-এরও বেশী সম্প্রদায়ে এবং ১২টি দেশে। এই করুণাপূর্ণ কর্মমূল অনুঘটকের কাজ করেছে শত সহস্র নতুন শিষ্যদের দশ সহস্রের ও বেশী খ্রীষ্টিয় নেতাদের গঠন করতে।

সমবেদনা হচ্ছে অপরিহার্য, রাজ্যের মূল্যবোধের ব্যাপারে যা প্রত্যেকটি শিষ্য তৈরির আন্দোলনের ডি এন এ-তে পাওয়া যায়। আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডজন ডজন প্রবেশাধিকারের পরিচর্যার কর্মগুলি আছে। প্রত্যেকটি অনুপম ভুমিকা পালন করছে আফ্রিকায় ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারের জন্য আমাদের সাহায্য করতে। বেশিরভাগই ব্যয়বহুল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যে, তারা দারুন প্রভাব সৃষ্টি করে। আমরা, অংশীদার হই স্থানীয় মানুষের সাথে প্রত্যেকটি পরিচর্য্যা কাজের। তারা প্রায়ই যোগান দেয় নেতৃত্ব, শ্রম এবং জিনিসপত্রের – জিনিসপত্র যা সমাজে বিদ্যমান, সেইগুলি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

বীরোচিত সমবেদনা

নিউ হারভেস্ট অনেক দেশে পরিচর্যা করেছে সিয়েরা লিওন-এ স্থিত আমাদের কেন্দ্রীয় দফতর থেকে। যখন ইবোলা ২০১৪ সালে আঘাত হানলো, আমরা আমাদের চতুর্দিকের বিপর্যয়ের মোকাবিলা না করে নিরাপদ স্থানে থাকতে পারলাম না। এই সঙ্কট অনেক মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে আঘাত করল, যেমন সমাধির আচার অনুষ্ঠান মহামারীর কারণ হয়েছিল, যা সেখানে নিন্দিত হয়েছিল। হঠাৎ করেইবোলার জন্য, লোকেরা এমনকি স্পর্শ করত না মৃতপ্রায় বাবা, মা বা সন্তানদের। সেই ক্ষেত্রে নিউ হারভেস্টের অনেক নেতারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে বেশীরভাগ বিপজ্জনক এলাকায় কাজ করেছিলেন। কিছু জন বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই তাদের প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্যদের সেবা করতে গিয়ে – বেশিরভাগ মুসলমানেরা।

মুসলমান সমাজের প্রধান, লোকেদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন তার পরিত্যক্ত গ্রামকে বাঁচাতে গিয়ে। তিনি অভিভূত হয়েছিলেন দেখে যে খ্রীষ্টানরা সেবা করতে আসছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রার্থনা করেছিলেনঃ 'ঈশ্বর তুমি যদি এটার থেকে আমাকে রক্ষা কর, যদি আমার পরিবারকে রক্ষা কর, আমি চাই আমরা সকলে এই লোকগুলির মত হই, যারা আমাদের প্রেম প্রদর্শন করছে এবং খাদ্য জুগিয়েছে'। প্রধান ও তার পরিবার বেঁচে গিয়েছিলেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। বাইবেলের ঘটনাগুলি মুখস্থ করে, তিনি মসজিদে তা বন্টন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি একজন প্রবীন ব্যক্তি ছিলেন। সেই গ্রামে একটি মন্ডলীর জন্ম হয়েছিল এবং সেই প্রধান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে ঈশ্বরের প্রেমের শুভ বার্তা বন্টন করতে লাগলেন।

দরদি অপরিহার্যতার আবিষ্কার – সর্বনাশগ্রস্থতাকে যুক্ত করে

---

[10]সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে, যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীইয়ারস-এর নভেম্বর – ডিসেম্বর ২০১৭ সংস্করণে, www.missionfrontiers.org, ৩২-৩৫ পৃষ্ঠায়।

[11]শোডানকে জনসন, সান্টার স্বামী এবং ৭ সন্তানের জনক, হচ্ছেন সিয়েরা লিওন স্থিত নিউ হারভেস্ট মিনিস্ট্রীস (এনএইচএম) এর নেতা ঈশ্বরের করুণায় ও শিষ্য তৈরির উদ্যোগের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য, এন এইচ এম দেখেছে জাঁকজমকহীন শত শত মন্ডলীর প্রতিষ্ঠা, ৭০টিরও বেশী বিদ্যালয়ের স্থাপন, এবং অন্যান্য অনেক প্রবেশ দ্বারের পরিচর্য্যা, যা সিয়েরা লিওনে শুরু হয়েছে বিগত ১৫ বছরে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ১৫ টি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে মন্ডলী। তারা পাঠিয়েছে দীর্ঘমেয়াদী কর্মীদের আফ্রিকার ১৪ টি দেশে, যার অন্তর্ভূক্ত সাহেল ও মাঘরেবের ৮ টা দেশ। শোডানকে সম্পাদন করেছেন প্রশিক্ষণ, আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রার্থনা এবং শিষ্য তৈরির অনুঘটন, তিনি সিয়েরা লিওনে ইভানজেলিকাল এশোশিয়েশান-এর প্রেসিডেন্ট ও নিউজেনারেশনস-এর আফ্রিকান ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে নিয় জেনারেশনস এর বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষন ও প্রার্থনা সচল করবার দায়িত্বে আছেন। আফ্রিকা এবং সারা বিশ্বে ২৪:১৪ সন্ধির তুবু একজন প্রধান নেতা।

এম এইচ এম-এর জন্য, প্রবেশাধিকারের পরিচর্য্যা শুরু হয় একটি সম্প্রদায়ের দরদি অপরিহার্যতা মূল্যায়ন-এর দ্বারা। যখন আমরা চাহিদার মূল্যায়ন সম্পন্ন করি, সম্প্রদায়ের সাথে অংশীদারত্ব, পারস্পরিক সম্মান ও বিশ্বাসের অবশ্যই উন্নয়ন ঘটবে। কিছু পরে, এই সম্পর্ক গড়াবে গল্প কথন এবং ডিসকভারি বাইবেল স্টাডিতে (ডি বি এস)। প্রবেশদ্বারের পরিচর্যা তাদের দেখাবে খ্রীষ্টের প্রেম, এবং পরাক্রমের সাথে তাদের হৃদয়গুলি স্পর্শ করবে।

রাজ্যের আন্দোলনগুলিতে আরোহণ

আমরা যা কিছুই করি, প্রার্থনা হচ্ছে তার ভিত্তি। সুতরাং যখন কোন কিছু মুল্যায়ন করা হয়, আমাদের মধ্যস্থকারীরা প্রার্থনা করতে শুরু করেনঃ

- দ্বার খোলার জন্য ও হৃদয় খোলার জন্য
- প্রকল্পের নেতৃবৃন্দের মনোনয়নের জন্য
- স্থানীয়দের দ্বারা হস্ত প্রসারণের জন্য
- ঈশ্বরের অতি প্রাকৃতিক শক্তির চালনার জন্য
- আত্মার নেতৃত্বের জন্য
- ঈশ্বর প্রয়োজনীয় রসদ যোগান দেবেন তার জন্য

আমাদের প্রার্থনার কেন্দ্রগুলি যে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাজ করছে, তাদের সম্বন্ধে তারা অবগত থাকে। তারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদের প্রত্যেকটির জন্য, এবং ঈশ্বর সব সময় সঠিক দরজা খুলে দেন, সঠিক উপায় সহকারে।

প্রবেশাধিকারের পরিচর্য্যার মহা শক্তিশালী এবং কার্যকারী উপায় হচ্ছে প্রার্থনা। সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে এটি জলপ্রপাতের কার্যকারিতা ঘটায়। কোন প্রকার সন্দেহের উর্দ্ধে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় হই যে কুশলী উপবাস ও প্রার্থনা ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব দেবে অন্ধকারের শক্তিগুলিকে পরাভূত করতে। কখনও কখনও পীড়িতদের জন্য প্রার্থনা প্রবেশের প্রশস্ত দ্বার খুলে দেয়। ধারাবাহিক প্রার্থনার দ্বারা, আমরা দেখেছি, খুব হিংস্র সম্প্রদায়েরাও উন্মুক্ত হয়েছে, শান্তির অনুপোযুক্ত লোকেরাও চিহ্নিত হয়েছে, এবং সমস্ত পরিবারগুলি রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত গৌরব ঈশ্বরের প্রাপ্য, যিনি প্রার্থনা শোনেন এবং উত্তর দেন।

আমরা যা করি, প্রার্থনা তা বেষ্টন করে রাখে। আমি লোকদের বলি, প্রবেশাধিকারের পরিযর্যার তিনটি গুরুত্বপূর্ন উপাদানগুলি হচ্ছেঃ প্রথম – প্রার্থনা, দ্বিতীয় – প্রার্থনা এবং তৃতীয় – প্রার্থনা।

প্রত্যেকটি প্রকল্প আমাদের রাজাকে সুবিদিত করেছে

আমরা মানুষের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু করি, খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হন। আমাদের কাজ কখনও আমাদের জন্য নয়। এটা তাঁর জন্য। আমরা তাঁকে প্রকাশ করি ঈশ্বরের বাক্য না পৌঁছানো জনগোষ্ঠীগুলির উপর একটি কুশলী ক্রিয়া-কেন্দ্র স্থাপনের দ্বারা।

শিক্ষাদানের কর্মীদল

শিক্ষা যখন একটি সুস্পষ্ট আবশ্যিক বিষয়, আমাদের মধ্যস্থতাকারীরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে সেই আবশ্যিক বিষয় নিয়ে যান, আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমরা সম্প্রদায়কে যুক্ত করি তাদের কি সঙ্গতি সকল আছে তা খুঁজে বার করবার জন্য। আমরা খুঁজে বার কেই তারা কি যোগান দিতে পারবে তাদের নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য। প্রায়ই সম্প্রদায় জমি, সমাজ ভবন বা নির্মাণ সামগ্রী যোগান দেয় একটি অস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

আমরা সাধারণত সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করি শিক্ষকের বেতনের একটি অংশ দেওয়ার জন্য। শিক্ষক হচ্ছেন একজন শংসাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং তিনি (পুরুষ এবং মহিলা) হচ্ছেন একজন প্রবীণ শিষ্য গঠনকারী বা মন্ডলীস্থাপক। বিদ্যালয়গুলি শুরু হয় কয়েকটি বেঞ্চ, পেন্সিল, বা পেন, এক বাক্স চক এবং একটি ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে। বিদ্যালয় শুরু হতে পারে গাছের নীচে, একটি সমাজগৃহে বা একটি পুরানো বাড়িতে। আমরা ধীর গতিতে শুরু করি, এবং বিদ্যালয়কে কেতাবি ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত করি।

যখন একজন শান্তির ব্যক্তি[12] তার (পুরুষ বা নারী) ঘর উন্মুক্ত করে দেয়, তখন তা ডি বি এস মিটিং এবং পরে মন্ডলী চালু করার কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। আমরা ১০০ টিরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেছি, তাদের বেশীরভাগই এখন সম্প্রদায়ের মালিকাধীন।

এই সাধারণ কর্মসূচী থেকে ঈশ্বর খাড়া করেছেন ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি কারিগরি যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত বিদ্যালয় এবং প্রত্যেকটি দেশে কলেজ। এই কলেজের একটি স্বীকৃত ব্যবসায়িক বিদ্যালয় এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও যা প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তা হল শিষ্য তৈরির আন্দোলনগুলির জন্য মজবুত শিক্ষাস্থান।

চিকিৎসা শাস্ত্রগত, দন্তচিকিৎসা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি

যখন আমরা শরীরের প্রয়োজন শনাক্ত করি, আমরা সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের দল পাঠাই, ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমেত। আমাদের দলের সব সদস্যই নিপুণ শিষ্য প্রস্তুতকারক এবং ডি বি এস-এর অগ্রগমণের প্রণালী সহজতর করার বিষয়ে নিপুণ। অনেকেই দক্ষ মন্ডলীস্থাপক। যখন কর্মীদল পীড়িতদের চিকিৎসা করে, তারা একজন শান্তির মানুষেরও অন্বেষণ করে। যদি তারা তাদের প্রথম পরিদর্শনে কাউকে খুঁজে না পায়, তারা দ্বিতীয়বার পরিদর্শন করে। যখন তারা একজন শান্তির মানুষ্কে খুঁজে পায়, তখন সে (পুরুষ বা নারী) সেতুবন্ধন এবং ডি বি এস-এর জন্য ভাবী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে। যদি তারা কোন শান্তির মানুষকে খুঁজে না পায়, তখন কর্মীদল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে, পূর্ববর্তী স্থানে উন্মুক্ত প্রবেশদ্বারের জন্য প্রার্থনা করতে করতে।

দশজন মন্ডলীস্থাপকদের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, দন্তচিকিৎকদের মত সুসজ্জিত হতে। তারা ঘুরে ঘুরে দাঁত তোলা এবং ভরাট করবার স্বীকৃতি পায় স্বাস্থ্যঅধিকার্ত্তাদের থেকে। তাদের মধ্যে একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের জুড়ি হিসাবে কাজ করেন। তিনি চক্ষু পরীক্ষা করেন এবং উপযুক্ত চশমার পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্যকর্মীদলের অন্য সদস্যরা স্বাস্থ্যবিধি, মাতৃদুগ্ধ ভোজন, পুষ্টিবিধান, শিশু টীকাকরণ এবং গর্ভবতী মহিলাদের শিশুর জন্মের পূর্ববর্তী যত্নের উপরে প্রশিক্ষন প্রদান করেন।

একটি অতিসাধারণ প্রবেশাধিকারের পরিচর্য্যা

এটার সমস্ত কিছুই আমরা করি খ্রীষ্ট-সদৃশ আচরণে, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্টা দর্শনসাধ্য করবার সন্ধানে। ঈশ্বর গমনাগমন করেন এবং তাঁর উপস্থিতি জানান। এটা প্রায়ই শুরু হয় একটি পরিবারকে বা একজন অনুপযোগী সমাজপতিকে নিয়ে। এইভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে শিষ্যদের, ডিসকভারি বাইবেল শাখাগুলির এবং মন্ডলীগুলির চলমান সংখ্যাবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করি।

সিয়েরা লিওনের দক্ষিণপ্রান্তের এবং বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। তারা খ্রীষ্টানদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ছিল। খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত লোকদের এমনকি সেই স্থানে প্রবেশ করাও কঠিন ছিল। সুতরাং আমরা সেই শহরের জন্য প্রার্থনা করলাম। কিন্তু সময় চলে গেল এবং আমাদের কোন কৌশল কার্যকারী হল না। তারপর হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটনা ঘটল। জাতীয় সংবাদের বিবরণে পেশ করা হল সেই শহরের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্বন্ধে। যুবকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছিল এবং মারা যাচ্ছিল। এটা খুঁজে পাওয়া গেল যে সংক্রমণ সেই বিষয়ের সাথে জড়িত, যেটা হচ্ছে সেই গ্রাম তাদের বালকদের কখনও লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করে নি। যখন আমি এই সমস্যার বিষয়ে প্রার্থনা করলাম, আমি অনুভব করলাম যে প্রভু আমাকে দায়ী করছেন যে এটাই ছিল শেষ পর্যন্ত্য এই শহরকে সেবা করার জন্য আমাদের উন্মুক্ত দ্বার।

আমরা স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসামূলক কর্মীদল সংগ্রহ করলাম এবং সম্প্রদায়ের কাছে গেলাম যথাযথ যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্র নিয়ে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যদি তারা আমাদেরকে তাদের সাহায্য করতে সুযোগ দেয়। আমরা আনন্দিত হলাম যখন শহরের নেতারা রাজি হলেন। প্রথম দিন তারা ৩০০র ও বেশী যুবকের ত্বকচ্ছেদ করালেন।

[12]লূক ১০ অধ্যায় এক শান্তির ব্যক্তিকে বর্ণনা করেছে। ইনি একজন ব্যক্তি, যিনি বার্তবাহক এবং বার্তাকে স্বীকার করেন এবং তাদের পরিবার / গোষ্ঠী / সম্প্রদায়কে উন্মুক্ত করেন বার্তার কাছে। এটি এবং অন্য অনেক বর্ণনা সিপিএম / ডিএমএম-এর পরিভাষায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অ্যাপেনডিক্স এঃ মুখ্য উক্তি গুলির বর্ণনাসমূহ।

তার কয়েকদিন পরেই সেই পুরুষেরা সুস্থ হতে শুরু করল। সেটাই আমাদের শুরু করে দিল ডিসকভারি বাইবেল প্রশিক্ষণের শাখাগুলি শুরু করে দিতে সুস্থতার দিনগুলির মধ্যে। আমরা দূর্দ্দান্ত সাড়া পেলাম, এবং শীঘ্রই রাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়ে গেল মন্ডলী স্থাপন সহযোগে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যে স্থানে খ্রীষ্টানরা প্রবেশ করতে পারত না, তা রুপান্তরিত হল এমন এক স্থানে যেখানে ঈশ্বরের মহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হল। ঈশ্বরের লোকদের সমবেদনা, আরো বেশী প্রার্থনার শক্তি এবং ঈশ্বরের রূপান্তরকারী বাক্য সব কিছুকে বদলে দিল।

কৃষি সংক্রান্ত কর্মীদল

আমাদের প্রথম প্রবেশাধিকারের পরিচর্যা ছিল কৃষিকাজ। সেই সমস্ত জায়গায়, যেখানে খেত খামারের কাজ সঙ্কটপূর্ণ, কৃষিকাজ সেখানে প্রধান প্রবেশপথ হয়ে উঠেছে লোকদের পরিচর্য্যা করবার ব্যাপারে। বেশিরভাগ খেত খামারই হচ্ছে জীবিকার খেত খামার, মূলত পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। প্রায়ই কোন বীজ সঞ্চয় করে রাখা হয় না প্রের বার চাষ করবার জন্য।

এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলি আমাদের প্রেরণা দিল কৃষকদের জন্য বীজ সঞ্চয় স্থান গড়ে তুলতে। যেমন আমাদের অন্য কর্মীদলগুলির সঙ্গে আমরা ৯ আমরা জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিলাম, যারা আবার প্রশিক্ষিত মন্ডলী স্থাপকও। এই সমস্ত কৃষকেরা / শিষ্য প্রস্তুতকারকরা চাষীদের শিক্ষিত করল। তাদের প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞ পরামর্শ আত্মীয়তার পর্য্যবশিত হল, যা ফলপ্রসূ হল ডি বি এস শাখাগুলিতে, বাপ্তিষ্মে এবং পরিণামস্বরুপ মন্ডলীতে। আজকে অনেক চাষীরা খ্রীষ্টের অনুসরণকারী হয়েছে।

খেলাধূলার দল

খেলাধূলার প্রবেশপথ আরো একটি বিরাট প্রবেশপথ, বিশেষত সেই সব প্রচুর যুব লোক সমৃদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। যখন আমাদের মূল্যায়ন খুঁজে পেল প্রচুর যুবকদের, এবং ফুটবলের প্রতি তাদের অনুরাগ, আমরা শীঘ্রই কাজে নেমে পড়লাম। আমরা আমাদের শক্তিশালী দলের দিকে আহ্বান ছুড়ে দিলাম একটি বন্ধুত্বপূর্ণ খেলা খেলবার জন্য।

যদি কোন শহরের একটি ভালো দল না থাকত, আমরা তাদের উৎসাহিত করতাম কাছাকাছি কোথাও থেকে খেলোয়াড়দের আনতে, যেন তারা মাঠে ভালো দল নামাতে পারে। যখন তাদের দল গঠন হয়ে যেত, আমরা প্রায়ই তাদের প্রশিক্ষণের জন্য জার্সি এবং ফুটবল দিতাম। যখন খেলার দিন আসত, সারা গ্রাম উৎসবের মেজাজে থাকত, তাদের নিজেদের দলের প্রশংসায় গান গাইতে গাইতে।

তারা নিশ্চিত থাকত যে তারা জিতবে। আমাদের দল খেলতে যেত কি ঘটবে তা জেনেই। তারা ভালো খেলত, কিন্তু শেষে ইচ্ছাকৃতভাবে হেরে যেত। আপনারা চিন্তা করতে পারেন সেই শহরের উত্তেজনা, যখন তাদের দল জিতত। এটাই গৌরবের বিষয় হয়েছিল। গল্পের এখানেই শেষ নয়। আমরা তখন পুনর্বার খেলবার জন্য বলতাম। ভীষণ আত্ম-প্রত্যয়ের সাথে সমাজ প্রত্যুত্তর দিত, 'যেকোন সময়ে এস। আমরা তোমাদের হারাব'।

এই ফিরতি খেলা সাধারনত খুব তাড়াতাড়ি কোন দিনে খেলা হত। দ্বিতীয় খেলায় আমাদের দল খুব ভালো খেলত এবং নিশ্চিত করত যাতে তারা আয়োজনকারী দলকে চূর্ণ করতে পারে নির্দয় ভাবে। তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পরে সমাজের দল আমাদের তাড়াতাড়ি আরো একবার খেলবার জন্য বলত। প্রথম খেলায় আমাদের হেরে যাবার কারণ হচ্ছে সমাজের সাথে একটি শক্তপোক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। আমরা জানি শিষ্য তৈরির কাজ সংক্ষেপিত হয়ে যাবে একটি জিনিসের কাছেঃ আত্মীয়তা। প্রত্যেকটি সম্পর্কের দুটি প্রধান মাত্রা আছে, একটি – ঈশ্বরের সাথে সংযোগ, অন্যটি অন্যান্য মানুষের সাথে।

খেলার আসল বিষয় হচ্ছে একটি পরিবেশ তৈরি করা, যা পৌঁছে দেবে ডি বি এস শাখাগুলিতে এবং তারপর মন্ডলীগুলিতে। এই পথ ব্যবহার করে অনেক মন্ডলী প্রতিষ্টা করা হয়েছে। অনেক শিষ্যদের এবং নেতাদের তুলে আনা হয়েছে, যারা দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তাদের উপজাতিসমূহ বা সমাজগুলির মধ্যে। আজকের দিনে আমরা স্মরণ করি বহু প্রশিক্ষক এবং খেলোয়াড়দের, যারা হয়েছেন প্রতিশ্রুত শিষ্যসমূহ, শিষ্যপ্রস্তুতকারক এবং আবেগ-প্রবণ মন্ডলী স্থাপক।

মণ্ডলীগুলি স্থাপন

আমাদের প্রবেশাধিকারের পরিচর্য্যা কাজের প্রচেষ্টায় প্রায় ৯০% পরিণত হয়েছে একটি মন্ডলীতে। প্রায় একটি কর্মযুদ্ধের পরিণতি স্বরুপ অনেকগুলি মন্ডলীর প্রতিষ্টা হয়েছে। যখন আমরা পুনর্বার সমাজ পরিদর্শন করি, অনেক ব্যক্তির, পরিবারের এবং সমাজের রুপান্তরের সাক্ষ্য শুনতে পাই। লোকদের জন্য সমবেদনা ঈশ্বরকে সুপরিচিত করে।

সি পি এম কি?

স্ট্যান পার্কস [13] [14] দ্বারা লিখিত

একটি মন্ডলী প্রতিষ্টার আন্দোলন (সি পি এম), সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায়, শিষ্যেরা শিষ্যদের তৈরি করছে এবং নেতারা নেতাদের উন্নত করছে, এর সংখ্যা বৃদ্ধি হিসাবে। এর ফলস্বরুপ দেশীয় মন্ডলীগুলি মন্ডলীদের প্রতিষ্টা করছে। এই মন্ডলীগুলি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে জনগোষ্ঠী বা জনসংখ্যার অংশের মধ্যে দিয়ে। এই সমস্ত শিষ্যেরা এবং মন্ডলীরা তাদের সম্প্রদায়গুলিকে রুপান্তরিত করতে শুরু করেছে খ্রীষ্টের নতুন দেহ হিসাবে রাজ্যের মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে।

যখন মন্ডলীগুলি ধারাবাহিকভাবে পুনর্গঠন করে চলেছে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বহুবিধ ধারাতে, পদ্ধতিটা টিকে থাকবার উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এটা শুরু হতে হয়ত বছরের পর বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু যখন প্রথম মন্ডলীগুলি শুরু হয়ে যায়, আমরা সাধারণত দেখি একটি উদ্যোগ চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। বাড়তি হিসাবে, এই উদ্যোগগুলির নিজেরাই প্রায়ই পুনর্গঠন করে নতুন উদ্যোগগুলির। আরো এবং আরো সি পি এম-রা নতুন সি পি এম-এর সূচনা করে অন্য জনগোষ্ঠী এবং জনসংখ্যার অংশের মধ্যে।

ঈশ্বরের আত্মা সি পি এম- গুলি প্রেরণ করেছেন জগতের চারিদিকে যেমন তিনি ইতিহাসে বহুবার করেছেন। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে এই আধুনিক আন্দোলনগুলির কিছু শুরু হবার পরে, প্রাথমিক আন্দোলনের অনুঘটকদের একটি ছোট দল জড় হয়েছিল ঈশ্বরের এই সমস্ত বিস্ময়কর কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে। তাঁরা এই নামটি উদ্ভাবন করেছিলেন, 'মন্ডলী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলি' বর্ণনা করতে, যা ঈশ্বর করছিলেন। এটা তাঁরা যা কল্পনা করেছিলেন, তারও অতীত ছিল।

এই আধুনিক আন্দোলনগুলি যখন উদ্ভব হয়েছে, ঈশ্বরের আত্মা বিভিন্ন প্রকারের নকসাগুলি বা কৌশলসমূহ ব্যবহার করছেন। সি পি এম-গুলি শুরু করবার জন্য। নকসাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য যে নামগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, ট্রেনিং ফর্ ট্রেনার্স (T4T), ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি, শিষ্য তৈরির আন্দোলনগুলি (ডিসাইপেল মেকিং মুভমেন্টস্ / ডি এম এম), চারটি ক্ষেত্র, দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিষ্যত্ব, র‍্যাপিডলি অ্যাডভান্সিং ডিসাইপেলশিপ (আর এ ডি), এবং জুম। অনেক আন্দোলনগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রবেশপথের সদৃশ। অনেক উদ্যোগগুলি আবার দেশীয়ভাবে উন্নত হয়েছে, এই সমস্ত প্রশিক্ষণের নকসার বাইরে।

বিশ্বের নেতারা যারা ২৪:১৪ সন্ধি স্থাপন করেছেন সি পি এম-কে বেছে নিয়েছেন অত্যন্ত সহায়ক এবং সর্বব্যাপী আখ্যা হিসাবে। '২৪:১৪ হচ্ছে বিশ্বের সি পি এম গুলি এবং সি পি এম প্রতিষ্ঠানগুলির নেটওয়ার্ক, যা একযোগে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করছে এবং বিশ্বমন্ডলীকে আহ্বান করছে। এই জাতীয় প্রচেষ্টাগুলিতে যোগ দিতে'।[15]

কখনো কখনো 'রাজ্যের আন্দোলন' এই আখ্যাটি ব্যবহার করা হয়, অপরিহার্যভাবে সি পি এম-এর মত একই অর্থ বহন করতেঃ 'আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য না পাওয়া প্রত্যেকটি লোক এবং স্থানকে ফলপ্রসূ রাজ্যের উদ্যোগের (সি পি এম) কৌশলে অন্তর্ভূক্ত করা ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে।[16]

রাজ্যের এই আন্দোলনগুলির সমরূপ হওয়া, যা আমরা দেখতে পাই নতুন নিয়মে।

'কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমারা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরুশালেম, সমুদয় যিহুদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে' (প্রেরিত ১:৮)।

---

[13]পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর জুলাই – আগষ্ট মাসে ২০১৯ সংস্করণ থেকে www.missionfrontiers.org

[14]স্ট্যান পার্কস, পি এইচ ডি, হচ্ছেন সারা পৃথিবী ব্যাপী বহুল বৈচিত্রপূর্ণ সি পি এম গুলির প্রশিক্ষক এবং কোচ। তিনি বর্তমানে সহনেতৃত্ব দিচ্ছেন একটি বিশ্বব্যাপী ২৪:১৪ সন্ধির, ঈশ্বরের বাক্য না পাওয়া জনগোষ্ঠী এবং স্থানেতে মন্ডলী প্রতিষ্টার আন্দোলনের লড়াইকে ২০২৫ সালের মধ্যে শুরু করার জন্য (2414now.net)। এখনী নেতৃত্বের কর্মদলের অংশ হিসাবে তিনি সাহায্য করেছেন বিভিন্ন এফিসাস দলগুলিকে, যারা সি পি এম গুলিকে প্লাবিত করার কাজ শুরু করতে চাইছে। বৃহৎ ইউ পি জি ঝাঁকের মধ্যে তিনি Global Strategies with Beyond-এর ভি পি।

[15]২৮ অধ্যায় দেখুন, '২৪:১৪ যুদ্ধ যা চূড়ান্তভাবে শেষ হবে'।

[16]ibid.

‘তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন’।

‘তখন সকলে অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলিয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেকজন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি? পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর, এবং লুবিয়া দাসস্থ কুরিণীর নিকটবর্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং প্রবাসকারী রোমীয় কি যিহূদী – ধর্ম্মাবলম্বী লোক – এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেছি’ (প্রেরিত ২:৪; ৭-১১ পদ)।

‘তথাপি যে সকল লোক বাক্য শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিল, তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার হইল’ (প্রেরিত ৪:৪)।

‘আর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর যাজকদের মধ্যে বিস্তর লোক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইল’ (প্রেরিত ৬:৭)।

‘তখন যিহুদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র মন্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহু সংখ্যক হইয়া উঠিল’ (প্রেরিত ৯:৩১)।

‘কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হিতে থাকিল’ (প্রেরিত ১২:২৪)।

‘আর প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্বত্র ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহুদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলাদিগকে ও নগরের প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, পৌলের ও বার্ণবার প্রতি তাড়না ঘটাইল, এবং আপনাদের সীমা হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। তখন তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয়ে গেলেন। আর শিষ্যগণ আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইতে লাগিল’ (প্রেরিত ১৩:৪৯-৫২)।

‘আর সেই নগরে সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং অনেক লোককে শিষ্য করিয়া তাঁহারা লুস্ত্রায়, ইকনিয়ে ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরিয়া গেলেন; যাইতে যাইতে তাঁহারা শিষ্যদের মন সুস্থির করিলেন, এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, যেন তাহারা বিশ্বাসে স্থির থাকে, আর কহিলেন, অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে’ (প্রেরিত ১৪:২১-২২)।

‘তাহাতে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রত্যয় করিল, এবং পৌলের ও সীলের সহিত যোগ দিল; আর ভক্ত গ্রীকদিগের মধ্যে বিস্তর লোক ও অনেকগুলি প্রধান মহিলা তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন’। ‘অতএব তাঁহাদের মধ্যে অনেকে, এবং গ্রীকদিগের মধ্যেও অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ, বিশ্বাস করিলেন’ (প্রেরিত ১৭:৪,১২ পদ)।

‘আর সমাজধ্যক্ষ ক্রীপ সমস্ত পরিবারের সহিত প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন; এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেক লোক শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ও বাপ্তাইজিত হইল। আর প্রভু রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে কহিলেন, ভয় করিও না, বরং কথা বল, নীরব থাকিও না; কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার হিংসা করণার্থে কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কেননা এই নগরে আমার অনেক প্রজা আছে। তাহাতে তিনি দেড় বৎসর অবস্থিতি করিয়া তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন’(প্রেরিত ১৮:৮-১১)।

‘এইরূপে দুই বৎসর কাল চলিল; তাহাতে এশিয়া-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল’ (প্রেরিত ১৯:১০)।

এই আধুনিক আন্দোলনগুলিতে একই ধরণের শক্তি প্রত্যক্ষ করি, যেমন ঈশ্বর করেছিলেন প্রাচীন মন্ডলীতেঃ

- **পবিত্র আত্মা ক্ষমতা প্রদান করছেন এবং প্রেরণ করছেন।**

আধুনিক সি পি এম-গুলির লক্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গীগুলির একটি হচ্ছে ‘সাধারণ মানুষের’ ভূমিকা। পেশাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মধ্যেই ঈশ্বরের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। পরিবর্ত্তে আমরা লক্ষ্য করি সাধারণ লোকেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে সুসমাচার বন্টন, অপদেবতাদের তাড়ানো, রোগী সুস্থ করা এবং শিষ্যদের ও মন্ডলীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। অশিক্ষিত

লোকেরা প্রতিষ্ঠা করছে অনেক অনেক মন্ডলী, এই আন্দোলনগুলির দ্বারা। সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বাসীরা প্রবলভাবে নতুন জায়গাগুলিতে সুসমাচার নিয়ে যাছে। তারা হচ্ছে এক বিস্ময়কর ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পূর্ণ সাধারণ লোক।

- **বিশ্বাসীরা ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনা করছেন এবং পরম বিশ্বাসের প্রদর্শণ করছেন।**

কোন একজন বলেছেন একটি সি পি এম সর্বদা পুরোভাগে অবস্থান করে, প্রার্থনার উদ্যোগের দ্বারা। সি পি এম-গুলি আরো বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয় প্রার্থনার দ্বারা, যেন 'প্রার্থনার উদ্যোগগুলি' তাদের এবং তাদের মধ্যের। এটা এই কারণে, যখন আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কাজ করেন, এবং সি পি এম-গুলি হচ্ছে ঈশ্বরের একটি কাজ, মানুষের কাজ নয়। অধিকন্তু, প্রার্থনা করা হচ্ছে যীশুর মৌলিক আজ্ঞা। সুতরাং প্রত্যেক শিষ্য প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং প্রার্থনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তার নিজের (পুরুষ / মহিলা) জন্য এবং সেই উদ্যোগের জন্য, সে (পুরুষ / মহিলা) যার অংশী।

- **এই শিষ্যেরা অন্য লোকদের সাথে যে আচরণ করেন তা একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য।**

পৃথিবীর চতুর্দিকে অনেক খ্রীষ্টিয়ান এবং মন্ডলীগুলি শারীরিক থেকে আধ্যাত্মিক বিষয় আলাদা করেছেন। খ্রীষ্টিয়ানদের কিছু শাখা, মনে হয় কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন, যদিও তাঁরা তাঁদের চারিদিকের মানুষের শারীরিক চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করেন। যা হোক, শিষ্যেরা এই আন্দোলনগুলিতে আজ্ঞাবহতার উপরে আলোকপাত করেন। যার ফলস্বরুপ তাঁরা আকুলভাবে লোকদের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রদর্শন করেন । ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞাবহতা তাদের প্রতিবাসীদের ভালোবাসার পথ দেখায়। সেই হেতু, লোকেরা এবং মন্ডলীগুলি এই সমস্ত আন্দোলনগুলিতে ক্ষুধার্তকে খাওয়ান, বিধবা ও অনাথদের যত্ন নেন, এবং অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বাইবেল-অনুযায়ী বিশ্বদর্শন, ধার্মিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের প্রভেদ করে না। ঈশ্বর আমাদের সবার জীবন ও সমাজগুলি সুসমাচার দ্বারা সার্বিকভাবে রুপান্তরিত দেখতে চান।

- **শিষ্যদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে।**

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর গোড়ার দিকের মন্ডলীর মত, এই আধুনিক সি পি এমগুলির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এই গতির কিয়দংশ আসছে আত্মার শক্তিশালী পদক্ষেপ দ্বারা। এটা আরো আসছে বাইবেলে উল্লেখিত নিয়মের অনুসরণ থেকে। উদাহরণস্বরুপ, উদ্যোগগুলির সাথে যুক্তরা বিশ্বাস করে যে 'প্রত্যেক বিশ্বাসী একজন শিষ্যপ্রস্তুতকারক' (মথি ২৮:১৯)। এটা শিষ্য তৈরি করতে চায় না, অল্প কিছু বেতনভোগীকে বাদ দিয়ে। এই উদ্যোগগুলিতে, শিষ্যেরা, মন্ডলীগুলি এবং নেতারা শিখেছেন যে তাঁদের প্রধান কাজগুলির একটি হচ্ছে ফলধারণ, এবং তাঁরা এটা করেন যত তাড়াতাড়ি এবং যত ঘন ঘন সম্ভব।

- **এই শিষ্যেরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হচ্ছেন।**

শিষ্যেরা সি পি এম-গুলিতে ধর্মশাস্ত্রকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছেন। প্রত্যেককেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে বাক্যের প্রকৃত ভক্ত হওয়ার। সকলের অধিকার আছে প্রশ্ন সহযোগে একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করবারঃ 'আপনি বাক্যে সেটি কোথায় দেখিয়েছেন'? বিশ্বাসীরা সতর্ক মনোযোগ দেন বাক্য শ্রবণ বা অধ্যয়ন করতে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, উভয়ভাবেই। ঈশ্বর হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে; এবং তাঁরা জানেন যে তাঁরা দায়বদ্ধ বাক্যের আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য।

- **পরিবারগুলি রক্ষা পায়।**

প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে যেমন, যেখানে আমরা পরিবারগুলিকে, বহুবিধ পরিবারগুলিকে এবং বাস্তবিকই কিছু সমাজকেও দেখি প্রভুর প্রতি ফিরতে, আমরা সেই জিনিসই প্রত্যক্ষ করি এই আন্দোলনগুলিতে। এই সমস্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ঘটছে ঈশ্বরের বাক্য না পাওয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, যা বেশী সাম্প্রদায়িক হতে সহায়ক হয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে। এই সংস্কৃতিগুলি, সঙ্কল্পগুলির মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পরিবারগুলি এবং / অথবা গোষ্ঠীগুলির দ্বারা। এই সমস্ত আধুনিক সি পি এম গুলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি একই প্রকারের গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

- **বাধাদান এবং নির্যাতন।**

এই আন্দোলনগুলি প্রায়ই ঘটেছে রুক্ষ স্থানগুলিতে, এবং ফলস্বরুপ সেখানে লক্ষ্যনীয় নির্যাতনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, কখনো কখনো সেই নির্যাতন আসছে, নতুন উদ্যোগগুলির কার্য্যকলাপের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীগুলির অভিযোগের ভিত্তিতে, যা তারা করছে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসীদের বা সরকারের থেকে বিরূপ প্রভাব এড়াবার জন্য। প্রায়ই নির্যাতন আসে ধর্মীয় বা সরকারি শক্তিগুলি থেকে, ঈশ্বরের এই আন্দোলনগুলি বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু আন্দোলনগুলি এই নির্যাতনকে জয় করে মেষশাবকের রক্ত এবং তাদের সাক্ষ্যের বাক্য দ্বারা। কোন কিছুর মূল্য দিতে হয়, এবং এই আন্দোলনগুলিতে অনেক লোক সেই মূল্য প্রদান করেন।

- **পবিত্র আত্মায় এবং আনন্দে পূর্ণ শিষ্যগণ।**

বাধাদান ও নির্যাতন সত্ত্বেও, আমরা আন্দোলনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখি, বিশ্বাসীরা ভীষণ আনন্দ পান, কারণ তাঁরা গহন আঁধার থেকে আলোতে এসেছেন। ফলস্বরুপ, তাঁরা ভীষণ অনুপ্রাণিত হন তাঁদের চারপাশের লোকদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিতে। অনেক ক্ষেত্রে, যারা নির্যাতন সহ্য করেছেন, বলেছেন, তাঁরা উল্লাস করছেন যে ঈশ্বর তাঁদের যোগ্য বলে গণনা করেছেন তাঁর নামের জন্য ক্লেশ ভোগ করতে।

- **বাক্য ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে।**

আমরা প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ের দেখি যে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়ার সমগ্র রোমান প্রদেশে কেবলমাত্র ২ বছরের মধ্যে। যেটা মনে হয় অবিশ্বাস্য। আমরা সেই রকম সক্রিয় শক্তি প্রত্যক্ষ করি এই সমস্ত আন্দোলনগুলিতে। আক্ষরিক অর্থে, হাজার হাজার এমন কি লক্ষ লক্ষ মানুষেরা বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে প্রথম বারের জন্য সুসমাচার শুনছে অত্যন্ত কম বছরের মধ্যে, শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচন্ড প্রসারের কারণে।

- **সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ছে নতুন ভাষা এবং দেশগুলিতে।**

যদি কোন আন্দোলন তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গঠন মানানসই না করে, সেটি ব্যর্থ হবে। এটি শুরু হয় একটি জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে প্রথম যোগাযোগের সাথে। বহিরাগত ব্যক্তি একজন শান্তির পুরুষ বা মহিলা অন্বেষণ করেন, যিনি পরে মন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা হন। যদি বহিরাগত ব্যক্তি মন্ডলীর প্রতিষ্ঠারা হন, বাইরে থেকে রোপিত শাস্ত্রীয় বীজগুলি স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। সুসমাচার ফল ধারন করবে সেই পথেই যা সহজাত ঐ সংস্কৃতির কাছে, তথাপি রোপিত হয়েছে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে। এইভাবে, সুসমাচার আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। লক্ষ্য করুন, এই সমস্ত আন্দোলনগুলি সাধারণত ঘটে থাকে একটি জনগোষ্ঠী বা জনসংখ্যার একটি অংশের মধ্যে। আর একটি গোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় সাধন করতে সাধারণত প্রয়োজন হয় আরো শিক্ষার এবং শঙ্কর-সাংস্কৃতিক দানপ্রাপ্ত মানুষদের। বেশিরভাগ সি পি এম-গুলিই আজকাল ঘটছে ঈশ্বরের বাক্য না পাওয়া জনগোষ্ঠীদের মধ্যে। এটি আংশিকভাবে এই কারণেই যে স্বদেশীয় আন্দোলনগুলি ভালোভাবে উদিত হয় সেই জায়গাগুলিতে, যেগুলি অনাবৃত হয়নি পূর্ব-মোড়কপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য সুসমাচারের কাছে।
একটি সি পি এম-এর কিছু সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্য আছে।

১) সচেতনতা, যে **কেবলমাত্র ঈশ্বরই একটি আন্দোলন শুরু করতে পারেন।** সেই সময়েই, শিষ্যেরা বাইবেলের নীতি অনুসরণ করে প্রার্থনা, রোপণ এবং বীজগুলিকে জলসেচন করতে পারেন, যা পথ দেখাতে পারে 'প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী'র মত আন্দোলন ঘটাতে।

২) **খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুসারী উৎসাহিত হন পুনরুৎপাদনকারী শিষ্য হতে,** কেবলমাত্র একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নন।

৩) **বারবার এবং প্রাত্যহিক আজ্ঞাবহতার দায়বদ্ধতার নিদর্শনগুলি, যা ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলেন। অন্যের কাছে ঈশ্বরের সত্যকে হস্তান্তরিত করা** প্রেমের আত্মীয়তায়। এটা ঘটে একটি ছোট দলের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

- **আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার জন্য প্রত্যেক শিষ্যই সুসজ্জিত।** এর মধ্যে যুক্ত আছে অনুবাদ এবং ধর্মশাস্ত্র প্রয়োগের দক্ষতা, সম্পূর্ণ প্রার্থনার জীবন, খ্রীষ্টের বৃহৎ দেহের একটি অংশ হিসাবে জীবনধারণ এবং নির্যাতন ও দূর্ভোগের ক্ষেত্রে

সদুত্তর প্রদান। এটি বিশ্বাসীদের কাজ করতে সক্ষম করে, কেবলমাত্র ভোক্তা হিসাবে নয়, কিন্তু রাজ্যের অগ্রগমণের জন্য সক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে।

- **প্রত্যেক শিষ্যকে একটি দর্শন দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়তার নেটওয়ার্কে পৌঁছানোর জন্য এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তৃত করার জন্য।** অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সবথেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলিকে, একটি প্রতিশ্রুতি সহ প্রত্যক্ষ করতে, যেন পৃথিবীর প্রত্যেকের সুসমাচারের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকে। বিশ্বাসীরা শিক্ষা করে খ্রীষ্টের দেহেতে অন্যান্যদের সাথে ভৃত্য এবং সহযোগী হিসাবে কাজ করতে, প্রত্যেকটি বিষয়ে।
- **পুনর্গঠিত মন্ডলীগুলি শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির পদ্ধতির অংশ হিসাবে আকৃতি ধারণ করে।**(একটি সি পি এম আত্মার শক্তি দ্বারা সচেষ্ট হয় ১) শিষ্যদের, ২) মন্ডলীগুলির, ৩) নেতাদের এবং ৪) আন্দোলনগুলির সীমাহীন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য)।
- সি পি এম গুলি মন্ডলীর **প্রজন্মগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির** জন্য আন্দোলনগুলির শুরু করবার ওপর আলোকপাত করে। (প্রথম মন্ডলীগুলি, যা একটি শ্রেনীর মধ্যে শুরু হয়েছিল, তা প্রথম প্রজন্মের মন্ডলীগুলি, যা দ্বিতীয় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি শুরু করে, তা তৃতীয় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি শুরু করে, যা পরিশেষে চতুর্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলি শুরু করে দেয়, এবং এভাবেই চলতে থাকে।)
- নেতারা **মূল্যায়ন করেন এবং পরিবর্তন করেন যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। তাঁরা নিশ্চিত করেন যেন প্রত্যেকটি চরিত্রের উপাদান, জ্ঞান, শিষ্য গঠনের নৈপুণ্য এবং বর্ণনার দক্ষতা (১) বাইবেল সম্বন্ধীয় এবং (২) অন্য প্রজন্মগুলির শিষ্যদের অনুসরণ যোগ্য হয়।** এটার জন্য সব বিষয় অতি সাধারণ রাখা প্রয়োজন।

আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি সুসমাচার অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে, যেমন ঘটেছিল প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে। আমরা ইচ্ছা করি আমাদের প্রজন্মের প্রত্যেকটি মানুষ এবং স্থানের মধ্যে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে।

একটি সি পি এম-এর গতিবিজ্ঞান – পুনর্গঠনের মন্ডলীগুলির দ্রুত রোপন

কার্টিস সার্জেন্ট[17] [18] দ্বারা লিখিত

এই অধ্যায়ের মূল নীতিগুলি সংগৃহীত হয়েছে, চিনে তে পূণর্গঠনকারী মন্ডলীগুলির দ্রুত রোপণের অভিজ্ঞতা থেকে। তারা পরে পরিক্ষীত হয়েছেন অনুশীলন, পেশাদারী শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদানের দ্বারা, যারা একশোকোটিরও বেশী দেশে পরিচর্য্যা করেন, বেশিরভাগই কারজ করেছেন ঈশ্বরের বাক্য না পৌঁছানো জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

সমস্ত শিষ্যদের অন্তর্ভূক্ত করা

আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করা। আমরা এটা সবথেকে ভালভাবেকরতে পারি, যখন আমরা তাঁকে নিবিড়ভাবে জানতে পারি এবং তাঁর সেবা করি সবচেয়ে ঐকান্তিকভাবে। ঈশ্বর চান যে প্রত্যেক শিষ্য পরিচর্য্যা কাজে নিযুক্ত হন। যারা নেতৃত্বের বরদান পেয়েছেন, যা লিপিবদ্ধ আছে ইফিষীয় ৪:১১-১২ পদে, তাঁরা অন্যান্য বরপ্রাপ্ত জনদের সুসজ্জিত করবেন পরিচর্য্যার কাজ করবার জন্য। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের একটি অনুপম বরদান এবং আহ্বান আছে। তথাপি সবাইকে নিযুক্ত থাকতে হবে মহান আজ্ঞাতে জীবন ধারন করতে (মথি ২২:৩৭-৪০) এবং মহৎ কর্মভার বহন করতে (মথি ২৮:১৮-২০)।

যদি আমরা মহৎ কর্মভার মেনে চলি, আমরা পূনর্গঠনকারী শিষ্যদের তৈরি করতে পারব। কারণ শিষ্য তৈরির পদ্ধতির একটি অংশ হচ্ছে "আমি (খ্রীষ্ট) যা আজ্ঞা করেছি তার প্রত্যেকটি তাদের মেনে চলার শিক্ষাদান" এবং কর্মভার নিজেই সেই আজ্ঞাগুলির একটি। সুতরাং সংজ্ঞা দ্বারা প্রত্যেক বিশ্বাসীই নিযুক্ত হবে পুনর্গঠনকারী শিষ্যদের তৈরির জন্য। এটি একটি ছোট ধাপ যার থেকে পূনর্গঠনকারী আধ্যাত্মিক সমাজগুলি (মন্ডলীগুলি) শুরু হবে। কারণ আমরা একটি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় চাই অন্যান্য সব আজ্ঞাগুলি মেনে চলবার জন্য। পুনর্গঠনকারী মন্ডলীগুলিতে পরিণত হবে।

ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কিছু জিনিস সিদ্ধ করতে চানঃ আমাদের খ্রীষ্টের মূর্ত্তির অনুরূপে করতে চান। তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে কিছু জিনিস সম্পাদন করতে চানঃ প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদের দ্বারা নিজ নামের গৌরব আনয়ন করতে চান। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের আশীর্ব্বাদের জন্য, তাঁর অনুগ্রহও করুণার প্রামাণিক সাক্ষী হওয়ার জন্য। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে সহবিশ্বাসীদের আশীর্বাদ দানের জন্য, তাদের উৎসাহদান, জুড়িদারী এবং সুসজ্জিতকরণ দ্বারা।

পুনর্গঠনের যোগ্য হওয়া

আমরা সবসময় লক্ষ্য রাখব আমাদের চরিত্র, বিশ্বাস, আত্মার ফল এবং বাধ্যতায় বৃদ্ধি পেতে। শিষ্যত্বের এই বৃদ্ধি আমাদের এমন কিছুতে রূপান্তর করে যা পূনর্গঠনের যোগ্য। ঈশ্বর চান না সাধারন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। সুতরাং প্রত্যেক শিষ্যকে নিজেদের মূল্যায়ন করবার জন্য সময় কাটানো প্রয়োজন এবং যেমন প্রয়োজন অনুতাপ করবার। আমরা কখনো সন্তুষ্ট থাকবো না আমাদের প্রিপক্কতার, প্রেমের ও বিশ্বাসের উচ্চতার উপর, যে পর্য্যন্ত আমাদের ইতিমধ্যেই এনেছেন। আমরা সবসময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখব আরো পূর্ণমাত্রায় প্রভুকে, আমাদের ঈশ্বরকে ভালবাসতে, আমাদের সমস্ত হৃদয়,

---

[17] সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর মে-জুন ২০১৭ সংস্করণে, www.missionfrontiers.org; পৃষ্ঠা ২৯-৩৫।

[18] ডঃ কার্টিস সারজেন্ট পরিচর্যা করেছেন ঈশ্বরের বাক্য অপ্রাপ্ত, অনিযুক্ত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে, উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব দলগুলির মধ্যে, যার মধ্যে আছে ইন্টারন্যাশনাল মিশন বোর্ড এবং ই থ্রি পার্টনার্স-এর মত প্রতিষ্ঠান, পরামর্শদাতা হিসাবে অনেক প্রতিষ্ঠান, এবং মন্ডলী ও গীর্জা স্থাপনের প্রশিক্ষক হিসাবে ১০০টির ও বেশী দেশগুলিতে। এখনকার দিনগুলিতে তিনি প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষন দেন সংখ্যা-বৃদ্ধিকারী পরিচর্য্যা দলগুলিকে এবং পেশাদারী শিক্ষা দেন তাদের, যাদের তিনি পূর্বে প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন।

মন, আত্মা এবং শক্তি দিয়ে। এবং আরো বেশি করে, আমাদের প্রতিবাসীদের আমাদের মত করে ভালবাসবো। একটা রাস্তায় আমরা এটা অনুসরণ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় গড়ে তোলা "দ্বৈত দায়বদ্ধতা"-র যোগানের জন্য। সেটা হচ্ছে প্রভুকে মান্য করবার দায়বদ্ধতা, এবং আমরা যা পেয়েছি তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার দায়বদ্ধতা।

ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সঞ্চয় পার্থিব সঞ্চয়ের থেকে আলাদা। তাঁর আধ্যাত্মিক সঞ্চয় নির্ভর করে একজনের যা আছে তা দিয়ে দেওয়ার ওপর। ঈশ্বর তাঁর বিষয় আমাদের কাছে অনেক কিছু প্রকাশ করেন যখন আমরা বিশ্বস্তভাবে অন্যের সাথে ভাগ করে নিই, যা ইতিমধ্যেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে জেনেছি। তিনি আমাদের কাছে আরো পরিষ্কারভাবে বলেন, যখন আমরা মান্য করি যা তিনি ইতিমধ্যেই বলেছেন।

তারপর কি এমন সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, যা আমরা একে অন্যের জন্য করতে পারি? এটা হচ্ছে এক অন্যকে দায়বদ্ধ করা, যা আমরা প্রভুর কাছ থেকে শিখেছি এবং অন্যের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি, তার মান্যতার জন্য। এটা বৈধকরণ নয়, কিন্তু ভালবাসা। আমরা এটা করব, যদি আমরা একে অন্যের সবচেয়ে ভালো করতে চাই। যদি আমরা সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক আশীর্ব্বাদ, অন্তর্দৃষ্টি, নিবিড় অন্তরঙ্গতা চাই আমাদের পিতার সাথে।

এটা অনেক ভাবেই করা যায়, কিন্তু সরলতমই হচ্ছে আমার প্রিয়। এটা প্রত্যেকবার ঘটে একটি ছোট দলের বাইবেল আলোচনা ও প্রার্থনার পরে। প্রত্যেক শিষ্য দলের অন্যদের বলেন একটি নির্দিষ্ট বিষয়, যা প্রভু তাকে (পুরুষ / নারী) করতে বলেছেন। এবং তারা বিষয়টি তাদের সাথে ভাগ করে নেয় যাদের তারা বলতে চায়। সেই লোক / লোকগুলি, যাদের সাথে তারা বিষয়টি ভাগ করে নেয়; সে একজন অবিশ্বাসীও হতে পারে। যদি তাই হয়, কথোপকথন হতে হবে প্রাক-সুসমাচার বিষয়ক বা সুসমাচার বিষয়ক ধরনের। অথবা ব্যক্তিটি হতে পারে একজন বিশ্বাসী। সেক্ষেত্রে, লক্ষ্য হবে উৎসাহিত বা সুসজ্জিত করা। পরের বার যখন দলটি মিলিত হবে, প্রত্যেক লোক অন্যদের সাথে ভাগ করে নেবে কিভাবে তারা বাধ্য হতে চেষ্টা করেছিল, প্রভু তাদের যা সেই বিষয়গুলিতে। যেরকম পরিবেশে সমস্ত দলটিকেই দায়বদ্ধ করা যাবে। তারা বলে কিভাবে তারা ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করেছিল তাদের নিজেদের জীবনে এবং কিভাবে তারা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিগুলি সঞ্চারিত করেছিল অন্যদের কাছে। এটাই প্রত্যেক শিষ্যকে সবসময় নিযুক্ত রেখেছিল জারানো লোকদের কাছে পৌঁছাতে বা শিষ্য ও বিশ্বাসীদের বা উভয়কেই সাহায্য করতে।

নেতৃত্বের পুনর্বিবেচনা করা

পরিচর্যা শুধুমাত্র খ্রীষ্টেতে পরিপক্কদের জন্য নয়, কিন্তু সকলের জন্য, যারা তাঁকে অনুসরণ করে। সুতরাং বাক্যের কিছু অর্থে আমরা সকলে নেতা। মন্ডলীতে, আমরা প্রায়ই এমন জনদের নেতা মনে করি যারা নির্দিষ্ট বরদান-সহ সেবাকাজ করছেন। বস্তুত যাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ইফিষীয় ৪:১১-১২ পদে (প্রচারকেরা, ভাববাদীরা, সুসমাচার প্রচারকেরা, পালকেরা ও শিক্ষকেরা) বা মন্ডলীর উচ্চ পদাধিকারীরা (উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টিয় যাজকেরা / পালকেরা, প্রাচীনেরা বা ডিকনেরা)। আমরা ভেবে থাকি মন্ডলীর নেতারা বিশপেরা নিশ্চিতভাবে পরিপক্ক বিশ্বাসী। যে সমস্ত ধরনের নেতাদের বিষয়ে সবেমাত্র বলা হয়েছে তাদের জন্য এটা সত্য। যা হোক, ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে কর্তৃত্বের অধিকার দিয়েছেন। একজন গরীব, অশিক্ষিত গৃহবধূ উন্নয়নশীল জগতে তার নিজের সন্তানদের ও প্রতিবেশীদের পরিচালনা করতে পারেন। এই ধরনের "নেতৃত্ব" বিরাট বৈশিষ্ট্য দাবি করে আজকের দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে। ধর্মশাস্ত্র আমাদের প্রথাবিরুদ্ধ এবং সাথে সাথে প্রথাসিদ্ধ নেতৃত্বের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করায়। উদাহরণের জন্য লিপিবদ্ধ করুন, আজ্ঞাটি হচ্ছে মন্ডলীর নেতা "অবশ্যই

নিজের পরিবারকে ভালভাবে পরিচালনা করবে এবং দেখবে যে তার সন্তানেরা তাকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধার সাথে মান্য করছে" (১ম তিমথীয় ৩:২-৫ পদ)।

এই ধরনের নেতৃত্বের বিষয়ে আমি চিন্তা করি, একটি মা হাঁসের ছবি ব্যবহার করবার, যে তার ছানাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। যখন তারা সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে বা সাঁতার কেটে যায়, প্রথম হাঁসের ছানাটিই মা হাঁসকে অনুসরণ করে। অন্যান্য হাঁসের ছানাদের প্রত্যেকে সেই পথে তাদের ঠিক সামনেরটিকে অনুসরণ করে। এইভাবে একটি হাঁসের ছানাকে নেতৃত্ব দিতে, কাউকে পরিপক্ক হাঁস হতে হয় না। একটিকে শুধুমাত্র অন্য হাঁসছানার ঠিক এক পা আগে থাকতে হয়।

এই ছবি অনুযায়ী, নেতাদের একজনই নেতা হন – তিনি যীশু। আমাদের বাকী সকলে কেবলমাত্র হাঁসের ছানা। আমাদের মধ্যে কেউই পুরোপুরি পরিপক্ক নই (পূর্ণ মাপের খ্রীষ্টের অবযবের কাছে)। আমরা সবাই অগ্রগমনের পথে। যা হোক, এটা আমাদের অব্যাহতি দেয় না ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে, যাদেরকে আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে, ঈশ্বর আমাদের যে সমস্ত সুযোগ দিয়েছেন তার বেশিরভাগই সদ্ব্যবহার করতে।

নতুন বিশ্বাসীদের গড়ে উঠতে সাহায্য করা

উৎকৃষ্ট দ্বৈত দায়বদ্ধতার নিদর্শন আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি, প্রত্যেকটি শিষ্যকে নেতৃত্ব অন্তর্ভূক্ত করে? এটা শুরু হয় নতুন বিশ্বাসীদের সঙ্গে সঙ্গে পথ-নির্দেশের মাধ্যমে, তাদের নিজেদের বন্ধুদের ও পরিবারকে ঈশ্বরের বাক্য শেখাতে। যত তাড়াতাড়ি একজন অনুতাপ করতে ও যীশুকে অনুসরণ করতে সিদ্ধান্ত নেয়, আমি তাদের বলি, "এটি একটি বিরাট আশীর্ব্বাদের বিষয় যীশুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য অন্যদের নিয়ে আসা। একটি মহান আশীর্ব্বাদ হচ্ছে অন্যান্যদের সুসজ্জিত করা, নতুন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়গুলিকে শুরু করতে। এখুনি আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই একটি আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য, একটি মহান আশীর্ব্বাদ, এবং সর্ব্বোত্তম আশীর্ব্বাদ"।

আমি তারপর তাঁদেরকে বলি ১০০ জন লোকের তালিকা বানাতে, যাদের সাথে তাঁরা যীশু সম্বন্ধীয় সুসমাচার ভাগ করে নিতে চান। আমি তাদেরকে বলি পাঁচ জনকে বেছে নিতে, তৎক্ষণাৎ যাদেরকে তারা যীশুর কথা বলতে পারবে। আমি তাদের শিক্ষা দিই একটি মানানসই পথের, সুসমাচারকে ভাগ করে নিতে তাদের ধারাতে। আমি পরে তাদের পাঁচবার অনুশীলন করাই। প্রত্যেকবারই তারা ভান করে, তাদের তালিকার পাঁচ জনের মধ্যে এক জনের সাথে তাঁরা ভাগ করে নিচ্ছে। আমি সেইরকমই করতাম, তাদের প্রস্তুত করতে, তাদের সাক্ষ্য ভাগ করে নিতে ও অনুশীলন করতে। এই প্রক্রিয়ার জন্য কমপক্ষে দুই ঘন্টা লাগতো, কিন্তু সময়টা সুফলদায়ী হত। আমি যখন শেষ করতাম, আমি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করতাম, আমার সাথে আবার সাক্ষাৎ করবার জন্য। তারপর আমি তাদের বাইরে পাঠাতাম, তাদের বিশ্বাস ভাগ করে নিতে। আমি তাদের বলি কি করতে হবে যদি পাঁচটি লোকের মধ্যে কোন একজন, যাদের সাথে তারা বিশ্বাস ভাগ করে নিয়েছে, সিদ্ধান্ত নেয় প্রভুকে অনুসরণ করবার। তারা সেই প্রক্রিয়াই অনুসরণ করবে যা আমি তাদের সাথে করি। প্রায়ই, এক বা আরো লোক ফলস্বরূপ প্রভুর কাছে আসেন। কখনো কখনো একটি নতুন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় (মন্ডলী) জন্ম নেয় খুব তাড়াতাড়ি।

যখন আমি তাদের সাথে পুনরায় দেখা করতাম, আমি অনুসরণ করতাম দ্বৈত দায়বদ্ধতার আদর্শটি। যদি না তাঁরা পাঁচ জন মানুষের সাথে ভাগ করে নিত এবং আলোচনা চালিয়ে যেত কোন একজনের সঙ্গে, যে স্পষ্টভাবে সাড়া দিয়েছে। আমরা একই বিষয় পুনরালোচনা করি এবং নিশ্চিত করি তারা ভালোভাবে প্রস্তুত। এটা তাদের আধ্যাত্মিক জীবন ধারা গঠন করে দেয়। আরো দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব, যারা বিশ্বস্ত, তাদেরকে দেওয়া হয়। এটা শুরু হয় ছোট কাজগুলির মাধ্যমে,

যা তারা ইতিমধ্যেই অনুশীলন করেছে। ছোট ধাপগুলির গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াতে। এই পথ সব থেকে সহজভাবে অনুশীলন করা যায় ছোট দলের আকারে। সুতরাং যদি আপনি একটি বৃহত্তর মন্ডলীর অংশ, আপনি এই সমস্ত দায়বদ্ধতার নমুনা প্রদর্শন করতে পারেন বৃহৎ গোষ্ঠীর সভাগুলির একটি অংশ হিসাবে।

আত্মভোজনের জন্য সুসজ্জিত হওয়া

প্রত্যেকটি নতুন শিষ্য অবশ্যই সুসজ্জিত হবেন আত্মিকভাবে নিজেদের ভোজন করাতে অন্যূন চারটি বিষয়ে। এগুলি হল ধর্মশাস্ত্র, প্রার্থনা, মান্ডলীক জীবন এবং নির্যাতন ও ক্লেশভোগ। এগুলি হচ্ছে মূল রাস্তাগুলির কয়েকটি, যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের পরিপক্ক করেন।

আমরা চাই বিশ্বাসীরা শিখুক তর্জমা করতে এবং ধর্মশাস্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। এটা খুবই সহজভাবে ঘটে যে কোন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যবহার করা প্রশ্নের সারির শিক্ষাদানের মাধ্যমে। এর অন্তর্ভূক্ত প্রশ্নগুলি তাদের অনুভব করতে সাহায্য করবার, অনুবাদ ও প্রয়োগ করবার জন্য। অনেক সাজানো প্রশ্নগুলিকে ব্যবহার করতে পারা যায় এই পথে। কোনগুলি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে বিশ্বাসীদের বয়স, শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার উপর। ধর্মশাস্ত্রের একটি অংশ পড়ার পর বা শোনার পর প্রত্যেক বিশ্বাসী অবশ্যই তিনটি জিনিস করতে পারবে। তারা অবশ্যই বলতে পারবে এটা কি বলছে, এর মানে কি এবং কিভাবে এটি তারা (পুরুষ / নারী) ব্যবহার করতে পারবে। এই বাড়তি সময়ে তারা উন্নত হতে পারবে। এই বিষয়টি একটি নিদর্শন স্থাপন করবে, তারা ধর্মশাস্ত্রকে কি দৃষ্টিতে দেখছে এবং সাড়া দিচ্ছে তার জন্য।

প্রার্থনা হচ্ছে আরেকটি প্রধান অস্ত্র, খ্রীষ্টের পচ্ছন্দ মত আমাদের গড়ে তুলতে ঈশ্বর যা ব্যবহার করেন। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা প্রভুর সাথে কথা বলি এবং তাঁর হৃদয় ও মন থেকে শুনি। আমরা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের, উভয়েরই পরিচর্য্যা করি। প্রার্থনা হচ্ছে শিক্ষাদানের এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের অস্ত্র। বাস্তবিক, অবিশ্বাসীদের জন্য তাদের উপস্থিতিতে প্রার্থনা করা হতে পারে। সবচেয়ে সেরা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার সম্বন্ধীয় অস্ত্রগুলির একটি। আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আরো বেশি করে, যা আমরা করে থাকি তা থেকে একজন নতুন বিশ্বাসীকে প্রার্থনা শেখাবার সর্ব্বোত্তম পন্থা হচ্ছে উদাহরণ সহযোগে প্রার্থনা সম্বন্ধীয় বাইবেলের শিক্ষার অধ্যয়ন-এর দ্বারা বলীয়ান করে।

মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের দেহ। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টের দেহের সদস্যদের আছে নানাবিধ গুণ এবং ক্ষমতা। দেখুন ইফিষীয় ৪; ১ম করিন্থীয় ১২; রোমীয় ১২ এবং ১ম পিতর ৪)। এইগুলি কাজ করে একত্রে দেহ গড়ে তুলতে এবং তাকে পরিপক্কতা দিতে। এই ধারনা শক্তিশালী হয় নতুন নিয়মের বিভিন্ন অংশ দ্বারা। ধর্মশাস্ত্র আমাদের পঞ্চাশবারেরও বেশি বলে এক অন্যের জন্য কিছু করতে। আমাদের বৃদ্ধি পেতে একে অন্যকে দরকার।

নির্যাতন ও ক্লেশভোগ আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও ঘটাতে পারে। বাইবেল বলে যে "আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারন করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে" (২য় তিমথীয় ৩:১২)। আমরা জানি আমাদের একজন শত্রু আছে, যে বিভিন্ন ভাবে আমাদের বাধা দেয়, যখন আমরা প্রভুকে অনুসরণ করি। নতুন বিশ্বাসীদের বোঝা দরকার ঈশ্বর কিভাবে নির্যাতন ও ক্লেশের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। তিনি এটি ব্যবহার করেন আমাদের চরিত্রকে নিখুঁত করতে, আমাদের বিশ্বাস প্রমাণ করতে, পরিচর্য্যার জন্য আমাদের সুসজ্জিত করতে, এবং একটি সাক্ষ্য যোগান দিতে। পূর্বে জানা সত্ত্বেও এটা ঘটা, নিরুৎসাহ এড়াতে সাহায্য করতে পারে। এটা আমাদের সাহায্য করতে পারে এই সুযোগগুলির অধিকাংশকে ব্যবহার করতে, তাদের অপব্যয় না করে বা ক্ষীণভাবে উত্তর দিয়ে।

একজন বিশ্বাসী, যিনি এই বিষয়গুলি বোঝেন এবং প্রয়োগ করেন দ্বৈত দায়বদ্ধতা সহ, তিনি ভালভাবে সুসজ্জিত। তাঁরা নতুন মন্ডলীগুলির একটি সম্পূর্ণ উদ্যোগ শুরু করেন, যদিও বা কিছু জিনিস তাদের পৃথক করে তাদের আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় থেকে। তাদের পবিত্র আত্মার ক্ষমতা আছে এবং ধর্মশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার আছে। সেটা এবং এই সমস্ত প্রাথমিক দক্ষতাগুলি তাদের এগিয়ে নিয়ে পরিপক্কতার দিকে এবং তাদের সুসজ্জিত করে অন্যদের সাথে আনতে। এই প্রকারের উদ্যোগকে থামানো কঠিন।

প্রশিক্ষণ চক্রের ব্যবহার

যেমন বিশ্বাসীরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতায় বৃদ্ধি পায়, আমরা অবশ্যই তাদের বুঝতে সাহায্য করব প্রশিক্ষণ চক্রের ধাপগুলিকে। এটি তাদের পথ দেখাবে যখন তারা নতুন বিশ্বাসীদের বা মন্ডলীগুলির সাথে কাজ শুরু করবে। এটি তাদের জানতে সাহায্য করবে কখনও কিভাবে আদর্শ থেকে গমনের, সহযোগিতার, পর্যবেক্ষনের ও থেমে যাওয়ার কাজ করতে হবে। এটি হচ্ছে একটি সহজাত প্রক্রিয়া, যার দ্বারা তাঁরা অন্যদের বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে এবং একটি দল হিসাবে।

আমি এই প্রক্রিয়ার তুলনা করি, একটি শিশুকে সাইকেল চড়া শেখানোর সাথে। শিশুর পক্ষে সাইকেল চড়া শেখবার প্রথম ধাপ হচ্ছে অন্য কাউকে সাইকেল চড়তে দেখা। এটি একটি মুহুর্ত্ত নেয়, কিন্তু এটি একটি অনুকরনীয় ব্যক্তিকে দেখায়। শিষ্য তৈরী করতে বা মন্ডলী স্থাপন করতে, এটি হতে পারে সেই মত একটি অতি প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া। কিন্তু অনুকরণীয় ব্যক্তিটি কত ভালো সেটা বিষয় নয়। শুধুমাত্র অনুকরণ কাউকে কখনো সাইকেল চড়া শিখাতে পারে না। শিক্ষার্থী অবশ্যই সিটের ওপর বসবে এবং নিজেদের জন্য প্যাডেল করতে শুরু করবে। এটাই আমাদের দ্বিতীয় ধাপে নিয়ে আসে।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আমাদের অবিলম্বে সাহায্য করা দরকার। এর মানে শিক্ষার্থীরা হচ্ছে "সিটের উপরে" এবং আমরা তাদের ধরে রেখেছি। তাঁরা আমাদের ছাড়া এটা করতে পারে না। কিন্তু প্রথম মুহুর্ত্তগুলি থেকে, আমরা চেষ্টা করি আমাদের ওপর তাদের নির্ভরতা কমাতে। যখনই আমাদের মনে হয় তারা হয়ত নিজেদের ভারসাম্য ও গতিবেগ বজায় রাখতে পারবে, আমরা তাদের ছেড়ে দিই। আমরা অবশ্যই চাই যে তারা পড়ে যাক, কেননা যখন তারা শিখছে, এটা প্রায়ই ঘটতে পারে। তাদের পতনের জন্য আমাদের ভয়ের কারণে তাদের ছেড়ে দেব না, তা কখনই হতে পারে না। সেটি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ। শিক্ষার এই পর্যায়টি একটু বেশী দীর্ঘ, প্রদর্শনীর পর্যায় থেকে, কিন্তু তবুও যতটা সম্ভব ছোট রাখতে হবে। মন্ডলী স্থাপন প্রক্রিয়াতে আমি প্রায় তিন মাসের মধ্যে এই পর্যায় অতিক্রম করতে চাই। সেই সময়ে আমি "ছায়া পরামর্শদাতা"। আমি একাকী সাক্ষাৎ করি নতুন মন্ডলী সহজাত নেতাদের এবং গঠনকারীর সঙ্গে, তারা কি করবে যখন সমস্ত দল একসঙ্গে মিলিত হবে। এই সময়ে আমি আত্ম-ভোজন দক্ষতার বিষয় বলি, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহায্য করার পর আমি লক্ষ্য রাখি। এই পর্বটি বেশি লম্বা, প্রায়ই অনেক বছর সময় নেয়। কিন্তু এটা ঘটে বিরাট ব্যবধানে এবং কদাচ। একজন ব্যক্তি একই সময়ে অনেকগুলি মন্ডলীকে পর্যবেক্ষন করতে পারে। নতুন নিয়মে আমরা প্রচারক পৌলকে দেখি এই ধারা ব্যবহার করতে। তিনি নতুন মণ্ডলীতে উদাহরণস্বরুপ হয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন, যখন কোন শহরে তিনি প্রথম প্রবেশ করেছেন। এটি ছিল একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া সমস্ত মন্ডলীগুলিতে, করিন্থীয় (আঠারো মাস) এবং ইফিষীয় (তিন বছর)। পর্যবেক্ষনের ধাপটি, যা হোক, অনেক বছর টিকে ছিল। তিনি পরিদর্শন করেছিলেন, সহকর্মীদের পাঠিয়েছিলেন বিষয়গুলির উপরে নিয়ন্ত্রন রাখতে, এবং চিঠি লিখেছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন মন্ডলীগুলি অনুশীলন করছে, যা তারা পেয়েছে।

একবার যখন প্রাথমিক দক্ষতাগুলি রপ্ত হয়ে যায়, তখন পরামর্শদাতার চলে যাওয়ার সময় হয়। একজন শিক্ষাগুরু কখনো সবসময় লক্ষ্য রাখতে পারেন না, যখন কোন একজন সাইকেল চালাচ্ছে। এটা বাস্তবসম্মত বা সহায়ক নয়, এবং এটা আরোহীকে বিড়ম্বিত করবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যাপারে সেটা একই রকম সত্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নতুন বিশ্বাসীরা এবং নতুন মন্ডলীগুলি বাড়াতে শুরু করবে, শুধুমাত্র গ্রহন করতে নয়। আধ্যাত্মিক পুনসৃষ্টি অবশ্যই ঘটবে। এটি একটি শুভ চিহ্ন, যে সময় এসে গেছে পরবর্তী পর্বে যাওয়া শুরু করবার। প্রথম প্রজন্মের জন্য উদাহরণস্বরূপ , তারপর সহায়তা করা যখন তারা দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য উদাহরণস্বরূপ হচ্ছেন । পরবর্তী পর্যবেক্ষন তৃতীয় প্রজন্মের জন্য। যদি অন্য লক্ষণগুলি ভালো মনে হয়, তবে সময় হয়েছে ছেড়ে যাওয়ার। আমরা দেখি পৌল আনুষ্ঠানিকভাবে ইফিষীয় মন্ডলীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেরিত ২০ অধ্যায় ১৭-৩৮ পদে। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখায় কখন ছেড়ে যাওয়া ঠিক এবং সহায়ক।

নতুন সম্প্রদায়গুলিতে প্রবেশ করা

নতুন শিষ্যেরা এবং নতুন মন্ডলীগুলিরও আরো সক্ষম হওয়া প্রয়োজন, কোথায় মন্ডলী নেই সেটা দেখতে হবে। এই সন্ধিক্ষনে তারা বুঝতে শুরু করতে পারে, সংস্কৃতির এবং অন্যান্য সীমানাগুলি কিভাবে অতিক্রম করা যায়, সমস্ত জাতিগুলিকে (লোকবৃন্দকে) শিষ্যে পরিণত করতে। আমি মানচিত্রগুলি ব্যবহার করি কাঁটা দ্বারা নির্দেশিত পরিচিতি মন্ডলীগুলি সহ। এটা শুরু করা যায় লোকদের ভৌগলিক বৈসাদৃশ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে। খুব শীঘ্র আমি ব্যাখ্যা করতে শুরু করব ধারনাগুলির বৈসাদৃশ্য ভাষাতে, আর্থসামাজিক সমত্বে, শিক্ষার সমত্বে, জাতিগতভাবে এবং ইত্যাদি প্রমুখ। এটা নতুন বিশ্বাসীদের সাহায্য করে সুযোগের খোঁজ করতে, গহন আধ্যাত্মিক অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকদের কাছে ও স্থানগুলিতে পৌছাবার জন্য।

আমাদের বাইবেলের পরিচর্য্যা কাজের পথগুলিকে উদাহরণ স্বরূপ করা দরকার, সাথে সাথে দরকার তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার। উদাহরণস্বরূপে, লোকদের বুঝতে হবে কিভাবে একজন "শান্তির মানুষকে" খুঁজে পাওয়া ও চিহ্নিত করা যায়, তারা যখন সদ্য সমাজগুলিতে প্রবেশ করে। এই শব্দটি এসেছে মথি ১০ অধ্যায় ও লূক ১০ অধ্যায় থেকে, যেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। একজন শান্তির মানুষ প্রতিবেদনশীল হবেন, তাঁর প্রভাবের একটি অঞ্চল থাকবে এবং সেই অঞ্চলের জন্য তিনি দরজা খুলে দেবেন। দরিদ্র রাজ্যে গেলে প্রায়ই একজন শান্তির লোককে পাওয়া যায়, কারণ তাঁরা সাহায্য প্রদান করেন। এই ধরনের কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমার পচ্ছন্দের পথগুলির একটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক কথোপকথন শুরু করা। যদি কেউ আগ্রহ প্রকাশ করে, আমি তাদের সাথে শুধুমাত্র কথা বলি না। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরা অন্যান্য কাউকে জানে কি না, যারা হয়ত অই জাতীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। যদি তাঁরা করে, আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি তাঁদের জড় করতে পারবেন। যদি তাঁরা রাজী থাকেন, আমি স্বাভাবিকভাবেই একজন শান্তির মানুষকে খুঁজে পাই।

একজন শান্তির মানুষকে খুঁজে পাওয়া বহুভাবে সহায়ক হয়। প্রথমত, একদল অবিশ্বাসীদের জিতে নেওয়া অনেক বেশি কার্য্যকর, ব্যক্তিগুলিকে জিতে নিয়ে, পরে তাদের দলবদ্ধ করার থেকে। নতুন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়গুলি শক্তিশালী হতে যত্নবান হয় এবং আরো স্বচ্ছন্দে কাজ করে। তাঁদের উঁচুস্তরে আনুগত্য থাকে এবং তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হয়। যদি আমরা নিশ্চিত না হই যে আমরা সকলে একজন শান্তির মানুষকে খুঁজে পেয়েছি, তথাপি আমরা অবশ্যই দেখব যদি আমরা একজন নতুন বিশ্বাসীকে / অনুসন্ধানকারীকে সাহায্য করতে পারি, একটি নতুন মন্ডলী প্রস্তুত করতে। তারা এটি করতে পারে তাদের নিজেদের আত্মীয়তার নেটওয়ার্কের মধ্যে, তাদের শুধুমাত্র কোন বিদ্যমান মন্ডলীর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে। এটি স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে পারে, যখন তারা তাদের নতুন বিশ্বাস ভাগ করে নিতে শুরু করবে, তাদের তালিকাভুক্ত

১০০ জন মানুষের সাথে যারা প্রভুকে জানতে চায়। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনীতে ব্যবহৃত পদ্ধতি আকজের দিনেও ভালভাবে কাজ করছে। নতুন বিশ্বাসীরা জড় হয় নতুন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়গুলিতে তাদের মধ্যে থেকে উঠে আসা নতুন নেতাদের সাথে। খ্রীষ্টানরা প্রায়শই নতুন ধর্মান্তরিতদের শুধুমাত্র বিদ্যমান মন্ডলীগুলির সাথে যুক্ত করে দেন, যা ব্যাহত করে শিষ্যদের এবং মন্ডলীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি।

উপসংহার

যখন প্রাথমিক উপাদানগুলি, যেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এই অধ্যায়, সংযুক্ত হয়, ঈশ্বর প্রায়ই বিস্ময়বিহ্বল পথগুলিতে গমনাগমন করেন। পরিণতিস্বরূপে উদ্ভূত শিষ্যেরা ও মন্ডলীগুলি ভীষন ফলদায়ী এবং ভ্রান্ত শিক্ষার আরো বিরোধী হয়। আমরা প্রায়শই দেখি যে একটি আত্মা-চালিত কর্মপ্রেরণা, সেখানে সুসমাচারকে নিয়ে যায়, যেখানে সেটা যায়নি। এইভাবে নতুন মন্ডলীগুলির চারপাশের অনিযুক্ত জন-গোষ্ঠীগুলি, দ্রুত সুসমাচারে প্রবেশাধিকার পায়। এই নমুনাই মুখ্যঃ প্রত্যেক শিষ্যকে বাইরে থেকে নিজেদের বিশ্বাস বন্টন এবং অন্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নিযুক্ত করবার। আমরা নতুন বিশ্বাসীদের সাথে এটা করতে পারি, প্রশিক্ষন চক্র ব্যবহার করে। এটা তাদের সাহায্য করে নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে খাওয়ানো শিখতে। এটা সমানভাবে করা যেতে পারে যাতে শিষ্যেরা নিজেদের সম্প্রদায় ও আত্মীয় স্বজনদের বাইরেও তা করতে পারে। বাইবেলের এই সমস্ত সরল নীতিগুলিই নতুন বিশ্বাসীদের সুসজ্জিত করতে পারে অনুঘটক হতে এবং পুনরুৎপাদনকারী নতুন মন্ডলীগুলিকে দ্রুত রোপন করতে।

উদ্যোগগুলির জন্য মানসিক পরিবর্তন

এলিজাবেথ লরেন্স[19] এবং স্ট্যান পার্কস্[20] দ্বারা লিখিত

ঈশ্বরের মহান কাজগুলি বিশ্বের চারিদিকে আমাদের কালে করেছেন মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগ[21]গুলির (সি পি এম) মাধ্যমে। সি পি এম নির্দেশ করে না যে প্রথাগত মণ্ডলী স্থাপন খুব সফল হয়েছে। সি পি এম বর্ণনা করে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচর্য্যা পথের ঈশ্বর প্রদত্ত ফল – অদ্বিতীয় সি পি এম – জাত "ডি এন এ"। একটি সি পি এম-এর আকৃতি এবং নমুনাগুলি অনেকটাই আলাদা, মান্ডলীক জীবন ও পরিচর্য্যা, যা আমাদের মধ্যে অনেকেই "স্বাভাবিক" বলে মনে করে।

লক্ষ্য করুন, আমরা দৃষ্টান্তগুলিকে সনাক্ত করতে চাই, আমরা যারা সি পি এম-গুলির সাথে যুক্ত, তাদের অনেকের জন্য ঈশ্বর যা পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু এইগুলি পরীক্ষা করবার আগে, আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাইঃ আমরা বিশ্বাস করি না সি পি এম-ই হচ্ছে পরিচর্য্যা করবার একমাত্র পথ বা যারা সি পি এম করছেন না, তাদের দৃষ্টান্ত ভ্রান্ত। আমরা ভীষন ভাবে শ্রদ্ধা করি তাঁদের, যারা আগে চলে গিয়েছেন; আমরা তাঁদের কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা খ্রীষ্টের দেহেতে অন্যদের শ্রদ্ধা করি, যারা বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের সাথে সেবা করেছেন, অন্য ধরনের পরিচর্য্যাগুলিতেও।

এই প্রসঙ্গে আমরা মূলত পশ্চিমদেশীয় লোকদের জন্য দৃষ্টান্তের প্রভেদগুলি পরীক্ষা করব, যারা সাহায্য করতে চান একটি সি পি এম-এর পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে। আমাদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে যুক্ত হতে চান, তাঁদের লক্ষ্য করা দরকার, আমাদের নিজেদের মানসিকতার কি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, উদ্যোগগুলির পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। মানসিক পরিবর্তনগুলি জিনিসগুলিকে অন্যভাবে এবং সৃজনশীল ভাবে আমাদের দেখতে সক্ষম করে। এই আকৃতিগত পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন আচার আচরণ এবং পরিণতির দিকে চালিত করে। এখানে আছে কতকগুলি পথ, সি পি এম – গুলিতে ঈশ্বরের মহান কাজ আমাদের আহ্বান করে আমাদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করত

শুরুঃ "এটা সম্ভব; আমার দর্শনকে সম্পূর্ণ করতে আমি একটা পথ দেখতে পাচ্ছি"।
শেষঃ একটি ঈশ্বরের-আকারবিশিষ্ট দর্শন, তাঁর মধ্যস্থতা ছাড়া অসম্ভব। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা তাঁর নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য।

আধুনিক কালে এত সংখ্যক সি পি এম-গুলি শুরু হওয়ার মূল কারণগুলির মধ্যে একটি হল লোকেরা ঈশ্বরের আকারবিশিষ্ট দর্শনকে সমগ্র জনগোষ্ঠীগুলির কাছে পৌঁছানোর জন্য ক্রিয়া-কেন্দ্র হিসাবে মেনে নিয়েছে। যখন ঈশ্বরের বাক্য সুসমাচার অপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে একজন কর্মী কখনই নিজের চেষ্টায় কোন কিছুই সম্পাদন করতে পারে না। সত্যি হচ্ছে এটাই যে, আমা ভিন্ন তোমরা

---

[19] এলিজাবেথ লরেন্স-এর ২৫ বছরেরও বেশি শঙ্কর-সংস্কৃতির পরিচর্য্যার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে আছে সি পি এম-এর দলগুলিকে প্রশিক্ষণ, প্রেরণ এবং পেশাদারী শিক্ষাদান, ঈশ্বরের বাক্য-অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে বাস করা একটি ইউ পি জি থেকে, এবং মুসলমান ঘরানায় বি এ এম প্রচেষ্টার নেতৃত্বের জন্য। তিনি শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আবগপ্রবণ।

[20] এটি একটি প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস্ এর মে – জুন ২০১৯ সংস্করণে, www.missionfrontiers.org.

[21] এই উদ্যোগগুলির কয়েকটিতে ঈশ্বরের কাজের বিবরণের জন্য, উদাহরণস্বরূপ দেখুন মিরাকুলাস মুভমেন্টসঃ কিভাবে শত সহস্র মুসলমানরা যীশুর প্রেমে পড়েছেন, জেরী ট্রাউথডেল দ্বারা লিখিত প্রবন্ধে (https://smile.amazon.com/Miraculous-Movements-Hundreds-Thousands-Muslims-ebook/dp/B00759NKOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546988123&sr=81&keywords=miraculous+movements+by+jerry+trousdale+kindle) এবং দ্যা কিংডম আনলিশ্ডঃ কিভাবে ১ম শতকের রাজ্যের মূল্যবোধ হাজার হাজার সংস্কৃতিকে রূপান্তরিত করছে তাঁর মণ্ডলীকে জাগ্রত করে – জেরী ট্রাউসডেল ও গ্লেন সানসাইন দ্বারা রচিত (https://smile.amazon.com/Kingdom-Unleashed-1st-century-Transforming-Thousands-ebook/dp/B07DLJHNG9/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546988183&sr=81&keywords=kingdom+unleashed+by+jerry+trousdale+kindle)

কিছুই করিতে পার না"। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা হোক, যদি আমাদের ক্ষুদ্র লক্ষ্য থাকে, কাজ করা সহজ হয়, যেন ফল নির্ভর করে আমাদের প্রচেষ্টার উপর, ঈশ্বরের মধ্যস্থতা থেকেও।

শুরুঃ প্রত্যেককে শিষ্য করবার লক্ষ্য
শেষঃ একটি দেশকে শিষ্য করবার লক্ষ্য

মহান কর্মভার প্রসঙ্গে যীশু শিষ্যদের বললেন, "শিষ্য তৈরি কর – প্যান্টা টা এথনী" সে সমস্ত জাতিকে / প্রত্যেক মানুষকে। প্রশ্ন হলঃ "আপনি কিভাবে সমস্ত মানুষকে শিষ্য তৈরি করবেন"? একমাত্র রাস্তা হচ্ছে সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা – শিষ্যদের, যারা শিষ্যদের তৈরি করে, মন্ডলীদের, যারা মন্ডলীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এবং নেতাদের, যারা নেতাদের বৃদ্ধি করে।

শুরুঃ "এটা এখানে ঘটতে পারে"
শেষঃ পরিপক্ক সংগৃহীত ফসলের প্রত্যাশা করা

বিগত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষেরা প্রায়ই বলেছেন "উদ্যোগগুলি সেই সমস্ত দেশগুলিতে শুরু হতে পারে, তবে তারা এখানে শুরু করতে পারবে না"। আজকে লোকেরা উত্তর ভারতের অনেক উদ্যোগগুলিকে চিহ্নিত করে, কিন্তু ভুলে যায় যে এই অঞ্চল "আধুনিক মিশনগুলির কবরস্থান" ছিল ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেউ কেউ বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে উদ্যোগগুলি শুরু করা যেতে পারে না, কারণ তা ইসলামের অন্তঃস্থল"। তথাপি অনেক উদ্যোগগুলি এখন মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলমান দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যেরা বলেন, "এটা ঘটতে পারে ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানগুলিতে প্রথাগত মন্ডলীগুলির সাথে"। তথাপি, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগগুলি শুরু হচ্ছে সেই সমস্ত স্থানগুলিতেও। ঈশ্বর আমাদের সন্দেহসকল জয় করতে ভালোবাসেন।

শুরুঃ "আমি কি করতে পারি"?
শেষঃ "অবশ্যই কি করা উচিত ঈশ্বরের রাজ্য এই গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে শহর, জাতি, ভাষা, উপজাতি ইত্যাদি"?

একটি প্রশিক্ষণের দল একবার আলোচনা করেছিল প্রেরিত ১৯:১০ – কিভাবে ১ কোটি ৫০ হাজার লোক এশিয়ার রোমান প্রদেশে ২ বছরের মধ্যে প্রভুর বাক্য শুনেছিল। কেউ একজন বলেছিলেন, "ওটা হয়ত অসম্ভব হত পৌল এবং ইফিষীয়ের প্রকৃত ১২ জন বিশ্বাসীর পক্ষে – তাদের প্রত্যেক দিন ২০,০০০ লোকের সাথে বাক্য ভাগ করে নিতে হত।" এটাই লক্ষ্যনীয় বিষয় – তাদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। টাইরেনাস প্রেক্ষাগৃহে প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণ শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, তারা শিষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল, তারাও আরো শিষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল, এবং সেই শিষ্যরাও আরো শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল সমগ্র অঞ্চল জুড়ে।

শুরুঃ "আমার দল কি সম্পাদন করতে পারে"?
শেষঃ "এই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ ক্রার অংশী আর কে হতে পারে?"

এটা ওপারের মানসিক পরিবর্তনের ন্যায় এই প্রকারের। মানুষের, আমাদের নিজেদের মন্ডলীর সম্পদের, সংস্থার বা সম্প্রদায়ের ওপর আলোকপাত না করে, আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের সমগ্র দেহ, তৎসহ সমস্ত ধরনের মহান কর্মভার-এর সংস্থাগুলিও মন্ডলীগুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। আমাদের আরো বেশি করে বিবিধ

বরদানপ্রাপ্ত ও পেশার লোকদের নিযুক্ত করা উচিৎ, অনেক প্রচেষ্টাগুলির ব্যাপারে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যঃ প্রার্থনা, গতিপ্রদান, আর্থিক সংস্থান, ব্যবসা, অনুবাদ, ত্রাণ, উন্নয়ন, চিত্রকলা প্রভৃতি।

শুরুঃ আমি প্রার্থনা করি।
শেষঃ আমরা দূর্দান্তভাবে প্রার্থনা করি এবং অন্যদের প্রার্থনা করতে সচল রাখি।

আমরা প্রত্যেকটি জিনিসই পুনরুৎপাদন করতে চাই। বাস্তবিকই, ব্যক্তিগত প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন সমাজের, শহরের ও জন গোষ্ঠীগুলির কাছে পৌঁছানোর জন্য কাজের অপরিসীম বোঝার সম্মুখীণ হতে হয় – অন্যান্যদের প্রার্থনা সচল রাখবার প্রয়োজন হয় আমাদের।

শুরুঃ আমার পরিচর্য্যা পরিমাপ করা হয় আমার সফলতার দ্বারা।
শেষঃ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমরা কি মঞ্চ তৈরির কাজ বিশ্বস্ত ভাবে করছি (যেটা আমাদের পরিচর্য্যার সময় ঘটতে বা না ঘটতেও পারে)।

বৃদ্ধি ঈশ্বরের দায়িত্ব (১ম করিন্থীয় ৩:৬-৭)। কখনও কখনও বহুগুণবৃদ্ধিকারী প্রথম মণ্ডলীগুলির অনুঘটন করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। ক্ষেত্রের কর্মীদের বলা হয় "কেবলমাত্র ঈশ্বর সাফল্য দিতে পারেন। আপনাদের কাজ হচ্ছে বিশ্বস্ত এবং বাধ্য থাকা, ঈশ্বর কাজ করবেন এটা প্রত্যাশা করতে করতে"। নতুন নিয়মে প্রাপ্ত শিষ্য তৈরির সংখ্যা বৃদ্ধির নক্শা অনুসরণ করতে আমরা আমাদের সর্ব্বোচ্চ শ্রম দান করি, এবং আমরা পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাস করি বৃদ্ধি আনয়নের জন্য।

শুরুঃ বহিরাগত মিশনারী হচ্ছেন "পৌল", ঈশ্বরের বাক্য অপ্রাপ্তদের মধ্যে অগ্রগন্য হিসাবে উপদেশ দিচ্ছেন।
শেষঃ বহিরাগত একজন "বার্ণবা" হিসাবে অনেক বেশি সক্রিয়, একটি নিকটবর্তী – সংস্কৃতির আবিষ্কার, উৎসাহপ্রদান ও শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে "পৌল"।

মিশনারী হিসাবে প্রেরিত লোকেদের উৎসাহিত করা হয় নিজেদের অগ্রগণ্য কর্মী হিসাবে গন্য করতে, প্রেরিত পৌলের পরে আদর্শ হিসাবে। আমরা এখন অনুভব করি যে দূরের বহিরাগত কেউ বিরাট প্রভাব ফেলতে পারেন সাংস্কৃতিক ভাবে অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের বা প্রতিবেশীদের খুঁজে পাওয়া ও অংশীদার করার মাধ্যমে, এবং হয়ে উঠতে পারেন "পৌল", তাদের সম্প্রদায়গুলির কাছে।

প্রথমে লক্ষ্য করুন যে বার্নবা ছিলেন একজন নেতা, যিনি "কাজটি করেছিলেন" (প্রেরিত ১১:২২-২৬; ১৩:১-৭)। সুতরাং উদ্যোগের অনুঘটকের প্রথমে নিজেদের সংস্কৃতিতে শিষ্য তৈরি করার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে, এবং তারপর শঙ্কর-সংস্কৃতিতে কাজ করতে হবে সেই কেন্দ্রীভূত সংস্কৃতির মধ্যে থেকে সেই সমস্ত "পৌলদের" খুঁজে বের করতে, যাদের তারা উৎসাহিত ও ক্ষমতার অধিকারী করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত "পৌলদের" তাদের দৃষ্টান্তদের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। ভারতে একটি বড় উদ্যোগের অনুঘটকরা বার্নবার জীবনি পড়েছেন তাঁদের নিজেদের ভূমিকা ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য। তারপর তাঁরা পড়েছেন এই উদ্যোগের প্রারম্ভিক "পৌলদের" নিয়ে লেখার অংশগুলি। সেই সব নেতারা ফলশ্রুতিস্বরূপ অনুভব করেছেন, তাঁদের

সংস্কৃতির ধারার বিপরীতে (যেমন প্রারম্ভিক নেতা সবসময় সেরা হন), তাঁরা প্রতিদানে বার্নবাদের মত হতে চেয়েছেন, এবং যাদের তাঁরা শিষ্য করেছেন তাদের ক্ষমতাপন্ন করেছেন, আরো বিরাট প্রভাবের জন্য।

শুরুঃ আশা করা যে একজন নতুন বিশ্বাসী বা নতুন বিশ্বাসীদের দল একটি উদ্যোগ আরম্ভ করবে।
শেষঃ জিজ্ঞাসা করা যে "কোন জাতির বিশ্বাসীরা, যারা অনেক বছরের অনুসরণকারী, একটি সি পি এম-এর অনুঘটক(রা) হতে পারবে?"

এটি একটি সাধারন ধারনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে আমরা যারা সাংস্কৃতিকভাবে দূরবর্তী বহিরাগত, একজন হারানো লোকেদের খুঁজে পাব এবং জিতে নেব, যে হয়ে উঠবে উদ্যোগের অনুঘটক। যখন এটি আকস্মিকভাবে ঘটে, প্রচুর সংখ্যক উদ্যোগগুলি শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিকভাবে অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের বা নিকট প্রতিবেশীদের দ্বারা, যারা অনেক বছর ধরে, এমনকি বহু বছর ধরে বিশ্বাসী। তাঁদের নিজেদের মানসিক বিন্যাসের পরিবর্তন সি পি এম-এর নীতিগুলির সম্যক উপলব্ধি রাজ্য বিস্তারের নতুন সম্ভাবনাগুলির দ্বার খুলে দেয়।

শুরুঃ আমরা আমাদের পরিচর্য্যা কাজের জন্য অংশীদার খুঁজছি।
শেষঃ একসঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য আমরা ভাই বোনেদের খুঁজছি।

কখনো কখনো মিশনারীদের শেখানো হয় "জাতীয় অংশীদারদের" খুঁজে নেওয়ার জন্য। কাউকে তাঁর উদ্দ্যেশ্যের কথা জিজ্ঞাসা না করাকে স্থানীয় কিছু বিশ্বাসীরা সন্দেহজনক মনে করেন। আরো কিছু ভ্রান্ত (প্রায়ই অবচেতন) অর্থগুলির মধ্যে পড়েঃ

- একজন বহিরাগতের সঙ্গে "অংশীদারত্ব" তাঁরা যা চান তাই করা।
- একটি অংশীদারত্ব বৃহৎ অর্থসম্পন্ন মানুষ(রা) অংশীদারি নিয়ন্ত্রন করেন
- এটি এক ধরনের "কাজের" লেনদেন, নির্ভেজাল ব্যক্তিগত সম্পর্কের থেকেও।
- "জাতীয়" শব্দটির ব্যবহার মনে হতে পারে অভীষ্ট পূরণ করছে ("স্থানীরদের" জন্য একটি ভদ্র শব্দ – কেন আমেরিকানদের "স্বদেশীয়" বলা হয় না।)

হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে উদ্যোগগুলি শুরু করবার ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন কাজে, আভ্যন্তরীন অনুঘটকেরা পারস্পরিক প্রেমের এক নিবিড় পারিবারিক বন্ধন খোঁজেন। তাঁরা কাজের অংশীদারদের চান না, কিন্তু চালানকারী পরিবার চান, যারা পরস্পরের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের ভাইবোনদের জন্য যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করবে।

শুরুঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিতে নেওয়ার উপরে আলোকপাত করা
শেষঃ গোষ্ঠীগুলির ওপর আলোকপাত করা – সুসমাচার; বিদ্যমান পরিবারগুলিতে, গোষ্ঠীগুলিতে এবং সম্প্রদায়গুলিতে বহন করে নিয়ে যেতে।

প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনী পুস্তকে উল্লিখিত পরিত্রানগুলির ৯০% বর্ণনা করেছেন হয়ত বড় বা ছোট গোষ্ঠীগুলির। মাত্র ১০% হচ্ছে ব্যক্তিরা, যারা নিজেরাই পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। আমরা আরো দেখি যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রেরণের উপরে জোর দিচ্ছেন পরিবারগুলিকে খোঁজার জন্য, এবং আমরা প্রায়ই দেখি যে যীশু পরিবারগুলির কাছে

পৌছে যাচ্ছেন। লিপিবদ্ধ করুন উদাহরণস্বরুপ, সক্কেয় ও তাঁর পুরো পরিবার পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করল (লূক ১৯:৯-১০), এবং শমরীয় স্ত্রীলোক এবং তার শহরের আরো অনেকে বিশ্বাস করিল (যোহন ৪:৩৯-৪২)।

ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের জমায়েত করার থেকে গোষ্ঠীগুলির কাছে পৌঁছানোর অনেক সুবিধা আছে। উদাহরণস্বরুপঃ

- কেবলমাত্র একজন নতুন বিশ্বাসীকে "খ্রীষ্টিয় সংস্কৃতি" হস্তান্তর করার থেকেও, গোষ্ঠীর দ্বারা স্থানীয় সংস্কৃতির মুক্তি শুরু হওয়া প্রয়োজনীয়।
- নির্যাতন, ব্যক্তি বিশেষের ওপর বিচ্ছিন্ন বা আলোকিত ব্যাপার নয়, কিন্তু গোষ্ঠীর কাছে নিয়মমাফিক হয়ে গেছে। ক্লেশের সময়ে তারা একে অপরকে সমর্থন করেন।
- পরিবার বা সম্প্রদায় হিসাবে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টে একাত্মতা আবিষ্কার করা।
- অবিশ্বাসীদের আছে একটি দৃশ্যমান উদাহরণ "এখানে যেটা আমার মত লোকেদের, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবার একটা গোষ্ঠী হিসাবে দেখা যাচ্ছে"।

শুরুঃ আমার মণ্ডলীর বা গোষ্ঠীর মতবাদ, প্রথাগত চলিত নিয়মগুলি বা সংস্কৃতি হস্তান্তর করা।
শেষঃ একটি সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বাসীদের সাহায্য করা তাদের জন্য আবিষ্কার করে, যা বাইবেল বলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে; তাদেরকে শুনতে দাও ঈশ্বরের আত্মা তাদেরকে চালনা দেন। বাইবেলে উল্লিখিত সত্যগুলি তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা খুব সহজেই নিজেদের পচ্ছন্দের অগ্রাধিকারকে এবং বংশের ঐতিহ্যকে তাল্গোল পাকিয়ে ফেলতে পারি শাস্ত্রীয় আদেশের সাথে। একটি শঙ্কর-সাংস্কৃতিক পরিবেশে, আমাদের বিশেষত পরিহার করা উচিত আমাদের সাংস্কৃতিক লটরবহর, নতুন বিশ্বাসীদের প্রদান করা। আমরা বিশ্বাস করি যেহেতু যীশু বলেছেন "তাহারা সকলে ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাইবে" (যোহন ৬:৪৫ পদ), এবং পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের পরিচালনা করবে "সকল সত্যে" (প্রেরিত ১৬:১৩), ঈশ্বরের কাছে অগ্রগমনের পথকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এর মানে এই নয় যে আমরা নতুন বিশ্বাসীদের পরিচালিত বা প্রশিক্ষিত করব না। এর মানে হচ্ছে আমরা তাদের ধর্মশাস্ত্র দেখতে সাহায্য করব তাদের অধিকার হিসাবে, আমাদের থেকেও বেশি।

শুরুঃ শৌখিন শিষ্যত্বঃ "প্রত্যেকের সাথে সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ"।
শেষঃ জীবনযাপনের শিষ্যত্বঃ আমার জীবন এই লোকগুলির সাথে একত্রে জড়িয়ে আছে।

একজন উদ্যোগ অনুঘটক বলেছিলেন যে তার উদ্যোগের প্রশিক্ষক, যখনই প্রয়োজন হবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন...ইহার ফলে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকদিন বিভিন্ন শহর থেকে তাঁকে ফোন করা। আমরা এই ধরনের প্রতিশ্রুতি চাই তাদের সাহায্য করতে যারা আবেগপ্রবণ ও মরিয়া হয়ে রয়েছে হারানো লোকদের কাছে পৌঁছাতে।
শুরুঃ উপদেশ – জ্ঞান হস্তান্তর করবার জন্য।
শেষঃ শিষ্যত্ব – যীশুকে অনুসরণ করতে ও তাঁর বাক্য মেনে চলতে।

যীশু বলেছেন, "তোমারা যদি আমাকে ভালবাস, তোমরা আমার আজ্ঞাগুলি পালন করবে" (যোহন ১৫:১৪) এবং যদি তোমরা আমাকে মান্য কর, তোমরা আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে (যোহন ১৫:১০)। প্রায়ই আমাদের মন্ডলীগুলি বাধ্যতার থেকে ও জ্ঞানের ওপর জোর দেন। সর্বাধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকেরা যোগ্য নেতা হিসাবে গণ্য হন।

মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগগুলিতে, লোকেদের, যীশুর দেওয়া আজ্ঞাগুলি মেনে চলার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয় (মথি ২৮:২০)। জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রাথমিক ভিত অবশ্যই হবে ঈশ্বরকে প্রথমে ভালবাস ও মান্য কর।

শুরুঃ পবিত্র / জাগতিক বিভাজন; সুসমাচার প্রচার বনাম সামাজিক কাজ
শেষঃ বাক্য এবং কার্য্য একযোগে। মিটিং-এর প্রয়োজন দ্বার খোলার এবং একটি অভিব্যক্তি ও সুসমাচারের ফলের জন্য।

পবিত্র / জাগতিক বিভাজন বাইবেল সম্বন্ধীয় বিশ্ব দর্শনের অংশ নয়। যারা সি পি এম গুলিতে আছেন, তর্ক করেন না, শারীরিক প্রয়োজন মেটাবেন বা সুসমাচার বন্টন করবেন তার ওপর। কারণ আমরা যীশুকে ভালবাসি, অবশ্যই লোকদের প্রয়োজন মেটাই (যেমন তিনি করেছিলেন) এবং আমরা যেমন করি যে তাঁর সত্যকেও মৌখিকভাবে বন্টন করি (যেমন তিনি করেছিলেন)। এই উদ্যোগগুলিতে আমরা দেখি প্রয়োজন মেটাবার জন্য সহজাত অভিব্যক্তি লোকদের চালিত করে বাক্যের সামনে নিজেদের মেলে ধরতে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, যা সত্য চালিত করে।

শুরুঃ আধ্যাত্মিক কাজ-কর্মের জন্য বিশেষ স্থানগুলি।
শেষঃ সমস্ত রকমের জায়গাতে বিশ্বাসীদের ছোট জমায়েত।

মন্ডলী গৃহগুলি এবং বেতনপ্রাপ্ত মন্ডলীর নেতারা উদ্যোগের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। সুসমাচারের দ্রুত প্রসার ঘটে থাকে অপেশাদারদের প্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে। এমন কি আমেরিকাতে হারিয়ে যাওয়া লোকসংখ্যার কাছে পৌঁছানো অত্যাধিক ব্যয়সাপেক্ষ, যদি আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করি মণ্ডলীগৃহগুলি ও বেতনপ্রাপ্ত কর্মীদের মাধ্যমে। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে এই রকম আরো কত আছে যাদের সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ্য, এবং উচ্চ শতাংশের ঈশ্বরের বাক্য-অপ্রাপ্ত লোকেরা আছে।

শুরুঃ প্রচার কোরো না, যতক্ষন পর্য্যন্ত না তুমি প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হচ্ছ।
শেষঃ তুমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছ বা জেনেছ তা ভাগ করে নাও। যীশুর বিষয় অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া স্বাভাবিক ও সহজাত।

নতুন বিশ্বাসীদের, তারা বিশ্বাসে আসবার পর প্রথম কিছু বছরের মধ্যে কত ঘন ঘন বলা হয়েছে বসবার এবং শুনবার জন্য। এটা প্রায় অনেক বছর লেগে যায় তাদের যোগ্য হিসাবে গণ্য করতে যেকোন ভাবে নেতৃত্ব দেবার জন্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটি পরিবারের বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন সেই সমাজের স্বদেশীয় লোকেরা। এবং তাদের জন্য কাজ করবার সঠিক সময় হচ্ছে যখন তারা সবেমাত্র বিশ্বাসে এসেছে, সম্প্রদায়ের থেকে তাদের পৃথকীকরণ তৈরি হওয়ার আগে।
সংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যেককে যুক্ত করে এবং পরিচর্য্যা কাজ সর্ব্বত্র শুরু হয়। একজন নতুন / অনভিজ্ঞ স্বদেশীয় ব্যক্তি অনেক বেশি কার্য্যকরী, একজন উচ্চ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত পরিপক্ক বহিরাগতের থেকে।

শুরুঃ যতটা সম্ভব জিতে নাও।

শেষঃ কয়েকজন (বা একজন)-এর উপর মনোযোগ দাও অনেককে জিতে নেবার জন্য।

লূক ১০ অধ্যায় যীশু বলছেন, যারা তোমাকে গ্রহন করবে এমন একটা পরিবারকে খুঁজে নাও। যদি একজন শান্তির মানুষ সেখানে থাকে, তারা তোমাকে গ্রহন করবে। আমরা প্রায়ই দেখি এই নমুনা প্রয়োগ করা হয়েছে নতুন নিয়মে। হয় এটি কর্ণেলীয়, সক্কেয়, লায়দিয়া বা ফিলীপিয় কারারক্ষক, এই একজন ব্যক্তি তারপরে হয়ে যান মুখ্য অনুঘটক, তাদের পরিবার এবং সমাজে বসবাসকারী লোকদের জন্য। উদ্যোগগুলির একটি বৃহৎ পরিবার, কঠিন পরিস্থিতিতেও বাস্তবিকভাবে মনোযোগ দেন একজন উপজাতি নেতার ওপর বা নেটওয়ার্কের নেতার ওপর, পরিবারের ব্যক্তিগত নেতাদের থেকেও।

সমস্ত দেশের শিষ্য তৈরির জন্য, আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন নেই আরো বেশী ভালো ধায়ন ধারনার, আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজন নেই বাড়তি কার্য্যকরী অনুশীলনের। আমাদের প্রয়োজন একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের। মনোভাব পরিবর্তন যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, প্রতিফলিত করে পরিবর্তনের বিধির দিকগুলি। যে ব্যাপ্তিতে আমরা কুস্তি লড়ি, তার যেকোন একটি প্রয়োগ করলে, আমরা আরো ফলদায়ী হব। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ বোঁচকাটি কিনি – সি পি এম, ডি এন-এর জন্য প্রথাগত মন্ডলীর ডি এন এ বিনিময় হয় – আমরা কি আশা করতে পারি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে, দ্রুত পুনর্গঠনকারী পুরুষানুক্রমিক উদ্যোগগুলির অনুঘটন করবার জন্য, যা ভীষনভাবে আমাদের নিজেদের সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

ছোট গোষ্ঠীগুলি যাদের শিষ্য তৈরীর উদ্যোগের ডি এন এ আছে

পল ওয়াটসন[22] [23] দ্বারা লিখিত

গোষ্ঠীগুলি এবং গোষ্ঠীর প্রণালী, সারা বিশ্বে সুসমাচার রোপন করবার জন্য আমাদের কৌশলের কুশলী উপাদান। গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতার অবমূল্যায়ণ, এবং গোষ্ঠী প্রণালীর গুরুত্ব, হচ্ছে সুসমাচার বিতরণকারীদের সবথেকে বড় ভুলগুলির একটি।

শিষ্যকারী গোষ্ঠীগুলি

বিদ্যমান উপ-গোষ্ঠীগুলির ব্যবহার। বিদ্যমান উপগোষ্ঠীগুলিকে নিযুক্ত করবার অনেকগুলি সুবিধা আছে, গোষ্ঠীগুলি শুরু করবার থেকে, যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা গঠিত।[24] এর মধ্যে একটি হচ্ছে যখন আপনি বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলিকে নিযুক্ত করেছেন, আপনার অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা কমে যাচ্ছে, যা মন্থর করে দেয় (বা থামিয়ে দেয়) গোষ্ঠীর প্রণালী। পরিবারগুলির বিদ্যমান ক্ষমতার পরিকাঠামোগুলি আছে। সুপ্রতিষ্ঠিত বৈবাহিক কুটুম্বিতার গোষ্ঠীগুলির ইতিমধ্যেই নেতারা এবং অনুসরণকারীরা আছে। সেইজন্য বলা হয়, গোষ্ঠীগুলির ও শিষ্য হওয়ার প্রয়োজন আছে। অন্য অর্থে, তাদের শেখার প্রয়োজন কিভাবে একত্রে বাইবেল পড়তে হয়, ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যা বলেছেন তা কিভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কিভাবে তাঁদের জীবন বদলাতে হয় ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য হওয়ার জন্য, কিভাবে বাইবেলের অংশগুলি বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সাথে ভাগ করে নিতে হয়। এখানে দেখা যায় কিভাবে স্বাস্থ্যকর গোষ্ঠী ডি এন এ চালু করা যায়।

প্রারম্ভিক ডি এন এ চালু করা। গোষ্ঠীগুলি খুব তাড়াতাড়ি মিটিংগুলি করবার অভ্যাস ও ডি এন এ চালু করে – তৃতীয় বা চতুর্থ মিটিং-এর দ্বারা। গোষ্ঠীগুলি তাদের চালু করা মিটিং-এর পদ্ধতি পাল্টানোর ব্যাপারে ভীষন বাধার সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, গোষ্ঠী ডি এন এ অবশ্যই চালু করা উচিৎ গোষ্ঠীর সাথে আপনাদের প্রথম মিটিং চলাকালীন।

কাজের মাধ্যমে ডি এন এ চালু করা। আমি লোকদের বলতে পারবেন না যে তাদের ডি এন এ থাকা প্রয়োজন। আপনাকে, তাদের করে যেতে দিতে হবে বা জিনিসগুলির বিষয় এক পথে চিন্তা করতে হবে, যার ফলে তাদের অভ্যাস তৈরি হবে। এই অভ্যাসগুলিই পরিণত হবে ডি এন এ-তে। আপনি যদি ভালো ডি এন এ চালু করেন – কাজের মাধ্যমে, নির্দেশের দ্বারা নয়, - তাহলে গোষ্ঠীগুলি সহজাতভাবে সেই ডি এন এ-কে অনুসরণ করে যাবে তাদের নিজেদের শস্যভারগুলিতে এবং উপছে পড়া শস্য ভান্ডারগুলিতে। আমরা এ বিষয়ে আরো কথা বলব গোষ্ঠী প্রণালী বিভাগে।

---

[22] উদ্ধৃত প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে মিশন ফ্রন্টীইয়ারস-এর ২০১২ সালের নভেম্বর – ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে, www.missionfrontiers.org. পৃষ্ঠা ২২-২৫।

[23] পৌল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কন্টাজিয়াস ডিসাইপল মেকিং (Contagious Disciple making) (www.contagiousdisciplemaking.com) শিষ্য প্রস্তুতকারকদের একটি সম্প্রদায় গড়তে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে যে নিয়মগুলি তারা ব্যবহার করেন আমেরিকা ও কানাডায় শিষ্য তৈরির উদ্যোগে। তিনি একজন নির্দেশক ছিলেন, বিশ্ব খ্রীষ্টীয় উদ্যোগের ওপর দৃষ্ট আকৃতিগুলির এবং contagious disciple making–এর সহ-গ্রন্থগারঃ তাঁর বাবার সাথে আবিষ্কার-এর আধ্যাত্মিক যাত্রার নেতৃত্ব দিতেন অন্যদের (Leading Others on a Spiritual Journey of Discovery with his father, David Watson)।

[24] সুসমাচার সাধারণত আরো দ্রুত প্রবাহিত হয় বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে, যেমন বন্ধুর গোষ্ঠীগুলি, পরিবারগুলি, পুস্তকের সংঘগুলি (Book Clubs), পদব্রজের গোষ্ঠীগুলি (Hiking groups), কোন কোম্পানির শাখা অফিস, প্রতিবেশিগণ, হাইস্কুলের বন্ধুদের বৃত্ত, ধর্মীয় ভগিনীদের গোষ্ঠী, বয়নকারী গোষ্ঠীগুলি ইত্যাদি। যা হোক, বিদ্যমান সামাজিক বৃত্তের ক্ষমতার ফসল তোলার বদলে, মন্ডলী ঐতিহাসিকভাবে নজর দিয়েছিল জোর করে প্রচার করার উপরে, ব্যক্তিবর্গকে তাদের বিদ্যমান সামাজিক আত্মীয়তার গোষ্ঠীগুলি থেকে সরিয়ে দিয়ে, এবং তাদেরকে একটি নতুন গোষ্ঠীতে সংযোজন করে – মন্ডলীতে। যখন বৃহৎ সংখ্যার মানুষের একটি নতুন গোষ্ঠীতে, যাদেরকে তারা জানে না, তাদের সংযোজন করা হল, লোকেদের সময়ের প্রয়োজন যথেষ্ঠ স্বচ্ছন্দ বোধ করতে, নিজেদের মেলে ধরতে এবং অন্যদের সাথে ভাগবাটোয়ারা করে নিতে (শিষ্যদের প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ)। রাজ্য বৃদ্ধি আরো দ্রুত হতে পারে, যখন সুসমাচার রোপন করা হয়, স্বাস্থ্যকর শিষ্যত্বের ডি এন এ-র সাথে, বিদ্যমান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ডি এন এ প্রতিষ্ঠা। গোষ্ঠী ডি এন এ হচ্ছে আপনারা যা করেন, এবং প্রায়ই করেন, তার ফসল। আপনারা কোন জিনিস একবার বা দুবার করে আশা করতে পারেন না যে তা ডি এন এ- পরিণত হবে।

সঠিক ডি এন এ প্রতিষ্ঠা করা। গোষ্ঠীগুলির জন্য যে সামান্য ডি এন এ প্রয়োজন, তা অনুসরণ করতে প্রথম প্রজন্ম গত হয়ে যায়।

গোষ্ঠীগুলির জন্য আপনার কি ধরনের ডি এন এ প্রয়োজন যা সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এবং পরিণত হবে পূনরুৎপাদনকারী মন্ডলীগুলিতে?

প্রার্থনা

যেহেতু প্রার্থনা হচ্ছে উদ্যোগগুলির অপরিহার্য্য অংশ; প্রার্থনা হচ্ছে গোষ্ঠীগুলি ও সন্ধিক্ষণকালীন উপাদান। প্রথম মিটিং থেকে, আমরা প্রার্থনাকে গোষ্ঠী প্রক্রিয়াতে স্থাপিত করি। মনে রাখবেন, আমরা হারিয়ে যাওয়া লোকদের কখনো বলি না তাদের মাথা নিচু করতে এবং প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা কি আমরা তা ব্যাখ্যা করি না। আমাদের কোন শিক্ষা নেই এ বিষয়ে যে এটি গোষ্ঠী ডি এন এ-র একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ। পরিবর্তে আমরা একটি সহজ প্রশ্ন উপস্থিত করি, "আজকে আপনি কিসের জন্য কৃতজ্ঞ "? গোষ্ঠীর প্রত্যেক লোক নিজের কথা ব্যক্ত করে। পরে তারা যখন যীশুকে অনুসরণ করার পথ বেছে নেয়, আমরা বলি, "আপনারা স্মরণে রাখুন কিভাবে আমরা প্রত্যেকটা মিটিং প্রার্থনা সহকারে শুরু করি," আপনারা কিসের জন্য কৃতজ্ঞ? এখন, খ্রীষ্টের অনুসরণকারী হিসাবে, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সেই ভাবেই কথা বলি। আসুন আমরা তাঁকে বলি যে আমরা কিসের জন্য কৃতজ্ঞ?

মধ্যস্থতা

সমস্ত মধ্যস্থতা হচ্ছে প্রার্থনা, কিন্তু সমস্ত প্রার্থনা মধ্যস্থতা নয়। সেই কারণেই আমরা মধ্যস্থতা ও প্রার্থনাকে পৃথক করেছি, গোষ্ঠীগুলির ডি এন এ-র অংশ হিসাবে, যা প্রতিরূপ নির্মাণ করে। মধ্যস্থতা ব্যক্তিগত উদ্বেগের ও পীড়নের বিষয়গুলি, সেই মত অন্যদের উদ্বেগের ও পীড়নের বিষয়গুলিও ভাগ করে নেওয়াকে বিজড়িত করে। একটি সহজ প্রশ্ন, কোন কোন বিষয়গুলি এই সপ্তাহে আপনাকে পীড়া দিয়েছে। ডি এন এ-র এই উপাদানটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের গোষ্ঠীগুলির কাছে হাজির করুন। আবার প্রত্যেক লোক ভাগ করে নেবেন। এই গোষ্ঠীটি, বিশ্বাসীদের বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত গোষ্ঠী হওয়ার পরে, আমরা বলি, "যে ভাবে আপনারা সে বিষয়গুলি, যা আপনাদের পীরা দিত, একে অন্যের সাথে ভাগ করে নিতেন, এখন সেই একই বিষয়গুলি ঈশ্বরের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। আসুন আমরা এখন তা করি"।

পরিচর্য্যা

ডেভিড ওয়াটসন পরিচর্য্যাকে পরিচালনা করেছেন যেন, "ঈশ্বর তাঁর লোকদের ব্যবহার করছেন হারিয়ে যাওয়া এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে। যেমন, একটি গোষ্ঠী হারিয়ে যাওয়া বা মুক্তিপ্রাপ্ত, তাদের চাহিদার কথা ব্যক্ত করে, সেখানে একটি গোষ্ঠী তৈরি হবে, পৃথককিছু করতে চাওয়ার জন্য। সমস্ত গোষ্ঠীরই কনুই-এর একটু ওঁতো খাওয়া দরকার। প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন, যখন আমরা সে বিষয়গুলি ব্যক্ত করি, যা আমাদের পীড়া দেয়, আমাদের কাছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে, একে অপরকে সাহায্য করবার কি কোন পথ আছে"? এটাকে এইভাবে অনুসরণ করুন, আপনি আপনার সম্প্রদায়ে কাউকে কি জানেন যার আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে? প্রথম থেকেই এই ডি এন এ স্থাপন করুন, আপনার কোন উৎকন্ঠা থাকবে না, গোষ্ঠীগুলিকে, তাদের সম্প্রদায়কে রূপান্তরিত করবার ব্যাপারে, অনুপ্রানিত করতে, যখন তারা খ্রীষ্টীয়ান হয়ে গেছে।

সুসমাচার প্রচার / প্রতিরূপ নির্মাণ

আপনি কি জানতেন হারিয়ে যাওয়া লোক সুসমাচার প্রচার করতে পারে? ভালো, তারা পারে, যদি আপনি এটাকে যথেষ্ট সহজ করে রাখতে পারেন। সুসমাচার প্রচার-এর প্রাণকেন্দ্রে অন্য কারো সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেয়। যখন হারানো লোকদের সাথে কাজ করা হয়। তারা সমগ্র সুসমাচার জানে না। এটা একেবারে ঠিক আছে। আমরা শুধুমাত্র চাই তারা এইমাত্র যে গল্প শুনেছে, তা কারোর কাছে ব্যক্ত করুক, যে দলে ছিল না। একটা সহজ প্রশ্ন সহ, আমরা চাই তারা ভাবুক এইভাবে, "আপনি কাকে জানেন, যার এই সপ্তাহে এই গল্প শোনাবার প্রয়োজন আছে"?

যদি সেই লোকটি উৎসাহিত হন, তাদেরকে বিদ্যমান গোষ্ঠীতে নিয়ে আসার থেকে, আমরা চাই প্রথম হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি তাদের নিয়ে, তাদের বন্ধুদের নিয়ে, এবং তাদের পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী শুরু করুক। সুতরাং, প্রথম হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবে তাঁর আসল গোষ্ঠীতে, এবং তারপর সেই একই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করবে, যে গোষ্ঠী তারা শুরু করেছে তাদের বন্ধুদের নিয়ে, সেখানে।

আমাদের গোষ্ঠীগুলি ছিল, যারা চারটি অন্য গোষ্ঠী শুরু করেছিল, প্রথম গোষ্ঠীটি বাপ্তিষ্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে ওঠবারও আগে। প্রথম গোষ্ঠীটি বাপ্তিষ্মপ্রাপ্ত হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, অন্য গোষ্ঠীগুলি এক জায়গায় এসেছিল, যেখানে তারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছিল এবং বাপ্তাইজিতও হয়েছিল।

বাধ্যতা

যেমন আমি আগে বলেছি, বাধ্যতা হচ্ছে শিষ্য তৈরির উদ্যোগগুলির একটি চরম উপাদান। বাধ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে ছোট আকারের গোষ্ঠী পর্য্যায়ে, এমনকি হারানো লোকদের গোষ্ঠীগুলিতেও। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আমরা হারানো লোকদের গোষ্ঠীগুলির দিকে তাকাবো না, আমাদের আঙুল নাড়াবো এবং বলব, "আপনারা অবশ্যই গ্রন্থের এই অংশটি মানবেন"। পরিবর্তে আমরা জিজ্ঞাসা করব, "আপনারা যদি মনে করেন গ্রন্থের এই অংশটি ঈশ্বরের থেকে, আপনার জীবনে আর কি পরিবর্তন করা দরকার"? স্মরণে রাখুন, তারা তবুও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেহেতু "যদি" সম্পূর্ণভাবে গ্রহনযোগ্য।

যখন তারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করে, আপনি প্রশ্নটিকে খুব সামান্য পাল্টে নিন, "যদি আপনারা মনে করেন এটি ঈশ্বর থেকে, আপনাদের জীবনে কি পাল্টাতে চান"? কারণ, তাঁরা সবসময় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন, নতুন বিশ্বাসীরা এই ধারনা নিয়ে ভারাক্রান্ত হননা যে তাঁদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হওয়া প্রয়োজন, যে ঈশ্বরের বাক্য তাঁদের থেকে কিছু পেতে চায়, যে ঈশ্বরের বাক্য তাদেরকে চায় পাল্টাতে।

দায়বদ্ধতা

গোষ্ঠী ডি এন এ তে দায়বদ্ধতা গড়ে তোলা শুরু হয় দ্বিতীয় মিটিংয়ে "গোষ্ঠীর দিকে তাকান এবং জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা সকলে বলেছিলেন আপনারা সাহায্য করবেন (শূন্যস্থান পূরণ করুন) এই সপ্তাহে। এটার কি হল? আরো জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের মধ্যে অনেক বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছিলেন, যা আপনাদের জীবনে পাল্টানো দরকার। আপনারা কি সেগুলি পাল্টেছেন? এটা কেমন হল? যদি তারা কিছু না করে থাকেন, তাহলে তাদের উৎসাহিত করুন, এ বিষয়ে আর একবার চেষ্টা করতে, এবং ব্যক্ত করবার জন্য তৈরী হোন, কি ঘটেছিল যখন পরের বার আপনারা মিলিত হয়েছিলেন। জোর দিন যে গোষ্ঠীর জন্য এটা গূরুত্বপূর্ন, প্রত্যেকের কৃতকার্য্যের সাফল্য উদযাপন করা।

প্রাথমিকভাবে এটি প্রত্যেককে চমৎকৃত করবে। তারা এটি প্রত্যাশা করেননি। দ্বিতীয় মিটিং-এ যা হোক অনেকেয় তৈরী থাকবে। তৃতীয় মিটিং-এর পরে প্রত্যেকেই জানবে কি আসছে এবং প্রস্তুত থাকবে। সুস্পষ্টভাবে এই অনুশীলন চলতে থাকে প্রত্যেকে বাপ্তাইজিত হওয়ার পরে।

উপাসনা

আপনারা হারানো লোকদের উপাসনা করতে বলতে পারেন না, এমন একজন ঈশ্বরকে তারা উপাসনা করতে পারবে না যাকে তারা বিশ্বাস করে না। আপনারা তাদের কখনও বাধ্য করবেন না সেই গানগুলি গেয়ে মিথ্যাচার করতে, যা তারা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেই জন্যই বলা হয়, গোষ্ঠী ডি এন এ-তে উপাসনার বীজগুলি বপন করা সম্ভব।

যখন তাঁরা সেই বিষয়গুলির বিষয় বলেন, যার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ, এটি উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়। যখন তারা নিজেদের জীবনে যে পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছেন সেগুলি বলেন, মনে হয় যে তারা ধর্মশাস্ত্রতে সাড়া দিচ্ছেন, এটি উপাসনায় পর্যবসিত হয়। যখন, সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা যে পার্থক্য তৈরি করেছেন তা উদযাপন করেন, এটি উপাসনায় পর্য্যবশিত হয়।

উপাসনার সঙ্গীতগুলি আর একেবারেই উপাসনার মর্মদেশ থাকে না, সেই মতভাবে একটি ফুল যেমন তার বীজের কাছে থাকে। উপাসনা হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ফসল। উপাসনার সঙ্গীতগুলি গাওয়া হচ্ছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে আনন্দ আনে, তার বহিঃপ্রকাশ। হ্যাঁ, পরিণামস্বরুপ তারা প্রশংসা গান করেন। উপাসনার জন্য ডি এন এ, যা হোক, গান গাইবার অনেক আগে থেকেই স্থাপিত হয়।

ধর্মশাস্ত্র

ধর্মশাস্ত্র মিটিং-এর মূলে থাকে। গোষ্ঠীটি শাস্ত্রবাক্য পড়ে, ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে, একে অন্যের সাথে শাস্ত্রবাক্য আবার স্মরণ করা অভ্যাস করে, এবং শাস্ত্রবাক্য মেনে চলতে উৎসাহিত হয়। ধর্মশাস্ত্র কোন শিক্ষকের কাছে দ্বিতীয় আসন নেয় না। ধর্মশাস্ত্রই হচ্ছে শিক্ষক। আমরা এটি আরো বিশদে আলোচনা করব পরবর্তী গোষ্ঠী ডি এন এ উপাদানে।

আবিষ্কার

হারানো লোকদের সাথে কাজ করবার সময়, আমাদের ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করবার ভূমিকা এড়িয়ে চলতে হবে। যদি আমরা করি, আমরাই কর্তা হয়ে যাব, ধর্মশাস্ত্রকে কর্তা হওয়ার সুযোগ না দিয়ে। আমরা যদি কর্তা হই, পুনরাবৃত্তির কাজ সীমাবদ্ধ হয়, আমাদের নেতৃত্বের ক্ষমতা ও সময়ের দ্বারা প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে শিক্ষা ও সময়ের দ্বারা, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যিকতার ক্ষেত্রে। পরিণতিস্বরূপ, ধর্মশাস্ত্র থেকে সরে এসে, শিক্ষকের অধিকার হিসাবে কর্ত্তা হওয়া; গোষ্ঠীগুলিকে করতে দেবে না, যেভাবে তাদের পুনরাবৃত্তি করা উচিৎ।

এই পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। আমরা শিক্ষা দিতে ভালবাসি। এটী আমাদের খুশি করে। আমরা উত্তরগুলি জানি এবং তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। কিন্তু যদি আমরা শিষ্য করতে চাই সেই লোকদের যারা ধর্মশাস্ত্রের ও পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করে তাদের প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য, আমরা উত্তরদাতা হতে পারি না। আমাদের তাঁদেরকে সাহায্য করতে হবে, ঈশ্বর তাঁদেরকে তাঁর বাক্যে কি বলছেন তা খোঁজার জন্য।

এই ধারনা পুনরায় চালু করতে, আমরা বহিরাগতদের "সহায়ক" বলি, যারা গোষ্ঠীগুলি শুরু করেন। তাঁরা শিক্ষা দেওয়ার থেকেও প্রকাশ করতে সহায়ক হন। তাঁদের কাজ হচ্ছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, যা হারানো লোকদের ধর্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে। গ্রন্থের একটি পড়বার পরে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, "এই অংশটি ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি বলছে"? এবং

“এই অংশটি মনুষ্যত্ব (বা মনুষ্যজাতি) সম্বন্ধে আমাদের কি বলছে?” এবং যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি ঈশ্বরের থেকে এসেছিল, যেভাবে আপনি জীবনধারন করেছেন, তার কি কি আপনাকে পাল্টাতে হবে।

প্রকাশ করার পদ্ধতি প্রতিলিপি তৈরির জন্য অপরিহার্য। গোষ্ঠীগুলি যদি ধর্মগ্রন্থের কাছে যেতে না শেখে এবং পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভর না করে তাঁদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য, তাঁদের, যেমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ, তেমনভাবে বৃদ্ধি পাবেন না, এবং তাঁরা অনেক প্রতিলিপি তৈরি করতে পারবেন না, হয়ত একেবারেই না।

গোষ্ঠী – সংশোধন

আমাদের গোষ্ঠী নেতাদের এবং মন্ডলীর নেতাদের বৃহদাংশ প্রতিষ্ঠানগত বাইবেল-সম্বন্ধীয় কোন প্রশিক্ষণ নেই। যখন লোকেরা এটি শোনেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, “প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ মত কি ব্যাপার”? আপনি আপনার গোষ্ঠী গুলিকে কিভাবে খেপে যাওয়ার থেকে আটকাবেন। এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। নেতা , আমরা নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

প্রথমত, সমস্ত গোষ্ঠীগুলিরই প্রবণতা রয়েছে শুরুতেই প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী হওয়ার। তাঁরা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয় সবকিছু জানেন না। তাঁরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়াতে রয়েছে, যা তাঁদের চালিত করে অবাধ্যতা থেকে বাধ্যতায়, কিন্তু তাঁদের পক্ষে শুরুতেই সবকিছু জানা অসম্ভব। যখন গোষ্ঠীটি একসঙ্গে আরো অধ্যয়ন করে, যখন তাঁরা আরো খুঁজে পান, ঈশ্বর কিভাবে তাঁদেরকে তাঁদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করাতে চান যাতে তাঁরা নূন্যতম প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী হন। সেটি শিষ্যত্বের অংশ।

যদি আমরা তাঁদের ধর্মশাস্ত্র থেকে খুব দূরে চলে যেতে দেখি, আমরা তখনই একটি নতুন অংশ চালু করি, সেই অংশের ওপর ডিসকভারি বাইবেল স্টাডির মাধ্যমে। লক্ষ্য করুন যে আমি বলিনি “শিক্ষা দাও” বা “সংশোধন কর”। পবিত্র আত্মা ধর্মশাস্ত্র ব্যবহার করবেন তাঁদের আচার আচরণ সংশোধন করতে। তাঁদের শুধুমাত্র শাস্ত্রের সঠিক অংশের দিকে চালিত করতে হবে। আরো অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, তাঁরা বুঝতে পারবেন, তাঁদের কি করা উচিৎ। আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাঁরা আসলে এটি করেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বোঝা উচিৎ প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস শুরু হয় উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন (আমি অনন্য সাধারন প্রতিভার উল্লেখ করছি, সম্প্রদায়ের নয়) নেতাকে নিয়ে, কিছু শিক্ষাসহ, যিনি গোষ্ঠীকে শিক্ষা দেন বাইবেল কি বলে, এবং তাঁরা অবশ্যই কি করবেন এটি মান্য করতে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি নেতা যা বলেন মেনে নেয় এবং ধর্মশাস্ত্রের আঙ্গিকে কখনো এর অনুসন্ধান করেন না।

আমরা গোষ্ঠীগুলিকে শিক্ষা দিই শাস্ত্রের অংশটি পড়তে এবং অনুসন্ধান করতে, কিভাবে গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশটির ব্যাপারে সাড়া দিচ্ছে। গোষ্ঠীগুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয় একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, “সেটি এই অংশের কোথায় আপনারা পেয়েছেন”? যখন কোন একজন রহস্যময় বাধ্যতার সাক্ষ্য দেন, গোষ্ঠীটি এই প্রশ্ন করে। যখন কোন একজন বিশদভাবে যোগ করে, যে সময় অংশটি পুনরায় বলেন, গোষ্ঠীটি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে। এই প্রশ্নটি সমস্ত গোষ্ঠী সদস্যদের বাধ্য করে, যে অংশটি নেওয়া হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করতে এবং ব্যাখ্যা করতে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং বাধ্যতার। সহায়ক ব্যক্তিটি গোষ্ঠী-সংশোধনের আদর্শ হন। তাঁরা হাতে থাকা শাস্ত্রাংশের ওপর আলোকপাতের জন্যেও আদর্শ হন।

বিশ্বাসীর পৌরহিত্য

নতুন বিশ্বাসীরা এবং এখনও বিশ্বাসী হয়নি যারা, তাঁদের বোঝা দরকার, তাঁদের ও খ্রীষ্টের মধ্যে কোন মধ্যস্থতাকারী দন্ডায়মান নেই। আমাদের ডি এন এ স্থাপন করতে হবে, যা বাধাগুলিকে এবং মধ্যস্থতাকারীদের উপলব্ধি বোধকে সরিয়ে দেবে। সেই হেতু ধর্মশাস্ত্র অবশ্যই প্রধান হবে। সে জন্যই বহিরাগতেরা সহায়তা করেন, শিক্ষাদানের থেকেও বেশি। সেই জন্যই শেখানো হয় স্বয়ং-সংশোধন করতে শাস্ত্রীয় বচনের ওপর ভিত্তি করে।

হ্যাঁ, নেতাদের উত্থান হয়। তাঁদের উদ্ভূত হতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নেতৃত্ব চিহ্নিত হয় কর্মের দ্বারা যা ভূমিকার সীমা নির্দেশ করে। নেতারা অন্য কোন শ্রেনীর আধ্যাত্মিক বা বিশেষ পদমর্যাদার নন। যদি কিছু থাকে, নেতাদের উঁচু পর্যায়ের দায়বদ্ধতা ধারন করতে হয়, কিন্তু তাঁদের দায়বদ্ধতা, তাঁদের কোন বিশেষ পদমর্যাদা দেয় না।

যদি বিশ্বাসীদের পৌরহিত্যের জন্য ডি এন এ হাজির না থাকত, আপনারা কখনো মন্ডলী পেতেন না। শিষ্যত্বের প্রক্রিয়া অবশ্যই এই ডি এন এ চালু করবে।

গোষ্ঠীর মিটিংগুলিতে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি প্রয়োগের দ্বারা, আমরা দেখেছি অবিশ্বাসীরা যীশুর বাধ্য শিষ্যে পরিণত হয়েছে, যা চলতে থাকে আরো শিষ্যদের তৈরি করবার জন্য, এবং নতুন গোষ্ঠীগুলিকে শুরু করবার জন্য, যেগুলি পরিণত হয় মন্ডলীগুলিতে।

গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের অপরিহার্য্য সামান্য কিছু উপাদান যেন সেগুলি মন্ডলীতে পরিণত হয়ঃ সি পি এম-এর চারটি সাহায্য

স্টিভ স্মিথ[25] দ্বারা লিখিত

গোষ্ঠী থেকে মন্ডলীতে পরিণত হওয়া

মণ্ডলী স্থাপনের উদ্যোগগুলিতে, আমরা বেশি সময় দিই শান্তির ব্যক্তিদের খোঁজার জন্য, তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারকে জিতে নেবার জন্য, তাঁদের পরিবারকে গোষ্ঠীবদ্ধ করবার জন্য এবং তাঁদেরকে শিষ্য করবার জন্য।

কিন্তু এই মিশ্রণে মন্ডলীগুলি কোথায় মানানসই হবে? যদি এই গোষ্ঠীগুলি কখনও মন্ডলীতে পরিণত হয়, তবে কখন? নতুন বিশ্বাসীরা অবশ্যই মন্ডলীতে একত্রিত হবেন। ইতিহাসের প্রথম থেকেই এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা। সমাজের মধ্যে মণ্ডলী হিসাবে বেঁচে থেকে তাঁর লোকদের সুসজ্জিত করা - যেমন হওয়ার জন্য তাঁরা পরিকল্পিত হয়েছেন তেমন করা এবং তাঁদের যেমন করতে বলা হয়েছিল তেমন করা; ইহাই হচ্ছে রাজার পথ।

যেকোন সি পি এম-এর কাজ অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে গোষ্ঠীগুলিকে মন্ডলীতে পরিণত করা, সঠিক পর্যায়ে এসে শিষ্যত্বের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াতে। মন্ডলীতে পরিণত করা একটি প্রাণবন্ত মাইলস্টোন, মন্ডলী স্থাপন উদ্যোগের প্রক্রিয়াতে।

সমস্ত গোষ্ঠীগুলিই মন্ডলীতে পরিণত হয় না। কখনো কখনো তাঁরা একটি বৃহৎ মণ্ডলীর গৃহ-ভিত্তিক শাখাগুলিতে পরিণত হয়, কিন্তু, তথাপি খ্রীষ্টের দেহের ক্রিয়াকলাপগুলি চালিয়ে যেতে থাকে। অপরিহার্য বিষয় হল নতুন বিশ্বাসীদের, পূনঃনির্মানকারী আকারে, খ্রীষ্টের দেহের অংশের হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য সাহায্য করা, যা তাদের সম্প্রদায়েতে মানানসই হয়।

দুটি নির্দেশাবলী সি পি এম মণ্ডলীগুলিকে পরিচালনা করেঃ

এই ধাঁচটি (এবং এর উপাদানগুলি) কি শাস্ত্রীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

একটি মণ্ডলী কেমন হবে তার বাইবেল অনুযায়ী কোন আদর্শ নকশা নেই। আমরা ধর্মশাস্ত্রে সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী অসংখ্য নমুনার উদাহরণ দেখতে পাই। সি পি এম গুলিতে আমরা প্রস্তাব করি না কেবলমাত্র এক ধাঁচের মন্ডলীর, বাইবেল-অনুযায়ী ধরন হিসাবে। অনেক ধাঁচের মন্ডলী বাইবেল-সম্বন্ধীয় হতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন হল "এই ধাঁচটি (এবং এর উপাদানগুলি) কি শাস্ত্রীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ"?

সাংস্কৃতিকভাবে পুনরুৎপাদনক্ষমঃ এই ধরনের মন্ডলীই কি একজন গড়পড়তা নতুন বিশ্বাসী শুরু করতে এবং সংগঠিত ভাবে করতে পারেন?

যেহেতু অনেক ধরনের মণ্ডলী বিশ্বস্ততা সহকারে শাস্ত্রীয় শিক্ষার পরিচর্যা করতে পারে, দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রশ্নটি হয় "কোনটি সংস্কৃতির সাথে সবথেকে ভালো মানানসই এবং আমাদের সমাজে সবথেকে ভালো পুনরুৎপাদন করতে

[25] সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর সেপ্টেম্বর – অক্টোবর ২০১২ সংস্করনে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২২-২৬।।

পারে”? সাধারন নির্দেশ হচ্ছেঃ “একজন গড়পড়তা যুব বিশ্বাসী কি এই ধরনের একটি মণ্ডলী শুরু এবং সংগঠিত করতে পারবেন”? অন্যথায়, মন্ডলী স্থাপনের ভার দেওয়া হবে গুটিকয়েক উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের।

এই দুটি নির্দেশাবলী মনে রেখে, সি পি এম-এর পথগুলি বিশ্বাসীদের সাহায্য করে সাদামাটা মন্ডলীগুলি শুরু করতে, যা শিষ্যদের সক্ষম করে, খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে বিশ্বস্তভাবে যীশুকে অনুসরন করতে। হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছাবার স্বার্থে যখন সি পি এম গুলি আরম্ভ করা হয়, আমরা সেই সি পি এম মন্ডলীগুলিকে সমর্থন করি যেগুলি প্রাসঙ্গিক এবং পুনরুৎপাদনক্ষম। এই ধরনের মন্ডলীকে জোর দিতে হবে অক্লেশে খুঁজে পাওয়া যায় এমন স্থানগুলিতে মন্ডলীর ছোৎ মিটিংগুলি করতে। এর মধ্যে যুক্ত করা যেতে পারে বাড়িগুলি, অফিসগুলি, কফির দোকানগুলি এবং পার্কগুলি, সেই স্থানগুলির থেকে, যা কেনা বা তৈরি করা ব্যয়সাপেক্ষ।

মন্ডলীতে পরিণত করার চারটি সহায়তা

যখন আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একদল কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম, তখন ছোট গোষ্ঠীগুলিকে (উদাহরণস্বরূপ বাইবেল স্টাডির গোষ্ঠীগুলি) সাহায্য দানের প্রসঙ্গে এসেছিলাম, যেগুলি বাস্তবিকভাবে মন্ডলীতে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে কর্মীরা মন্ডলীগুলি শুরু করবার ব্যাপারে সংগ্রাম করছিলেন, বলার ওপেক্ষা রাখে না যে এটি মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের (সি পি এম) বৃহত্তর লক্ষ্য। আমি তাদের নিয়ে গিয়েছিলাম মন্ডলী স্থাপন প্রক্রিয়ার চারটি সহায়তার একটি ধারার মধ্যে দিয়ে – আসলে একটি অতি সরল, কিন্তু বিশ্বাসের বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্মদানের উদ্দেশ্যপূর্ণ অনুশীলন।

পুনরুৎপাদনকারী মন্ডলীগুলি শুরু করা কঠিন নয় যদি আপনার শিষ্যত্বের এবং সুসমাচার প্রচারের পরিষ্কার পদ্ধতি থাকে। শিষ্যত্বের গোড়ার দিকে আপনার অবশ্যই একটি পরিষ্কার শিক্ষা (মালা) থাকবে, যা বিশ্বাসীদের একটি গোষ্ঠীকে, সচেতনভাবে মন্ডলীকে পরিণত হতে সাহায্য করবে। মন্ডলীগুলি প্রতিষ্ঠা করতে, যারা নতুন মন্ডলীগুলি শুরু করবে, তাদের জন্য আমরা এই চারটি অনুশীলন বিশেষভাবে সহায়ক বলে জেনেছি।

১) জানুন, আপনি কি সাধন করবার চেষ্টা করছেনঃ একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা, কখন একটি গোষ্ঠী একটি মন্ডলীতে পরিণত হচ্ছে।

একটি মণ্ডলী শুরু করা কঠিন হয় যদি আপনার মনে একটি পরিষ্কার ধারনা না থাকে কখন একটি গোষ্ঠী (সেল গ্রুপ অথবা বাইবেল স্টাডি গ্রুপ থেকে), একটি মন্ডলীতে পরিণত হয়।

দৃশ্য বিবরনীঃ যে কোন মন্ডলীর সংস্কারমুক্ত লোকেদের সাথে একটি গোষ্ঠী সাক্ষাৎ করছে তিনমাস ধরে। তাঁরা দারুন উপাসনা এবং অন্ত্যন্ত প্রভাবশালী বাইবেল স্টাডি উপভোগ করেন। তাঁরা শাস্ত্রের কথা শোনেন এবং এটি যা বলেন তা মানবার চেষ্টা করেন। তাঁরা একটি নার্সিং হোম পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করছেন, সেখানকার মানুষদের চাহিদা মেটাবার জন্য। তারা কি একটি মন্ডলী?

আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য যথেষ্ট তথ্য সেখানে নাই। এটি কি একটি মন্ডলী বা একটি দারুন বাইবেল স্টাডির গোষ্ঠী? গোষ্ঠী কখন মন্ডলীতে পরিণত হচ্ছে সে বিষয়ে যদি আপনার ধারনা স্পষ্ট না হয়, আপনি প্রলুব্ধ হতে পারেন এই গোষ্ঠীকে একটি মন্ডলী হিসাবে অভিহিত করতে। মন্ডলীগুলি শুরুর প্রথম ধাপ হচ্ছে, মন্ডলী কি সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারনা

থাকা একটি মন্ডলীর প্রাথমিক অপরিহার্য উপাদানগুলি সম্পর্কে। আমরা শুরু করি ছোট প্রশিক্ষণগুলির, যাদের প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য থাকে মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার।

প্রেরিতদের কার্যবিবরনী একটি বাস্তব উদাহরণ যোগায়, যা এখানে সহায়ক হতে পারেঃ

ক্রিয়াকলাপঃ পড়ুন প্রেরিত ২:৩৬-৪৭। কাজগুলিকে খুব জটিল করার চেষ্টা করবেন না। সংক্ষেপিত করুন, কোন বিষয়টি এই গোষ্ঠীকে মন্ডলীতে পরিণত করেছে?

আপনার উত্তর লিখুন।

এখানে মন্ডলীর সংজ্ঞার একটি উদাহরণ দেওয়া হল, যা রচনা করা হয়েছে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী-র দুটি অংশ থেকে। এটি জোর দিয়েছে মন্ডলীর তিনটি C –এর দশটি উপাদানের উপরেঃ চুক্তি, বৈশিষ্ট্যসকল, এবং যত্নবান নেতারা।

- চুক্তিঃ(১) বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের (২) বিশ্বাসীদের (মথি ১৮:২০; প্রেরিত ২:৪১), যারা নিজেদের খ্রীষ্টের দেহ বলে স্বীকার করেন এবং নিয়মিত একত্রে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (প্রেরিত ২:৪৬)।
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ তাঁরা নিয়মিত খ্রীষ্টকে মেনে চলেন, মন্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দিয়েঃ
- বাক্যঃ(৩) ধর্মশাস্ত্র পড়া এবং মেনে চলা নির্ভরযোগ্য হিসাবে
- প্রভুর নৈশভোজ বা প্রভুর ভোজ (৪)
- সাহচার্য (৫) একে অন্যের সাদর যত্ন
- দান প্রদান করা (৬) প্রয়োজন মেটাবার জন্য এবং অন্যদের সাহায্য করবার জন্য
- প্রার্থনা (৭)
- প্রশংসা (৮) প্রশংসার বাক্য উচ্চারন করা অথবা গান গেয়ে প্রশংসা করা
- তাঁরা প্রতিশ্রুতি মেনে চলেন সুসমাচার প্রচার করবার (ঈশ্বরের বাক্য প্রচার) (৯)
- যত্নবান নেতারা (১০) মন্ডলী যখন উন্নত হয়, নেতাদের নিয়োগ করা হয় বাইবেল অনুযায়ী মানের ভিত্তিতে (তীত ১:৫-৯) এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতার নিরিখে মন্ডলীর শৃঙ্খলা সমেত।

মন্ডলী স্থাপনের জন্য, তিনটি C থেকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ C হচ্ছে "চুক্তি"। গোষ্ঠীটি নিজেকে দেখে মন্ডলী হিসাবে (পরিচয়) এবং একটি প্রতিশ্রুতি দেয় (চুক্তি) যীশুকে একত্রে অনুসরণ করবার। এর অর্থে এই নয় যে তাঁদের লিখিত চুক্তি থাকবে। তাঁরা কেবলমাত্র মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার জন্য একটি সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় একটি মণ্ডলী নিজের নামকরণ করে এই পদক্ষেপের অর্থ বোঝানোর জন্য।
সংজ্ঞার দ্বিতীয় অংশটি হল "বৈশিষ্ট্যসকল"। একটি গোষ্ঠী নিজেদের একটি মন্ডলী বলতে পারে, কিন্তু যদি এটির মন্ডলীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির ঘাটতি থাকে, এটি বাস্তবিকই একটি মন্ডলী নয়। যদি কোন জন্তু ঘেউ ঘেউ করে, লেজ নাড়ে এবং চার পায়ে হাঁটে, আপনি তাকে হাঁস বলতে পারেন, কিন্তু এটি বাস্তবিক একটি কুকুর।

সবশেষে, একটি পরিপুষ্ট মন্ডলী তৈরি করবে দেশীয় (স্থানীয় সংস্কৃতি) যত্নবান নেতাদের। এই নেতারা তৈরি হওয়ার আগে একটি মন্ডলীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। এটির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই পৌলের প্রথম যাত্রার শেষে। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী ১৪:২১-২৩ পদে, পৌল এবং বার্নবা যে সমস্ত মন্ডলীগুলি তাঁরা স্থাপন করেছিলেন পূর্ববর্তী সপ্তাহ ও মাসগুলিতে, সেগুলি পরিদর্শন করেছিলেন, এবং সেই অবস্থায় তাদের জন্য প্রাচীনদের নিয়োগ করেছিলেন। মন্ডলীগুলির দীর্ঘমেয়াদী শ্রীবৃদ্ধির জন্য, নিজেদের মধ্যে থেকেই যত্নবান নেতাদের তুলে ধরা দরকার।

মন্ডলীগুলি শুরু করবার প্রথম ধাপ হলঃ আপনি কি করতে চাইছেন তা জানা এবং একটি পরিষ্কার ধারনা থাকার দরকার কখন একটি গোষ্ঠী পরিণত হবে একটি মন্ডলীতে।

২) যখন আপনি প্রশিক্ষনের একটি গোষ্ঠী শুরু করবেন, শুরু থেকে মান্ডলীক জীবনের যতগুলি অংশের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করুন।

একজন মন্ডলীস্থাপকের পক্ষে একটি কঠিন সময় ছিল, গোষ্ঠীগুলিকে মণ্ডলীতে পরিণত করবার ব্যাপারে, যাদেরকে তিনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। যখন তিনি প্রশিক্ষনের গোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে আমার কাছে বর্ননা করছিলেন, পদ্ধতিটা মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তিহীন শ্রেনীকক্ষের অভিজ্ঞতার মত। গোষ্ঠীটি যখন শিক্ষাদানের কাজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তাঁরা প্রাপ্ত হচ্ছিল, কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছিল না। এই শ্রেণীকক্ষের পরিকাঠামোয়, তিনি তাঁদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন অন্য ধরনের কিছু শুরু করতে তাঁদের গৃহগুলিতে। তিনি অন্যরকম কিছুকে আদর্শ করছিলেন, যা তিনি আশা করেছিলেন তারা হয়ে উঠবে। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম তাঁর প্রশিক্ষণের মিটিংগুলি সেই ধরনের করতে, যেমন তিনি চান যে মন্ডলীগুলি হয়ে উঠুক। এই গোষ্ঠীগুলির পক্ষে এটি আরো সহজতর করে দেবে বাস্তবিকভাবে মন্ডলীগুলিকে পরিণত হতে।

একটি নতুন ছোট গোষ্ঠী থেকে মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার সহজ পথ হচ্ছে মন্ডলী হিসাবে জীবন যাপন শুরু করা এবং মন্ডলীকে অনুকরণ করা সবচেয়ে প্রথম মিটিং থেকেই। সেইভাবে যখন মণ্ডলীর বিষয় শিষ্যত্বের শিক্ষা পান, আপনারা ইতিমধ্যেই একত্রে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম সপ্তাহ শুরুর মিটিং-এ T4T[26] তিনের এক-তৃতীয়াংশ শিষ্যত্বের পদ্ধতি চালু করে। এটি যুক্ত করে, পিছনে ফিরে পূর্ববর্তী সপ্তাহের কাজকে মূল্যায়ণ করা, উর্দ্ধদৃষ্টি করা ঈশ্বরের থেকে কিছু পাওয়ার জন্য, এবং সামনের দিকে দেখা তাঁকে মেনে চলবার এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করার জন্য। এই তিনের এক-তৃতীয়াংশ মন্ডলীর প্রাথমিক উপদানগুলিকে একীভূত করে যেমন উপাসনা, প্রার্থনা, বাক্য, সাহচার্য, সুসমাচার প্রচার, পরিচর্যা ইত্যাদি।

প্রথম ছোট গোষ্ঠী মিটিং থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট কিছু করুন আদর্শ হিসাবে বেছে নিতে, যেমন আপনি চান যে নতুন মন্ডলী পরিণামস্বরূপ গড়ে উঠুক। মন্ডলীর বিষয়ে শিক্ষা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। আপনারা চান না ৪-৫ সপ্তাহ একত্রে ক্লাস হিসাবে অতিবাহিত করতে এবং তারপর ঘোষনা করতে "আজকে আমাদের মন্ডলীর এবং কিভাবে মন্ডলীতে পরিণত হওয়া যে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে" এবং আপনার মিটিং-এর ধরন একেবারে পাল্টে ফেলুন। মণ্ডলীতে পরিণত হওয়া অবশ্যই হবে একটি স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ একত্রে মিটিং-এর প্রক্রিয়াতে।

---

[26] T4T সি পি এম-এর একটি পথ। দেখুন T4T: একটি শিষ্যত্বের পূনর্বিপ্লব (A Discipleship Re-Revolution) ওয়াইঙ্গ কাই এবং স্টিভ স্মিথ দ্বারা পরিচালিত (by Steve Smith with Ying Kai), WIGTake Resources, 2011. এই প্রবন্ধটি উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে সে বইয়ের ১৬ অধ্যায় থেকে। https://www.churchplantingmovements.com/ and on Amazon Kindle (http://www.amazon.com/T4T-A-Discipleship-Re-Revolution-ebook/dp/B0050S3PK0/ref=sr 1 fkmro 1?ie =TF8&qid =1346447783&sr = 8-1-fkmrO@keywords=T4T%3A+A=Discipleship+Re-revolution).

৩) নিশ্চিত করুন আপনার একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা (বা শিক্ষামালা) আছে মন্ডলীর বিষয়ে এবং এর আদেশগুলি, আপনার প্রারম্ভিক শিষ্যত্বের মধ্যে।

আপনার অবশ্যই থাকা উচিৎ, মন্ডলীর এবং আদর্শ মন্ডলীর মত মিটিংগুলির বাইবেল অনুযায়ী পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রত্যেকটি ছোট গোষ্ঠীর মিটিং-এর সময়ে। যদি আপনি করেন, গোষ্ঠীকে মন্ডলীতে পরিণত করা সহজ হবে, যখন আপনি "মন্ডলীর" শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যান আপনার স্বল্প-দৈর্ঘ্যের শিষ্যত্বের। যদি আপনি চান যে, যে গোষ্ঠীগুলি মন্ডলীতে পরিণত হয়েছে এবং মন্ডলী স্থাপন করছে, একটি বা দুটি শিক্ষা সংযুক্ত করুন, মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার বিষয়ের চার বা পাঁচটি পর্বের মধ্যে। নিশ্চিত করুন এটি এমন একটি বিষয় যা গোষ্ঠীর সদস্যরা মেনে চলতে পারে এবং তারা যে গোষ্ঠীগুলিকে তৈরি করবে তাঁদের হস্তান্তর করে দিতে পারে।

যখন আপনি মন্ডলীর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যাবেন, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য মনে রাখুনঃ এই সপ্তাহে আমরা শপথ নেব একটি মন্ডলীতে পরিণত হতে এবং একটি মন্ডলীর যে কোন হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির একটির সাথে যুক্ত হতে। উদাহরনস্বরুপ, যখন একটি গোষ্ঠী মন্ডলীর বিষয়ে শিক্ষার (শিক্ষামালার) মধ্যে দিয়ে যায়, দুটির মধ্যে একটি ব্যাপার সাধারণত ঘটেঃ

১ম ধাপঃ একটি গোষ্ঠী বুঝতে পারে যে এটি ইতিমধ্যেই একটি মণ্ডলীতে পরিণত হয়েছে এবং মন্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাস করছে। এই মুহুর্ত্তে এটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয় একটি মন্ডলী হিসাবে একত্রিত থাকবার প্রতিশ্রুতি প্রদানের দ্বারা (পরিচয় ও চুক্তি লাভ করা)।

২য় ধাপঃ প্রায়শই, একটি গোষ্টী উপলব্ধি করতে পারে মন্ডলীর অপরিহার্য অংশগুলির কিছুর অভাব ঘটছে। এটি সামনের দিকে ২টি সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করে (১) সেই অপরিহার্য অংশগুলির সংযোজন (যেমন প্রভুর ভোজ ও দান) এবং তারপর একত্রে মন্ডলী হিসাবে গড়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি (চুক্তি)।

৪) মন্ডলীর স্বাস্থ্য চিত্রাঙ্কন ব্যবহার করা, একটি গোষ্ঠীকে, তাদের মন্ডলীর অপরিহার্য অংশগুলি আছে কি না তা মূল্যায়ণ করবার জন্য।

একটি দারুন রোগ নির্ণায়ক যন্ত্র যাকে বলা হয় Church Health Mapping (বা Church Circle), একটি গোষ্ঠীর সাথে, গোষ্ঠীর নেতাদের সাথে, বা গোষ্ঠীগুলির নেটওয়ার্কের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাদের গোষ্ঠীটি মন্ডলী কি না তা নির্ণয়ে সাহায্য করতে। এই যন্ত্রটি তাদের সাহায্য করে দূর্বলতাগুলি খুঁজে বার করতে এবং তাদের সংশোধন করতে। এটা তাদের সাহায্য করে কোন গোষ্ঠীগুলি এখনো মন্ডলীতে পরিণত হয়নি তা দেখতে।

সি পি –গুলি সাধারণত এটি করে মন্ডলীর বিষয়ে উপদেশের জন্য আঞ্চলিক বিভাগগুলি গড়ে তোলার দ্বারা। একটি ছোট গোষ্ঠী, প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনী ২ অধ্যায় থেকে, মন্ডলীর প্রাথমিক অপরিহার্য অংশগুলি শনাক্ত করবার পর (তারা সাধারনত দশ জন হাজির হয়), তারা নিজেদের জন্য প্রতীক চিহ্নগুলি আঁকে এবং মূল্যায়ন করে যে তাদের গোষ্ঠী সেগুলি অভ্যাস করছে বা না।[27] মন্ডলীর শিক্ষা নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি তৈরি করেঃ-

[27] Icon গুলিকে সহজ ও কলাকৌশলহীন (পালিশ না করে) রাখা, প্রক্রিয়াটিকে পূনর্গঠনে সক্ষম করে সাধারনের জন্য। icon গুলিকে সহজেই উপযোগী করে নেওয়া যায় আপনার গঠনের ক্ষেত্রে।

একটি গোষ্ঠী হিসাবে, একটা ফাঁকা কাগজের ওপর ফুটকি চিহ্ন দিয়ে বৃত্ত বানানো, যা আপনার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে। এর উপরে ৩টি সংখ্যা লিখুনঃ যে সংখ্যক লোক প্রতিদিন যোগ দেয় (সংখ্যাটি ঘাঁটুন), যে সংখ্যক লোক যীশুকে বিশ্বাস করে (চিকে) এবং যারা বিশ্বাস করার পর বাপ্তিষ্ম নিয়েছে (জেল)।

যদি আপনার গোষ্ঠী মন্ডলীতে পরিণত হবে বলে কথা দেয়, তাহলে ফুটকি চিহ্ন দেওয়া বৃত্তকে গাঢ় করে দিন।[28] তারপর একটা icon দিয়ে দিন, যা প্রতিনিধিত্ব করবে বৃত্তের ভিতরের ও বাইরের বাদবাকী প্রত্যেকটি অপরিহার্য অংশের। গোষ্ঠীটি যদি নিয়মিত নিজেই অপরিহার্য অংশটি অভ্যাস করে, তাকে ভিতরে দিন। গোষ্ঠীটি যদি না করে বা অপেক্ষা করে বহিরাগত কেউ এসে করে দেওয়ার জন্য, এটিকে বৃত্তের বাইরে রাখুন।

প্রতীকগুলিঃ

পরিশেষে, আপনি আপনার মন্ডলীর একটা নাম দিতে পারেন। এটি আপনাকে সাহায্য করবে আপনার সম্প্রদায়ে মন্ডলী হিসাবে একটি পরিচিতি গড়ে তুলতে। মনে রাখবেন আপনার লক্ষ্য হচ্ছে বহু-প্রজন্ম বিশিষ্ট মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগ গড়ে তোলা চতুর্থ প্রজন্ম এবং তারও পর পর্য্যন্ত। সুতরাং প্রজন্মের সংখ্যা অন্তর্ভূক্ত করা আপনাকে সাহায্য করবে কোন অবস্থায় আপনি দেখছেন, ঈশ্বর আপনার সম্প্রদায়ে একটি উদ্যোগ শুরু করছেন।

এই অবস্থায়, এটি দেখা অত্যন্ত সহজ, কি বিষয়, গোষ্ঠীকে বাধাদান করছে বাস্তবিক মণ্ডলী হয়ে ওঠা থেকে। যদিও তাঁদের কিছু ঘাটতি আছে, আপনি এখন একটি রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এই গোষ্ঠীকে মন্ডলীতে রুপান্ততির করতে, এবং তারাও দেখতে পাচ্ছে। এই দারুন ক্ষমতা প্রদানকারী, বাস্তবসম্মত পদ্ধতি গোষ্ঠীকে প্রার্থনা সহকারে উপস্থিত হতে প্রেরণা দেয় কিভাবে অপরিহার্য অংশগুলির প্রত্যেকটিকে বৃত্তের মধ্যে যুক্ত করা যায়। এগুলি তখন গোষ্ঠীটির কাছে পরিষ্কার কর্ম পরিকল্পনায় পরিণত হয়।

মন্ডলীর ইতিহাস

আপনি শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন, যেমন আপনি গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন মন্ডলীতে পরিণত হতে। এটি অবশ্যই ঘটা উচিৎ একটি মুখ্য সময়ে স্বল্প-মেয়াদী শিষ্যত্বের প্রক্রিয়াতে, মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা (শিক্ষামালা) প্রাপ্ত হওয়ার পর। মণ্ডলীর স্বাস্থ্যচিত্র আপনাকে এই প্রক্রিয়াতে সাহায্য করতে পারে। তারপর মন্ডলীতে পরিণত হওয়া একটি স্বাভাবিক ধাপ হয়ে যাবে শীষ্যত্বের প্রক্তিয়াতে। এবং আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন পার হয়ে যাবেন মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের দিকে। কতটা রোমাঞ্চকর যখন বিশ্বাসীদের অনেক প্রজন্মগুলি, নতুন বিশ্বাসীদের গোষ্ঠীগুলিকে মন্ডলীতে পরিণত করে চতুর্থ বা পঞ্চম মিটিং-এ। যখন নতুন মন্ডলীগুলির চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্মেরও বেশী সময় ধরে এটি ঘটে, মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগগুলি উদ্ভূত হয়!

যদি আপনার কোন মণ্ডলীর শিক্ষা, বা একটি গোষ্ঠীকে মন্ডলীতে রুপান্তরিত করবার উদ্দেশ্যমূলক পুনরুৎপাদনকারী প্রক্রিয়া না থাকে, তাহলে খুব কম নতুন মন্ডলীর প্রত্যাশা করুন!

যদি আপনি গোড়ার দিকে সহজ মন্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়াকে একটি মন্ডলীর শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করেন, তাহলে আপনি নতুন প্রজন্মগুলির মন্ডলীদের প্রত্যাশা করতে পারেন!

[28] আমরা এই লাইনকে গাঢ় করে দিই যদিও তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে না, তথাপি যেহেতু, এটি অভিপ্রায় বোঝা।

এটি হয়ত এমন একটি প্রক্রিয়া নয়, যার সাথে আপনি ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছেন। এটি হয়ত আপনার পরিচর্যার দৃষ্টান্তগুলিকে অভিযুক্ত করতে পারে, কিন্তু আসুন আমরা ভীত হব না আমাদের দৃষ্টান্তগুলিকে ত্যাগ করতে, ঈশ্বরের রাজ্য আসতে দেখার অভিপ্রায়ে। এটি হচ্ছে একটি সহায়ক প্রক্রিয়া যা আমাদের, প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীর আসল শিষ্যত্বের বিপ্লবের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সাহায্য করবে। এটি হচ্ছে একটি সহায়ক প্রক্রিয়া, যা আমাদের, ইতিহাসের আরো কিছু উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের কাছে ফিরতে সাহায্য করবে। এটি একটি প্রক্রিয়া, যা আমাদের, ঈশ্বরের আত্মার সাথে আরো পরিপূর্ণভাবে সহযোগিরূপে কাজ করতে সহায়ক হবে।

এই প্রক্রিয়ার অতি সারল্য ও উদ্দেশ্যপূর্ণতা বোঝায় যে যেকোন বিশ্বাসী, আত্মার দ্বারা শক্তিযুক্ত হয়ে, একজন মন্ডলী স্থাপক হতে পারেন। মন্ডলীগুলির অর্থ এই নয় যে তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করবে মিশনের কর্মক্ষেত্রের শুধুমাত্র আশেপাশে। তারা অবশ্যই সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, এবং করে চলেছে গৃহগুলিতে, সামাজিক কেন্দ্রগুলিতে, বিদ্যালয়গুলিতে, পার্ক এবং কফির দোকানগুলিতে, সারা বিশ্বব্যাপী। তাঁর রাজ্য আইসুক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত দলের সাথে চারটি সহায়তা ব্যবহার করা

যখন আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত দলের সাথে চারটি সহায়তা নিয়ে আগাগোড়া কারজ করেছিলাম, আমরা চতুর্থ সহায়তার কাছে এসেছিলাম, মণ্ডলীর স্বাস্থ্য চিত্র বা "মন্ডলীর বৃত্তগুলি," সংক্ষিপ্ত করবার জন্য। আমি দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করা একজন কর্মীকে সাদা বোর্ডের কাছে ডেকেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম ক্লাসে একটি ছোট গোষ্ঠীর বিশ্বাসীদের বিষয় বর্ণনা করবার জন্য। যখন তিনি এই বাইবেল স্টাডির গোষ্ঠীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন, আমি ফুটকি চিহ্ন দিয়ে বোর্ডের ওপর একটা বৃত্ত এঁকেছিলাম। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ২:৩৭-৪৭ পদ পাঠ করবার পরে আমি তাকে মূল্যায়ন করতে বলেছিলাম যে প্রেরিতদের গোড়ার দিকের মন্ডলীর অপরিহার্য অংশগুলির মধ্যে কি নিয়মিত ঘটে চলেছিল এই ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে। যদি একটি অপরিহার্য অংশ ঘটে চলেছিল, আমরা বৃত্তের মধ্যে একটি প্রতীক এঁকেছিলাম। যদি এটি হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা বৃত্তের বাইরে এঁকেছিলাম।

যখন আমরা পিছন ফিরে তাকিয়ে এই গোষ্ঠীটির মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ণ করলাম। নক্সাটি দেখিয়ে দিল কয়েকটি সুস্পষ্ট দূর্বলতা। গোষ্ঠীটি প্রভুর ভোজের রীতি মেনে চলছিল না, প্রয়োজন মেটানোর জন্য দানও দিচ্ছিল না। এই দুটি উপাদানের প্রতীকগুলিকে ফুটকি চিহ্ন দিয়ে বৃত্তের বাইরে আঁকা হয়েছিল। আমি একটি তীর এঁকেছিলাম প্রভুর ভোজের থেকে বৃত্তের ভিতর পর্যন্ত এবং আমার সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ "এই গোষ্ঠীটির প্রভুর ভোজের রীতি মেনে চলার জন্য কি প্রয়োজন?" কর্মীটি এক মূহুর্ত্তের জন্য চিন্তা করেছিল। তিনি তারপর উত্তর দিয়েছিলেন, যখন তিনি নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাবেন, তিনি সহজে গোষ্ঠীর নেতাকে শিখিয়ে দিতে পারবেন পরের সপ্তাহে কিভাবে প্রভুর ভোজ সম্পাদন করা যাবে। যখন সহকর্মীটি তার উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তাদের তীর চিহ্ন সহযোগে সারমর্ম বুঝিয়েছিলাম কর্ম পরিকল্পনা হিসাবে।

আমি দানের ব্যাপারেও সেইরকম করেছিলাম, বৃত্তের ভিতরের দিকে একটি তীর এঁকে। আমরা একদা মানসিক উচ্ছ্বাস নিয়ে কর্ম পরিকল্পনা সকল করেছিলাম, সেটাকে অনুশীলন করবার জন্য, আমি এই কর্ম পরিকল্পনাগুলি তীর চিহ্নের ওপর লিখেওছিলাম।

পরিশেষে, আমি মূল প্রশ্নটি পেলাম, "এই ছোট গোষ্ঠীটি কি নিজেকে একটি মন্ডলী হিসাবে দেখে?" কিছুক্ষন চিন্তা করার পর কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা দেখে না। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে যদি গোষ্ঠীটি মন্ডলীতে পরিণত হতে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের মন্ডলী হিসাবে একটি পরিচয় তৈরি হবে এবং তারা বাস্তবিকভাবে একটি মন্ডলীতে পরিণত হবে। যদি সেটি ঘটে, আমরা রং দিয়ে ফুটকি চিহ্ন দেওয়া বৃত্তটিকে গাঢ় রেখার বৃত্ত করে দেব। আমি কর্মীটিকে বলেছিলাম, তিনি গোষ্ঠীটিকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্যের জন্য কি করবেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে দুটি জিনিস তাদের প্রসারিত হওয়া গোষ্ঠীর প্রকৃত মন্ডলীতে পরিণত হওয়ার যাত্রাপথকে চূড়ান্ত করবে। প্রথম, তাদের প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী ২:৩৭-৪৭ পদ অধ্যয়ন করতে হবে, তারপর তাদের সাহায্য করতে হবে, ঈশ্বরের কাছে এবং পরস্পরের মধ্যে বলিষ্ট চুক্তি করতে। আমি এই কর্মপরিকল্পনাটি লিখেছিলাম, গোষ্ঠীটির প্রতীক স্বরূপ ফুটকি চিহ্ন দেওয়া বৃত্তের ওপর।

উত্তেজিত হয়ে কর্মীটি এবং তাঁর গোষ্ঠীটি সাদা বোর্ডের ওপর লেখা তিনটি প্রধান কর্ম পরিকল্পনাগুলির ওপর চোখ রেখেছিল। সবকিছুই সম্ভব ছিল। বাস্তবিকই কর্মীটি এই জিনিসগুলি পরের সপ্তাহে করবার পরিকল্পনা করেছিল প্রায় একই ধরনের দুটি ছোট গোষ্ঠীর সাথে। এই কর্মীটি, একটি প্রত্যন্ত জায়গায় সেবা কাজ করে, উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিলেন। সাত বছরেরও বেশী সময় ধরে, তিনি এবং তাঁর পরিবার পরিশ্রম করেছিলেন সুসমাচারকে ব্যাপকভাবে বন্টন করতে। তাঁরা জাতীয় সহযোগীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং শিষ্যত্বপ্রাপ্ত নতুন বিশ্বাসীদের গোষ্ঠীগুলিতে পরিণত করতে। সর্বক্ষণ তাঁরা চেয়েছিলেন সর্বপ্রথম মন্ডলীগুলি শুরু করতে এই লোকদের গোষ্ঠীগুলিতে। এখন, একটি সরল, তথাপি কেন্দ্রীভূত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে, প্রথম মন্ডলীগুলির জন্মের সাক্ষী হতে চাইছিলেন।

আমি গত সপ্তাহে এই কর্মীটিকে আবার দেখেছিলাম, সেই প্রশিক্ষণ পর্বের এক বছরের একটু পরে। এই গোষ্ঠীগুলিই কেবলমাত্র মন্ডলীতে পরিণত হয়নি। তারা এখন অন্য নতুন গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করছে মন্ডলীগুলিতে পরিণত হওয়ার একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে।

1. চুক্তি – গাঢ়রেখা, ফুটকি দেওয়া রেখার পরিবর্তে
2. বাপ্তিস্ম - জল
3. বাক্য – বই
4. প্রভুর নৈশভোজ বা প্রভুর ভোজ – একটা কাপ
5. সহভাগিতা – হৃদয়
6. দান এবং পরিচর্য্যা – টাকার চিহ্ন
7. প্রার্থনা – প্রার্থনারত হাত
8. প্রশংসা – উপরের দিকে তোলা হাত
9. সুসমাচার প্রচার – এক বন্ধু আর এক বন্ধুর হাত ধরে আছে, যাকে সে বিশ্বাসের জন্য প্রেরনা দিচ্ছে
10. নেতৃবৃন্দ – দুটি হাঁসি মুখ

একটি আন্দোলনের নদীতীরসমূহ

স্টিভ স্মিথ[29] দ্বারা লিখিত

আমরা পূর্বেই রাজ্যের আন্দোলনের জন্য ডি এন এ স্থাপনের গুরুত্বগুলিকে পর্যবেক্ষন করেছি যা প্রত্যেক মিনিটে এবং প্রত্যেক ঘন্টায় খ্রীষ্টের প্রতি নতুন শিষ্যদের অঙ্গীকার করার সাথে সাথে ঘটে চলেছে। ইহার ফলে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের (সি পি এম) একটি গরিষ্ঠ ভীতি সুস্পষ্ট স্পষ্ট হয়ে যায়ঃ সেটি হল সেই আন্দোলনের মধ্যে বৈধর্ম এবং নীতিভ্রষ্টতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শাস্ত্র এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং এই সমস্যাগুলি যেকোন সেবাকার্য্যের মধ্যে উদ্ভূত হতে পারে (উদাহরণঃ মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩)। মন্ডলীর প্রতি ভ্রষ্টশিক্ষা, অনৈতিকতা এবং অন্যান্য পাপের বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৌলের লেখনীতে এই বিষয়টি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।

মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনগুলির একটি চরিত্র হল যে সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রনের বাইরে কিন্তু সেগুলি আমাদের রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকে। মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের একটি প্রাথমিক প্রস্তাব হল যেন আন্দোলনগুলি সঠিকভাবে গঠন করতে উপযুক্ত প্রভাব ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহা যেন আন্দোলনে পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রনকে এবং শিক্ষক হিসাবে পবিত্র আত্মার ভূমিকাকে সিংহাসনচ্যুত না করে।

যদিও নিয়ন্ত্রন সমর্পণ করার অর্থ নয় যে প্রভাবগুলিকেও সমর্পণ করা। একটি আন্দোলনের শিষ্যত্বের গোড়ার দিকে, বেশকিছু স্পষ্ট নদীতীরগুলি (নীতিসমূহ) থাকে যা সি পি এম-এর প্রচন্ড গর্জনকারী নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্রিয় থাকে যেন ইহা প্রচলিত ধারনা এবং নৈতিকতার তীরে সীমাবদ্ধ থাকে। ভ্রষ্টশিক্ষা এবং অনৈতিকতা থেকে আমাদের ভীত হবার প্রয়োজন নেই যদি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমাদের কাছে পূর্ব-পরিকল্পনা থাকে। যদি আমাদের কাছে পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে ইহা একটি অতিশয় ভীতির কারণ।

একটি আন্দোলনের নদীতীরসমূহঃ একমাত্র কর্তৃত্ব হিসাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকা

পরিণামগভাবে, আপনি একটি সি পি এম-কে অথবা ঈশ্বরের অন্য যেকোন আন্দোলনকেই নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবেন না, যদি আপনি চান যে ইহা ঈশ্বর পরিচালিত আন্দোলন হিসাবেই অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকুক। আপনি যেটা করতে পারেন সেটি হল আপনি ইহাকে নিজের শ্রম দ্বারা সঠিক আকৃতি দিতে পারেন, এবং স্থিতিমাপকগুলিকে সঠিক স্থানে রাখেন যেন আপনি সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের এবং মন্ডলীগুলিকে পুনরায় সঠিক পথে আহ্বান করতে পারেন যেগুলি অবধারিতরূপে সঠিক পথে চলছে না। এগুলিই হল সেই নদীর তীরসমূহ যার মধ্যে দিয়ে আন্দোলনগুলি প্রবাহিত হয়। এই নদীতীরগুলি আন্দোলনকে প্রচলিত ধারা, সঠিক কার্য্য এবং পবিত্রতার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

আরেকটি বিকল্প উপায় হল একটি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতামূলক নিয়ন্ত্রন, যা মথি ৯:১৪-১৭ পদের পুরাতন কুপাগুলিতে নতুন দ্রাক্ষারস রাখার সমতুল্য। যিহূদী নেতারা ঈশ্বরের লোকদের উপরে ধর্মীয় রীতিনীতির যে বোঝা চাপিয়েছিলেন, যীশু সেই বিষয়গুলিকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন; সেগুলি ছিল অনমনীয় এবং স্বাতন্ত্র্যহীন। এই দ্রাক্ষারসের কুপাগুলিতে, প্রচলিত নীতি ও নৈতিকতা বিভিন্ন নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ত্রুটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হত, যা অবশেষে রাজ্যের বৃদ্ধিকে দমন করে। সি পি এম-গুলিতে, যে বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলি হল যে, আপনি উদীয়মান বিশ্বাসীবর্গ, মন্ডলীগুলি এবং নেতাদের একটি পথ প্রস্তুত করে দেন, যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য (একমাত্র কর্তৃত্ব) শুনতে পায়, ইহা একটি মূল্যবোধ যে

---

[29] মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর দ্বারা ২০১৪ সালের জানুয়ারী –ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটি এডিট করা হয়েছে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২৯-৩২.

তারা স্বইচ্ছায় ঈশ্বর যা কিছু বলেন (বাধ্যতা) সেগুলি দ্বারা আত্ম-সংশোধন করে, এবং ইহার ফলাফল যাই হোক না কেন তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। শাস্ত্রীয় কর্তৃত্ব এবং বাধ্যতা হল নদীর দুটি তীর যা একটি আন্দলোনকে বাইবেলসঙ্গত ভাবে এগোতে সাহায্য করে।

কর্তৃত্বঃ কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্ব

সোলা স্ক্রিপচুরা (ঈশ্বরের বাক্যই একমাত্র কর্তৃত্বকারী) মতবাদের মূল্যবোধকে বিশ্বাসীরা শত শত বছর ধরে রেখেছিল। তথাপি, বাস্তবে, নতুন বিশ্বাসী এবং মন্ডলীর মধ্যে অন্যদের পরাস্ত করার কার্যকরী প্রবণতা সৃষ্টি হবার ফলে সোলা স্ক্রিপচুরা-র পথ থেকে তারা অতি সহজেই সরে যায়। তাত্ত্বিকভাবে, আমরা বলিঃ "ঈশ্বরের বাক্যই হল আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব"। কিন্তু বাস্তবে, মিশনারীরা, বিশ্বাসের বিবৃতি, মন্ডলীর প্রথা ইত্যাদি খুব সহজেই কার্যকারীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের শ্রেষ্ঠ কর্তৃত্বকে সিংহাসনচ্যুত করে।

কেবলমাত্র নতুন বিশ্বাসীদের হাতে বাইবেল তুলে দিয়ে অথবা তাদেরকে সেগুলি পাঠ করতে বলার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে নিজেদের জীবনে প্রধান কর্তৃত্বকারী স্থান দিতে পারি না। বরঞ্চ, আপনাকে তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রধান কর্তৃত্ব হিসাবে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করতে হবে। সি পি এম-এ অথবা যখন কোন নতুন মন্ডলী আরম্ভ হয়, আপনাকে একটি ডি এন এ তাদের জীবনে প্রদান করতে হবে যা প্রত্যেক নতুন বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করতে এবং সেগুলি ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। বিশ্বাসের প্রথম দিন থেকে আপনাকে প্রদর্শন করতে হবে যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রধান কর্তৃত্বকারী।

পরিণামবশত, এই আন্দোলন আপনার প্রতক্ষ প্রভাবের থেকেও অধিক প্রসারিত হবে। কোন কর্তৃত্বকে তারা অনুসরণ করবে যখন তাদের সামনে কোন প্রশ্ন অথবা কোন বিতর্কিত বিষয় আবির্ভূত হবে? যদি তাদের মূল্যবোধ আপনার অভিমতের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাহলে তখন কি হবে যখন এমন কোন শিক্ষকের (গোঁড়া অথবা ভ্রান্ত শিক্ষক) সম্মুখীন তারা হবে, যার অভিমত আপনার ধারনার বিরোধীতা করবে? আপনি তাদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন যখন তারা সঠিক পথ থেকে বিচলিত হয়ে পড়ে?

যদি আপনি তাদেরকে এই মূল্যবোধ প্রদান করেননি যে ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্তৃত্ব, তাহলে তারা ভুল করলেও তাদেরকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় আপানার কাছে থাকবে না। ইহা আপনার মতের সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তির মতের পার্থক্য। যদি আপনি নিজের বাক্যকে তাদের জীবনে কর্তৃত্ব হিসাবে স্থাপন করেছেন, তাহলে আপনি এই আন্দোলনকে ব্যর্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

একটি বাইবেল-ভিত্তিক পূর্বনিদর্শনঃ ১ম করিন্থীয় ৫ অধ্যায়

এমনকি পৌল, খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, নিজের শিক্ষা বা মতবাদকে কর্তৃত্ব হিসাবে পেশ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁর মন্ডলীগুলিকে সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরশীল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। শুরু থেকেই, ভ্রান্তশিক্ষা এবং অনৈতিকতা পৌল দ্বারা স্থাপিত মন্ডলীগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছিল। এই বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পৌল মন্ডলীগুলিকে শিখিয়ছিলেন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এই বিষয়ের একটি উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই ১ম করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে।

বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যাভিচার আছে, আর এমন ব্যাভিচার, যাহা পরজাতীয়দের মধ্যেও নাই, এমন কি, তোমাদের মধ্যে একজন আপন পিতার ভার্য্যাকে রাখিয়াছে (১ম করিন্থীয় ৫:১)।

এই ধরনের পাপ আমাদেরকে মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের মূল ধারনার সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য করে। পৌল, একজন বাস্তববাদী, উপলব্ধি করেছিলেন যে শত্রু শ্যামাঘাস বপন করবেই। তিনি প্রস্তুত ছিলেন যেন এই বিষয়টি যেন কখনই তাঁর বিশ্বাসকে বিচলিত না করতে পারে।

এই পরিস্থিতির সমাধান হল মন্ডলীর মধ্যে থেকে সেই দোষী ব্যক্তিকে অপসারণ করা যদি সে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত না হয়(১ম করিন্থীয় ৫:৫)। এই মুহুর্ত্তে, পৌল তাদের আত্মিক পিতা হিসাবে নিজের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা হল পৌল ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য সেই মন্ডলীতে উপস্থিত থাকবেন না। এবং ইহার ফলে মন্ডলীর আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবেঃ কারণ সেখানে পৌলের মতাদর্শ এবং অন্য ব্যক্তির মতাদর্শের পার্থক্য তৈরি হবে (যেমন, ২য় করিন্থীয় ১১:৩-৬)।

তাই পৌল নিজের কর্তৃত্বকে ব্যবহার না করে তাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে নির্দশিত করলেন।

তোমাদের মধ্যে থেকে সেই মন্দ ব্যক্তিকে অপসারণ কর। (১ম করিন্থীয় ৫:১১)

এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করার জন্য পৌল দ্বিতীয় বিবরণ ২২ অধ্যায়ের উল্লেখ করলেনঃ

> *কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে…কোন পুরুষ আপন পিতৃভার্য্যাকে গ্রহন করিবে না, ও আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করিবে না* (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:২২, ৩০)।

আপনি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যের একক কর্তৃত্বের মূল্যবোধকে সম্প্রসারিত করবেন? একটি সর্ব্বোত্তম উপায় হল যেকোন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর (নিজের মতাদর্শ / ধারনা) প্রদান করা বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্বাসীদের উপযুক্ত ঈশ্বরের বাক্যাংশের প্রতি নির্দশিত করতে হবে যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে সক্ষম হয়।

একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ আন্দোলনে স্বাভাবিক উত্তরটি হলঃ "বাইবেল এই বিষয়ে কি বলে?" বারংবার এই প্রশ্ন করার ফলে, বিশ্বাসীরা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের উচিত কোন শিক্ষক, মন্ডলীস্থাপনকারী অথবা মিশনারীর বাক্য নয় কিন্তু বাইবেলকেই নিজেদের জীবনের প্রধান কর্তৃত্বকারী হিসাবে ব্যবহার করা।

ইহা করার জন্য, স্বাস্থ্যপূর্ণ আন্দোলনগুলি বিশ্বাসীদের জন্য একটি সহজ পদ্ধতি প্রস্তুত করে যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে এবং শ্রবন করতে শেখে এবং সেগুলি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। যখন শিষ্যেরা উন্মুক্ত হৃদয় এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে, তারা বাইবেল-ভিত্তিক উপলব্ধি দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং নিজেরাই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেদেরকে ভরনপোষন করতে পারে।

ইহার অর্থ এই নয় যে আপনি কখনই তাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবেন না। কিন্তু আপনি যখন তাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবার প্রবণতা থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করবেন এবং বিশ্বাসীদের সাহায্য করবেন যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য

বিশ্লেষন করতে শেখে, আপনি উপলব্ধি করবেন যে খ্রীষ্টের দেহ আশ্চর্যজনকভাবে আত্মার দ্বারা বাইবেল-ভিত্তিক উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হবে। খ্রীষ্টের শরীরের আত্ম-সংশোধনের শক্তি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক (মথি ১৮:২০)।

বাধ্যতাঃ ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু বলে সেগুলির বাধ্য হবার মূল্যবোধ

এই আন্দোলন যেন নদীতীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে দ্বিতীয় একটি মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। সেটি হল বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটি শিক্ষাগুলির প্রতি বাধ্য থাকে।

১ম করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ের পরিস্থিতিতে, পৌল করিন্থীয়দের পরিচালনা করেছেন যেন তারা বাধ্য হতে পারেঃ

কারন তোমরা সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ কি না, ইহার প্রমাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম (২য় করিন্থীয় ২:৯)।

তাদের পক্ষে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত কঠিন ছিল, তথাপি তারা বাধ্য ছিল। যীশুর শিষ্য হিসাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রেমপূর্ণ বাধ্যতাই ছিল তাদের প্রাথমিক মূল্যবোধ।

কেবলমাত্র বাধ্যতা-কেন্দ্রিক শিষ্যত্ব মন্ডলী স্থাপনের এই আন্দোলনকে প্রচলিত ধারনা এবং পবিত্রতার নদীতীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে। আপনি বারংবার লোকদের বলুন যেন তারা প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষা-প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাক্যর প্রতি বাধ্য থাকে। ইহার পরে আপনি প্রেমের সাথে তাদের দায়বদ্ধ রাখুন, এবং একইভাবে, পরবর্তী বিষয়গুলিতেও বাধ্য থাকতে সাহায্য করুন। ইহা তাদের বাধ্য থাকার প্রবণতাকে আরো শক্তিশালী করে। বাধ্যতার মূল্যবোধটি ত্যাগ করলে, বিশ্বাসরা কেবলমাত্র বাক্যের শ্রোতা হয়েই থেকে যায় কিন্তু বাক্যের কার্যকারী হতে পারে না।

আমাদের শত্রু প্রবঞ্চনা করার জন্য এবং সমস্যা তৈরি করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। কিন্তু বাধ্যতার মুল্যবোধকে আমরা রপ্ত করতে পারি, তাহলে খুব সহজেই বিপথে চালিত হওয়া বিশ্বাসীদের আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি। ১ম করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে ইহাই ঘটেছিল।

একটি দলের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার জন্য বাধ্যতার মুল্যবোধটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেন তারা যেকোন বিষয়কে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। করিন্থীয় মন্ডলীর মত, শিষ্যেরা যেন বিশ্বাস করে যে কোন পাপ কাজ অনবরত করার কারণে অভিশাপ লাভ করার থেকে উত্তম হল যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেদের ভুলগুলি সংশোধন করি।

একটি কেস স্টাডিঃ বধূ-নির্যাতন

পূর্ব এশিয়ার একটি স্থানে যেখানে সি পি এম বিকাশমান, আমরা প্রায় ১২ জন স্থানীয় নেতার সঙ্গে এক সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করি, এই ১২ জন পালকের দায়িত্বে প্রায় ৮০টি মন্ডলী কার্যকরী ছিল।

এই শিবিরের একটি প্রাথমিক নিয়ম ছিলঃ চেষ্টা করা যেন নিজেরা তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিই, কিন্তু যেন জিজ্ঞাসা করি, "এই বিষয়ে বাইবেল কি শিক্ষা দেয়?" এই বিষয়টি বলতে যত সহজ, বাস্তবে ব্যবহার করা ততটাই কঠিন!

একদিন সান্ধ্যকালে, আমার একজন পালক বন্ধু প্রায় এক ঘন্টা ধরে ইফিষীয় ৫ অধ্যায় থেকে শিক্ষা প্রদান করেনঃ স্বামীরা আপন স্ত্রীকে প্রেম করুন। এই অংশের ব্যবহার্য শিক্ষা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল।

আমার বন্ধু-পালকের শিক্ষাদানের পরে, আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম কারোর যদি এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকে। পিছনের সারি থেকে একজন ৬২ বছরের বৃদ্ধ বিচলিত ভাবে নিজেদের হাত তুলে ধরলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহার অর্থ কি এই যে আমরা নিজেদের স্ত্রীকে মারধর করা বন্ধ করে দেব!?"

আমি এবং আমার পালক-বন্ধু একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিভাবে স্ত্রী-কে প্রেম করার এত স্পষ্ট শিক্ষা প্রদানের পরেও সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে যে সে তার স্ত্রীকে মারধর করতে পারবে?

আমরা প্রাথমিক নিয়মে ফিরে গেলামঃ "বাইবেল এই বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়?" এই মুহুর্ত্তটি এমন একটি পরিস্থিতিতে পৌঁছায় যে পবিত্র আত্মার উপরে আমাদের বিশ্বাসও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

আমরা যত্নসহকারে সকলের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করিঃ
আমরা যদি প্রার্থনা করি তাহলে পবিত্র আত্মা আমাদের শিক্ষক হয়ে সহায়তা করবেন। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য থেকে দেখি, তাহলে আমরা স্ত্রী-কে মারধর করার বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাব।

প্রথমত, আমি চাই আমরা প্রত্যেকে পবিত্র আত্মার কাছে রোদন করি ও প্রার্থনা করিঃ "পবিত্র আত্মা, আমাদের শিক্ষা দিন! আমরা আপনার উপরে নির্ভরশীল হতে চাই! আমরা চাই আপনি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিন!"

আমরা একত্রে, মস্তক অবনত করলাম এবং ঈশ্বরের কাছে বারংবার প্রার্থনা রাখলাম। প্রার্থনা হয়ে যাবার পরে, আমি সেই দলকে বললামঃ পবিত্র আত্মাকে নিজের শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করে, নিজের বাইবেলে ইফিষীয় ৫ অধ্যায় খুলুন। আমরা একত্রে ইহা পাঠ করি এবং ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে সাহায্য করেন। যখন আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের উত্তরে সহমত পোষন করেন, তখন আমাদেরকে জানান।

সেই বারোজন একসঙ্গে বসলেন এবং দ্রুত নিজেদের স্থানীয় ভাষা ইনায় কথা বলতে শুরু করলেন, যা আমাদের বোধগম্য নয়। সেই মুহুর্ত্তে, আমরা বাকীরা একসঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। আমরা ঈশ্বরের কাছে রোদন করলামঃ "প্রভু, দয়া করে তাদের সাহায্য করুন যেন তারা সঠিক বিষয়টি জানতে পারে! আমরা চাইনা যে এই স্থানে স্ত্রী-কে মারধর করার আন্দোলন বৃদ্ধি পায়!" আমরা বিশ্বাস করলাম যে ঈশ্বরের আত্মা তাদের বিভ্রান্তিকে দূর করবেন এবং তারা একে অপরের সঙ্গে সহমত পোষন করবেন।
ইতিমধ্যেই, সেই দলের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক কখনও বৃদ্ধি পেতে থাকল আবার কখনও হ্রাস পেতে থাকল। একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ধারনা ব্যক্ত করতে থাকে, কিন্তু অন্যেরা সেই ধারনাকে অগ্রাহ্য করে। আবার অন্য কোন ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে, কিছু লোকেরা তার সঙ্গে সহমত হয় এবং অন্যেরা সহমত পোষন করে না। পরিশেষে, বেশকিছু সময় অতিবাহিত হবার পরে, একজন নেতা দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীরভাবে ঘোষনা করতে শুরু করে এবং তাদের আলোচনার সিদ্ধান্তটি সকলের সামনে ব্যক্ত করেঃ

“ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার পরে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে – আমরা আমাদের স্ত্রীকে মারধর করা বন্ধ করে দেব!”

আমরা আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু আমি চিন্তা করছিলামঃ “এই সিদ্ধান্তে আসতে তাদের এত বেশী সময় লাগল কেন?”

দুইদিন পরে সেই বারোজনের মধ্যে একজন, যিনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

“আমাদের ইনা ভাষায় একটি প্রবাদ আছেঃ প্রকৃত পুরুষ হতে গেলে, একজন স্বামীকে রোজ নিজের স্ত্রীকে মারধর করতে হবে।”

আমি তখনই সেই ৬২ বছরের বৃদ্ধের প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারলাম এবং উপলব্ধি করলাম কেন তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন। তার প্রকৃত প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, “ইহার অর্থ কি এই যে আমরা নিজেদের স্ত্রীকে মারধর করা বন্ধ করে দেব!?” কিন্তু, ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের থেকে এই বিষয়ে চমৎকৃত জ্ঞান লাভের পরে সে বুঝতে পেরেছিল যে ইহা তাদের সংস্কৃতির শিক্ষার বিপরীত একটি শিক্ষা, সেকারণে তার প্রকৃত প্রশ্ন ছিলঃ

আমি কি খ্রীষ্টের অনুসরনকারী হবার সাথে সাথে নিজের সংস্কৃতিতেও একজন প্রকৃত পুরুষ হতে পারি?

সেইদিন তারা যদি কোন বাইবেল-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হত, তাহলে কি আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতাম না? নিশ্চয় করতাম। কিন্তু আমরা যদি সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নিজেরাই তাদেরকে উত্তর দিয়ে দিতাম, তাহলে হয়ত তাদের জন্য ঈশ্বর যে গভীর শিক্ষা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেগুলি আমরা হারিয়ে ফেলতাম।

সেইদিন, এবং একইভাবে পরবর্তী আরো অন্যান্য সময়েও, কোন সংস্কৃতি নয় অথবা কোন বাইবেলের শিক্ষক নয়, ঈশ্বরের বাক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব হিসবে বলবৎ হয়েছে। এই বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস করেছিলেন যেন তারা সত্যের প্রতি পরিচালিত হয়, এবং তারা আত্মার রবে কর্ণপাত করেছিলেন। এই দল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছিলেন কারন তারা আত্মার রবে কর্ণপাত করার ফলে নিজেদের সমাজের সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রকৃত পুরুষ হিসাবে বিবেচিত না হবার কারণে উপহাসের পাত্রও হতে পারতেন।

আপনার স্থানীয় অঞ্চলে ঈশ্বরের রাজ্যের আন্দোলনের পশ্চাদ্ধাবন করুন। কিন্তু ততক্ষন প্রার্থনা করবেন না যেন বৃষ্টি এসে সেই অঞ্চল এবং নদীকে প্লাবিত করে যতক্ষন না পর্যন্ত আপনি সেই প্লাবনের জলকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য উপযুক্ত নদীতীর প্রস্তুত না করছেন।

একটি মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগ হল একটি নেতৃত্ব প্রদানের আন্দোলন

স্ট্যান পার্কস্[30] দ্বারা লিখিত

আজকের দিনে যদি আমরা জগতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে সবচেয়ে গতিশীল মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন সেই সমস্ত স্থানে গড়ে উঠেছে যে অঞ্চলগুলি দারিদ্রতা, বিপদ, অশান্তি ও নির্যাতনে পরিপূর্ণ এবং যেখানে খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ। তুলনামূলকভাবে, যে সমস্ত স্থানে শান্তি, সম্পদ, সুরক্ষা এবং অধিক খ্রীষ্টিয়ানদের বসবাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত অঞ্চলের মন্ডলীগুলি দুর্বল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্ডলীগুলি ধ্বংসও হয়ে যাচ্ছে।

কেন?

সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য করে। আমাদের সেবাকার্য্যে যখন অভাব থাকে তখন আমরা নিজেদের অনষ্ঠানের উপরে নির্ভর না করে, ঈশ্বরের শক্তির উপরে নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হই। কেবলমাত্র কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ানের উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে সেই মন্ডলী শক্তিশালী হবে। ইহা প্রমান করে যে কেবলমাত্র বাইবেলই হল আমাদের সমস্ত কৌশল এবং নীতির প্রধান উৎস।

পূর্ববর্তী বিদ্যমান মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের মণ্ডলীর এই নতুন আন্দোলন থেকে কি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?[31] আমরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি (গ্রহণ করা উচিত); সেই শিক্ষাগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সরাসরি নেতৃত্ব প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বন্ধ্যা স্থানগুলিতে শষ্যচ্ছেদনের জন্য আমাদের উপযুক্ত শ্রমিক খুঁজতে হবে, যেভাবে নতুন বিশ্বাসীরা জাগ্রত হয় এবং তাদের পরিচিত অবিশ্বাসী মানুষদেরকে খ্রীষ্টের পথে চলার জন্য পরিচালনা করে।

বিভিন্ন দিক থেকে, সি পি এম বাস্তবিক ভাবে মন্ডলীর নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবন তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে উন্নত করে। বিভিন্ন স্থানে একটি একটি করে মন্ডলী স্থাপন করা এবং একটি আন্দোলনের দ্বারা অনবরত মন্ডলী স্থান করার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? সাধারণত ইহা হল নেতৃত্বের উন্নতি। যতই সংখ্যক মন্ডলী স্থাপন হোক না কেন, যদি স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে মন্ডলীর জন্য নেতা প্রস্তুত না করা হয়, তাহলে মন্ডলী সর্বদা বিদেশী হিসাবেই চিহ্নিত হবে। সেই মন্ডলী খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রারম্ভিক নেতাদের কাজ সীমিত হয়ে গেলে সেই মন্ডলীর বৃদ্ধি রদ হয়ে যাবে।

উত্তর ভারতের প্রায় ১০ কোটি ভোজপুরী ভাষী মানুষের মধ্যে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যিনি সর্বোত ভূমিকা পালন করেছেন, তার নাম ভিক্টর জন। পূর্বে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলকে বলা হত "আধুনিক মিশনের কবরস্থান"। জন নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে যদিও ভারতবর্ষে প্রেরিত থোমার সময় থেকে শুরু করে প্রায় ২০০০ বছর ধরে মন্ডলী কার্যকরী আছে, তথাপি এখনও ৯১% ভারতবাসী সুসমাচারের প্রতি প্রবেশগম্যতা লাভ করেনি! তিনি মনে করেন ইহার প্রধান কারণ হল মন্ডলীর নেতাদের উন্নতির অভাব।

জন বিবৃতি দিয়েছেন যে চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে, প্রাচীন পাশ্চাত্য মন্ডলী আরাধনার জন্য সিরিয়া ভাষীর নেতাদের ব্যবহার করতেন, যার কারণে কেবলমাত্র সিরিয়া ভাষীরাই তাদের দ্বারা পরিচালিত হতেন। ষোড়শ শতকে ক্যাথোলিকরা স্থানীয় ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তারা কখনই স্থানীয় ভাষার লোকদের নেতা হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়ে চিন্তা করেননি। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে, প্রোটেস্টান্টরা স্থানীয় নেতাদের নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে স্থানীয় নেতারা কার্যকারীভাবে সেই প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে সফলতা লাভ করতে পারেননি। "এই বিষয়ে ব্যাপক সংঘাতের পরে স্বদেশীয় নেতাদের অপসারন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কোন স্থানীয়, জাতীয়, অথবা স্থানীয় কর্মচারীদের কখনই নেতা হিসাবে নিযুক্ত করা হবে না – এই মর্যাদা কেবলমাত্র শ্বেত গাত্রবর্ণদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। মিশনারী সংস্থাগুলি স্বদেশীয় নেতাদের প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তারা মন্ডলী বৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেনি"।[32]

---

[30] মিশন ফ্রন্টীইয়ার্স-এর জুলাই-আগষ্ট ২০১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে লেখক ইহার পুনরায় সংস্করণ করেছিলেন।

[31] সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান আন্দোলনের বিষয়ে উল্লিখিত আছে সেগুলির আধুনিক রূপ হল সি পি এম। ইহা এমন কিছু নয় যা আমরা ২০০০ পরে পুনরায় আবিষ্কার করেছি। এই নীতি বহুবার আবিষ্কৃত হয়েছে ও মানুষ ভুলে গিয়েছে এবং পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতিহাসে খ্রিস্টীয় আন্দোলনের মধ্যে আছে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী; রোমান সাম্রাজ্যের সময়ে মন্ডলীর প্রারম্ভিক ২০০ বছর; পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের মন্ডলীগুলি যা ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে ভারত এবং চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল; উত্তর ইউরোপে ২৫০ বছরের আইরিশদের সুসমাচার প্রচার; মোরাবীয়দের মিশন আন্দোলন; মেথোডিষ্ট আন্দোলন; যে আন্দোলন সমগ্র বর্মার গোষ্ঠীগুলিকে পরিত্রান প্রদান করেছিল; বিগত ৬০ বছরের চীনের মন্ডলীগুলি; এবং এই ধরনের আরো আন্দোলন।

[32] দ্যা সি পি এম জারনাল-এ ভিক্টর জন দ্বারা লিখিত "দ্যা ইমপোর্টেন্স অফ্ ইনডিজিনিয়াস লিডারশীপ" (জানুয়ারী – মার্চ ২০০৬:৫৯-৬০)

আজকের মন্ডলীগুলির ক্ষেত্রে প্রায়শই - কোন মিশন ক্ষেত্র হোক কিম্বা গৃহেতে হোক – কোন সংস্থা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরাও কেবলমাত্র পূর্ববর্তী নেতাদের প্রতিস্থাপনের বিষয়েই মনোযোগ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখি না যে ঈশ্বর সেই সেবাকার্য্যের মধ্যে থেকে নতুন শিষ্য এবং মন্ডলীর জন্ম দিচ্ছেন কিনা। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নতুন মন্ডলী অত্যন্ত কার্যকারী – ইহার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও, অধিকাংশ মন্ডলী নতুন মন্ডলী স্থাপনের প্রতি জোর না দিয়ে কেবলমাত্র একটি বৃহৎ মণ্ডলী স্থাপনের চিন্তা করে। বাইবেল কলেজ গুলিও এই একই চিন্তাধারাকে শক্তি জুগিয়ে যুব নেতাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে কিভাবে তারা পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলিকে লালন পালন করবেন। তাদেরকে কখনই সম-পরিমাণ উদ্যোগ নিয়ে অথবা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নতুন মন্ডলী স্থাপনের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা সেই সমস্ত আত্মা যারা নরকের আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের রক্ষা করার জন্য সময় অতিবাহিত না করে নিজেদের সমস্ত উৎস এবং সময়কে ব্যবহার করি কেবলমাত্র নিজেদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করার উদ্দেশ্যে। (সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% হল খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু এদের মধ্যে ৫৩% মানুষ নিজেদের আয়ের ৯৮% ব্যবহার করে নিজেদের স্বাচ্ছন্দের জন্য।[33])

আমরা যখন আধুনিক সি পি এম-এর দিকে দেখি, নেতাদের বৃদ্ধি এবং উন্নতির বিষয়টি থেকে আমরা বেশকিছু স্পষ্ট নীতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। যেকোন সেবাকার্য্যের শুরুতেই থাকে নেতাদের প্রস্তুতি এবং উন্নত করা। সুসমাচার প্রচার, শিষ্যত্ব এবং মন্ডলী স্থাপনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হল নেতাদের প্রস্তুতি এবং উন্নতি প্রদান। এই পদ্ধতি নেতৃত্বপ্রদানকে আরো উন্নত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ প্রস্তুত করে দেয়।

দর্শনঃ ঈশ্বরের-আকৃতির

সি পি এম-এ কার্যকরী ব্যক্তিরা শুরুতেই বিশ্বাস করে যে সমগ্র হারিয়ে যাওয়া মানুষ, দলগোষ্ঠী, শহর এবং দেশের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। "আমি কি করতে পারি?" ইহা জিজ্ঞাসা না করে, তারা জিজ্ঞাসা করেঃ "একটি মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু করার জন্য কি করা উচিত?" ইহা তাদের লক্ষ্যকে এবন নতুন বিশ্বাসীদের লক্ষ্যকে ঈশ্বরের প্রতি স্থির রাখতে সাহায্য করে। ইহা তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য করে যেন অসম্ভব বিষয়গুলি সম্ভব হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে কিছু বহিরাগত লোকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শনকে সেই সমস্ত সহযোগী কর্মীদের প্রতি হস্তান্তর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যারা শষ্যচ্ছেদনের কাজে যোগ দেবে। বহিরাগত বিদেশী মিশনারীদের উচিত স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি অথবা স্বদেশীয় কোন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা যারা জাগ্রত হবে এবং নিজেদের অঞ্চলের হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা শুরু করবে। যখন আভ্যন্তরীণ নেতারা উদ্ভূত হয় এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, তখন তারা ঈশ্বরের-আকৃতির দর্শনকে "ধরতে" সক্ষম হয়।

প্রার্থনাঃ ফল লাভের ভিত্তিমূল (যোহন ১৪:১৩-১৪)

একটি বৃহৎ সি পি এম-এ কার্যকারী মণ্ডলী স্থাপনকারীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করে দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সমরূপ প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা যায়ঃ তারা প্রত্যেকেই দিনে প্রায় ২ ঘন্টা প্রার্থনাতে সময় অতিবাহিত করে এবং সপ্তাহে একবার ও মাসে একবার নিজেদের সহকর্মীদের সাথে উপবাস প্রার্থনায় জোগ দান করে। এই সহকর্মীরা কেউই বেতনভোগী নয়। তারা প্রত্যেকেই 'সাধারন' জাগতিক কর্মে লিপ্ত কিন্তু তাদের প্রার্থনার জীবনের ফলে ঈশ্বরের রাজ্যের ফল তাদের জীবনে যুক্ত হয়ে আছে। মন্ডলী স্থাপনকারীদের প্রার্থনাপূর্ণ জীবনের এই অঙ্গীকার পরবর্তী নূতন বিশ্বাসীদের জীবনে অবস্থান্তরিত করা হয়।

প্রশিক্ষণঃ প্রত্যেকেই প্রশিক্ষিত

ভারতবর্ষের একটি সি পি এম নেতাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে একজন স্ত্রীলোক বলেন, "আমি জানি না যে আমাকে কেন মন্ডলী স্থাপনের বিষয়ে বক্তৃতা পেশ করতে বলা হয়েছে। আমি লিখতেও জানিনা এবং পড়তেও পারি না। আমি কেবল জানি কিভাবে অসুস্থদের সুস্থ করতে হয়, মৃতকে জীবন দিতে হয় এবং বাইবেলের বিষয় লোকদের শিক্ষা দিতে হয়। আমি এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র ১০০ টি মন্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।" আমরা কি প্রত্যেকেই চাই না এই স্ত্রীলোকের মত "বিনয়ী" হতে?

সি পি এম গুলিতে প্রত্যাশা করা হয় প্রত্যেকেই মন্ডলী স্থাপনের জন্য প্রশিক্ষিত এবং তারা যত শীঘ্র সম্ভব অন্যদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে শুরু করে। একটি দেশে, যখন আমরা নেতাদের প্রশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা শুরু করি, নিরাপত্তা দায়িত্ব-প্রাপ্ত লোকেরা আমাদের কেবলমাত্র ৩০ জন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু এই ৩০ জনের দল সেই একই শিক্ষা ব্যবহার করে প্রত্যেক সপ্তাহে ১৫০ জন নতুন নেতাদের বাইবেল-ভিত্তিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তুলছে।

শিক্ষাঃ প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ম্যানুয়ালটি হল বাইবেল

---

[33] ডেভিড ব্যারেট এবং টড জনসন, ওয়ার্ল্ড খ্রীষ্টিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়াঃ এ কমপ্যারেটিভ সার্ভে অফ্ চার্চেশ অ্যান্ড রিলিজিয়ান্স ইন দ্যা মর্ডান ওয়ার্ল্ড, (অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড প্রেস, ২০০১), ৬৫৬।

অপ্রয়োজনীয় সমস্যা থেকে বিরত থাকতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়টি হল বাইবেলকেই প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল হিসাবে ব্যবহার করা। সি পি এম নেতারা অন্যান্য নেতাদের প্রস্তুত করার জন্য নিজেদের জ্ঞানের উপরে নির্ভর না করে বাইবেল এবং পবিত্র আত্মার উপরে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল থাকে। যখন নতুন বিশ্বাসীরা প্রশ্ন করে, তখন মন্ডলীস্থাপনকারীরা সাধারণত উত্তর দেন, "বাইবেল এই বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়?" তখন তারা নতুন বিশ্বাসীদেরকে কেবলমাত্র তাদের মতামত প্রমাণ করার জন্য একটি শাস্ত্রাংশ নয় কিন্তু বিবিধ শাস্ত্রের অংশ পাঠের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তর খুঁজে পেতে পরিচালনা করে। একটি ভিত্তিমূলক সত্য আমরা খুঁজে পাই যোহন ৬:৪৫ পদ থেকেঃ "তাহারা সকলে ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাইবে। যে কেহ পিতার নিকটে শুনিয়া শিক্ষা পাইয়াছে, সেই আমার কাছে আইসে"। মণ্ডলী স্থাপনকারীরা কিছু কিছু সময়ে উপদেশ দিয়ে থাকে অথবা তথ্য সরবরাহ করে থাকে, কিন্তু তার প্রধান প্রচেষ্টা হল যেন একজন নতুন বিশ্বাসী নিজেরাই বাইবেল থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। শিষ্য তৈরি করা, মন্ডলী গঠন করা এবং নেতাদের প্রস্তুত করা, এই সমস্ত কিছুই বাইবেল-কেন্দ্রিক। ইহার ফলে কার্যকারী শিষ্য, মন্ডলী এবং নেতাদের প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

আনুগত্যঃ জ্ঞান-ভিত্তিক নয়, কিন্তু আনুগত্য ভিত্তিক (যোহন ১৪:১৫)

সি পি এম-এর বাইবেল প্রশিক্ষণগুলি অত্যন্ত শক্তিপূর্ণ কারণ ইহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় না। ইহা প্রত্যাশিত যে প্রত্যেক নেতা যে শিক্ষা লাভ করে সেগুলির প্রতি যেন তারা সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থাকে। অনেক মন্ডলী আছে যারা কেবলমাত্র নিজেদের জ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল – সেই সমস্ত স্থানে তারাই নেতা হয় যাদের অনেক জ্ঞান আছে (যেমনঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা)। সফলতার অর্থ হল অনেককে মন্ডলীর সদস্য হিসাবে একত্রিত করা এবং তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা। সি পি এম-এর মূল লক্ষ্য এই নয় যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আপনার কত জ্ঞান আছে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য হল আপনি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কতটা বাধ্যতাপূর্ণ জীবন যাপন করেন। যখন দলগতভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করা হয়, তারা জিজ্ঞাসা করে, "আমরা / আমি কিভাবে এই শাস্ত্রাংশের প্রতি অনুগত থাকতে পারি?" পরবর্তী সময়ে যখন তারা পুনরায় মিলিত হয়, তারা উত্তর দেয় যে কিভাবে তারা তাদের জীবনে এই শিক্ষাটিকে ব্যবহার করেছে এবং সেই শাস্ত্রাংশের প্রতি অনুগত থেকেছে? প্রত্যেককেই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অনুগত থাকতে হবে, এবং নেতাদের কাজ হল অন্যদের সাহায্য করা যেন তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকে। বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী শিষ্য হবার এবং একজন নেতা হিসাবে পরিপক্ক হবার সবথেকে দ্রুত পথ হল ঈশ্বরের আদেশগুলির প্রতি অনুগত বা বাধ্য থাকা।
কৌশল-পদ্ধতিঃ চারটি সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরনী সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল এবং নমুনা প্রদর্শন করে

বাইবেলে যে কেবলমাত্র আজ্ঞা এবং আদেশ উল্লিখিত আছে এমন নয়, ইহার মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশলের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। ১৯৯০ সালে, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে কাজ করছে এমন অনেক রাজ্যের কর্মীদের ঈশ্বর পরিচালিত করেন যেন তারা লূক ১০ অধ্যায়ের পদ্ধতিকে নিজদের কর্মক্ষেত্রে[34] ব্যবহার করে। আমাদের গোচরে থেকে প্রত্যেক সি পি এম ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের জন্য এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে এবং সব স্থানে দুইজন দুইজন কর্মীকে একত্রে প্রেরণ করা হয়। তারা গিয়ে "শান্তির পুরুষের" অন্বেষণ করে যারা তাদের জন্য নিজেদের দ্বার এবং ওইকোস (পরিবার এবং গোষ্ঠী) খুলে দেয়। তারা সেই পরিবারের সঙ্গে বসবাস করে এবং ঈশ্বরের সত্য এবং শক্তিকে তাদের কাছে প্রচার করে, এবং তারা সেই প্রবারের বা গোষ্ঠীর সমস্ত লোকদের যীশুর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পরিচালনা করে। যেহেতু এই দল ইতিমধ্যেই সেখানে ছিল (এই দলেতে কোন অপরিচিত ব্যক্তি থাকে না), সেহেতু সেখানে ইতিমধ্যেই একজন নেতা আছে এবং তাকে আমাদের কেবলমাত্র সঠিক শিক্ষা দ্বারা গঠন করতে হবে যেন সে সেই দলকে পরিচালনা করতে পারে।

ক্ষমতায়ন বা শক্তিযুক্ত করাঃ লোকেরা নেতৃত্ব দেবার মাধ্যমে নেতা হিসাবে বৃদ্ধি পায়

ইহা অত্যন্ত সস্পষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকেই উপেক্ষা করা হয়। সি পি এম-এর ডিসকভারি নমুনার মধ্যে ইহার একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে উৎসাহী ওইকোস বাইবেল অধ্যয়ন করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে থেকে "শিষ্য তৈরি" করার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু মূল্যবান প্রশ্ন করা হয় যারা সৃষ্টি থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট পর্যন্ত ঈশ্বরের কাহিনীকে অধ্যয়ন করছে।[35]এই ধরনের কিছু কিছু সি পি এম-এ বহিরাগত লোকেরা কখনও কোন প্রশ্ন করবে না। বরঞ্চ তারা সেই গোষ্ঠীর লোকদের প্রশ্ন করার জন্য তাদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করবে। সমস্ত উত্তর আসে বাইবেল থেকে, কিন্তু প্রশ্নকর্তা শিক্ষালাভ করার এবং বাধ্য থাকার পদ্ধতিকে ব্যবহার করা শিখতে শুরু করে। প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ (Traning for

[34] যা মার্ক ৬, লূক ৯ এবং মথি ১০ অধ্যায়েও দেখতে পাওয়া যায়। এই একই পদ্ধতি প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনীর বিভিন্ন পর্যায়েও ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়।
[35] জিজ্ঞাসা করার পরেঃ ১) তারা কোন বিষয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে চায়, এবং ২) তাদের কোন বিষয়গুলির কারনে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তারা কাহিনী পাঠ করে এবং সেই দলকে বলে যেন তারা সেই কাহিনীটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে। তারপরে তারা জিজ্ঞাসা করে ৩) এক কাহিনীগুলি আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?, ৪) এই কাহিনী আমাদের নিজেদের বিষয়ে এবং অন্যদের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়?, ৫) তারা কি বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলগত ভাবে কি করতে (বাধ্য থাকতে) বলে, এবং ৬) তারা এই কাহিনী কাদের বলতে পারবে?

Trainers / T4T) নামে একটি শিবিরে আমরা এই ধরনের উদাহরণ দেখতে পাই। প্রত্যেক জন নতুন শিষ্য শিক্ষা লাভ করে যে কিভাবে সেগুলি অন্যদের কাছে প্রচার করা যায় যা তারা বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে শিখেছে এবং যার ফলে তারা একজন নেতা হিসানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নেতাদের অনবরত বৃদ্ধি দান করার জন্যেও এই একই নীতি প্রয়োগ করা হয়ঃ প্রথাগত মণ্ডলীর পরিবেশের তুলনায় এই পদ্ধতিতে একজন বিশ্বাসী অত্যন্ত দ্রুত এই শিক্ষাগুলিকে ব্যবহার করার এবং অন্যদেরকেও এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার সুযোগ লাভ করে।

বাইবেল-ভিত্তিক নেতৃত্বঃ শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত নীতিসমূহ

যখন নব-উদ্ভূত নেতাদের দায়িত্বভার প্রদান করা হয়, বাইবেলের নীতিগুলি ব্যবহার করা হয়, যা তীত ১:৫-৯ পদে মন্ডলীর নতুন নেতাদের প্রয়োজন এবং ১ম তিমথীয় ৩:১-৭ পদে মন্ডলীর নেতাদের স্থাপন করার জন্য প্রয়োজন। বাইবেলের নেতৃত্ব-বিষয়ক শাস্ত্রাংশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের পরে বিশ্বাসীরা মন্ডলীর জন্য নিজেদের ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলি আবিষ্কার করে এবং নিজেদের সেবাকার্য্যে সেগুলি ব্যবহার করে। যখন তারা এইরূপ করে, তখন তারা মন্ডলীকে আরও পরিপক্ক ও দৃঢ়রূপে স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপরিহার্য উপাদান এবং কৌশল খুঁজে পায়। তারা একজন নেতা হিসাবে বৈদেশিক অতিরিক্ত বাইবেল-ভিত্তিক নীতি অথবা আবশ্যিকতাকেও পরিহার করে।

পক্ষপাতিত্বহীনঃ লক্ষ্য হল ফলবন্ত হওয়া (মথি ১৩:১-১৮)

নেতাদেরকে তাদের তালন্ত, ব্যক্তিত্ব অথবা জীবন শৈলীর উপরে ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয় না, কিন্তু তাদের জীবনের ফল ধারন ক্ষমতা দেখে নির্বাচন করা হয়। যখন অনেকে জিজ্ঞাসা করে সি পি এম-এ যে একজন ব্যক্তিকে প্রথমবার প্রশিক্ষণ দেবার পরেই আমরা কি করে অবগত হব যে তারা সেবাকার্য্যে ফলবন্ত হবে, সেই সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উচ্চহাস্য করি। আমাদের কোন ধারনাই নেই যে কে বা কারা ফল উৎপন্ন করবে। আমরা প্রত্যেককেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকে দেখে মনে হয় যে সে অনেক ফল উৎপন্ন করবে সে সেবাকার্য্যে কার্যকরী ফল লাভ করতে পারে না, কিন্তু আবার যাকে দেখে মনে হয় না যে সে কিছু করতে পারবে, সেই সর্বাধিক ফল উৎপন্ন করে। নেতারা তখনই একজন প্রকৃত নেতা হতে পারে যখন সে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে নিজের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। এবং যখন এই নেতারা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেই সমস্ত নেতাদের আরো অধিক সময় প্রদান করা হয় যারা অধিক ফল উৎপন্ন করছে, যেন তারা আরো অধিক সংখ্যায় ফল উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। নেতাদের অধিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং অধিক ফল উৎপাদক হিসাবে প্রস্তুত করা জন্য যে সমস্ত উপায় এবং মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল বিশেষ সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ, বার্ষিক প্রশিক্ষণ সমাবেশ এবং প্রগাঢ় প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানগুলি ভ্রাম্যমান)। প্রশিক্ষণ লাভ করার পরে তারাই অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

বিভাজিতঃ একাধিক নেতা (প্রেরিত ১৩:১)

অধিকাংশ সি পি এম-এ, মন্ডলীতে একাধিক নেতা নিযুক্ত করা হয় যেন তারা অধিক স্থায়ীশীল নেতাদের প্রস্তুত করতে পারে। এর সুবিধা হল এই নেতারা নিজেদের জাগতিক কাজ সম্পূর্ণ করেও সেবাকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। ইহার কারণে সাধারন বিশ্বাসীদের দ্বারাই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং নেতাদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য বহিরাগত অর্থের উপরে পঙ্গুর মত নির্ভরশীল হয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না। অধিক সংখ্যক নেতা থাকলে উন্নত উপায়ে নেতৃত্বের দায়িত্বগুলিকে সম্পূর্ণ করা যায়। একত্রে তারা অধিক বুদ্ধিপূর্ণভাবে কাজ করে এবং একে অপরের কাজে সমর্থম জোগায়। বিভিন্ন মন্ডলীগুলির সমকক্ষ ব্যক্তির থেকে শিক্ষালাভ এবং সমর্থন লাভ একজন নেতাকে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে সাহায্য করে এবং মন্ডলী সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।
মন্ডলীঃ নতুন মন্ডলীর উপরে লক্ষ্য

নেতাদের নিযুক্ত করা এবং সমৃদ্ধ করতে থাকলে নিয়মিত ভাবে নতুন মন্ডলী স্থাপিত হতে থাকে। এবং ইহা প্রাকৃতিকভাবে ঘটতে থাকে। যখন একটি নতুন মন্ডলী স্থাপিত হয়, তারা তাদের নতুন ঈশ্বরের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে, তখন তাদেরকে সেই একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে উৎসাহিত করা হয় যেভাবে তারা নিজেরা পরিত্রান লাভ করেছে। তখন তারা নিজেদের পরিচিত হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খুঁজতে শুরু করে এবং একইভাবে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্য প্রস্তুত করার পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করে যা তারা নিজেরা অভিজ্ঞতা করেছে এবং অন্যদের সেই অভিজ্ঞতা

করানোর জন্য প্রশিক্ষিত হয়েছে। এই পর্যায়ে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে কিছু কিছু নেতারা মন্ডলীর আভ্যন্তরীন বিষয়গুলি পরিচর্য্যা করার জন্য প্রতিভাসম্পন্ন (পালক, শিক্ষক ইত্যাদি) এবং কিছু লোকেরা মন্ডলীর বহিরাগত দিক (সুসমাচার প্রচারক, ভাবাদী এবং প্রেরিত ইত্যাদি) পরিচর্য্যা করার জন্য দান-প্রাপ্ত। মন্ডলী পরিচালনা করার জন্য – মন্ডলীর বাইরে ভিতরে সমস্ত বিষয়ে যত্ন করার জন্য আভ্যন্তরীণ নেতারা শিক্ষা লাভ করে (প্রেরিত ২:৩৭-৪৭)। বাহ্যিক দিকের নেতারা মন্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে নমুনা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে প্রস্তুত করে যেন তারা নতুন লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে।

উপসংহার

ঈশ্বর যে নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন, সেই বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের থেকে কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? আমরা কি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং প্রথাগত পক্ষপাতকে পরিত্যাগ করে এবং বাইবেলকে আমাদের প্রাথমিক দিক প্রদর্শনকারী ম্যানুয়াল হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক যেন আমরা নতুন নেতাদের জন্ম দিতে পারি এবং তাদের বাইবেল-ভিত্তিক শীক্ষায় সমৃদ্ধ করতে পারি? আমরা যদি বাইবেলে উল্লিখিত আদেশ এবং আদর্শগুলিকে অনুসরণ করি এবং অতিরিক্ত শিক্ষাকে পরিহার করি, তাহলে আমরা আরো অনেক নেতাদের উদ্ভূত হতে দেখতে পারব। আমরা দেখতে পাব যে বহু সংখ্যায় হারিয়ে যাওয়া লোকেরা পরিত্রান পাচ্ছে। আপনি কি হারিয়ে যাওয়া লোকদের ফেরানোর জন্য এবং ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করার জন্য এই বলিদানটি করতে ইচ্ছুক?

আশ্চর্যবৃদ্ধি

রোবি বাট্‌লার[36][37] দ্বারা লিখিত

দেখ আমি এক নতুন কার্য্য করিব! তাহা এখনই অঙ্কুরিত হইবে; তোমরা কি তাহা জানিবেনা? (যিশাইয় ৪৩:১৯) ২০১৯-এর মাঝামাঝি সময়ে, ২৪:১৪ জোট গবেষনা দল একটি তথ্য পেশ করে যে ৭ কোটির (যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১%) অধিক সংখ্যক মানুষ বিগত কয়েক দশক প্রভু যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে, ১০০০ –এর অধিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার কারণে মন্ডলীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আন্দোলন গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে এবং সীমান্ত [38]অঞ্চল গুলিতে ঘটছে। এবং পবিত্র আত্মার এই নতুন কাজ ব্যাখ্যা মূলক গতিতে অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

২০১৫ সালের শেষের দিকে, গবেষকরা আনুমানিক প্রায়১০০ টি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন। তারা প্রত্যেকটি আন্দোলনের স্থান সরাসরি পরিদর্শন করেন এবং সে গুলি যাচাই করে দেখার পরেই এই তথ্য পেশ করেছিলেন। ২০১৬ সালের শেষ লগ্নে, তারা মোটামুটি ভাবে ১৩০ টি আন্দোলন এবং ২০১৭ সালের মে মাসে, কেন পার্কস্ প্রতিবেদন পেশ করেন যে প্রায় ১৬০টি আন্দোলন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[39]

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই, ২৪:১৪ জোটের পরিকাঠামো নেতাদের এবং গবেষনাকারীদের উপরে নির্ভর করে এবং সম্প্রসারিতহয়, যার কারণে আরো অনেক নেতারা নিজেদের আন্দোলনের অগ্রগতির তথ্য পেশ করতে শুরু করে। বিশ্বাসযোগ্য সংস্থা এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানা যায় যে প্রায় ২৫০টি বিভিন্ন আন্দোলন ঈশ্বরের কাজে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে কাজ করছে।[40] এর মধ্যে অন্তর্গত আছে প্রায় ৫০০টি আন্দোলন[41] যারা লক্ষ লক্ষ নতুন বিশ্বাসী তৈরি করেছে। ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে, এই আন্দোলনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০০০ টি!

এই সংখ্যাটি এক লাফে এতটা কিভাবে বৃদ্ধি পেল? ২০১৭ সালের মাঝা মাঝি সময়ের ১৬০টি আন্দোলন থেকে ২০১৯ –এর মাঝামাঝি সময়ে ১০০০টি আন্দোলন শুরু হওয়া কিভাবে সম্ভব? এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নতুন কাজ শুরু করার ফলে হয়নি, কিন্তু ইহা সম্ভব হয়েছে কারণ কর্মীরা নতুন ভাবে একত্রে কাজ করতে শুরু করেছে। আন্দোলদের এই মোড়টির কারণে পবিত্র আত্মা সক্রিয় ভাবে কাজ করতে শুরু করে।

ইহা কিভাবে এত সময় ধরে অলক্ষিত ছিল?

যেভাবে প্রথম শতাব্দীতে, গৃহমন্ডলী এবং পূর্ব-বিদ্যমান সম্পর্কের কারণে এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের গৃহেতে, যেকোন সাধারন স্থানে প্রাত্যহিক ভাবে কথোপকথন করতে শুরু করে, তারা সেই সময়ে কোন নতুন বা বিশেষ বিল্ডিং তৈরি করেনি। সেকারণে যে সমস্ত লোকেরা ‘‘মন্ডলী’’ মানেই কোন বিল্ডিং-কে চিহ্নিত করে তারা খুব সহজেই এই আন্দোলনের বৃদ্ধিকে উপলব্ধি করতে পারেনি।

মিশনের নেতারা কেবলমাত্র তাদের কাছে নিজেদের আন্দোলনের তথ্য পেশ করেন, যাদেরকে তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল উচ্চমানের সহযোগিতা পূর্ণ সম্পর্ক। এবং অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই তারা নিজেদের প্রতিবেদনের তথ্য তাদের সহযোগী এবং নির্ভরশীল সহকর্মীদের মধ্যেই সীমিত রাখতেনঃ

- বহিরাগত লোকেরা, এমনকি যাদের ইচ্ছা এবং চিন্তা অত্যন্ত উত্তম, তারাও যেকোন মুহুর্ত্তে আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- বহিরাগত আর্থিক পুঁজি বিভিন্ন সম্ভাব্য আন্দোলনকে শেষ করে দিয়েছে।

---

[36]মিশন ফ্রন্টীয়ার্সের মার্চ-এপ্রিল ২০১৮-তে প্রকাশীত হওয়া ‘‘গ্লিম্পস ঞ্চ দ্যা ফগ্’’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, www.missionfrontiers.org.

[37]রোবি বাটলার ১৯৮০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ওয়ার্ল্ড মিশন-এ সেবাকাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে মন্ডলী এবং মিশন-এর নেতাদের পরামর্শদাতা হিসাবে সেবা করছেন এবং তিনি মাঝে মাঝে মিশন ফ্রন্টীয়ার্সের হয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

[38] Joshua.Project.net/assests/media/articles/frontier-peoples-introduction.pdf

[39]Lausanne.org/best-of-lausanne/fishing (কেন্ড মিশন এজেন্সী বিয়ন্ড-এর পরিচালনা করেন)

[40]আন্দোলনের কৌশলগুলি ব্যবহার করে কাজ করে চলেছে, কিন্তু যদিও এই আন্দোলনগুলির ফলাফল চতুর্থ স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

[41]চারটি এবং তার অধিক নির্ভরশীল উৎস থেকে আগত তথ্যের মাধ্যমে জানা গেছে যে এই আন্দোলনগুলির ফল চতুর্থ এবং তার অধিকস্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

- অযাচিতভাবে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষনের কারণে বিভিন্ন আন্দোলনের লোকদের উপরে নির্যাতন এবং ক্লেশ উপস্থিত হয়েছে।

খুব কম-সংখ্যক আন্দোলনই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ আন্দোলনই দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছে। কিছু আন্দোলন সেই সমস্ত স্থানে সম্প্রসারিত হয়েছে, যেখানে পূর্বে কখনও সুসমাচার পৌঁছায়নি। কিছু কিছু বৃহৎ আন্দোলন ২০ বছর এবং তার অধিক সময় ধরে অনবরত কাজ করে চলেছে। তারা আয়তনে যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তাদের বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। যদিও অধিকাংশ আন্দোলনই নতুন এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুরাতন পদ্ধতিতে আন্দোলগুলির হিসেব রাখার থেকেও অধিক গতিতে এগুলি বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনগুলির হিসেব রাখার জন্য উত্তম এবং আধুনিক নিয়ম এবং পদ্ধতি প্রস্তুত করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার বহিরাগত কোন দলের পক্ষে কোন আন্দোলনের ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে যাওয়া সমীচীন নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, গবেষকরা অন্যান্য উৎস থেকে সেই আন্দোলনের তথ্য অন্বেষণ করে এবং সেগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

আশ্চর্যজনক নতুন বাস্তব

- ১৯৯৫ সালেঃ কমপক্ষে ৫টি সম্পূর্ণ আন্দোলনে প্রায় ১৫,০০০ নতুন শিষ্য তৈরি হয়েছে।
- ২০০০ সালেঃ কমপক্ষে ১০টি সম্পূর্ণ আন্দোলনে প্রায় ১০০০০ নতুন শিষ্য তৈরি হয়েছে।
- ২০১৯ সালেঃ কমপক্ষে ১০০০টি সম্পূর্ণ আন্দোলনে প্রায় ৭০,০০০,০০০ নতুন শিষ্য তৈরি হয়েছে!
- এবং এই আন্দলনের মধ্যে প্রায় ৯০% হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে শুরু হয়েছে।

যোশুয়া প্রজেক্ট-এর প্রায় ৮০% এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রসারিত হচ্ছে।[42] আরো কয়েক হাজার ক্ষুদ্র আন্দোলন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং সম্পূর্ণ একটি আন্দোলনের আকার নিচ্ছে (অনবরত এই আন্দোলনগুলি ফল উৎপন্ন করছে এবং চারটি স্তর অথবা তারও অধিক আত্মিক প্রজন্মের সৃষ্টি করছে – কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলি পঞ্চম অথবা তার অধিক আত্মিক প্রজন্মে পৌছাচ্ছে)।[43]

বর্তমানে, কিছু সামান্য সংখ্যক সুসমাচার না পাওয়া স্থানে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সম্পূর্ণ আন্দোলন চলছে। সেকারণে আরো কয়েক হাজার আন্দোলন শুরু হবার প্রয়োজন আছে। তথাপি এই আন্দোলনের দ্রুত বৃদ্ধির প্রত্যাশার পিছনে আমাদের কাছে যথেষ্ট যোক্তিক কারণ আছে।

উৎসাহপ্রদানকারী উপাদানগুলি

সম্ভবত বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমেঃ

- আন্দোলনের প্রতিবেদনগুলি পুনর্বার পর্যালোচনা করতে হবে
- পূর্ব-বিদ্যমান প্রবৃত্তিগুলি আন্দোলনে পরিনত হবে
- অধিক মণ্ডলী-স্থাপনকারীরা জানতে পারবে কিভাবে একটি আন্দোলন অন্বেষণ করতে হয়
- চিরাচরিত / গতানুগতিক (দৃশ্যমান) মন্ডলীগুলি আন্দোলন শুরু করতে শিখবে
- আরো অধিক সংখ্যক কার্যকরী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যেখানে অন্যেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবে
- একে অপরের সফলতা এবং ব্যর্থতা থেকে অন্যেরা শিক্ষালাভ করবে
- নতুন গোষ্ঠী এবং স্থানে আন্দোলনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই ছড়িয়ে পড়বে
- পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকবে
- অনেক বিশ্বাসীরা সরাসরি এই আন্দোলনগুলির বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে
- ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আরো যা কিছু করছেন সেগুলি খুঁজে বের করতে হবে

আন্দোলনে উদ্ভূত মণ্ডলীগুলির সাধারন বৈশিষ্ট্য

[42]JoshuaProject.net/global/clusters

[43]MultiMove.net/cpm-continuum

আন্দোলনগুলিতে, মন্ডলীগুলি সাধারণত...

- ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ বা শিষ্য তৈরি করার প্রচেষ্টা না করে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে এবং সামাজিক গোষ্ঠীকে আশীর্বাদ করার এবং শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করে।
- পূর্ব-বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে থেকে নতুন নেতাদের নির্বাচিত করা হয় এবং তাদের প্রস্তুত করা হয়।
- বাইবেল অধ্যয়নের উপরে অধিক জোর দেওয়া হয় যেন ঈশ্বরকে আরো জানা যায় এবং সমাদর করা যায়।
- শিষ্যদের কেবলমাত্র দক্ষ শিক্ষক নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- তারা যা শিক্ষালাভ করেছে সেগুলি প্রেমের সাথে পালন করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরিপক্কতা রোপণ করা হয়।
- ইহারা বিশেষ কোন মন্ডলী গৃহে নয় কিন্তু কোন ব্যক্তির গৃহেতে অথবা প্রকাশ্যে মিলিত হয়।
- নিয়মিত ভাবে গড়ে প্রায় ১৫ জন একত্রিত হয়, আলোচনাপূর্ণ জনসমাবেশ।
- আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রচেষ্টা করে না, এদের মূল্য লক্ষ্য হল নতুন মন্ডলী স্থাপন করা।
- সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেন প্রত্যেক শিষ্য সেগুলি অনুসরণ করতে পারে এবং অন্যদের একই শিক্ষা প্রদান করতে পারে।
- শিষ্যদের কেবলমাত্র সেবা না করে তাদের প্রস্তুত করা হয় যেন তারা নতুন শিষ্যের জন্ম দিতে পারে
- বিভিন্ন নতুন প্রজন্মের দিকে যাত্রা করা (কেবলমাত্র কন্যা-মন্ডলীগুলির প্রতি নয়)
- কেবলমাত্র সুসম্পর্কপূর্ণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্দোলন বিস্তৃত করা হয়।
- বহিরাগত লোকেরা অথবা পার্শবর্তী গোষ্ঠীর লোকেরা সহজে এই মন্ডলীগুলি দেখতে পায় না

বাস্তব-জীবনের উদাহরণ

- ইং এবং গ্রেস অত্যন্ত কার্যকরী মন্ডলী স্থাপনকারী ছিলেন। প্রত্যেক বছর, তারা প্রায় ৪০-৬০ জন মানুষকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত করতেন। তারা তাদের জন্য একটি মন্ডলী প্রস্তুত করতেন, এবং পরে শহরের অন্যত্র একটি নতুন স্থানে গমন করতেন। (এইভাবে ১০ বছর চলার পরে, যদি এই মন্ডলী গুলি যদি আয়তনে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে হয়ত আরো ১২০০ নতুন বিশ্বাসী প্রস্তুত হত।) এরপরে ইং-কে বলা হয় প্রায় ২০ কোটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানোর জন্য। ২০০০ সালে, ইং এবং গ্রেস-কে মন্ডলীর আন্দোলনের নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা শিষ্যদেরকে ক্ষুদ্র মন্ডলী স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করতে শুরু করেন, যে মন্ডলী দ্রুত আরেকটি মন্ডলী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে, ১৮ লক্ষ নতুন বিশ্বাসী বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। তারা খুব সাধারন উপায়ে নতুন বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যেন তারা অন্যদেরকেও একই ভাবে শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে পারে। মন্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,৬০,০০০, যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫০%![44]গবেষকরা পরবর্তীকালে এই আন্দোলনটি যাচাই করেছিল। তারা খুঁজে পায় যে প্রতিবেদনে যত সংখ্যক বিশ্বাসীর সংখ্যা পেশ করা হয়েছে, বাস্তবে বিশ্বাসীদের সংখ্যা আরো অধিক।
- ট্রেভর ৯৯%+ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মরত। তিনি প্রথমে সেই সমস্ত স্থানীয় বিশ্বাসীদের খুঁজে বের করেন যারা মুসলিমদের সাহায্য করতে চান এবং নতুন কিছু করতে ইচ্ছুক আছেন। তিনি এই বিশ্বাসীদেরকে পরিচালনা করেন যেন তারা ক্ষুদ্র বাইবেল অধ্যয়নের দলগুলিকে বৃদ্ধি করতে শুরু করে। তিনি তাদেরকে একে অপরের সফলতা এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালাভ করার জন্যে ও পরামর্শ প্রদান করেন। এই বিশ্বাসীরা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র বাইবেল অধ্যয়ন দলের একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই দলগুলির দ্বারা অনেক মুসলিম লোকেরা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারা নিজেদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্য পরিচিত লোকদের সঙ্গেও নিজেদের নতুন বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। কিছু লোকেরা অন্যত্র গমন করেন এবং তারা সেখানেও সুসমাচারকে বহন করতে শুরু করেন। ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে, এই আন্দোলনের নেটওয়ার্ক ৮টি দেশের মধ্যে প্রায় ৪০টি ভাষার মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে অন্তর্গত ছিল প্রায় ২৫টি

[44]T4T: এ ডিসাইপল্‌শিপরি-রিভোলিউশনঃ দ্যা স্টোরি বিহাইন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ডস্ ফাস্টেস্ট গ্রোইং চার্চ প্ল্যান্টিং মুভমেন্ট অ্যান্ড হাউ ইট ক্যান হ্যাপেন ইন ইউর কমিউনিটি! স্টিভ স্মিথ দ্বারা লিখিত। (MultiMove.net/t4t)

সম্পূর্ণ আন্দোলন এবং আরো অনেক ক্ষুদ্র আন্দোলন। ২০১৮ সালের, জানুয়ারী মাস পর্যন্ত, মাত্র ৫ মাস পরে, এই নেটওয়ার্ক ১২টি দেশেপ্রায় ৪৭টি ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে বিস্তৃত হয়![45]

- ভিসি প্রতিবেদনঃ "অনেক মিশনারী আমার দেশে এসেছেন কিন্তু তারা নিজেদের কাজের ফল দেখতে পায়নি। আমরা সোভাগ্যবান যে আমরা ফল দেখতে পাচ্ছি। আমরা সুসমাচার প্রচার থেকে শিষ্য প্রস্তুতিকরণ, মন্ডলী স্থাপন এবং এখন আমরা আন্দোলন শুরু করতে পেরেছি। আমরা আত্ম-বিশ্বাসী যে ২০২০ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রামে আমাদের একটি করে দল উপস্থিত থাকবে!"
- ডোইট মার্টিন থাইল্যান্ডে বেড়ে উঠেছেন এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বয়সে ন্যাশনাল চার্চ-এ সেবা করার জন্য তিনি ফিরে এসেছেন একটি প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে যার দ্বারা মন্ডলীর বৃদ্ধির গতি নির্বাচন করা যায়। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে, খ্রীষ্টীয়ানিটি টুডে-র প্রচ্ছদ পটে লেখা হয় কিভাবে ডোইট-এর আবিষ্কার থাইল্যান্ডে মিশনের প্রয়োজনগুলিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং কিভাবে দুই সপ্তাহের মধ্যে থাইল্যান্ডের ইভেনজেলিক্যাল ফেলোশিপের ৩০০ জন মিশনারীর দ্বারা এত অধিক সংখ্যায় মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে যা সম্পূর্ণ একবছরেও সম্ভব হয়নি। [46]

অবিশিষ্ট কাজ সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছতা

২০১৮ সালের শুরু থেকে, সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে শ্রেনীবিন্যাসের মাধ্যমে সুসমাচার প্রচারের অবশিষ্ট কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছতা এসেছে।[47] ঈশ্বর সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের জন্য বিশ্বব্যাপী একজোট হয়ে প্রার্থনার আন্দোলনকে পরিচালনা করছেন।[48]ইতিহাসের কোন সময়ে এত সক্রিয়ভাবে পবিত্র আত্মা সমগ্র বিশ্বের প্রার্থনায়, শ্রমে, অথবা মিশনের দ্রুত বৃদ্ধিতে কার্যকরী হিসাবে কাজ করেনি।

রাজ্যের এই সুসমাচার সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে···

যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, "আমি শীঘ্র আসিতেছি"। আমেন; প্রভু যীশু আইস (প্রকাশিত বাক্য ২২:২০)।

[45]ট্রেভরের লেখা "ফর্ মুভমেন্টস অ্যাকটিভিস্ট" পুস্তকটি দেখুন।

[46]TinyURL/ThaiCPM

[47]JoshuaProject.net/frontier/3

[48]Prayer.MultiMove.net/the31

সুসমাচার-অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বর কিভাবে কার্যকারী

ডঃ ডেভিড গ্যারিসন্

ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে, ডঃ ডেভিড গ্যারিসন্ মণ্ডলী স্থাপনকারী আন্দোলনের একজন স্বনামধন্য অগ্রদূত। তিনি অনেক পুস্তকের লেখক এবং সম্পাদক, গ্যারিসন্ গ্লোবাল গেট্স নামে একটি সেবাকাজের আধিকারিক পরিচালক, যে সেবাকাজ সমগ্র পৃথিবীর মুখ্য প্রবেশপথ রূপ শহরগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাত্র ২০ বছর আগে "মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন" উক্তিটি প্রথম মিশনারীদের শব্দকোশে প্রবেশ করেছিল। সেই সময়ে আমরা খুব অবাক হয়ে দেখছিলাম একটি মণ্ডলী অস্বাভাবিক তৎপরতায় খুব দ্রুত গতিতে আরেকটি মণ্ডলীর জন্ম দিচ্ছে, যা আমরা কেবলমাত্র পড়েছি নূতন নিয়মের প্রেরিতদের কার্য বিবরনের পুস্তকে। ঈশ্বরের এই অভূতপূর্ন কার্যাবলি থেকে কিছু বিষয় শিখে আমি ১৯৯৯ সালে একটি ৫৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকা রচনা করি, যার নাম *চার্চ প্ল্যান্টিং মুভমেন্টস্।*

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, প্রায় ৪০ টি ভাষায় ইহা অনুবাদ করা হয় (দেখুন **bit.ly/cpmbooklet**)। ইহা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পরে, আমরা চারটি নতুন আন্দোলনের প্রারম্ভিক কাজ করি যা পরবর্তী বৎসরগুলিতে লক্ষ লক্ষ নতুন বিশ্বাসীদের জীবনে পথ-প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে।

আজকেও খ্রীষ্টের শরীর হিসাবে আমরা নতুন নতুন প্রাণবন্ত নীতির ব্যবহারের মাধ্যমে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। হিন্দু, মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষ, শহরের লোক, গ্রাম্য লোক, পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য লোক ও সমস্ত পৃথিবীর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসী দাসদের অনুঘটকের ন্যায় ব্যবহার করছেন।

নীচে পাঁচটি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়া হল, কিভাবে ঈশ্বর মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের নীতিকে ব্যবহার করেছেন আফ্রিকা, এশিয়া, হাইতি এবং ফ্লোরিডাতে ঈশ্বরের বাক্যের ফসল বপন করার জন্য।

পূর্ব আফ্রিকার সুসমাচার-অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরের গতিবিধি

আইলা টাসে্

আইলা টাসে হলেন লাইফ্ ওয়ে মিশন্-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক, এবং পূর্ব আফ্রিকার মন্ডলী স্থাপনের নেটওয়ার্কের একজন সদস্য।

মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের মাধ্যমে (শিষ্য তৈরির আন্দোলন সমূহ) পূর্ব আফ্রিকাতে সুসমাচার-অপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আশ্চর্য কাজ ঘটেছে। ২০০৫ সাল থেকে, আমরা ৫৫০০ থেকে ৬০০০ নতুন মণ্ডলী স্থাপনের সাক্ষী হয়েছি, যেখানে বিশ্বাসীদের গড় সংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ৩৫ জন মানুষ। বিভিন্ন শাখা আ**ন্দোলন** বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এই বৃহত্তর আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। রোয়ান্ডাতে, এই আন্দোলনের দ্বারা একাদশ প্রজন্মের নতুন মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। কেনিয়াতে স্থাপিত হয়েছে নবম প্রজন্মের মন্ডলী। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রায় ১১ টি দেশে অভূতপূর্ব কাজ করছেন যার মধ্যে অন্তর্গত আছে তানজানিয়া, বুরুন্ডি, ইউগান্ডা, এবং সুদানের মত দেশ।

আমি কেনিয়ার উত্তর প্রান্তে মরুভূমির পার্শবর্তী অঞ্চলে বেড়ে উঠেছি। একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বর আমাকে একটি দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কেনিয়ার ২২ টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ১৪টি গোষ্ঠীর দর্শন দিয়েছিলেন, যে গোষ্ঠীগুলি প্রত্যেকেই এই মরুভূমিতে বসবাস করে।

আমি ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করেছিলাম, কিন্তু আমি সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি আমার পরিবার এবং সমাজের দ্বারা এত নির্যাতন পেয়েছিলাম যে আমি সেই স্থান ত্যাগ করার জন্য মনস্থির করেছিলাম। সেই সময়ে সেই অঞ্চলে স্থানীয় কোন মানুষই খ্রীষ্টিয়ান ছিল না। সেখানে যে মণ্ডলীগুলি ছিল সেখানকার বিশ্বাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল কোন সরকারি কর্মচারী অথবা কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী।

১৯৯৮ সালে, আমি ঈশ্বরের দর্শন পূর্ণ করতে শুরু করি এবং পরবর্তী কিছু সময়ের মধ্যে আমি মন্ডলী স্থাপনের নীতিগুলি বাস্তবায়িত করতে শুরু করি। আমি খুব আন্তরিক ভাবে একটি সহজতর মণ্ডলী স্থাপনের বিষয়ে কাজ শুরু করি যে মণ্ডলী হবে পুনরুত্পাদনযোগ্য। আরো দুটি অন্যতম উপাদান যা আমার মন্ডলীকে অন্য মন্ডলী স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল সেগুলি হল অন্যদের প্রকৃত সত্য *আবিষ্কার* করতে সাহায্য করা (সত্যটি ঘোষনা না করে) এবং শিষ্যত্বের একটি সাধারন আদর্শ হল *বাধ্যতা* **|** ডি. এম. এম. এর মূল লক্ষ্য ছিল আবিষ্কারমূলক বাইবেল অধ্যয়ন (**Discovery Bible Studies / DBS)**, যেখানে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি পরিচয় করানো হবে এবং নিজেদের জীবনের জন্য সত্যকে আবিষ্কার করবে সেই সমস্ত বিষয় *মান্য* করবে যা ঈশ্বর তাদেরকে বলবেন। এই কৌশল / প্রক্রিয়া তাদেরকে ধর্মপরিবর্তনের জন্য জোর দেয় না, কিন্তু ইহা ঈশ্বরের বাক্যের উপরে স্থির থাকে এবং পবিত্র আত্মা সেই বাক্যের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। ডি. বি. এস. / আবিষ্কারমূলক বাইবেল অধ্যয়ন-এর নেতারা তাদেরকে ঈশ্বরের রব শোনার জন্য সাহায্য করেন এবং ঈশ্বর তাদের জীবনে প্রবল শক্তিশালী হয়ে কাজ করতে শুরু করেন।

এই মুহূর্তে আমরা প্রায় সেই মরু অঞ্চলের ১৪টিরও অধিক গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করছি। এখন আমরা যোশুয়া প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী ৩০০টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর বিষয়ে আলোচনা করছি। আমরা পূর্ব আফ্রিকার এক একটি দেশ নিয়ে কাজ করছি, সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখছি প্রার্থনা করছি সেই দেশগুলির জন্য, যে দেশগুলিতে এখনও সুসমাচার পৌঁছায়নি।

আমরা যেখানেই যাই যীশু আমাদের শিষ্য (ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেননি) তৈরি করতে বলেছেন, যেন সমগ্র জগতে এমন কোন স্থান না থাকে যেখানে শিষ্য তৈরীর কাজ অস্পর্শিত আছে। ইহা কখনই সম্ভব হবে না যদি আমরা একটি সময়ে মাত্র একটি মন্ডলী স্থাপন করি। ইহা কখনই ঘটবে না যদি আমরা বিশাল বিশাল মন্ডলী স্থাপন করি অথবা কিছু মানুষকে অর্থ প্রদান করে এই কাজ করার দায়িত্ব দিই। আমরা বিশ্বাস করি একটি মন্ডলী তখনই ঈশ্বরের মহান আজ্ঞাকে পরিপূর্ন করবে যখন সেই সমস্ত বিশ্বাসীরা শিষ্য তৈরি করবে যারা শিষ্য তৈরি করতে সামর্থ্যযুক্ত।

আমরা অভিজ্ঞতা করছি যে ঈশ্বর অনেক মানুষ এবং দলকে ব্যবহার করছেন, এবং আমরা ঈশ্বরকে এই নেটওয়ার্ক এবং ২৪:১৪ –এর সহযোগের জন্য ধন্যবাদ দিই। আমাদেরকে খ্রীষ্টের দেহ রূপে একত্রে কাজ করতে হবে। আমাদের অন্যদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং আমরা যা শিখছি সেটা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে।

ঈশ্বর সমস্ত দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে কার্যরত

*"ওয়াকার" পরিবার ২০০১ সালে সংমিশ্রিত (ভিন্ন - ভিন্ন) সংস্কৃতির মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। ২০০৬ সালে, তারা বেওন্ড নামে একটি সংস্থার সাথে যুক্ত হন (**www.beyond.org**) এবং ২০১১ সাল থেকে মন্ডলী স্থাপন আন্দোলনের নীতিগুলি বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন। ২০১৩ সালে তারা "ফোয়েবে"-তে যোগদান করেন। ফোয়েবে এবং ওয়াকার ২০১৬ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ শুরু করেন, এবং দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন আন্দোলনকে সাহায্য করতে থাকেন।*

আমাদের স্থানীয় অঞ্চলে মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলন **(Church Planting Movement)** *শুরু হবার পূর্বেই, আমাদের দুটি জাতীয় অংশীদার দেশের প্রাণকেন্দ্রে খ্রীষ্টিয়ান কর্মী হিসাবে সর্বক্ষণের জন্য কাজ করতে শুরু করে। উভয়েরই হৃদয় ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের জন্য ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এই মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন* **(CPM)** *তাদের জ্ঞানের বাইরে ছিল।*

দুই সপ্তাহ ব্যাপী মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করার পর, আমরা উৎসাহিত হয়ে মণ্ডলী স্থাপনের " পরবর্তী পদক্ষেপ" নেবার জন্য, সেবাকাজের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গুলিকে পরিত্যাগ করতে শুরু করি। আমাদের নতুন উদ্যোগের অন্তর্গত ছিলঃ

অ) ব্যক্তিগত বাধ্যতা (একজন খ্রীষ্টের সাক্ষী হওয়া সমস্ত মানুষদের খুঁজে বের করা যারা সুসমাচারের জন্য নিজেদের
গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে।)
আ) প্রার্থনায় আরো অধিক সময় কাটানো,
ই) এই কার্যে অংশীদার হবার জন্য উপস্থিত বিশ্বাসীদের সঙ্গে নিজের দর্শন ভাগ করে নেওয়া।
ঈ) ইচ্ছুক খ্রীষ্টিয়ানদের প্রশিক্ষন দেওয়া, এবং
উ) যারা আমাদের থেকে ভালো কাজ করছে তাদের থেকে তালিম নেওয়া।

২০১২ সালের জুলাই মাসে, আমাদের একজন অংশীদার ১৫ জন লোককে বিভিন্ন জেলা থেকে একত্রিত করেন। আমরা ১.৫– ২ দিনের প্রশিক্ষন শুরু করি, সাধারণত মাসে একবার এই প্রশিক্ষণ চলত। বেশিরভাগ বিশ্বাসীরাই ছিলেন খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের অন্তর্গত, খুব কম সংখ্যক বিশ্বাসী ছিলেন হিন্দু পরিবার থেকে। যতজন এই মন্ডলী স্থাপন আন্দোলনের নীতিগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন, তারা প্রত্যেকেই শীঘ্রই ফল লাভ দেখতে পেয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় অংশীদার ছিলেন এই দলের প্রশিক্ষক এবং উৎসাহদানকারী।

- *২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে, প্রায় ৫৫ টি দল ডিসকভারি বাইবেল শিক্ষার দল তৈরি হয়ে যায়, যে দলগুলির প্রত্যেকটিতেই অনেক মানুষ উপস্থিত হতেন।*
- *২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ২৫০ টি দল তৈরি হয় (মন্ডলী এবং ডিসকভারি দল)।*
- *২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ৭০০০ টি মন্ডলী স্থাপিত হয়, এবং প্রায় ২৫০০ মানুষ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।*
- *২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ডলীর সংখ্যা বেড়ে হয় প্রায় ২০০০ টি, এবং প্রায় ৯০০০ লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে।*

- *২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ডলীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৫০০ টি, এবং ২৫০০০ লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে।*

এই পদ্ধতির সাহায্যে, অনেকগুলি শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে কতগুলি এখানে দেওয়া হলঃ

১. মথি ১০, লূক ৯ এবং ১০ আমাদেরকে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের সঙ্গে যুক্ত হবার একটি কার্যকরী কৌশল প্রদান করে।

২. অলৌকিক কার্য (সুস্থতা প্রদান এবং। অথবা মন্দশক্তি দূরীকরণ) ছিল একটি অনস্বীকার্য উপাদান যা মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে
আসে।

৩. আমরা ডিসকভারি বাইবেল অধ্যয়নকে বেশ কয়েকবার সহজতর উপায়ে প্রতিস্থাপন করি। আমরা আমাদের শিক্ষার ধরনকে বারংবার পরিবর্তন করেছি, কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্যান্য সাধনী এবং পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে থাকি।

৪. আমরা প্রেমের দ্বারা খ্রীষ্টের বাধ্য হওয়ার উপরে জোর দিই এবং ইহা প্রত্যেকে শিক্ষাদানের সময়ে নিজেদের জীবনে ব্যবহার করত। আমরা উপলব্ধি করেছিলাম, অধিক প্রশিক্ষণ শিবির চালানোর থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ন তাদের জীবনে গভীরভাবে কাজ করা যারা এই পদ্ধতি নিজেদের জীবনে ব্যবহার করছে ।

৫. একজন বহিরাগত হিসাবে, আমাদের ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র যত্ন নেওয়া যেন তাদের কোন কর্ম ঈশ্বরের বাক্য ছেড়ে নিজেদের
সংস্কৃতির উপরে অধিক নির্ভরশীল না হয় । ইহা কেবলমাত্র যেখানেই করা যাবে যেখানে সংস্কৃতিগত সংবেদনশীলতা আছে এবং যেখানে বিশ্বাস বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, যেন কোন ব্যক্তির উপরে সংস্কৃতির কারনে ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয়।

৬. কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে নয়, সমগ্র পরিবারকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা।
৭. মন্ডলীর বিশ্বাসী এবং নূতন বিশ্বাসী উভয়ের জন্য ডিসকভারি বাইবেল অধ্যয়ন ব্যবহার করা।

৮. চার্জ দেওয়া যাবে এরকম স্বল্প দামের স্পীকারে মেমরী কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন কাহিনী বর্ননা করা অত্যন্ত সাহায্যপূর্ণ ছিল, যার দ্বারা
অশিক্ষিত, এবং সাধারন মানুষেরাও ঈশ্বরের বাক্য শ্রবনের মাধ্যমে মন্ডলী স্থাপনের কাজে উৎসাহী হয়। আমাদের সমস্ত মন্ডলীগুলির
মধ্যে প্রায় অর্ধেক মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল এই স্পীকার গুলির সাহায্যেই।

৯. নেতৃত্ব মন্ডলী দীর্ঘস্থায়ী এবং পুনরুৎপাদনকারী পরামর্শের মাধ্যমে নেতাদের পরিচালনা করত।

১০. আমাদের কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা, কিন্তু আমরা প্রার্থনার মাধ্যমেও আমাদের কৌশলের বিভিন্ন
সিদ্ধান্তের উপরে ঈশ্বরের পরিচালনা শ্রবণ করার (শ্রবণকারী প্রার্থনা) চেষ্টা করতাম।

এই আন্দোলন বহু স্থানে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছিল। কিছু কিছু অঞ্চলে, ইহা অষ্টাদশ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ইহা কেবলমাত্র একটি আন্দোলন ছিল না, কিন্তু ইহা ছিল বহুমুখী আন্দোলন, ইহা চারটিরও অধিক ভৌগলিক অবস্থানে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষদের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল।

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়াতে মুসলিমদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি
- ইহেজেকিয়েল

ইহেজেকিয়েল (zmm399@pmbx.net) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্যাপটিষ্ট মন্ডলীর একজন মিশন পরিচালক হিসাবে সেবা করছেন।

আমাদের সেবাকাজের নেটওয়ার্ক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির উপরে এই আন্দোলন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী। আমাদের নেটওয়ার্কের মণ্ডলী স্থাপনের প্রধান স্তম্ভটি হল সুসমাচার প্রচার। যখন আমরা মানুষের সাথে কথা বলি, সুসমাচার আমাদের প্রথম শোধনকারী বিষয় হিসাবে কাজ করে। যেকোন স্থানে, যেকোন সময়ে, যেকোন ব্যক্তির সাথেঃ যখন আমরা প্রথমবার কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি তখনই আমরা তাকে সুসমাচার দিই। এরপর আমরা এই নতুন বিশ্বাসীর মধ্যে দিয়ে আরো নতুন মানুষদের সাথে যুক্ত হয়ে একটি মণ্ডলী স্থাপন করার পদ্ধতি কার্যকরী করি।

আমরা বাইরের এই মণ্ডলী স্থাপনকারীদের (যদিও কেউ সেই দেশের ব্যক্তি হয়) ০ (শূন্য) প্রজন্ম হিসাবে বিবেচনা করি। একজন স্থানীয় ব্যক্তি (প্রজন্ম ১/ G1) যে সুসমাচার শ্রবণ করে এবং বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তৎক্ষনাৎ প্রশিক্ষিত হয়ে নিজের পরিবারকে, বন্ধুদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে। যখন **G1** বিশ্বাসীরা নিজেদের পরিচিত লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে এবং তারা বিশ্বাস করে, তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সেই স্থানীয় বিশ্বাসীরাই বাপ্তিষ্ম দেয় এবং শিষ্য হবার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। এই দল একজন **G1** বিশ্বাসীর বাড়িতে মণ্ডলী শুরু করে এবং সেই স্থানীয় বিশ্বাসী হয় তাদের নেতা।

বিশ্বাসীরা ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে সেই গৃহ মন্ডলীতে একত্রিত হয় যীশুর আরাধনা করার জন্য, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমাদের প্রদত্ত একটি পুস্তকের সাহায্যে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার জন্য। খুব শীঘ্র সেই নতুন বিশ্বাসীরাও নিজের পরিচিত মানুষদের কাছে পৌঁছানোর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে। **G1** বিশ্বাসীরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অন্যদের শিষ্য হবার প্রশিক্ষন দেয় এবং নতুন যে মানুষদের কাছে তারা সুসমাচার প্রচার করে তাদেরকে নিয়ে তারা নতুন গৃহে সহভাগিতা শুরু করে।

গৃহ মণ্ডলী একটি প্রেরণকারী কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যেখানে সমস্ত বিশ্বাসীরা এক একজন মণ্ডলী স্থাপনকারী হিসাবে প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে উপাসনার পরে প্রত্যেক বিশ্বাসী বাইরে গিয়ে অন্যদের সুসমাচার দেয় এবং শিষ্য হবার জন্য প্রশিক্ষিত করে। যারা বিশ্বাস করে, তাদের তৎক্ষনাৎ বাপ্তিষ্ম প্রদান করা হয় এবং

তাদেরকে নিজেদের পরিচিত মানুষদের কাছে প্রচার করতে পাঠানো হয় এবং সমস্ত লোকদের একটি গৃহ মন্ডলীতে একত্রিত করা হয়।
এই পদ্ধতি বারংবার মূল্যায়ন এবং অনবরত প্রশিক্ষণের দ্বারা ক্রমাগত চলতে থাকে। এই ভাবে, আমরা হাজার হাজার গৃহমণ্ডলী স্থাপন করতে সামর্থ হয়েছি। বিগত কয়েক বছরে, প্রায় ২০ প্রজন্ম শিষ্যত্ব আবর্তনের মাধ্যমে, প্রায় দশ হাজার মানুষ যীশুকে গ্রহণ করেছে এবং বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে। আমাদের সেবাকাজের কর্মচারীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের এবং অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির কাছে পৌঁছানোর জন্য সেই অঞ্চলের খ্রীষ্টিয় সংস্থাগুলিকেও সাহায্য করে চলেছে।

এই মণ্ডলী বৃদ্ধির পদ্ধতিকে আমরা মনে করি ইহা একটি মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন। এই পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালীন অঙ্গীকার, অনবরত মূল্যায়ন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা যেন এই মূল্যায়ন মন্ডলী স্থাপনের কাজে কোন বাধা না প্রদান করে।

গৃহ মণ্ডলীগুলির স্বশাসন সর্বদা অগ্রগন্য বিষয়। নেতাদেরকে সত্বর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেন তারা নিজের সেবাকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আমরা প্রথম সারির নেতারা স্থানীয় নেতাদের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করি যেন তারা মন্ডলীর সমস্ত কাজকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। তারা বাপ্তিষ্ম প্রদান করে, লোকদের সহভাগিতায় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়, প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত করে এবং এই পদ্ধতি চলতে থাকে। আমরা এই প্রশিক্ষনের পদ্ধতিকে বলি "আদর্শ, সহায়তা, সতর্ক-দৃষ্টি এবং ক্ষমতা প্রদান"। এই পদ্ধতি তখনই আরম্ভ হয় যখন কোন একজন ব্যক্তি যীশুকে গ্রহণ করে। মন্ডলীর স্বশাসন আগে থেকে পরিকল্পিত থাকে এবং শুরু থেকেই ইহা বাস্তবায়িত করা হয়।

এই আন্দোলনের বিশ্বাসীরা কেবলমাত্র এই পদ্ধতির অন্তিম লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত এমন নয় কিন্তু তারা কার্যকারী ভাবে এমন জীবন ধারন করেন যা এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে। আমাদের কাজ হল ইহা নিশ্চিত করা যে এই উপলব্ধি এবং অনুশীলন যেন প্রত্যেক বিশ্বাসী এবং প্রত্যেক গৃহ-মণ্ডলীতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থানান্তরিত হয়।

হাইতিতে কোন স্থান ফাঁকা নেই যেখানে ঈশ্বর চলাচল করেননি

- যেফ্‌তে মার্সেলিন

যেফ্‌তে মার্সেলিন হাইতির একজন অভিবাসী, যিনি কর্মরত যেন হাইতিতে এমন কোন স্থান বাকী না থাকে যেখানে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছায়নি। ২২ বছর বয়সে, যেফ্‌তে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য নিজের চিকিৎসক হবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দেন। আপনারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন marcelinjephte22@gmail.com

নো প্লেস ইন হাইতি-র (হাইতির কোন স্থান যেন ফাঁকা না থাকে) আমি একজন দাস। আমাদের দর্শন হল বিশ্বস্তভাবে যীশুকে মান্য করা এবং শিষ্য তৈরি করা যারা অন্যদেরও শিষ্য তৈরি করতে সক্ষম, মণ্ডলী তৈরি করা যে মন্ডলী অন্য মন্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম, এবং বিভিন্ন দেশে মিশনারী প্রেরণ করা যেন কোন স্থান সুসমাচার অপ্রাপ্ত না থাকে। আমরা যেকোন সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানে গিয়ে প্রচার করি, এবং যে কেউ শ্রবণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সুসমাচার প্রদান করি, যারা সাড়া দেয় তাদেরকে শিষ্য তৈরি করি, নতুন মন্ডলী স্থাপন করি, এবং তাদের মধ্যে থেকে নেতাদের চয়ন করি যেন

এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হয়। এই পদ্ধতি হাইতির বিভিন্ন অংশে অনবরত চলতে থাকে। আমরা অভিজ্ঞতা করছি এই মণ্ডলী কোন গৃহেতে, গাছের ছায়ায় এবং প্রত্যেক স্থানে চলছে, এবং নতুন নতুন নেতা ও বিশ্বাসীদের দল তৈরী হচ্ছে।

আমাদের একজন দলনেতা, যোশুয়া জর্জের একটি অসাধারন উদাহরণ। সে এখন কর্মরত যেন গান্থিয়ের (হাইতির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি অঞ্চল) কোন মানুষ সুসমাচার থেকে বঞ্চিত না হয়। সম্প্রতি, সে আন্স-আ-পিত্রেস আন্মে একটি স্থানে উয়িসকেন্সলি এবং রেনাল্ডো নামে দুইজন তিমথীকে প্রেরণ করেছে। লূক ১০ অধ্যায়ের উদাহরণ অনুসরণ করে, তারা কোনরকম অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী গ্রহন না করে, শান্তির গৃহ খোঁজ করতে থাকে। তারা এখানে পৌঁছায় এবং তৎক্ষনাৎ সেই অঞ্চলের গৃহগুলিতে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করে, প্রার্থনা করতে থাকে যেন সদাপ্রভু তাদেরকে সেই লোকদের কাছে নিয়ে যায় যাদেরকে ঈশ্বর প্রস্তুত করে রেখেছেন। কয়েক ঘন্টা পরে, তারা একটি সড়কে কালিক্সতে নামে একজন মানুষের দেখা পায়। যখন তারা তাকে বলেন যে কেবলমাত্র জিশুতেই আশা আছে, সে সুমাচার গ্রহণ করে এবং যীশুকে নিজের জীবন দেয়।

উয়িসকেন্সলি এবং রেনাল্ডো তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় বাস করে এবং তিনি তাদেরকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করেন। তারা সেই গৃহেতে প্রবেশ করে এবং সমস্ত গৃহের লোকদের কাছে সুসমচার প্রচার করে এবং তারা প্রত্যেকে সেইদিন যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করে। এই দুইজন প্রতিনিধি পরবর্তী চারদিন সেই পরিবারের সঙ্গে থাকে, প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতিবেশীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য পরিচালনা করে। এই চারদিনের মধ্যে, ৭৩ জন লোক পরিবর্তিত হয় এবং তাদের মধ্যে থেকে ৫০ জন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে, এবং তারা কালিক্সতে-র বাড়িতে একটি নতুন মন্ডলী স্থাপন করেন। উয়িসকেন্সলি এবং রেনাল্ডো ক্রমাগত কিছু নেতাদের কিছু সাধারন, বাইবেলের শিক্ষা দ্বারা প্রশিক্ষিণ দিতে থাকে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, এই নতুন মণ্ডলী আরো দুটি নতুন মণ্ডলীর জন্ম দেয়! যীশুর প্রশংসা হোক!

আমার লোকেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শারীরিক এবং আত্মিক ভাবে নিরাশাযুক্ত হয়েছে। হাইতি লোকদের বলে, "আপনি ততক্ষন যীশুকে অনুসরণ করতে অক্ষম যতক্ষন না পর্যন্ত আপনার জীবন শুদ্ধ ও পরিস্রুত"। তারা বলে, "বাইবেল পড়ার প্রয়োজন নেই কারণ আপনি ইহা বুঝতে পারবেন না"। যীশু বলেন, "আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি তোমাদেরকে মনুষ্যধারী করব"। এখন আমরা যীশুর কথা মেনে চলছি। হাইতির লোকেরা সুসমাচারের অনুগ্রহে স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে। যখন আমরা যীশুর রাজ্যের কৌশল অনুসরণ করি যা আমাদের সুসমাচারের মধ্যে এবং প্রেরিতদের পুস্তকে প্রদান করা হয়েছে, তাঁর সমস্ত আদেশ বিশ্বস্তভাবে মান্য করি, উত্তরদানকারী ঈশ্বর মহান করেন। আমরা প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের আত্মার চলাচল অনুভব করতে পারি। হাজার হাজার হাইতির মানুষেরা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হবার পরিচিতিকে গ্রহণ করছে, হাজার হাজার নতুন গৃহ-মন্ডলী স্থাপিত হচ্ছে। আমরা আমাদের নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি না, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য প্রস্তুত করছি। এবং তিনি ইহা বৃদ্ধি করছেন!

আমরা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলনের নীতিগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেছি। আমরা এখন ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলী প্রাপ্ত হয়েছি যেখানে প্রায় ৩০০০ নতুন মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে এবং ২০, ০০০ মানুষ বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে।

সহজ বিষয় বৃদ্ধি পায় এবং সহজ বিষয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়

- লি উড

লি উড, একজন অনাথ, নির্যাতিত, নেশাগ্রস্ত যুবক প্রায় ২৩ বছর বয়সে যীশুকে গ্রহণ করেন, এবং তার জীবন সম্পূর্নভাবে পরিবর্তিত হয়। তাঁর স্তম্ভিত করে দেওয়া সক্রিয়তা তাঁর আসেপাশের সমস্ত লোকদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। তাঁর হৃদয়ের গভীর আবেগ ছিল খ্রীষ্টের শিষ্য তৈরি করা যতক্ষন না পর্যন্ত সমস্ত জগত যীশুকে জানতে পারে।

২০১৩ সালের মার্চ মাসে কার্টিস সারজিয়েন্ট-এর আয়োজিত একটি শিষ্য হবার প্রশিক্ষন শিবিরে যোগদান করি। এই প্রশিক্ষনের প্রধান লক্ষ্য ছিল শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন এবং শিষ্য তৈরী করা যে শিষ্যরা শিষ্য তৈরী করবে, গৃহমন্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। আমি এই প্রশিক্ষনে আমার জীবনের একটি *উত্তম অসন্তোষের পরিণতি পরিবর্তন করার জন্য* এবং শিষ্যত্বকরণ-এর বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য একটি আবেগ নিয়ে এসেছিলাম। আমি সেখানে উপলব্ধি করেছিলেন *কেন* আমাদেরকে শিষ্য তৈরি করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে – তা সমগ্র জগৎকে জানাতে হবে – কিন্তু আমি চিন্তিত ছিলাম কিভাবে ইহা বাস্তবায়িত হবে। সেই প্রশিক্ষন শিবিরে, আমরা শিক্ষা গ্রহন করেছিলাম যে কিভাবে ইহা করা সম্ভব এবং একজন শিষ্যের গুরুত্ব কতখানি – ইহা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি এবং অন্যদের প্রতিও প্রেমের একটি বহিঃপ্রকাশ।

আমি খুব আগ্রহের সাথে এই নীতিগুলি ব্যবহার করার জন্য শিবির থেকে ফিরেছিলামঃ নিজের কাহিনী অন্যকে বলা, ঈশ্বরের কাহিনী অন্যকে জানানো, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদেরকে এই সমস্ত বিষয় প্রশিক্ষন প্রদান করতে কার্যরত থাকা। আমরা খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করলাম এবং প্রথম বছরেই ৬৩ টি দল শুরু করলাম এবং অন্যদেরকেও একই ভাবে করার জন্য প্রশিক্ষন দিতে লাগলাম। কোন কোন দল চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম দুই বছরে শত শত দল তৈরী হয়ে গেল, কিন্তু তাদের তদারকি সঠিক ভাবে করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেগুলি অন্য মন্ডলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছিল না, যেভাবে তাদের করা উচিত ছিল। আমরা নতুন নতুন দল শুরু করতে ব্যস্ত ছিলাম, সেকারণে আমরা যে সমস্ত নীতিগুলি শিখেছিলাম সেগুলি সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না।
ধন্যবাদ দিই যে এই সময় কার্টিস আমাদের উপরে হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দেয় নি। তিনি অনবরত আমাদের শিক্ষা দিতেন এবং গুরুত্বপূর্ন নীতিগুলির প্রতি জোর দিতে সাহায্য করতেনঃ
১. নিজের সেবাকাজ বৃদ্ধির গভীরতার উপরে যত্ন রাখুন। ঈশ্বর বিস্তৃতির দিকে নজর রাখবেন।
২. যারা বাধ্য তাদের জীবনের প্রতি বেশী নজর দিন।
৩. আপনি যা করছেন তাই করে যান, আপনি সেই বিষয়টিতে দক্ষ হয়ে যাবেন।
৪. সহজ জিনিস বৃদ্ধি পায়। সহজ বিষয় ফলবন্ত হয়।
৫. বাধ্য থাকুন এবং অন্যদের বাধ্য হতে শিক্ষা দিন।

আমরা যতটা সম্ভব নিজেদের ভূলগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করলাম। আমরা তাদের জীবনে বেশী কাজ করলাম যারা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে (আমাদের প্রাথমিক কাজে আমরা ইহা করতে পারিনি যা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা ছিল)। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাম্পা-র কিছু কঠিন স্থানে প্রার্থনা করতে থাকলাম যেন আমরা সেই অঞ্চলে শান্তির পুরুষ খুঁজে পাই – লোকেরা প্রস্তুত ছিল এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণ করল এবং সেই সুসমাচার নিজেদের পরিবার এবং পরিচিত মানুষদেরকেও জানাল – যে সমস্ত মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছিল এবং নিজেদের জীবনে হতাশ ছিল। যখন আমরা আরো শিখলাম, আমরা স্থানীয় লোকদের এবং পরে বিভিন্ন দেশের লোকদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষন দিতে থাকলাম। দক্ষ বিশ্বাসীরা এই মণ্ডলীগুলিতে বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই আন্দোলন ফ্লোরিডা এবং অন্যান্য আরো চারটি শহরে বিস্তৃত হল। আমাদের কিছু প্রারম্ভিক শিষ্যদের পরিশ্রমের ফলে এই আন্দোলন আরো দশটি দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা একটি সাধারন, অকেন্দ্রীক আন্দোলন থেকে মাত্র দুই বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, সুসমাচার অপ্রাপ্ত অঞ্চলে মিশনারী পাঠাতে শুরু করলাম।

অন্যান্য সেবাকাজের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা প্রায় ৭০-এর অধিক দেশে আত্ম-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আন্দোলন শুরু করেছি যেখানে মানুষেরা খ্রীষ্টের জন্য নিজেদের লোকদেরকে সুসমাচার প্রদান করছে। এছাড়াও এনেক মানুষ এবং সংস্থা আমাদের শহরে আসছেন যেন তারা আমাদের শহর অঞ্চলের মণ্ডলী রূপ দেখতে পারেন এবং নিজেদের দেশে এই মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু করতে পারেন, যেন তাদের দেশ- সম্প্রদায় পরিবর্তিত হয়।

এই সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়েছে কারন আমরা অন্যদেরকে বলেছি কিভাবে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করেছেন এবং সেই সুসমাচার আমরা অন্যকে দিয়েছি, এর সাথে সাথে আমরা কিছু সহজ নীতি মেনে কাজ করেছিঃ মুষ্টিমেয় লোকদের পিছনে সময় দেওয়া, এই পদ্ধতিটিকে সহজ রাখা, ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা, এবং সমস্ত ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল থাকা।

কিভাব? ঈশ্বরকে প্রেম করে, অন্যদের প্রেম করে এবং শিষ্য তৈরি করে যারা অন্যদেরকেও শিষ্য বানাবে। সহজ বিষয় বৃদ্ধি পায় এবং সহজ বিষয় ফলবন্ত হয়।

ঈশ্বর কিভাবে পূর্ব-আফ্রিকার সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে চলাচল করছেন

আইলা টাসে দ্বারা লিখিত[49] [50]

মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের (শিষ্য-প্রস্তুতির আন্দোলন) মাধ্যমে পূর্ব-আফ্রিকার অসুসমাচারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আশ্চর্যজনক কাজ হচ্ছে। ২০০৫ সাল থেকে, আমরা দেখেছি সেখানে ৭৫৭১টি নতুন মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে এবং ১৮৫,৩৫৮ জন নতুন শিষ্য প্রস্তুত হয়েছে। বিভিন্ন ধারা শুরু হয়েছে, যেখানে সি পি এম-গুলি বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোয়ান্ডাতে, এই আন্দোলন নতুন মন্ডলীর চতুর্দশ প্রজন্মতে পৌঁছেছে। কেনিয়াতে নবম প্রজন্ম পর্যন্ত। ঈশ্বর ১১টি দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে তানজানিয়া, বুরুন্দি, ইউগান্ডা, এমনকি যুদ্ধচলাকালীন অবস্থাতেও সুদানে ঈশ্বর কার্যকরী হয়েছেন।

আমি উত্তর কেনিয়ার মরুভূমির প্রান্তীয় অঞ্চলে বড় হয়েছি। একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বর আমাকে একটি দর্শন দিলেন। তিনি কেনিয়ার ২২টি অসুসমাচার প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৪টি আমাকে দেখালেন, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই মরুভুমিতে বাস করে।

আমি অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন কিন্তু আমি সেই আহ্বান গ্রহণ করতে চাই নি। কারণ আমি ইতিমধ্যেই আমার পরিবার এবং সমাজ থেকে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলাম তাই আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময়ে স্থানীয় লোকদের মধ্যে কেউ খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিল না। সেখানকার মণ্ডলীগুলিতে সেই সমস্ত লোকেরাই যেতেন যারা সরকার অথবা সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলিতে (এন জি ও) কাজ করতেন।

১৯৯৮ সালে, আমি ঈশ্বরের দর্শন পরিপূর্ণ করতে শুরু করি এবং পরবর্তী কয়েকবছর পরে আমি সি পি এম-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করতে শুরু করি। আমি আন্তরিকভাবে একটি সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে মন্ডলীর পরিকাঠামো ব্যবহার করি যা দ্রুত নতুন মন্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হতে পারে। আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আমাকে মন্ডলী বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে সেটি হল (সত্য তাদেরকে সরাসরি না বলে দিয়ে) লোকদের সত্য *আবিষ্কারের* ধারনা প্রদানে সাহায্য করা এবং তাদেরকে অবগত করা যে শিষ্যত্বের সাধারণ পরিকাঠামো হল *অনুগত* হওয়া। শিষ্য তৈরির আন্দোলনের (ডি এম এম) মূল লক্ষ্য হল ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি (ডি বি এস), যেখানে হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করানো হয় এবং তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য ঈশ্বরের বাক্যের সত্য *আবিষ্কার* করে এবং ঈশ্বর তাদেরকে যাকিছু বলেন সেগুলি *পালন* করে। এই পদ্ধতিতে তাদের ধর্মপরিবর্তনের উপরে জোর দেয় না কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয় এবং ইহার মধ্যে থেকে পবিত্র আত্মা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাইবেল স্টাডির নেতা তাদেরকে সাহায্য করেন যেন তারা ঈশ্বরের রব শুনতে পায়, তিনি শক্তিশালীভাবে এই নতুন লোকদের মধ্যে কাজ করেন।

এই সময়ে আমরা মরুভুমির ১৪টি জনগোষ্ঠী এবং সেগুলি অতিক্রম করে অন্যান্য জনগোষ্টীর মধ্যেও মন্ডলী স্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছি। এখন আমরা যোশুয়া প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী ৩০০ সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছি। আমরা পূর্ব-আফ্রিকার এক একটি দেশের মধ্যে কাজ শুরু করি, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনা করতে এবং লক্ষ্য রাখতে শুরু করি যেখানে নুন্যতম মানুষ সুসমাচার লাভ করেছে, এবং ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

---

[49] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮, যেখানে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৭ সালের নভেম্বর – ডিসেম্বর মাসের, পৃষ্ঠা ১২-১৫ থেকে "ডিসাইপেল মেকিং মুভমেন্টস্ ইন ইস্ট আফ্রিকা"-র তথ্য সংগযোজন করা হয়েছে।

[50] ডঃ আলিয়া টাসে হলেন লাইফওয়ে মিশন ইন্টারন্যাশনাল-এর (ইহা একটি পরিচর্য্যা কাজ যেখানে তিনি ২৫ বছর ধরে সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের জন্য কাজ করে চলেছেন) প্রবর্তক এবং প্রধান। আলিরা আফ্রিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিষ্য তৈরির আন্দোলনের কর্মীদের প্রশিক্ষ প্রদান করেন। তিনি পূর্ব আফ্রিকার সি পি এম নেটওয়ার্কের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং পূর্ব আফ্রিকার নিউ জেনারেশন্সের আঞ্চলিক সমন্বয়সাধনকারী।

আমরা যেখানে যাই সেখানেই যেন শিষ্য (ধর্ম পরিবর্তন নয়) তৈরি করি, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিশ্বব্যাপী শিষ্য প্রস্তুতির বিস্ফোরন সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানগুলিকে স্পর্শ না করে। ইহা কখনই সম্ভব নয় যদি আমরা একটি সময়ে মাত্র একটি মন্ডলী স্থাপন করি। ইহা কখনই সম্ভব নয় যদি আমরা বিশাল বিশাল মন্ডলী স্থাপন করি অথবা কাউকে ইহা করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করি। আমরা বিশ্বাস করি যে মন্ডলী তখনই মহান আজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে সম্ভব হবে যখন তারা এমন শিষ্য প্রস্তুত করবে যারা নতুন শিষ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। আমরা দেখেছি কিভাবে ঈশ্বর ইহা পূর্ব আফ্রিকাতে সম্ভব করেছেন, কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেখানে পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীর সাথে অংশীদার হিসাবেও কাজ করেছি।

একজন ডি এম এম-এর অবিশ্বাসী শিষ্য প্রস্তুতির একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করে

২০১৫ সালে আগালি একদল পালককে শিষ্য তৈরির আন্দোলনের (ডি এম এম) জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। যারা সেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন পালক, যার নাম রোবা তার কাছে আসেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলিতে কখনই এই পরিবর্তন কার্যকরী করা সম্ভব না। আগালি তার সঙ্গে কোন বিতর্কে না গিয়ে, তাকে উৎসাহিত করেন যেন সে স্থানীয় অঞ্চলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। রোবা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং নিজের এলাকায় একজন শান্তির পুরুষকে খুঁজতে শুরু করেন। এই অঞ্চলটি প্রধানত মুসলিম জনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে পুরুষেরা বিকেলবেলা প্রকাশ্যে কোন স্থানে একত্র হয়ে চা পান করে এবং সমাজের লোকদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে।

রোবা একদিন সেই প্রকাশ্য সমাবেশ স্থলে পৌঁছায়। তিনি তাদেরকে অভিবাদন করেন এবং তাদেরকে চা কিনে দেবার প্রস্তাব দেন এবং তাদেরকে বলেন যে তিনি তাদেরকে জানার জন্যে এখানে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বলেন যদিও আমি খ্রীষ্টিয়ান এবং আপনারা মুসলিম, কিন্তু আমরা বহুদিন ধরে প্রতিবেশী এবং আমরা উভয়ই ঈশ্বরকে সমাদর করি, তাই আমার মনে হয় যে আমাদের উচিত অপরকে ভালোভাবে জানা। মুসলিম লোকেরা রোবাকে তাদের সঙ্গে বসবার জন্য আমন্ত্রণ করে। যখন তারা একে অপরের সাথে কথা বলছিলেন, রোবা বাইবেল থেকে একটি কাহিনী বলার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি তাদেরকে সক্কেয়র গল্প বলেন। লোকেরা খুব মন দিয়ে তার কথা শুনছিলেন এবং যখন রোবা সেই অংশে পৌঁছালেন যেখানে যীশু সক্কেয়কে বলেছিলেন, "আজ এই গৃহেতে পরিত্রাণ উপস্থিত হল কারণ এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান," যখন অব্রাহামের নাম উচ্চারিত হল তখন সেখানে উপস্থিত শ্রোতারা আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। চা পান শেষ হবার পরে, তারা সেই পালককে আমন্ত্রন করলেন যেন তিনি তাদেরকে আরো অন্যান্য কাহিনী শোনাতে আসেন।

কিছুদিন পরে, রোবা পুনরায় তাদের চা পানের সহভাগিতায় উপস্থিত হন। স্বাভাবিক অভিবাদন, এবং সমাজের ঘটমান বিষয়গুলি আলোচনা করা পরে, রোবা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের আগের দিনের কাহিনীটা মনে আছে কিনা। তারা বলে যে তাদের মনে আছে। তিনি তাদেরকে বলেন তারা যেন কাহিনীটি পুনরাবৃত্তি করে, এবং তারা ইহা করতে সমর্থ হয়। কাহিনীটি পুনরাবৃত্তি করার পরে, একটি প্রাণবন্ত আলোচনা চলতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন রোবাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করে কিনা। রোবা সেই মানুষটিকেই আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "যীশু যদি সক্কেয়কে পরিত্রান দিতে পেরেছিলেন, তাহলে ইহা কি প্রমাণ করে না যে যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের

চরিত্র ছিল যা একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না?" কিছু কিছু মানুষেরা মাথা নাড়িয়ে রোবার কথায় সম্মত জানাল।

চা পান করতে করতে এই সাক্ষাতের সময় প্রায়শই, ক্রমশ নিয়মিত চলতে থাকল। এই ভাবে স্বাভাবিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে, এই মুসলিম লোকদের মধ্যে অনেক ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি এবং মন্ডলী গড়ে উঠতে থাকল, যার ফলাফলরূপে পাওয়া গেল ৩২ টি ক্ষুদ্র মন্ডলী।

নতুন দ্রাক্ষারসের জন্য নতুন দ্রাক্ষারসের পাত্র

যখন পালক কামাউকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একদল পালকদের মধ্যে ডি এম এম প্রশিক্ষণ দিতে আহ্বান করা হয়েছিল, তিনি অনেক কিছু প্রত্যাশা করেননি। তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন কারণ এই অঞ্চলের লোকেরা বেশিভাগই ছিলেন নামধারী খ্রীষ্টিয়ান এবং সেখানকার মন্ডলীগুলির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দৃঢ় প্রথা প্রচলিত ছিল যা সুসমাচার প্রচারকে কখনও বৃদ্ধি হতে সাহায্য করেনি। পালক কামাউ-এর অত্যন্ত ক্ষুদ্র আশা ছিল যে এখানকার মন্ডলীর পালকেরা শিষ্য তৈরির আন্দোলনকে বৃদ্ধি করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এবং সেগুলি নিজেদের লোকদের মধ্যে ব্যবহার করবে।

কিন্তু আনন্দের সংবাদ, কামাউ ভুল প্রমাণিত হয়েছিলেন। ডি এম এম প্রশিক্ষনের মাত্র চার মাস পরে, এই অঞ্চলে ৯৮ টি নতুন ডিসকভারি দল শুরু হয়, যেগুলি চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

একজন পুরোহিত অ্যাডো বলেন যে কামাউ-এর থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তার চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে দেয়। অ্যাডো প্রকাশ করেন যে ডি এম এম প্রশিক্ষণ নেবার পরেই, তিনি রবিবারের উপাসনার প্রচারকে ডিসকভারি বাইবেল স্টাডিতে পরিবর্তন করে ইহা দেখার জন্য যে কি ঘটতে পারে, লোকদের মধ্যে কেউ ফিরে আসবে কিনা জানানোর জন্য যে তারা কিভাবে ঈশ্বরকে মান্য করেছে।

তিনি বলতে থাকেন যে তার মন্ডলীর লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আনন্দকে নতুন করে খুঁজে পেতে থাকে। কিছু বিশ্বাসীরা জানায় যে ডিসকভারি বাইবেল অধ্যয়নে প্রার্থনার সময়ে রোগীরা পর্যন্ত সুস্থতা লাভ করেছে।

পুরোহিত অ্যাডো আরো বলেন যে বিশ্বাসীদের নিজেদের গৃহেতে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে ডিসকভারি বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ৪২ টি নতুন দল শুরু হয়।
আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর অনেক লোক এবং দলগুলিকে ব্যবহার করেছেন, এবং আমরা ২৪:১৪ যৌথ উদ্যোগের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে আমাদের একত্রে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে অন্যদের থেকে শিখতে হবে, এবং অন্যদের শেখাতে হবে যেগুলি আমরা শিখছি।

ঈশ্বর কিভাবে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কাজ করেছেন

"ওয়াকার" পরিবার দ্বারা রচিত[51] [52]

আমাদের দলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল একটি বিবাহিত দম্পত্তি, একজন প্রবাসী ব্যক্তি, এবং দুইজন জাতীয় সহকর্মী, সঞ্জয়* এবং জন* (সঞ্জয়ের ছোটভাই)। আমরা ছিলাম সহদাস। সেখানে কোন "আমরা" বা "তারা" ধারনা ছিল না। আমরা প্রত্যেকেই কেবলমাত্র যীশুর শিষ্য ছিলাম, যারা ঈশ্বরের রব শ্রবণ করে এবং তাহা পালন করে। যখনই আমাদের মধ্যে কেউ কাজের মধ্যে কোন নতুন পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করত, আমরা ইহা অন্যান্য সহকর্মীদের সামনে নম্রভাবে পেশ করতাম, এবং ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করতাম যেন তিনি আমাদের সিদ্ধান্তকে তাঁর বাক্য দ্বারা নিশ্চিত করেন।

আমরা প্রবাসীরা এই ধরনের কোন চিন্তা নিয়ে পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে আসিনি। আমরা বহু বছর সেখানে সময় কাটিয়েছি। আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু আমাদের কাজের কোন ফল ছিল না। ২০১১ সালে, আমরা একটি শিষ্য প্রস্তুতির প্রশিক্ষণে যোগদান করি যার উদ্যোক্তা ছিল আমাদের এজেন্সী। এই প্রশিক্ষণ আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়েআসে। দুই সপ্তাহ ধরে, আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি। আমরা কোন মিশন বিষয়ক পুস্তক অথবা আধুনিক মিশনের ধরন জানার পুস্তক পাঠ করিনি। আমরা কেবলমাত্র আমাদের বাইবেল খুলে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি, যেমন, "হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যীশু কি কোন কৌশল ব্যবহার করতেন?"

ঈশ্বর এই প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করলেন যেন আমাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছিলামঃ "কেমন হয় যদি আমরা কি করতে পারি (ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা, পরিচালনা, কথোপকথন) সেই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব না দিয়ে, আমাদের কি করা উচিত সেই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিই?" বিগত বছর ধরে আমরা ক্ষেত্রে কাজ করছি, আমরা কেবলমাত্র নিজেদের তালন্ত এবং কৌশলের উপরে গুরুত্ব দিয়েছি। কি হবে যদি এমন হয়, আমাদের কাজ কখনই আমাদের কৌশলের উপরে নির্ভরশীল ছিল না, কিন্তু, আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল "হারিয়ে যাওয়া লোকদের উদ্ধার করার জন্য কি করা উচিত?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এমন কিছু বিষয় খুঁজে পাব যার কৌশল আমাদের জানা নেই (যেমন অপরিচিত লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে প্রার্থনা করা, এবং লূক ১০ অধ্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশগুলি পালন করা)। ইহা উপলব্ধি করে কতটা স্বস্তি লাভ করা যায় যে যীশুর শিষ্য তৈরি করার (মথি ২৮:১৯) আদেশের প্রতি বাধ্য থাকা আমাদের পদ্ধতি, ব্যক্তিত্ব অথবা বুদ্ধিমত্বার উপর নির্ভর করে না। যীশু তাঁর প্রথম শিষ্যদেরকে এই জন্য নির্বাচন করেন নি যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তারা ছিলেন অশিক্ষিত জেলে, নীচ করগ্রাহী এবং নিপীড়িত লোকেরা। কিন্তু তারা যীশুর বাধ্য হয়েছিলেন।

আমরা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিলাম। পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে প্রথম বার আসার পরে, আমরা নিজেদের তালন্তের উপরে নির্ভর না করে কোন মানুষ যেন ধ্বংস না হয়, ঈশ্বরের সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমরা নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করি, যার মধ্যে অন্তর্গত ছিলঃ

(ক) ব্যক্তিগত আনুগত্য (সেই সমস্ত লোকদের খুঁজে বের করা যারা সুসমাচারের জন্য নিজেদের গৃহ খুলে দেবে),

(খ) প্রার্থনার বৃদ্ধি (কেবলমাত্র ব্যক্তিগত, আরাধনার একটি বিশেষ সময় নয়; প্রার্থনা আমাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে),

(গ) পূর্ব বিদ্যমান বিশ্বাসীদের কাছে নিজেদের দর্শনকে তুলে ধরা,

(ঘ) আগ্রহী খ্রীষ্টীয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, এবং

(ঙ) তাদের থেকে শিক্ষালাভ করা যারা ইতিমধ্যেই আমাদের থেকে এগিয়ে আছে।

---

[51] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮, এবং অবশিষ্ট তথ্য নেওয়া হয়েছে ডিয়ার মম অ্যান্ড ড্যাডঃ অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন ওবিডিয়েন্স, আর. রেকেডাল স্মিথের রচনা।

[52] "ওয়াকার" পরিবার ২০০১ সালে ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। ২০০৬ সালে, তারা বেয়ন্ড-এর (www.beyond.org) সাথে যোগদান করেন এবং ২০১১ সালে তারা সি পি এম-এর নীতিগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন। "ফোয়েব" ২০১৩ সালে তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ফোয়েব এবং ওয়াকার ২০১৬ সালে অন্য দেশে যাত্রা করেন এবং দূর থেকে সেই আন্দোলনকে চালিয়ে যাবার জন্য সমর্থন করতে থাকেন।

প্রশিক্ষণ লাভ করার কিছু মাস পরে, আমরা সঞ্জয় নামে একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে দৌড়ে গেলাম, যার সঙ্গে বহু বছর
ধরে আমাদের কোন সাক্ষাৎ হয়নি। পরবর্তী অংশে সঞ্জয়ের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল।

আমি একটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহন করেছিলাম। আমরা সমস্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রথাগুলি পালন করতাম। যখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হই, আমরা চার বছরের বাইবেল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, এবং তারপরে আমি বাইবেলের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হই। পরবর্তী সময়ে, আমার দেশের বিস্তীর্ণ ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে আমি ১৭টি মন্ডলী শুরু করি।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে, দিল্লীর পথে ভাই ওয়াকারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি মন্ডলী স্থাপনের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তার গৃহেতে যেতে আগ্রহী কি না। আমার জীবনের সেই সময়ে, আমি অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ ছিলাম। আমার ইতিমধ্যেই বড় একটা পরিচর্য্যা কাজ চলছিল। আমি বিদ্যালয় এবং বাইবেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেছি। আমি ভাবলাম, "এই লোকটা আমাকে আর কি শেখাবে?" আমি সেখানে না যাবার সিদ্ধান্ত নিই।

যদিও, প্রায় এক মাস পরে আমি তাকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য টেলিফোনে সংযোগ করি। যখন আমি তাকে ফোন করেছিলাম, তিনি বললেন, "আমি তোমাকে পূর্বে মন্ডলী স্থাপনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বলেছিলাম। তুমি কেন আসলে না?"

এই সময়ে, আমি আত্ম-সমর্পন করি। আমি বলেছিলাম আমি আসব এবং আমার কয়েকজন বন্ধুকেও নিয়ে আসব। আমরা সেখানে পৌঁছালে, তিনি আমাদের জল পান করতে দিলেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। এরপরে তিনি আমাদের কাগজ ও কলম দিলেন এবং বললেন, "আজকে, আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করব। আমি সবার জন্য চা বানাতে যাচ্ছি। যখন আমি চা বানাচ্ছি, আপনারা প্রত্যেকে মথি ২৮:১৬-২০ বাইবেল থেকে এই কাগজে লিখে নিন। পরের পৃষ্ঠায় লিখুন আপনি কিভাবে ইহা নিজের জীবনে ব্যবহার করবেন"।

আমি ভাবলাম, "এটা কি ধরনের প্রশিক্ষণ? তিনি কেবলমাত্র একটি কাগজ কলম দিয়ে চলে গেলেন!" আমি ইতিমধ্যেই বাইবেল কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমি ১২ বছর ধরে অত্যন্ত সফলভাবে পরিচর্য্যা কাজ করে চলেছি। কিন্তু, ১০ মিনিটের মধ্যে, আমি সম্পূর্ণভাবে পালটে গেলাম।

মথি ২৮ অধ্যায়ে আমি পাঠ করলাম আমাদেরকে যেতে হবে এবং শিষ্য তৈরি করতে হবে। আমি সেটা লিখলাম। আমার কাগজে লেখা বিষয়টি পাঠ করার পরে, সেই ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করল "সঞ্জয়, তোমার তো অনেক বড় পরিচর্য্যা কাজ আছে, কিন্তু তোমার কি কোন শিষ্য আছে?"

আমি ভাবলাম, "আমার তো একটাও শিষ্য নেই। ১০ বছরে, আমি যীশুর জন্য কিছুই করিনি। তিনি আমাকে শিষ্য তৈরি করতে বলেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত, আমার একটিও শিষ্য নেই"।

পরের মাসে, আমি আবার ভাই ওয়াকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমরা একত্রে বসে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি। সেই সময় থেকে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমি অন্যান্য সমস্ত কাজ সরিয়ে রাখব। আমি কেবলমাত্র একটি সঙ্কল্প নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি, আর কিছু নয়, কেবলমাত্র শিষ্য তৈরি করা। আমি যে বিদ্যালয় শুরু করেছিলাম সেখান থেকে আমি পদত্যাগ করি, আন্তর্জাতিক পরিচর্য্যা কাজে আমার পদ ছেড়ে দিই, যেখান থেকে আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতাম, বাইবেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সভাপতি পদ থেকেও আমি পদত্যাগ করি। আমি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করি, সেই সময় থেকে, কেবলমাত্র যীশুর আদেশ পালনের লক্ষ্যে এগোতে শুরু করি। এবং ঈশ্বর বিশ্বস্তভাবে আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে থাকেন।

আমরা মাসে প্রায় একবার করে সঞ্জয় এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা সঞ্জয়ের আরো ১৫ জন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শুরু করি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় পরিবারে জন্মেছিলেন, খুব কম সংখ্যক মানুষ যারা হিন্দু পরিবার থেকে

খ্রীষ্টকে জেনেছিলেন। যারা সি পি এম-এর নীতিগুলি ব্যবহার করছিলেন তারা প্রত্যেকেই দ্রুত ফল লাভ করতে শুরু করলেন। সঞ্জয় ছিল এই দলের প্রধান কোচ এবং দলের উৎসাহদাতা।

- ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ৫৫টি ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি দল শুরু হয়, যেখানে প্রত্যেকেই ছিলেন হারিয়ে যাওয়া মানুশ।
- ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ২৫০টি দল শুরু হয়, (মন্ডলী এবং ডিসকভারি দল)।
- ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ৭০০ টি মন্ডলী শুরু হয়, এবং প্রায় ২৫০০ জন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে।
- ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ২০০০ টি মন্ডলী শুরু হয়, এবং প্রায় ৯০০০ জন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে।
- ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ৬৫০০ টি মন্ডলী শুরু হয়, এবং প্রায় ২৫০০০ জন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে।
- ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ২১,০০০ টি মন্ডলী শুরু হয় এবং বাপ্তিষ্মের সঠিক সংখ্যা গননা করা অসম্ভব হয়ে যায়।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, সেখানে ৩০,০০০ টি মন্ডলী শুরু হয়।

এই সময়ে আমরা বেশকিছু শিক্ষা লাভ করিঃ

১) হারিয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মথি ১০, লূক ৯ এবং ১০ অধ্যায় থেকে আমরা অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল লাভ করি।

২) অলৌকিক ঘটনাগুলি (সুস্থতা এবং / অথবা মন্দশক্তি থেকে উদ্ধার) ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশকারী লোকদের মধ্যে একটি ধারাবাহিক উপাদান হিসাবে দেখা যায়।

৩) ডিসকভারি পদ্ধতি যত সহজ হবে, তত ইহা কার্যকরী হবে। সেকারণে, আমরা এই বিষয়টিকে বিভিন্ন সময়ে আরো সহজতর করার প্রচেষ্টা করেছি।

৪) মানুষের বানানো পুস্তক এবং পদ্ধতির তুলনায় ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রশিক্ষন দেওয়া অধিক শক্তিশালী, কার্যকরী এবং অনুকৃতিযোগ্য।

৫) অনেক সংখ্যক প্রশিক্ষণ চালু না করে, সেই সমস্ত লোকদের গভীরভাবে সামর্থ্যযুক্ত করা অধিক জরুরী যারা নিজেদের জীবনে সি পি এম নীতিগুলি পালন করে চলেছেন।

৬) প্রত্যেককে প্রেমের সাথে যীশুর আজ্ঞাবহ হতে হবে, এবং প্রত্যেককে এই প্রশিক্ষণ অন্যদের ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

৭) ইহা খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরী যে কেউ ঈশ্বরের বাক্যের তুলনায় স্থানীয় প্রথাকে অধিক অনুসরণ করছে কিনা, কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু তাদের কাজ আক্রমনাত্বক নয়।

৮) কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে নয়, সম্পূর্ণ পরিবারের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানো প্রয়োজন।

৯) মন্ডলীর পূর্বের আলোচনা এবং মন্ডলীতেও ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি ব্যবহার করুন।

১০) অধিক ফল উৎপাদন করার জন্য অশিক্ষিত এবং স্বল্প-শিক্ষিত শিষ্যদেরও শক্তিপ্রদান করতে হবে। সেকারণে, যারা পাঠ করতে পারে না তাদের জন্য আমরা রিচার্জ করা যায় এবং, স্বল্প দামের স্পীকার দিয়ে থাকি, যেগুলির মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী রেকর্ড করা থাকে। মোট মন্ডলীর প্রায় অর্ধেক আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র এই স্পীকারগুলির মাধ্যমে। শিষ্যেরা একত্রে বসে, কাহিনী শ্রবণ করে এবং নিজেদের জীবনে সেগুলি ব্যবহার করে।

১১) নেতৃত্বের বৃত্তগুলি নেতাদের টেকসই এবং পুনরুৎপাদনযোগ্য পারস্পরিক পরামর্শ প্রদান করে।

১২) মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা এবং প্রার্থনা শ্রবণ করা অত্যন্ত জরুরী।

এই আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে ৪র্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে ইহা ২৯ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বাস্তবে, ইহা কেবলমাত্র একটি আন্দোলন নয়, কিন্তু একাধিক আন্দোলন, ৬টির অধিক ভৌগলিক অঞ্চলে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে ইহা বিস্তৃত হতে থাকে। কেবলমাত্র হাতেগোনা কয়েকটি মন্ডলী বিশেষ বিল্ডিং অথবা কোন স্থান ভাড়া নিয়ে উপাসনা করছিল; কিন্তু প্রায় সমস্তই ছিল গৃহ-মণ্ডলী, যারা বাড়ীর উঠানে বা গাছের নীচে জমায়েত করত।

বহিরাগত অনুঘটক হিসাবে আমাদের ভূমিকা (পূর্বসূরী)

- আমরা সহজ, পুনরুৎপানকারী, বাইবেলভিত্তিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন প্রদান করেছিলাম।
- আমরা দল হিসাবে শক্তিশালী প্রার্থনার দ্বারা তাদের সমর্থন করতাম, এবং বিদেশ থেকে কৌশলপূর্ণ প্রার্থনার দলকে সচল রাখতাম।
- আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম।
- আমরা স্থানীয় লোকদের প্রশিক্ষণ দিতাম যেন তারা অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
- যদি পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্ট না থাকে, তাহলে আমরা তাদের পথ প্রদর্শন করতাম।
- আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতাম যে বিষয়গুলিতে আমরা হয়ত সঞ্জয় এবং জনের সঙ্গে একমত হতাম না। আমরা তাদেরকে নিজেদের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করতাম। তারা আমাদের কর্মী ছিলেন না, কিন্তু সহকর্মী ছিলেন এবং আমরা একত্রে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হবার চেষ্টা করছিলাম। সেকারণে, আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করতাম যেন তারা আমাদের কোন কথাকে মান্য করতেই হবে এমন চিন্তা না করে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বর কি বলছেন সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।
- আমরা কোন কোন সময়ে আমাদের ডি এম এম প্রশিক্ষক সঞ্জয় এবং জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতাম যেন তারা তার কাছ থেকে শিখতে পারে যিনি আমাদের থেকেও অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং এই অনেক বেশী কাজ করেছেন।
- আমরা আমাদের উপর তাদের নির্ভরতার অনুভূতি হ্রাস করার চেষ্টা করতাম। আমরা সক্রিয়ভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের পথ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতাম।
- নেতাদের শৃংখলাপূর্ণ করার জন্য (বাইবেল প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ) এবং মন্ডলীকে শিষ্য করার জন্য (ডিসকভারি স্টাডি) প্রয়োজনীয় পাঠ্য সরবরাহ করতাম।

এই আন্দোলনে স্ত্রীলোকদের ভূমিকা

মহিলা নেতৃবৃন্দ পুরুষ নেতাদের দ্বারা সহজতর শিষ্য তৈরির প্রবাহে আত্মপ্রকাশ করেছেন। মহিলা নেতারা আরো মহিলা নেতাদের বৃদ্ধি করেছেন । বাস্তবে, মহিলা নেতারা সমস্ত কাজের একটি বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে, সম্ভবত মুখ্য নেতাদের মধ্যে প্রায় ৩০-৪০% মহিলা নেতা, এমনকি যুবতীরাও আছেন, যারা গৃহ-মন্ডলী পরিচালনা করেন, নতুন মন্ডলী স্থাপন করেন এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদের বাপ্তিষ্ম দেন।

মুখ্য আভ্যন্তরীন নেতাদের ভূমিকা

স্থানীয় লোকেরাই "আসল" কাজটী সম্পূর্ণ করে থাকেন। তারা ধূলাপূর্ণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, বিভিন্ন গৃহেতে প্রবেশ করেন, এবং উদ্ধার ও অলৌকিক কাজের জন্য প্রার্থনা করেন। তারাই সাধারণ কৃষক, এবং কৃষকের পরিবারের সাথে সহজ উপায়ে বাইবেল স্টাডি শুরু করেন, তাদের বাড়িতে থাকেন, তাদের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণ করেন, এমনকি তখনও যখন গরম ১০০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) ছাড়িয়ে যায় এবং সেখানে ইলেক্ট্রিকও থাকে না। তারা কাজ করেন এবং তারা যে ফল উৎপন্ন করেন সেই বিষয়ে রোমাঞ্চিত থাকেন! তাদের কাহিনীগুলিই আমাদের এই কাজে এগিয়ে যেতে সাহস যোগায়।

অগ্রগতির মূল কারণগুলি

১. প্রার্থনা শ্রবণ করা। প্রার্থনা করা আমাদের দায়িত্ব। ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের পদ্ধতিগুলিকে পরিবর্তন করেছেন। প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শ্রবন করা। আমাদের যাত্রাপথে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছেঃ এর পরে কি হবে? আমরা কি এই ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে কাজ করব? আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে "বন্ধ রাস্তা" দেখেছি; পরের প্রশিক্ষণের জন্য আমরা কোন বাক্যটি ব্যবহার করব? আমাদের অর্থ খরচ করার জন্য এই কারণটি কি যোগ্য? এই ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করার সময় কি এসে গেছে যে এই মডেলকে আর ব্যবহার করছে না, অথবা আমাদের উচিত তাকে আরেকটি বার সুযোগ দেওয়া? আমরা কি এই শহরে প্রশিক্ষণ অনবরত রাখব না এখানেই শেষ করব? প্রশ্ন যাই হোক না কেন, আমরা, সমস্ত দল, শিখেছি প্রার্থনায় বসতে এবং ঈশ্বরের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে।

২. অলৌকিক কাজ। আন্দোলগুলি মূলত অলৌকিক চিহ্নগুলির সাহায্যে প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমরা দেখেছি অনেকে সুস্থতা লাভ করেছে এবং মন্দশক্তি থেকে উদ্ধার পেয়েছে। অলৌকিক কাজ কেবলমাত্র ডি বি এস-এর জন্য একটি উন্মুক্ত দরজা নয় কিন্তু, এই অলৌকিক ঘটনা একটি গৃহ থেকে অন্য গৃহে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ইহা অন্যান্য গৃহগুলির দ্বারও আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। উদাহরণস্বরুপ, একজন শিষ্য হয়ত একজন মন্দশক্তি গ্রস্ত মানুষের জন্য প্রার্থনা করার সুযোগ পান। যখন সেই ব্যক্তি উদ্ধার লাভ করে, এই বিষয়টি তার সমস্ত পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি তাদের আত্মীয় যারা অন্য গ্রামেতে থাকে তাদের মধ্যেও। সেই দূরের আত্মীয়রাও সেই শিষ্যকে তাদের গৃহেতে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যখন এই শিষ্য এবং উদ্ধার প্রাপ্ত ব্যক্তি সেখানে যায় এবং প্রার্থনা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানেও অলৌকিক কাজ হয় এবং সেখানেও একটি ডি বি এস শুরু হয়। এইভাবে, খুব সহজেই, স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাও – যারা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে জানতই না – তারা ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধিতে কাজ করতে থাকে।

৩. মূল্যায়ণ। আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকিঃ "আমরা কেমন কাজ করছি? আমাদের বর্তমান কাজকি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? আমরা যদি ইহা _____ করি, স্থানীয় লোকেরা কি ইহা আমাদের সঙ্গে করতে একমত হবে? তারা কি ইহার পুনরুৎপাদন করতে পারবে?"

৪. আমরা অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতাম।

৫. আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয়গুলি অভিযোজন করতাম। আমরা খুবই নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতাম। যদি কোন নতুন বিষয় আমাদের দেওয়া হত, যা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, আমরা সেটির সঙ্গে সমন্বয় করতাম। এমন কোন সূত্র ছিল না যা প্রত্যেকের জন্য কার্যকরী হবে।

৬. আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কেন্দ্রভূত ছিলাম। কোন 'উত্তম শিক্ষা'ই এতটা প্রভাব ফেলতে পারে না যেভাবে পবিত্র আত্মা কার্যকরীভাবে একজন মানুষের হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারে। সেকারণে আমআদের প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপরে নির্ভরশীল থাকত। প্রশিক্ষণের সময়ে, প্রত্যেকে পর্যবেক্ষণ করত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করত।

৭. প্রত্যেকে সেই বিষয়গুলি অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয় যা তারা ব্যক্তিগতভাবে শিখেছে। এখানে কেউ পুকুর নয়; আমরা প্রত্যেকেই নদী। প্রত্যাশা করা হত যেন প্রত্যেক শিষ্য তাদের প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ নিজেদের শিষ্যদের কাছে পাস করে দেয়।

আমরা যখন থেকে সমস্ত দলকে সমস্ত জাতির শিষ্য তৈরি করার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে প্রচেষ্টা করি, তখন থেকে ঈশ্বর যে মহান কাজ করে চলেছেন তার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

ঈশ্বর কিভাবে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার মুসলিদের মধ্যে কাজ করছেন

ইজিকিয়েলের দ্বারা রচিত[53] [54]

মন্ডলী স্থাপনকারীদের আমরা প্রজন্ম ০ হিসাবে বিবেচনা করি (এমনকি সে যদি সেই দেশের লোকও হয়)। স্থানীয় ব্যক্তি (প্রজন্ম ১ – জি ১) যারা সুসমাচার শ্রবন করে এবং সেই বাক্যে বিশ্বাস করে, বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ সেই শিক্ষা তার পরিবার, বন্ধু এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রদান করে। যখন জি ১ বিশ্বাসীরা তার পরিচিত লোকদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেয় এবং নতুন লোকেরা বিশ্বাস করে, তখন সেই নতুন বিশ্বাসীদের তৎক্ষণাৎ বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়, শিষ্য বানানো হয় এবং স্থানীয় বিশ্বাসীদের দ্বারা তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই দলটি নতুন স্থানীয় বিশ্বাসীদের নিয়ে তাদের নেতার মত একটি জি১ গৃহ মন্ডলীতে পরিবর্তিত হয়।

বিশ্বাসীরা নিয়মিত সপ্তাহে একদিন জি১ গৃহ মন্ডলীতে যীশুর আরাধনা, প্রভুর ভোজ গ্রহণ এবং একত্রে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে। খুব দ্রুত তারা নিজেদের পরিচিত লোকদের মধ্যে সুসমাচার পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জি১ বিশ্বাসীরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অন্যদের শিষ্য তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং নতুন লোকদের নিয়ে নতুন গৃহ মন্ডলী শুরু করে।

গৃহ মন্ডলী একটি প্রেরণকারী কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যেখানে সকল অংশগ্রহণকারীরা একজন মন্ডলী স্থাপনকারী হিসাবে প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে আরাধনার সময়ের পরে প্রত্যেক বিশ্বাসী বাইরে গিয়ে কোন ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়, তাকে শিষ্য বানানোর চেষ্টা করে এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়। যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়, শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করা হয় এবং তাদের পরিচিত লোকদের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং অন্য একটি গৃহেতে একত্রিত হবার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন, মূল্যায়ন এবং অনবরত প্রশিক্ষণের সাথে অব্যাহত থাকে। এই ভাবে, আমরা প্রায় কয়েক হাজার গৃহ-মন্ডলী স্থাপন করতে সমর্থ্য হয়েছি। বিগত কিছু বছরে, প্রায় দশ হাজার মানুষ খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে, ইহা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ প্রজন্ম পর্যন্ত। আমাদের পরিচর্য্যা কাজের কর্মীরা অন্যান্য অঞ্চল, দ্বীপ এবং জাতিগত গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য অন্য কর্মীদের সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে গেছে।

বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই হল যাকে আমরা মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন হিসাবে উল্লেখ করি। এই পদ্ধতিকে সফল করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ-কালীন অঙ্গীকার, অনবরত মূল্যায়ন এবং পরামর্শ নেওয়া যা মন্ডলী স্থাপনের পদ্ধতিকে বিপদে ফেলে না।

গৃহ মন্ডলীগুলির আত্ম-নির্ভরতা আমাদের অগ্রাধিকার। নেতাদের দ্রুত প্রস্তুত করা হয় যেন তারা পরিচর্য্যা কাজের মালিকানা গ্রহণ করে। আমরা প্রজন্ম ০ নেতারা দ্রুত স্থানীয় নেতাদের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করি যেন তারা মন্ডলীকে কার্যকরী রাখতে পারে। তারা বাপ্তিষ্ম দেয়, লোকদের সহভাহিতায় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়, প্রভুর ভোজ পালন করে এবং আরো অনেক কিছু। আমরা এই প্রস্তুতির পদ্ধতিকে বলি "মডেল, সাহায্য, পর্যবেক্ষন এবং শক্তি প্রদান"।

---

[53] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৯-২০।

[54] ইজিকিয়েল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপটিষ্ট মন্ডলীতে একজন মিশন ডিরেক্টর হিসাবে সেবা করেছেন। আমাদের পরিচর্য্যা কাজের মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই আন্দোলন শুরু করা। আমাদের মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের উদ্যোগের প্রধান প্রস্তর ছিল সুসমাচার। যখন আমরা লোকদের সাথে কথা বলতাম তখন সুসমাচারি আমাদের প্রধান কার্যকরী ছাঁকনি হিসাবে কাজ করত। আমরা যখন প্রথমে কারোর সাথে সাক্ষাৎ করতাম, শুরুতেই তাকে সুসমাচার বলতামঃ যেকোন স্থানে, যেকোন সময়ে এবং যেকোন ব্যক্তিকে। সুসমাচার ভাগ করার মাধ্যমে, আমরা নতুন স্থানীয় বিশ্বাসীদেরকে নিয়ে একটি স্থানীয় মন্ডলী শুরু করার প্রথম পর্যায় শুরু করতাম।

লোকেরা বিশ্বাসকে গ্রহণ করা মাত্রই এই পদ্ধতি শুরু হয়। শুরু থেকেই স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়।

এই আন্দোলনের বিশ্বাসীরা কেবলমাত্র অন্তিম লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত আছে এমন নয় কিন্তু তারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিজেরা সঠিক জীবন যাপন করে। আমাদের কাজ হল নিশ্চিত করা যে এই ধারনা এবং অভ্যাস অনবরত নতুন বিশ্বাসী, গৃহমন্ডলী এবং প্রজন্মগুলির মধ্যে হস্তান্তর করা।

ঈশ্বর কিভাবে কাজ করেছেন যেন হাইতিতে কোন স্থান পরিত্যক্ত না থাকে

জেফ্‌তে মার্সেলিন[55] [56]

হাইতি কোন স্থান বাকি না থাকার কাজের মধ্যে আমি একজন অন্যতম দাস। আমাদের দর্শন হল শিষ্য তৈরি করা যারা শিষ্য তৈরি করবে, মন্ডলী স্থাপন করা যারা মন্ডলী স্থাপন করবে, এবং মিশনারীদেরকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। ইহার মাধ্যমে আমরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হবার চেষ্টা করি। আমরা ইহা করেছি নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যেকোন লোকের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করে যারা শুনতে ইচ্ছুক থাকে, যারা সেই বাক্যে সাড়া দেয় তাদের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করে, তাদেরকে নিয়ে নতুন মন্ডলী গঠন করে, এবং তাদের মধ্যে থেকে নতুন নেতা উত্থাপন করে। এই পদ্ধতির বারংবার পুনরাবৃত্তি চলত। ইহা এই মুহুর্ত্তে হাইতির প্রত্যেকটি স্থানে ঘটছে। যখন এই মন্ডলীগুলি গৃহেতে, গাছের নীচে, এবং অন্যান্য স্থানে একত্রিত হয়, আমরা দেখতে পাই সেই দলের মধ্যে থেকে নতুন নেতা এবং নতুন দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ইহার একটি যোগ্য উদাহরণ হল যোশুয়া জর্জ, আমাদের একজন দলনেতা। তিনি কোন স্থান যেন পরিত্যক্ত না থাকে, এই বিষয়ে কাজ করছেন গান্থিয়ের নামে একটি স্থানে, এই স্থানটি হল দক্ষিণপূর্ব হাইতির একটি অংশ। সম্প্রতি, তিনি তার জীবন তিমথী, উইসকেনসি এবং রেনাল্ডো-কে, আনসে-এ-পিত্রেস নামে একটি স্থানে প্রেরণ করেন। লূক ১০ অধ্যায়ের উদাহরণ অনুসরণ করে, তারা কোনরকম খাদ্য ছাড়াই বেড়িয়ে পড়ে শান্তির গৃহের খোঁজ করবার জন্য। তারা সেই স্থানে পৌঁছায় এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন সেই সমস্ত লোকদের কাছে পৌঁছাতে যাদেরকে ঈশ্বর প্রস্তুত করে রেখেছেন। কয়েক ঘন্টা পরে, তারা ক্যালিজটে নামে একজন মানুষের সাথে পথের উপরে সাক্ষাৎ করেন। যখন তারা তাকে বলে যে কেবলমাত্র যীশুতেই সমস্ত আশা আছে, সে সুসমাচার গ্রহণ করে এবং সে নিজের জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে।

উইসকেনসি এবং রেনাল্ডো ক্যালিজটেকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কোথায় থাকেন এবং সে তাদেরকে তার গৃহেতে নিয়ে যায়। তারা সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সমস্ত পরিবারের কাছে যীশুর বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং তারা প্রত্যেকে সেইদিন যীশুর অনুসরণকারী হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দুইজন প্রতিনিধি পরবর্তী চারদিন এই পরিবারের সঙ্গে বাস করে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদেরকে ফসল সংগ্রহের জন্য তাদের প্রতিবেশীদের কাছে নিয়ে যায়। এই চারদিনের মধ্যে, ৭৩ জন ফিরে আসে এবং যীশুকে বিশ্বাস করতে শুরু করে, ৫০ জন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে, এবং তারা ক্যালিজটের বাড়ীতে একটি মন্ডলী শুরু করে। উইসকেনসি এবং রেনাল্ডো আরো কিছুজন উত্থিত নেতাদের অনবরত সহজ, বাইবেল-ভিত্তিক এবং পুনরুৎপাদনকারী উপায়ে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, এই নতুন মন্ডলী আরো দুটি নতুন মন্ডলী শুরু করে! যীশুর প্রশংসা হোক!

আমার লোকেরা বহু প্রজন্ম ধরে শারীরিক ভাবে এবং আত্মিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। হাইতি লোকদের বলে, "আপনি কখনও যীশুকে অন্বেষণ করতে পারেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার জীবন শুচি হচ্ছে"। তারা বলে, "বাইবেল পাঠ করার প্রয়োজন নেই কারণ আপনি ইহা বুঝতে পারবেন না"। যীশু বলেন, "আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি তোমাকে মৎসধারী করিব"। এখন আমরা যীশুর কথা শুনছি। হাইতির লোকেরা অনুগ্রহের সুসমাচারে নিজেদের স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে। যীশুর রাজ্যের যে কৌশল সুসমাচার এবং প্রেরিত পুস্তকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যখন আমরা

---

[55] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২১-২২।

[56] জেফতে মার্সেলিন হলেন হাইতি-র একজন স্থানীয় লোক, তিনি শ্রম দিয়েছিলেন ইহা নিশ্চিত করার জন্য যে হাইতির কোন স্থান সুসমাচার অপ্রাপ্ত না থাকে। ২২ বছর বয়সে, তিনি চিকিৎসা জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পরিত্যাগ করে একজন আন্দোলনের অনুঘটক হিসাবে নিজের জীবনে ঈশ্বরের পালন করার জন্য ব্রতী হন।

অনুসরণ করি, তার সমস্ত আদেশ পালন করার জন্য বিশ্বস্ত থাকি, তখন সদাপ্রভু মহান কার্য সম্ভব করেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আত্মার চলাচল অনুভব করতে পারছি। হাজার হাজার হাইতিয়ানরা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের পরিচিতি খুঁজে পাচ্ছে এবং হাজার হাজার নতুন সহভাগিতা গড়ে উঠছে। আমরা আমাদের নিজেদের রাজ্য গড়ে তুলতে চাই না, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করতে চাই। এবং তিনি ইহাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করছেন!

আমরা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলনের নীতি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম। আমরা এখন ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলীর সপ্তম শাখা পরিচালনা করছি যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে প্রায় ৩০০০ নতুন মন্ডলী এবং প্রায় ২০,০০০ নতুন মানুষ বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে।

ঈশ্বর কিভাবে সাধারন বিষয়গুলিকে বৃদ্ধি করছেন এবং বহুগুণে বৃদ্ধি দান করছেন

লি উড দ্বারা লিখিত[57] [58]

২০১৩ সালের মার্চ মাসে আমি একটি শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণের শিবিরে যোগদান করি যার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কার্টিস সার্জেন্ট। এই শিবিরের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়া এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা কিভাবে তারা শিষ্য প্রস্তুত করতে পারে , এবং সহজ গৃহ মন্ডলীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। আমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হৃদয়ে এই শিষ্যত্বের প্রশিক্ষণে যোগদান করি। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে কেন আমাদের শিষ্য হিসাবে আহ্বান করা হয়েছে – যেন এই জগত জানতে পারে – কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। প্রশিক্ষণের সময়ে, আমরা শিখেছিলাম যে কেন এবং কিভাবে অন্যদের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করা হল ঈশ্বরের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি নিজেদের প্রেম প্রদর্শন করা।

নিজের কাহিনী অন্যদের বলা, ঈশ্বরের কাহিনী বলা এবং দল গঠন করা এবং তাদেরকে সেই এই কাজ করতে প্রশিক্ষণ দেওয়াঃ আমি এই নীতিগুলি ব্যবহার করার জন্য আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কাজ শুরু করার সাথে সাথে, আমরা প্রথম বছরেই প্রায় ৬৩টি দল গঠন করি এবং তাদেরকেও সেই একই কাজ করতে প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। কিছু কিছু দল ১৪ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রথম দুই বছরে প্রায় কয়েকশ দল গঠন হয় কিন্তু আমরা সেগুলির সঠিক যত্ন নিতে পারছিলাম না, সেই দলগুলি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল না অথবা বৃদ্ধি লাভ করছিল না যেভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। আমরা নতুন দল গঠন করতে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে আমরা সেই নীতিগুলি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম।

ধন্যবাদের বিষয় হল কার্টিস আমাদের উপরে আশা ছেড়ে দেন নি। তিনি ক্রমাগত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, প্রয়োজনীয় নীতিগুলির উপরে গুরুত্ব দিতে উৎসাহিত করছিলেনঃ

১) নিজের পরিচর্য্যা কাজের গভীরতার প্রতি যত্ন প্রদান করা। ঈশ্বর বৃদ্ধি দান করবেন।
২) তাদের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া যারা আজ্ঞাবহ হবার জন্য প্রস্তুত।
৩) যা করা উচিত করে যাওয়া এবং আপনি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবেন।
৪) সহজ বিষয়গুলি বৃদ্ধি পাবে। সহজ বিষয়গুলি বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে।
৫) আজ্ঞাবহ থাকা এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দান করা।

আমাদের কাজ উদ্ধার করার জন্য যা করা প্রয়োজন আমরা তা করতে শুরু করি। আমার তাদের প্রতি কাজ করতে থাকি যারা নিজেদের আহবানের প্রতি স্পষ্টভাবে আজ্ঞাবহ ছিল। (ইহা প্রথমে না করাই ছিল আমাদের প্রাথমিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ)। আমরা টাম্পার কিছু কঠিন স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রার্থনার যাত্রা করতে থাকি, যেন শান্তির পুরুষ খুঁজে পাই – লোকেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয় এবং তাদের পরিচিত লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করতে থাকে – হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে ও অন্তিম লোকদের কাছে। যখন আমরা আরো অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হই, আমরা প্রথমে স্থানীয় লোকদের এবং পরে বিশ্বব্যাপী লোকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি। স্বাস্থ্যবান দলগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আন্দোলন ফ্লোরিডার অন্যান্য শহরে এবং চারটি অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রাক্তন কিছু শিষ্যদের সাহায্যে এই আন্দোলন আরো দশটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সম্পূর্ণ সংগঠনপূর্ণ বিকেন্দ্রিত আন্দোলন থেকে আগামী দুই বছরের মধ্যে সুসমাচার অপ্রাপ্ত এবং অনিযুক্ত লোকদের মধ্যে মিশনারীদের প্রেরণ করতে শুরু করি।

---

[57] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২২।

[58] লি উড একজন অনাথ, কুট্টিত, নেশাগ্রস্ত একজন যুবক যিনি ২৩ বছর বয়সে যীশুকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তার ক্ষোভপূর্ণ শক্তি তার চারপাশের সমস্ত লোকদের পক্ষে সংক্রামক। তার হৃদয়ের আবেগ হল খ্রীষ্টের জন্য অন্যদের শিষ্য করা যতক্ষন না সমগ্র বিশ্ব জানতে পারে।

অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে, আমরা আরো ৭০টি দেশে প্রশিক্ষকদের প্রেরণ করতে শুরু করি যেখানে আন্দোলন স্বয়ংক্রিয় ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং স্থানীয় লোকেরা সেই অঞ্চলের লোকদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। অতিরিক্তভাবে অন্যান্য শহরের লোকেরা আমাদের উদীয়মান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে উদীয়মান মন্ডলীর মডেল শুরু করে, সি পি এম নীতি ব্যবহারের মাধ্যমে যা সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করতে পারে।

এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয় কারণ আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাহিনী লোকদের বলছিলাম যে ঈশ্বর কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করেছেন, তাদেরকে যীশুর কাহিনী (সুসমাচার) শুনিয়েছিলাম এবং কিছু সহজ নীতি অনুসরণ করেছিলামঃ কিছু মানুষদের উপরে গভীরভাবে খেয়াল রাখা, পদ্ধতিকে সহজ রাখা, কার্য্যের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা, এবং ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল থাকা।

কিভাবে? ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, অন্যদের প্রতি প্রেম এবং শিষ্য তৈরি করা যারা অন্যদের শিষ্য বানাতে পারে। সহজ বিষয়গুলি বৃদ্ধি পায়। সহজ বিষয়গুলি বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।

মহান আদেশ পূর্ণ করার জন্য আমাদের কি মূল্য প্রদান করতে হবে?

স্ট্যান পার্কস দ্বারা লিখিত

যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি অন্তিম নির্দেশে (মথি ২৮:১৮-২০), যীশু তাঁর তখনকার এবং এই সময়ের সমস্ত শিষ্যদের জন্য একটি আশ্চর্য পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন।

আমরা সেই নামেতে যাই যে নামে স্বর্গে এবং পৃথিবীতে *সমস্ত* কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি গ্রহণ করি যখন আমরা আমাদের যিরুশালেম, যিহুদা, শমরিয়া (নিকটবর্তী "শত্রু") এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত লোকদের কাছে পৌঁছাই। যীশু আমাদেরকে সমস্ত জাতির (এথনে) লোকদের শিষ্য করতে, পিতা – পুত্র – পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিষ্ম দিতে এবং সেই সমস্তকিছু তাদের বাধ্য হবার জন্য শিক্ষা দিতে আদেশ করেছেন যা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এবং তিনি সর্বদা আমাদের সহবর্তী আছেন।

মহান আদেশ পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের কি মূল্য প্রদান করতে হবে? "অবশিষ্ট কাজ" উপলব্ধি আমরা "অগম্য," "সুসমাচার অপ্রাপ্ত," "অনিযুক্ত," এবং "স্বল্প-গম্য" শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকি।[59]

আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহার করে থাকি। ইহা অত্যন্ত বিপদজনক হতে পারে, কারণ এইগুলির অর্থ একই নয়, এবং আমরা যখন এগুলি ব্যবহার করি তখন একই অর্থের জন্য ব্যবহার নাও করতে পারি।

"অগম্য" শব্দটি চিকাগো শহরে মিশিওলজিস্টদের একটি আলোচনা সভায় প্রথম সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন অগম্য লোকদের ধারনাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইহার সংজ্ঞা দেওয়া হয়, "একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেখানে কোন মন্ডলী নেই যারা সেই অঞ্চলে সীমান্ত পর্যন্ত বহিরাগত কোন ভিন্ন সংকৃতির মানুষদের সাহায্য ছাড়াই সুসমাচার প্রচার করা যেতে পারে"।

"সুসমাচার অপ্রাপ্ত," শব্দটি সাধারণত বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যার সংজ্ঞা ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করা হয়, কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন লোকদের সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য গাণিতিক সমীকরণ যা তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার সুসমাচার শ্রবন করার সুযোগ করে দেবে। ইহা সেই সমস্ত লোকদের সংখ্যার একটি মাপদন্ড যাদের সুসমাচার শ্রবন করার সুযোগ হয়েছে। একটি জনগোষ্ঠী, উদাহরণস্বরুপ, ৩০% সুসমাচারপ্রাপ্ত, যার অর্থ হল গবেষকরা হিসাব করেছেন যে ৩০% মানুষ সুসমাচার শুনেছেন এবং ৭০% মানুষ এখনও সুসমাচার শ্রবন করেনি। ইহা স্থানীয় মন্ডলীর গুণমান বা তাদের নিজস্ব কাজটি শেষ করার দক্ষতার বিবৃতি নয়।

"অনিযুক্ত" শব্দটি তৈরি হয়েছিল এমন দলগোষ্ঠীর জন্য যেখানে কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু সেই অঞ্চলে মন্ডলী স্থাপনের কৌশল প্রস্তুতকারী কোন দলের অভাব রয়েছে। যদি প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে দুটি বা তিনটি দল রয়েছে যারা মন্ডলী স্থাপনের কৌশল ব্যবহারের জন্য "নিযুক্ত," তাহলে ইহা নিযুক্ত (তবে ইহা অবশ্যই যথেষ্ট নয়)। কাজ শেষ করার অর্থ হল অন্যান্য তালিকা থেকে অনিযুক্ত লোকদের তালিকা প্রস্তুত করা।

"স্বল্প-গম্য," ইহা একটি সাধারণ শব্দ যা অবশিষ্ট কাজের মূল বিষয়টিকে প্রকাশ করে। ইহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় যখন কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না।

কাজটি কি?

২৪:১৪-এর লক্ষ্যটি[60] হল সেই প্রজন্মের অংশ হওয়া যারা মহান আদেশ পরিপূর্ণ করবে। এবং আমরা মনে করি এই মহান আদেশ (সমস্ত জাতির মধ্যে শিষ্য তৈরি করা) সম্পূর্ণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল সমস্ত জাতি এবং স্থানে ঈশ্বরের রাজ্যের আন্দোলন শুরু করা।

---

[59] পরবর্তী ৭টি অনুচ্ছেদ https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-unevangelized-is-not-unengaged/ এই লিঙ্কটি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং সম্পাদনা করা হয়েছে। এই শব্দগুলি সম্পর্কে আরো জানতে এই প্রবন্ধটি পাঠ করুন।

[60] যেভাবে "২৪:১৪ দর্শন"-এর প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"অগম্য" "সুসমাচার অপ্রাপ্ত" "অনিযুক্ত" এবং "স্বল্প-গম্য" – এই সমস্ত শব্দগুলি – বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাহায্য করে। তথাপি এগুলি আমাদের জন্য বিভ্রান্তিকর এবং এমনকি প্রতিকূল হতে পারে যা নির্ভর করছে আমরা কিভাবে এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করছি।

আমরা চাই প্রত্যেকে সুসমাচার প্রাপ্ত হোক, কিন্তু শুধু সুসমাচারপ্রাপ্ত নয়। অন্য অর্থে, শুধুমাত্র সুসমাচার শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়। আমরা জানি যে "প্রত্যেক দেশ, গোষ্ঠী, বংশ ও ভাষার" লোকদের মধ্যে শিষ্য তিরি হবে (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯)।

আমরা দেখতে চাই যে প্র্যতেক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো গেছে – যেখানে একটি দৃঢ় মন্ডলী আছে যারা নিজেদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রস্তুত। যোশুয়া প্রজেক্ট বলে যে একটি সুসমাচার প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে ২% খ্রীষ্টিয়ান সুসমাচার প্রচারের কাজ করে থাকে। ইহার অর্থ হল তাদের হিসাবে ২% লোকেরা ৯৮% অবশিষ্ট লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কিন্তু আমরা কখনই সন্তুষ্ট হতে পারি না যদি একটি জনগোষ্টীর কেবলমাত্র ২% লোক যীশুর শিষ্য হয়।

আমরা দেখতে চাই প্রত্যেক জনগোষ্ঠী নিযুক্ত হোক কিন্তু কেবলমাত্র নিযুক্ত নয়। আপনি কি চান আপনার শহরের ৫০ লক্ষ বা ১ কোটি মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন লোক সুসমাচার প্রচারের কাজ করুক?

মহান আদেশের প্রকৃত ভাষায় এই পদগুলির মধ্যে একটি মূল আদেশ স্পষ্টরুপে ব্যক্ত আছেঃ শিষ্য তৈরি করা (ম্যাথেতিউস্তে)। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে শিষ্য নয়, কিন্তু একটি জাতিকে শিষ্য তৈরি করা (এথনে) – একটি সম্পূর্ণ জাতিগত গোষ্ঠী। অন্যান্য ক্রিয়াগুলি ("যাও," "বাপ্তিষ্ম কর," "শিক্ষা প্রদান কর") যা ,মূল আদেশকে সমর্থন করে – সমস্ত জাতির লোকদের শিষ্য করা।

গ্রীক শব্দ এথনোস (এথনে শব্দটির একবচন)-এর সংজ্ঞা হল "একটি জাতির লোকসমূহ যারা আত্মীয়তা, সংস্কৃতি এবং সাধারণ ঐতিহ্য, বংশ ও লোকদের দ্বারা একজোট থাকে"।[61] প্রকাশিত বাক্য ৭:৯ পদ, "এথনে" ("জাতি") শব্দটির একটি চিত্র প্রকাশ করে যে কাদের কাছে পৌঁছানো হবে, এই পদে আরো তিনটি ব্যাখ্যামূলক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছেঃ জাতি, বংশ এবং প্রজাবৃন্দ – সাধারন পরিচয়-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী।

১৯৮২ সালে লসেন-এর আলোচনায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলঃ " সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে, একটি জনগোষ্ঠী হল বৃহত্তম দল যার মধ্যে সুসমাচার উপলব্ধি করার বা গ্রহণ যোগ্যতার কোন বাধার সম্মুখীন না হয়েও মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে।"।

আমরা কিভাবে একটি সম্পূর্ণ দেশ, জাতি, বংশ বা গোষ্ঠীকে শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে পারি?

আমরা প্রেরিত ১৯:১০ পদে একটি উদাহরণ দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে এশিয়াস্থ সমস্ত অঞ্চলের (১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ!) যিহুদী এবং গ্রীকেরা দু'বছরের মধ্যে "ঈশ্বরের বাক্য শ্রবন করেছিল"। রোমীয় ১৫:১৯-২৩ পদে পৌল বলেছেন যে যিরুশালেম থেকে শুরু করে ইলিক্রাম পর্যন্ত এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে সুসমাচার প্রচারের কাজ শুরু হয়নি।

তাহলে মহান আদেশ পূর্ণ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরই বিচার করতে পারেন যে পরিশেষে কখন মহান আদেশ "পরিপূর্ণ হবে"। তথাপি আমাদের লক্ষ্য হল প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকদের শিষ্য তৈরি করা, যার ফলাফল হল মন্ডলী। শিষ্যেরা নিজের জীবন দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রকাশ করবে – মন্ডলীর বাইরে এবং ভিতরে – তাদের সমাজকে পরিবর্তন করবে এবং নিয়মিতভাবে নতুন লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসবে।

রাজ্যের আন্দোলনে নিযুক্তিকরণ

---

[61] *এ গ্রীক লেক্সিকন অফ দা নিউ টেস্টামেন্ট অ্যান্ড আদার আরলি ক্রিস্টিয়ান লিটারেচার,* তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০। ফ্রেডরিক উইলিয়াম ড্যাঙ্কার-এর দ্বারা সংস্করণ এবং সম্পাদন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী ইংরাজী সংস্করণের উপরে আধারিত, যা লিখেছিলেন ডব্লুই. এফ আর্ন্ড, এফ. ডব্লুই. গিনরিচ, এবং এফ. ডব্লুই ড্যাঙ্কার। শিকাগো এবং লণ্ডনঃ ইউনিভার্সিটি অফ চিকাগো প্রেস, পৃষ্ঠা ২৭৬.

এই কারণেই যারা ২৪:১৪ দর্শনে অঙ্গীকার করেছেন তাদের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের আন্দোলনে নিযুক্তি। আমরা উপলব্ধি করেছি যে কেবলমাত্র একটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিষ্য, মন্ডলী এবং নেতারাই সমগ্র সম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠী, শহর এবং জাতিকে শিষ্য করতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশনের বিষয়ে আমরা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করেছিঃ আমি করতে পারি? কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ মহান আদেশ পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদের "কি করা উচিত?"

আমরা শুধু বলতে পারি না, "আমি যাব এবং কিছু মানুষের আত্মা জয় করার প্রচেষ্টা করব এবং মন্ডলী স্থাপন করতে শুরু করব।" আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ "কি করলে কোন একটি নির্দিষ্ট এথনে (জাতি) অথবা বিভিন্ন এথনে গুলিকে শিষ্য করা যায়?"

প্রতিকূলতামূলক একাধিক দেশের একটি অঞ্চলে, একটি মিশন দল বিভিন্ন স্থানে সেবা করতে শুরু করে এবং তারা দেখতে পায় যে তিন বছরের মধ্যে ২২০টি মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। ইহা অত্যন্ত উত্তম ফলাফল, কারণ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠিন এবং প্রতিকূলতামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এই দলের একটি দর্শন আছে যেন তারা নিজেদের সমস্ত অঞ্চলকে শিষ্য হতে দেখতে পারে।

তাদের প্রশ্ন ছিলঃ "আমাদের প্রজন্মের এই অঞ্চলের সমস্ত লোকদের শিষ্য করার জন্য আমাদের ই মুল্য প্রদান করতে হবে?" উত্তর এসেছিল যে একটি দৃঢ় সূচনার জন্য প্রায় ১০,০০০ মন্ডলী স্থাপন করা প্রয়োজন। সেকারণে, তিন বছরে মাত্র ২২০টি মন্ডলী স্থাপন করা যথেষ্ট নয়!

ঈশ্বর তাদের দেখিয়েছেন যে তাদের অঞ্চলের সর্বত্র পৌঁছানোর জন্য তাদের এমন মন্ডলী স্থাপন করতে হবে যারা দ্রুত নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। তারা সমস্তকিছু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল। যখন ঈশ্বর সেখানে সি পি এম প্রশিক্ষকদের প্রেরণ করেছিলেন, তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে যাচাই করেন ও প্রার্থনা করেন এবং কিছু মৌলিক পরিবর্তন করেন। আজ পর্যন্ত ঈশ্বর সেই অঞ্চলে প্রায় ৭০০০টি মন্ডলী স্থাপন করতে সাহায্য করেছেন।

একজন এশিয়াস্থ পালক ১৪ বছরে ১২টি মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। ইহা উত্তম ফলাফল ছিল, কিন্তু ইহা সেই অঞ্চলের বিনষ্ট দশার পরিবর্তন করতে পারছিল না। ঈশ্বর তাকে এবং তার সহকর্মীদের দর্শন দিলেন যে সমগ্র উত্তর ভারতের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানোর কাজে তারাও একটি অংশ হবে। তারা প্রথাগত পদ্ধতিগুলি নিজেদের মধ্যে থেকে অপসারণ করার কঠিন প্রচেষ্টা করতে এবং আরো বেশী করে বাইবেল-ভিত্তিক কৌশলগুলি শিখতে শুরু করলেন। আজকে প্রায় ৩৬,০০০ মন্ডলী সেখানে স্থাপিত হয়েছে। এবং ইহা কেবলমাত্র সেই কাজের সূচনা যার জন্য ঈশ্বর তাদের আহ্বান করেছেন।

পৃথিবীর আরেকটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানে ঈশ্বর ব্যাপকভাবে আন্দোলনের কাজ শুরু করেছেন যেখানে একটি ভাষাগোষ্ঠী থেকে সাতটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী এবং পাঁচটি বড় শহরে আন্দোলনের কাজ প্রসারিত হয়েছে। তারা প্রায় ১ কোটি থেকে ১.৩ কোটি[62] মানুষকে ২৫ বছরের মধ্যে বাপ্তিষ্ম প্রদান করেছেন কিন্তু ইহা তাদের মূল লক্ষ্য নয়। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বহুল পরিমাণ মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসার পরে তাদের অনুভূতিটি কি, তাদের নেতাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেন, "যারা ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ-প্রাপ্ত হয়েছে, তারা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তাদের উপরে লক্ষ্য রাখি যাদের উদ্ধার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি – কোটি কোটি মানুষ এখনও অন্ধকারে আছে কারণ আমাদের যা করা উচিত ছিল আমরা তা এখনও করতে পারিনি"।

এই আন্দোলনের একটি চিহ্ন হল একজন ব্যক্তি অথবা একটি দল ঈশ্বরের-আকারযুক্ত দর্শন গ্রহণ করে যেন একটি অঞ্চলের বিভিন্ন দেশগুলি ঈশ্বরের রাজ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে। ৮০ লক্ষ, অথবা ১ কোটি ৪০ লক্ষ অথবা ত্রিশ লক্ষ সংখ্যাযুক্ত – সুসমাচার-অপ্রাপ্ত স্থানে সুসমাচার প্রচারের জন্য – সমগ্র মানুষদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করতে হবে এবং প্রত্যেকে যেন সুসমাচারের প্রতি নিজেদের প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ পায়। তারা জিজ্ঞাসা করেঃ "আমরা কি করতে পারি?" নয়, কিন্তু "কি ঘটতে পারে?" যার ফলাফল অনুযায়ী তারা ঈশ্বরের ধরনের উপযুক্ত হয় এবং তার শক্তিতে

[62] এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষদের গণনা করা বা তথ্য সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়, সেকারণে ইহা একটি আনুমানিক সংখ্যা।

পরিপূর্ণ হয়। তারা স্বয়ং-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ডলী স্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যার ফলে নতুন শিষ্য তৈরি হয় এবং সমগ্র গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়।

প্রতিটি অগম্য লোকদের মাঝে এবং স্থানে পৌঁছানোই ২৪:১৪ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। ইহা কেবলমাত্র সূচনা (উদাহরণ, সেই স্থানের জনগোষ্ঠীগুলি)। আমরা কখনও সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব না যতক্ষণ না সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই কাজ শুরু হচ্ছে।

মহান আদেশ পূর্ণ করার জন্য কি মুল্য প্রদান করতে হবে?

প্রত্যেকটি মানুষ এবং স্থানে রাজ্যের আন্দোলনের সূচনা দেখতে হলে, আমরা কেবলমাত্র কৌশল এবং পদ্ধতি নির্ধারনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারি না। ঈশ্বর প্রারম্ভিক মন্ডলীকে যে গতিশীলতা দিয়েছিলেন তা অনুসরণ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। সেই সময়ে সেই অঞ্চলে এমন কোন স্থান বাকী ছিলনা যেখানে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা হয়নি।

সেই পরিস্থিতিতে ফেরার জন্য আমাদের মন্ডলীগুলিকে কি মূল্য প্রদান করতে হবে?

> *আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য্য সাধিত হইত। আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত; আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত; তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত এবং সমস্ত লোকের প্রীতি পাত্র হইল। আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন* (প্রেরিত ২:৪২-৪৭)।

কর্তৃত্বের সম্মুখে পিতর এবং যোহনের মত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে আমাদের কি মুল্য প্রদান করতে হবে?

> *ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথা শোনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিহিত কি না, আপনারা বিচার করুন; কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না* (প্রেরিত ৪:১৯-২০)।

আমাদের কি করতে হবে যেন প্রভু সেই সাহসিকতা এবং মহান অলৌকিক কাজ ও চিহ্নকার্য্য প্রদান করেন যা সমগ্র প্রেরিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ কাছে?

> *আর এখন হে প্রভু উহাদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও, আরোগ্য-দানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে চিহ্ন –কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়। তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ইয়াব্রের বাক্য বলিতে থাকিলেন* (প্রেরিত ৪:২৯-৩১)।

প্রেরিত ৭ অধ্যায়ে স্তিপানের মত আমরাও মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত হবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?

সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার কারণে প্রেরিত ৮:১-৩ পদে লিপিবদ্ধ অত্যাচারের মতো মহান তাড়না সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে আমাদের কি মুল্য প্রদান করতে হবে?

আমাদের "শত্রুদের" কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে, যেভাবে ফিলিপ শমরিয়াতে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন যা প্রেরিত ৮:৫-৮ পদে লেখা আছে?

আমাদের কি মূল্য প্রদান করতে হবে সেই সমস্ত লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে এবং সুসমাচার প্রচার করে তাদের জীবন পরিবর্তন করতে যারা খ্রীষ্টীয়ানদের উপর এই সময় অত্যাচার করে চলেছে? আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে তারাও পৌলের মত মহান মিশনারীতে পরিবর্তিত হতে পারে?

নিজেদের স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হতে আমাদের কি মুল্য প্রদান করতে হবে, যেন আমরা অন্যদেরকেও সমান ভাবে গুরুত্ব দিতে পারি, এবং উপলব্ধি করতে পারি পিতর যা বলেছিলেনঃ

"আমি সত্যি বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে এবং ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়" (প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫)।

পৌলের মত কাজ করতে ও ক্লেশ ভোগ করতে আমাদের কি মুল্য প্রদান করতে হবে, যে পৌল বলেছেনঃ

আমি অধিকতররূপে; আমি পরিশ্রমে অতিমাত্ররূপে, কারাবন্ধনে অতিমাত্ররূপে, প্রহারে অতিরিক্তরূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক বার। যিহূদীদের হইতে পাঁচবার ঊনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। তিন বার বেত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, তিন বার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি, অগাধ জলে এক দিবারাত্র যাপন করিয়াছি; যাত্রায় অনেক বার, নদীসঙ্কটে, স্বজাতি ঘটিত সঙ্কটে, পরজাতি ঘটিত সঙ্কটে, নগর সঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত ভ্রাতৃগনের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনেকবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনেকবার অনাহারে, শীতে ও উলঙ্গতায়। আর সকল বিষয়ের কথা থাকুক, একটি বিষয় প্রতিদিন আমার উপরে চাপিয়া রহিয়াছে – সমস্ত মন্ডলীর চিন্তা (২য় করিন্থীয় ১১:২৩-২৮)।

নতুন নিয়মের সময়ে যেরূপ মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল সেইরূপ মন্ডলী স্থাপনের জন্য আমাদের কি মূল্য প্রদান করতে হবে?

প্রত্যেক জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাদের কি মুল্য প্রদান করতে হবে (মথি ২৪:১৪)?

আমি কি মুল্য দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন?

নিষ্ঠুর সত্য

জাস্টিন লং[63] [64]

জাস্টিন লং প্রায় ২৫ বছর ধরে গ্লোবাল মিশন রিসার্চের সাথে যুক্ত আছেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি গ্লোবাল রিসার্চ ফর্ বেয়ন্ডের একজন ডিরেক্টর (পরিচালক) হিসাবে সেবা করেছেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন আন্দলনের সূচক সম্পাদনা করেন এবং সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন জেলার নিরীক্ষা করেন।

যীশু স্বর্গে উপনীত হবার পূর্বেই, তাঁর শিষ্যদের একটি দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, যাকে আমরা মহান আজ্ঞা বলে উল্লেখ করিঃ "সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত জাতির লোকদের শিষ্য তৈরি কর।" সেই সময় থেকে শুরু করে, খ্রীষ্টিয়ানরা স্বপ্ন দেখে চলেছে কবে সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইহা মথি ২৪:১৪-এর সাথে যুক্ত করবে, যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সুসমাচার "সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে, সমস্ত জাতি ইহার সাক্ষী হবে, এবং তখন অন্তিম সময় উপস্থিত হবে।" যদিও আমরা এই বাক্যাংশের অর্থ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করতে পারি, আমরা ভাবি যে সেই কাজ "সম্পূর্ণ" হবে, এবং সম্পূর্ণ হবার কাজ প্রায় "শেষের দিকে"।

যখন আমরা ব্যাকুল হয়ে যীশুর আগমনের অপেক্ষা করছি, আমাদেরকে কিছু "নিষ্ঠুর সত্যের" সম্মুখীন হতে হবেঃ যদি এই দায়িত্বের শেষ এবং যীশুর আগমন কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে তাঁর পুনরাগমনের এখনও দেরী আছে। অনেক দর্শানুপাত থেকে, সেই "কর্মের শেষ" আমাদের থেকে ধীরে ধীরে দূরবর্তী হচ্ছে!

আমরা কিভাবে "এই মহান দায়িত্বের শেষ" পরিমাপ করি? দুটি সম্ভাবনা ঈশ্বরের বাক্য থেকে পরিলক্ষিত হয়ঃ একটি সুসমাচার প্রচারের পরিমাণ এবং একটি শিষ্য তৈরীর পরিমাণ।

শিষ্য তৈরীর পরিমাপ হিসাবে, আমরা বিবেচনা করতে পারি জগতের কত সংখ্যক মানুষ খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে দাবি করে, এবং কত সংখ্যক মানুষকে "সক্রিয় বিশ্বাসী" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দা সেন্টার অফ্ দা স্টাডি অফ্ গ্লোবাল ক্রিসটিয়ানিটি (সি এস জি সি) সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের একত্রে গণনা করে। তারা আমাদেরকে বলে ১৯০০ সালে, এই পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% খ্রীষ্টিয়ান ছিল; ২০০০ সালেও, পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% খ্রীষ্টিয়ান ছিল। যদি কোন নাটকীয় পরিবর্তন না আসে তাহলে, ২০৫০ সালেও খ্রীষ্টিয়ানদের পরিসংখ্যান হবে ৩৩%! মণ্ডলী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন সুসমাচারকে "সমস্ত জাতিকে সাক্ষী বানানোর উদ্দেশে বহন করা হয় না"।

"সক্রিয় বিশ্বাসী" কত সংখ্যক? এই পরিমাপ অত্যন্ত কঠিন, যেহেতু আমরা কখনই কোন মানুষের "হৃদয়ের অবস্থা" পরিমাপ করতে পারি না। কিন্তু প্যাট্রিক জনস্টোন *দা ফিউচার অফ্ দা গ্লোবাল চার্চে* একটি পরিসংখ্যান প্রদান করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন ২০১০ সালে "সুসমাচার প্রচারকারী বিশ্বাসীদের সংখ্যা" হল এই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬.৯%। আই এম বি পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে আজকের সময়ে সুসমাচার প্রচার-কারী বিশ্বাসীদের সংখ্যা মাত্র ৩%। কিছু

---

[63] *মিশন ফ্রন্টীয়ার্সের* ২০১৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের প্রকাশনা থেকে এই প্রবন্ধটি সংকলিত করা হয়েছে।

[64] জাস্টিন লং ২৫ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পরিচর্য্যাকাজের গবেষনার কাজে লিপ্ত আছেন, এবং বর্তমানে গ্লোবাল রিসার্চ অ্যান্ড বেয়ন্ড-এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন, যেখানে তিনি গ্লোবাল ডিস্ট্রিক সার্ভে এবং মুভমেন্ট ইন্ডেক্স-এর সম্পাদনার কাজ করেন।

কিছু ক্ষেত্রে সুসমাচার প্রচার-কারী বিশ্বাসীদের সংখ্যা অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদের থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ইহা এই জগতের জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

যদিও যীশুর আজ্ঞা পূর্ণ করা কেবলমাত্র বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। তাঁর সুসমাচার "ঘোষনা করা" একটি পৃথক বিষয়। কিছু মানুষ আছেন যারা সুসমাচার শ্রবণ করেন এবং ইহা গ্রহণ করেন। তিন ধরনের ঘোষনা করার পরিমাণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ সুসমাচার পায়নি এমন লোকদের কাছে, যে সমস্ত স্থানে সুসমাচার পৌছায়নি সেই স্থানে এবং যারা সুসমাচারের কার্যে এখনও যুক্ত হয়নি তাদের কাছে (এই তিনটি বিষয়ের উপরে *মিশন ফ্রন্টায়ার্স* –এর জানুয়ারী / ফেব্রুয়ারী ২০০৭ –এ গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে)।

সুসমাচার অপ্রাপ্ত হল একটি উদ্যোগ যেখানে সেই সমস্ত মানুষদের পরিমাণ যারা এখনও সুসমাচারের প্রতি প্রবেশগম্য নয়ঃ যারা বাস্তবানুগভাবে, সুসমাচার শ্রবন করার সুযোগ পাবে না এবং তাদের জীবনকালে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিতে অক্ষম থাকবে। সি. এস. জি. সি একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে ১৯০০ সালের মধ্যে এই পৃথিবীর প্রায় ৫০% মানুষ সুসমাচার প্রাপ্ত হয়নি এবং ২৮% মানুষ আজকের সময়ে এখনও সুসমাচার পায়নি। ইহাই হল সুসংবাদঃ যারা *সুসমাচারের প্রতি এখনও প্রবেশগম্য নয়* তাদের পরিসংখ্যান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। যদিও, খারাপ খবর হলঃ ১৯০০ সালে, সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৮ কোটি। আজকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২১০ কোটি।

যখন সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে, সেই সময়েই *সুসমাচারের প্রতি প্রবেশগম্যতা নেই এমন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে* | অবশিষ্ট কাজও বৃদ্ধি পেয়েছে আয়তনগত ভাবে।

সুসমাচার যাদের কাছে পৌঁছায়নি এমন লোকদের পরিসংখ্যান একটু ভিন্নঃ সেই সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর সংখ্যা কতটা যাদের কাছে স্থানীয় বা স্বদেশী কোন মন্ডলী নেই যারা তাদেরকে কোনরকম বহিরাগত মিশনারীদের সাহায্য ছাড়াই সুসমাচারের আলোতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। যোশুয়া প্রজেক্ট এই ধরনের প্রায় ৭০০০ গোষ্ঠীর নাম তালিকাভূক্ত করেছে যাদের সংখ্যা প্রায় ৩৫০ কোটি যা আমাদের পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ শতাংশ।

পরিশেষে, এমন কিছু মানুষের সংখ্যা যারা মণ্ডলী স্থাপনের দলের কার্যকারিতার অভাবে সুসমাচার প্রচারের কাজে নিযুক্ত হয়নি। আজকে, এমন ১৫১০ টি গোষ্ঠী আছেঃ আই এম বি-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের পর থেকে এই পরিসংখ্যানের পতন হচ্ছে। এই সংখ্যার পতন একটি উত্তম চিহ্ন, কিন্তু ইহার অর্থ হল, কাজ এখনও শেষ হয়নি, কেবলমাত্র নতুন ভাবে শুরু হয়েছে মাত্র! একটি দীর্ঘকালীন ফলাফল লাভ করার থেকে অনেক সহজতর কাজ হল মণ্ডলী স্থাপনকারী দলের সাথে একটি নতুন বিশ্বাসীদের দলকে যুক্ত করে দেওয়া।

"নিষ্ঠুর সত্য" হল যে, উপরোক্ত যেকোন দলের লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, আমাদের বর্তমানে বিদ্যমান কোন প্রচেষ্টাই কোনদিন কার্যকারী হবে না। আমরা এর জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ খুঁজে পাই।

প্রথমত, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের প্রচেষ্টা যেখানে মন্ডলী ইতিমধ্যেই আছে সেখানে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যেখানে মণ্ডলী নেই সেখানে এই প্রচেষ্টার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের কারণে দেওয়া অর্থের একটি বৃহৎ অংশ আমাদের নিজেদের উপরে ব্যয় করা হয় এবং মিশনের জন্য আগত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ খ্রীষ্টীয়ান এলাকাতেই ব্যয় করা হয়। বহিরাগত ভিন্ন সংস্কৃতির মিশনারীদের মধ্যে মাত্র ৩% মিশনারী অ-বিশ্বাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্যরত।

দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ানরা অ-খ্রীষ্টিয়ান জগতের সঙ্গে কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত নেইঃ সমগ্র বিশ্বে, ৮১% অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে ব্যক্তিগতভাবে জানে না।

তৃতীয়ত, মণ্ডলীগুলি বিভিন্ন স্থানে বৃহৎ আকারে পরিণত হচ্ছে যাদের খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি হচ্ছে। যেখানে এই পৃথিবীর জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, অনেক মন্ডলী আছে যারা নিজেদের বিশ্বাসীদের শিষ্যত্ব, খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা এবং তাঁকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুসরণ করার বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করে না। নিম্ন মানের অঙ্গীকার খুব ক্ষুদ্র ফসল নিয়ে আসে এবং মন্ডলী হ্রাস পাবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

পঞ্চমত, আমরা কৌশলগত ভাবে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর বাস্তবিকতাকে করায়ত্ত করতে পারিনি। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের উৎস ব্যবহার করে দূরবর্তী দলকে সাহায্য করি যেন সেই সংস্কৃতির কাছে পৌছানো যায় কিন্তু আমরা নিজেদের নিকটবর্তী দলগুলিকে সাহায্য করি না যেন আমাদের নিকটবর্তী স্থানগুলি সুসমাচার প্রাপ্ত হয়।

আমাদের মহান আজ্ঞা পূরণ করার ব্যাকুল ইচ্ছা থাকলেও, আমরা যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের "রেসে দৌড়ানোর" কৌশল পরিবর্তন না করি, আমরা কোনমতেই সঠিক সময়ে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হব না। আমরা কখনই এই ক্রমবর্ধমান হারিয়ে যাওয়া লোকদের সংখ্যার ফাঁককে পূর্ণ করতে পারব না। আমাদেরকে এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করে নিতে হবে যে মিশন এবং মন্ডলী স্থাপন কারী দলগুলি যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে কার্যরত, *তার দ্বারা কখনই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না*।
আমাদেরকে এমন আন্দোলন শুরু করতে হবে যেখানে নতুন বিশ্বাসীদের সংখ্যা সেই অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার থেকে অধিক হবে। আমাদের এমন মন্ডলী প্রয়োজন যারা মণ্ডলী স্থাপন করবে এবং আন্দোলন নতুন আন্দোলনের জন্ম দেবে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে। ইহা কোন স্বপ্ন বা সাধারন কোন মতবাদ নয়। ঈশ্বর ইহা কোন কোন স্থানে সম্ভব করেছেন। আমাদের পৃথিবীতে ৬০০ টি মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন (সর্বনিম্ন চারটি পৃথক শাখা আছে যাদের ৪র্থ প্রজন্ম পর্যন্ত মন্ডলী আছে) কাজ করছে যা সমস্ত মহাদেশে ব্যপ্ত আছে। আরো ২৫০+ নতুন আন্দোলন যেখানে ২য় এবং ৩য় প্রজন্মের মণ্ডলী জন্ম হচ্ছে।

আমাদেরকে ঈশ্বরের কাজের প্রতি মনোযোগ করতে হবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌশল প্রয়োগ করতে হবে যেন উচ্চ ফলাফল লাভ করা যায়।

Increase in Movements

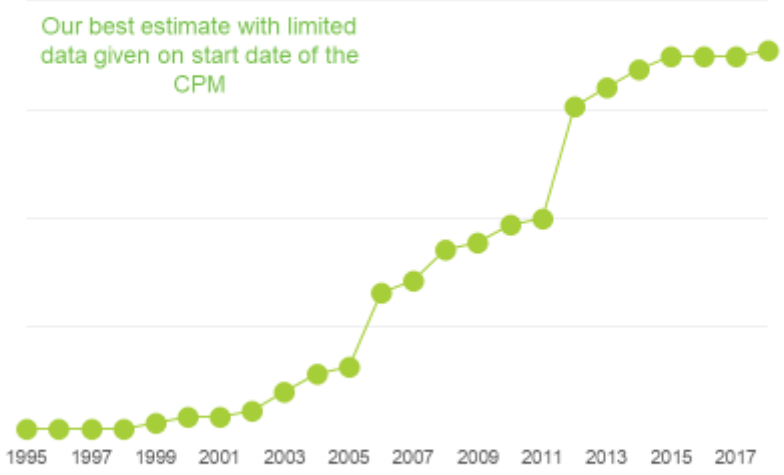

বাইবেলের অন্তর্গত আন্দোলন

জে. স্নোডগ্রাস

আন্দোলন। মিশনের দুনিয়ায়, এই শব্দটি খুব শক্তিশালী একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একজন প্রবক্তা বলতে পারেন ইহা মহান আজ্ঞার ভবিষ্যৎ অথবা ইহা কিছু নিশ্চিত মণ্ডলী স্থাপনকারীদের কাছে একটি আফছা হয়ে যাওয়া প্রায়োগিক সাধারন একটি স্বপ্ন? সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন হল, "এই আন্দোলনগুলি কি বাইবেল-সম্মত"?

লূকের লিখিত প্রেরিতদের কার্যবিবরনীতে যে অসাধারন সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তা আমাদের "আন্দোলনের" অর্থের বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারন করে। প্রেরিতদের কার্যাবলি পুস্তকে লূক,সুসমাচার প্রচারের কথা লিখেছেন, "যিরুশালেম, সমুদয় যিহুদিয়া এবং শমরিয়া, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত"।[65] পঞ্চাশত্তমীর দিনে যাদের হৃদয় পিতরের প্রচার শুনে ছিন্ন হল তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল, একদিনের মধ্যে ৩০০০ মানুষ বিশ্বাসীবর্গের সাথে যোগদান করল (প্রেরিত২:৪১)। যিরুশালেমের মন্ডলী দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল "…যখন প্রভু দিনের পর দিন নতুন পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকদের মন্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করলেন" (প্রেরিত২:৪৭)। যখন পিতর এবং যোহন "যীশুর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার ঘটনা ঘোষনা করেছিল," "অনেকেই সেই বাক্য শুনে বিশ্বাস করল, এবং সেই স্থনে পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় *পাঁচ হাজার*" (প্রেরিত৪: ২, ৪)। কিছু সময় পরে লূক পুনরায় স্মরণ করালেন যে উত্তর উত্তর আরো লোক প্রভুকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, এবং *অগণিত* পুরুষ এবং স্ত্রীলোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে সংযুক্ত হতে লাগল (প্রেরিত৫:১৪)। ইহার পরে, "ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল" (প্রেরিত৬:৭)।

যিরুশালেমের বাইরেও সুসমাচার প্রচার শুরু হয়ে যায় – শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকেঃ "তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মন্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়েও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহু সংখ্যক হইয়া উঠিল" (প্রেরিত৯:৩১)। স্টিফেনের উপরে অত্যাচারের কারণে যখন তারা আন্তিয়খিয়াতে উপস্থিত হয় সেখানে তারা গ্রীকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, "আর প্রভুর হস্ত তাঁহাদের সহবর্তী ছিল, এবং বহু সংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল" (প্রেরিত১১:২১)। এবং যিহূদিয়াতে, "ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইতেও ব্যাপ্ত হইতে থাকিল" (প্রেরিত ১২:২৪)।

যখন পবিত্র আত্মা এবং আন্তিয়খিয়ার মন্ডলী পৌল এবং বার্নাবাসকে "সেবাকাজ" করার জন্য পৃথক করলেন, তারা আন্তিয়খিয়াতে পিসিদীয়তে প্রচার করলেন, এবং পরজাতীয়রা আনন্দের সঙ্গে সেই বাক্য শ্রবন করলেন এবং বিশ্বাস করলেন, "প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্বত্র ব্যাপিয়া গেল" (প্রেরিত১৩:৪৯)। পরে পৌল দ্বিতীয়বার সীলাসের সঙ্গে, দর্বীতে এবং লুস্ত্রায় মণ্ডলী গুলিতে পরিদর্শন করতে গেলেন, "এইরূপে মণ্ডলী সমূহ বিশ্বাসে দৃঢ়ীকৃত হইতে লাগিল, এবং দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকল" (প্রেরিত ১৬:৫)। ইফিষীয়তে পৌলের সেবাকাজের সময়ে, তিনি প্রত্যহ সমাজগৃহে প্রবেশ করে সাহসপূর্বক প্রচার করতে থাকলেন, "তাহাতে এশিয়া-নিবাসী যিহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল" (প্রেরিত ১৯:১০)। যখন ইফিষীয়তে ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেতে থাকল, "এইরূপে সদাপ্রভুর বাক্য সপরাক্রমে

[65]সমস্ত বাইবেলের অংশ উইলিইয়াম কেরী সংস্করন থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল" (প্রেরিত ১৯:২০)। পরিশেষে, পৌলের যিরূশালেমে ফিরে আসার পরে, সেখানকার প্রাচীনেরা পৌলকে বললেন, "ভ্রাতা, তুমি দেখিতেছ, যিহুদীদের মধ্যে কত সহস্র লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, আর তাহারা সকলে ব্যবস্থার পক্ষে উদ্‌যোগী" (প্রেরিত২১:২০)।

সেই মিশনারী যাত্রার শেষের দিকে, যিরুশালেমে বিশ্বাসবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় ১২০ জন বিশ্বাসে একত্রিত হয় (প্রেরিত১:১৫) এবং কয়েক হাজার লোক ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসীরা মন্ডলীতে একত্রিত হতেন এবং সংখ্যায় ও বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন (প্রেরিত১৬:৫) এবং তারা নিজেরা পৌলের মণ্ডলী স্থাপনের কার্য্যে মিশনারী হিসাবে যোগ দেবার জন্য উদ্‌যোগী হলেন (প্রেরিত ১৩:১-৩; ১৬:১-৩; ২০:৪)। এই সমস্ত কিছু ঘটেছিল প্রায় ২৫ বছরের মধ্যে।[66]

ইহা হল একটি *আন্দোলন*। প্রেরিতদের পুস্তকে সুসমাচারে আন্দোলনের প্রারম্ভিক বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে, এবং লিখিত আছে শিষ্যেরা এবং মন্ডলী ইহা থেকে কিভাবে কার্যকরী হয়েছে। আমরা এই আন্দোলন সম্পর্ককে কি বলতে পারি? এবং ইহা আজকে আমাদের জন্য কি অর্থ প্রকাশ করে?
প্রথমত, ইহা আরম্ভ করা হয়েছিল (প্রেরিত ২:১-৪), সম্মুখে চালনা করা হয়েছিল (প্রেরিত ২:৪৭; ৪:৮; ২৯-৩১; ৭:৫৫), ইহার বৈধতা ছিল (প্রেরিত ৫:৩২; ৮:১৪-১৬; ১০: ৪৪-৪৬), নির্দেশিত হয়েছিল (প্রেরিত ৮:২৯; ১৩:২; ১৫:২৮; ১৬: ৬-৭; ২০:২২), এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল (প্রেরিত ৯:৩১; ১৩:৫২; ২০:২৮) ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা। পৌল নিজের তিনটি মিশনারী যাত্রায় ঈশ্বরের কার্যকারিতার বিষয়ে লেখার সময়ে বলেছেন "পরজাতীয়দের বিশ্বাসে আনয়ন করার জন্য প্রভু আমার দ্বারা যা কিছু সম্ভব করেছেন তাহা ব্যাতীরেকে আর কোন কিছুই বলার মতন নেই... *সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার পরাক্রমের দ্বারা* (রোমীয় ১৫:১৯)"।

দ্বিতীয়, ইহার পথ ছিল যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা এবং পাপী মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কে স্থাপন করা (প্রেরিত ২:১৪-৩৬; ৩:১১-২৬; ৪:৫-১২; ৭:১-৫৩; ৮:৫-৮; ২৬-৩৯; ১০:৩৪-৪৩; ১৩:৫; ১৩:১৬-৪২; ১৪:১; ১৪:৬-৭; ১৬:১৩, ৩২; ১৭:২-৩, ১০-১১, ১৭; ১৮:৪; ১৯:৮-১০)। সুসমাচারকে একটি সহজাত শক্তির দ্বারা বহন করা হইয়েছে যা মানুষের জীবনে পরিত্রণ নিয়ে আসে (রোমীয় ১:১৬), ইহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আশ্চর্যভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে (প্রেরিত ১৯:২০) এবং নতুন নতুন অঞ্চলে এই আন্দোলনকে পরিচালিত করে।

তৃতীয়, ইহা নতুন নতুন স্থানে নতুন মণ্ডলীর জন্ম দেয় (প্রেরিত ১৪:২১, ২২; ১৬:১, ৪০; ১৭:৪, ১২, ৩৪; ১৮:৮-১১; ২০:১, ১৭) একটি গুরুত্বপূর্ন ভৌগলিক আঞ্চলিক সীমার মধ্যে, যারা বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের কাজে যোগ দিয়েছিলেন কারণ তারা ঈশ্বরের "বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য ছিলেন" (রোমীয় ১৫:১৯)।

প্রেরিত পুস্তকের এই চিত্রের উপরে ভিত্তি করে, আমরা আন্দোলন শব্দটির একটি বাইবেল ভিত্তিক সংজ্ঞা দিইঃ পবিত্র আত্মার শক্তিতে একটি প্রাণবন্ত প্রগতি পূর্ণ একটি সুসমাচার যা স্থানীয় লোকদের দ্বারা চিহ্নিত এবং নতুন বিশ্বাসী দের জন্য সুপ্রত্যক্ষ, যা বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে, শিষ্যদের, মন্ডলী এবং নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

---

[66]এখ্‌হার্ডস্ক্যানাবেল, *আর্লি খ্রীষ্টিয়ান মিশন,* ২য় ভাগ (ডাউনার্স গ্রোভ, আই এলঃ আই ভি পি অ্যাকাডেমিক), ২:১৪৭৬-৭৮।

আমরা যে চিত্র খুঁজে পেয়েছি তাহা একটি প্রশ্নের উদয় করেঃ "ইহা এখন, এখানে কেন সম্ভব নয়"? এমন কি কোন বাইবেল-ভিত্তিক কারণ আছে যা প্রমান করে যে এই আন্দোলনের উপাদান গুলি বর্তমান সময়ে আর কার্যকারী হবেনা অথবা প্রেরিতদের সময়ের আন্দলোনের ন্যায় আর কোন আন্দোলন আজকের দিনে শুরু হতে পারেনা? আমাদের কাছে একই আত্মা এবং একই বাক্য আছে। আমাদের কাছে প্রেরিতদের সময়ের আন্দোলনের প্রমাণ আছে এবং আমরা এই প্রতিজ্ঞাকে দাবি করতে পারিঃ "কারণ পূর্বকালে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই" (রোমীয় ১৫:৪)।

প্রেরিতদের পুস্তকে উল্লিখিত সেই আন্দোলন কে আজকের দিনে বাস্তবায়িত করার সাহস কি আমাদের আছে? যেখানে আমরা ইতিমধ্যেই সমগ্র পৃথিবীতে কয়েকশত আন্দোলন দেখতে পাই।

জে. স্নোডগ্রাস (Snodgrass@pobox.com) বিগত ১২ বছর ধরে একজন মণ্ডলী স্থাপনকারী এবং মন্ডলী স্থাপনের প্রশিক্ষক হিসাবে দক্ষিণ এশিয়াতে সেবা করেছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে মণ্ডলী স্থাপনের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং প্রশিক্ষন দিয়েছেন।তিনি ঈশ্বর তত্ত্বের উপরে ডক্টর উপাধি অর্জন করেছেন।

আন্দোলন এবং সুসমাচার বিস্তৃত হবার কাহিনীগুলি

স্টিভ অ্যাডিসন[67] [68] দ্বারা লিখিত

প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকের শূরুতেই লূক, যীশু কি প্রচার করতেন এবং শিক্ষা দিতেন সেই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, এরপরে তিনি লিখেছেন কিভাবে যীশুর শিষ্যরা পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিপূর্ণ হয়েছিলেন।

প্রারম্ভিক মন্ডলীর বিষয়ে লূকের লিখিত কাহিনীতে গতিপূর্ণ সুসমাচারের বাক্যের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যা বৃদ্ধি পায়, বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং যার ফলে নতুন শিষ্যদের সংখ্যা এবং নতুন মন্ডলীর সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আমরা প্রেরিত পুস্তকের অন্তিমে পৌঁছাই কিন্তু সুসমাচার প্রচারের কাহিনী সমাপ্ত হয়নি। পৌলকে বিচারাধীন অবস্থায় গৃহবন্দী করা হয়; একইসময়ে ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য বাক্য সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। লূকের ধারনা স্পষ্ট ছিলঃ এই কাহিনী অনবরত চলতে থাকে সেই সমস্ত পাঠকদের মাধ্যমে যাদের কাছে বাক্য, পবিত্র আত্মা এবং নতুন শিষ্য ও নতুন মন্ডলী স্থাপনের নির্দেশ ছিল।

মন্ডলী স্থাপনের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এই একই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়ঃ ঈশ্বরের বাক্য সাধারন মানুষদের মাধ্যমে বিস্তৃত হতে থাকে, শিষ্য এবং মন্ডলীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের যখন পতন হচ্ছিল, ঈশ্বর প্যাট্রিক নামে একজন যুবককে আহ্বান করছিলেন। তিনি রোমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাস করতেন কিন্তু তাকে অপহরণ করে আয়ারল্যান্ডের দস্যুদের কাছে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে দেওয়া হয়। নিঃসঙ্গ ও বেপরোয়া হয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে শুরু করেন যে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করেন। তিনি পরবর্তীকালে কেলট মিশনারী আন্দোলন আরম্ভ করেন যার কারণে সুসমাচার প্রচার শুরু হয় এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আয়ারল্যান্ডে ৭০০টি এবং ইউরোপে বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপিত হতে থাকে।

সংস্কার আন্দোলনের ২০০ বছর পরেও, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে কোন পরিকল্পনা বা কৌশল ছিল না। যতক্ষন না ঈশ্বর একজন একজন দয়ালু অস্ট্রীবাসীকে ব্যবহার করেন যে একদল গুরুত্বহীন ধর্মীয় শরনার্থীদের জীবন পরিবর্তন করেন। ১৭৭২ সালে কাউন্ট নিকোলাস জিন্‌জেনডর্ফ ধর্মের নামে নির্যাতিত ব্যক্তিদের জন্য নিজের সম্পত্তি/বাসস্থান খুলে দেন। তার খ্রীষ্টের ন্যায় নেতৃত্বের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে, সেই মানুষগুলির দ্বারা প্রথম প্রোটেস্টান্ট মিশনারী আন্দোলন শুরু হয়, যাদের বলা হত মোরাবীয়।

লিওনার্দ দোবার এবং ডেভিড নিচম্যান-কে প্রথম মোরাবীয়দের মধ্যে মিশনারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তারাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রথম খ্রীষ্টিয়ান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যান্য কোন খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদের আগমনের পুর্বে, পরবর্তী প্রায় ৫০ বছর ধরে মোরাবীয়রা এককভাবে কাজ করতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তারা প্রায় ১৩০০০ লোককে বাপ্তিষ্ম দেয় এবং সেন্ট থোমাস ও সেন্ট ক্রোইক্স দ্বীপে, জামাইকা, অ্যান্টিগুয়া, বার্বাডোস এবং সেন্ট কিট্‌স অঞ্চলে বহু সংখ্যক মন্ডলী স্থাপন করেন।

পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে মোরাবীয় মিশনারীরা সুমেরু প্রদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকার স্থানীয় আমেরিকাবাসীদের মধ্যে, সুরিনামে, সিংহলে, চীনে, ভারতে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী ১৫০

---

[67] ২০১৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত মিশন ফ্রন্টীয়ারস্-এর একটি প্রবন্ধ থেকে ইহা সম্পাদিত করা হয়েছে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২৯-৩৩।

[68] *পায়োনিয়ারিং মুভমেন্টসঃ লিডারশিপ দ্যাট মাল্টিপ্লাইস ডিসাইপেল্‌স অ্যান্ড চার্চেস-এর* লেখক স্টিভ অ্যাডিসন।

বছরের মধ্যে, প্রায় ২০০০ মোরাবীয়রা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বিভিন্ন দেশে সেবা করতে শুরু করে। তারা প্রত্যন্ত গ্রামে, বঞ্চিত স্থানে, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই সময়ে নতুন ভাবে খ্রীষ্টধর্ম পরিব্যপ্ত হতে থাকেঃ একটি সম্পূর্ণ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় – পরিবার এবং অবিবাহিত লোকেরাও – সমস্ত জগতে সুসমাচার প্রচারের কাজে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হয়।

১৭৭৬ সালে যখন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, অধিকাংশ ইংরেজ মেথোডিষ্ট ঈশ্বরের দাসেরা নিজেদের গৃহেতে ফিরে আসে। তারা সেখানে ছেড়ে আসে ৬০০ নতুন বিশ্বাসী এবং যুবক ইংরেজ মিশনারী যার নাম ফ্রান্সিস অ্যাসবারি, যিনি জন ওয়েসলি-র একজন শিক্ষক ছিলেন।

অ্যাসবারি বারো বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই কামারের কাজ শেখার জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি ওয়েসলি-র উদাহরণ, পদ্ধতি এবং শিক্ষা দ্বারা এমনভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন যা তাকে নতুন একটি স্থানে মিশনারী কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং তিনি নিজের নীতিগুলি নিয়ে স্থির ছিলেন।

মেথোডিজম ছিল একটি আন্দোলন। তারা বিশ্বাস করত যে সুসমাচার হল একটি প্রাণবন্ত শক্তি যা সমস্ত জগতকে পরিত্রান প্রদান করতে পারে। তারা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর শক্তিপূর্ণভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিষ্যের জীবনে উপস্থিত আছেন, কেবলমাত্র যাজকদের মধ্যে নয়, কিন্তু সমস্ত আফ্রিকা-আমেরিকার স্ত্রী- পুরুষ, সকলের মধ্যে। তারা ইহাও বিশ্বাস করত যে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা এবং সমস্ত জাতির মধ্যে মন্ডলী স্থাপন করা তাদের সর্বপ্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।

জন ওয়েসলি এবং ইংরেজ মেথোডিষ্ট অগ্রণী কাজের ফলে আমেরিকার মেথোডিষ্টদের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছিল। আমেরিকার সমাজের প্রথাগত অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্ত হয়ে, অ্যাসবারি মেথোডিষ্ট আন্দোলনকে নিজেদের গৃহেতে আরো বিস্তৃতভাবে আবিষ্কার করে, যেখানে তারা সমস্ত জগতের সুযোগ এবং স্বাধীনতা ভোগ করে।

যখন যুবক পরিব্রাজক প্রচারকদের মাধ্যমে এই আন্দোলন বিস্তৃত হতে শুরু করে, মেথোডিসম্ সংযোজনশীল ভাবে একটি সুষ্ঠ পরিকাঠামো পূর্ণ সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেথোডিসম্ বিভিন্ন আলোচনা সভা, প্রীতিভোজ, ত্রৈমাসিক সভা এবং বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে। ১৮১১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছরে প্রায় ৪০০-৫০০ টি শিবিরের আয়োজন করা হত, যেখানে প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশী মানুষ যোগ দিত।

যখন অ্যাসবারি ১৮১৬ সালে মারা যখন তখন মেথোডিষ্টদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০,০০০। ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ যোগ দেয়, যাদের পরিচালনা করতেন ৪০০০ ভ্রমনকারী প্রচারক এবং ৮০০০ স্থানীয় প্রচারক। এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক বিস্তৃত সংস্থা ছিল আমিরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার।

এইরূপ পরিণামের পরে মেথোডিসম্ নিজেদের উৎসাহ পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের অতীত অর্জিত কর্মের ফল উপভোগ করতে শুরু করে। উইলিয়াম সেইমোর ছিলেন একজন পবিত্রতার প্রচারক যিনি মরিয়া হয়ে ঈশ্বরের শক্তিকে উপলব্ধি করার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন ক্রীতদাসের পুত্র, একজন দ্বার-রক্ষক এবং তার একটি চোখ অন্ধ ছিল। ঈশ্বর এই প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ একজন মানুষকে নির্বাচন করেন, একটি আন্দোলনকে আরম্ভ করার জন্য, যা ১৯০৬ সালে আজুয়া স্ট্রীটের একটি অব্যবহারিত ভবনে শুরু হয়।

সেইখানে সারা দিন এবং রাত ধরে অত্যন্ত আবেগপ্রবন আলোচনা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সভাগুলির কোন কেন্দ্রীয় সংযোজন ছিলনা , সেইমোর খুব কম সময়ে সেখানে প্রচার করতেন। তিনি লোকদের শিখিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদের পবিত্র করার জন্য, পবিত্র আত্মার পূর্ণতা লাভ করার জন্য এবং স্বর্গীয় সুস্থতা লাভ করার জন্য ঈশ্বরের কাজে ক্রন্দন করতে শেখে।

মিশনারীরা খুব দ্রুত আজুয়া স্ট্রীট থেকে শুরু করে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তারা এশিয়া, দক্ষিন আমেরিকা, মধ্য পূর্বে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে পেন্টিকস্টাল চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেয়।

তারা দরিদ্র, অপ্রশিক্ষিত এবং অপ্রস্তুত ছিল। অনেকেই মিশন ক্ষেত্রে মৃত্যু বরন করে। তাদের বলিদান পুরষ্কৃত হয়েছিল; পেন্টিকস্ট-এর ধারনা/আধ্যাত্মিক শক্তির আন্দোলনগুলি সমস্ত জগতে সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং সর্বত্র খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বর্তমান বৃদ্ধির হার অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে পেন্টিকস্ট-এর চিন্তাধারা প্রায় এক লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, যাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বাসিন্দা। এই আন্দোলন সবথেকে দ্রুত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া আন্দোলন – যা ভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অথবা রাজনৈতিক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যা পূর্বে কখনও হয়নি।

যীশু একটি মিশনারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন যেখানে তাঁর নির্দেশ ছিল সমস্ত জগতে সুসমাচার নিয়ে পৌঁছানো এবং সর্বত্র শিষ্য এবং মন্ডলীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা। ইতিহাসে প্রেরিতদের পুস্তকে বর্ণিত আন্দোলনের ন্যায় এই আন্দোলনগুলিও পরিপূর্ণ হচ্ছে; সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম আমি উল্লেখ করেছি। যীশুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান উপাদান অপরিহার্যঃ তাঁর প্রাণবন্ত বাক্য, পবিত্র আত্মার শক্তি এবং এমন শিষ্য প্রস্তুত করা যারা যীশুর আজ্ঞা পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

সাক্ষী হিসাবে সাধারণ লোক শিষ্য তৈরি করছে

সোডানকে জনসন[69], ভিক্টর জন, আইলা টাসে এবং ভারতে এক বৃহৎ উদ্যোগের নেতা দ্বারা লিখিত

সি পি এম-এর ওপর লেখা তাঁর আগতপ্রায় একটি পুস্তকের পান্ডুলিপিতে, সোডানকে জনসন সিয়েরা লিয়নে একটি উদ্যোগের কথা বলেছেনঃ

> আমি বলতে চাই ঈশ্বর কিভাবে অসংখ্য সাধারন মানুষকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন। উদাহরণস্বরুপ, আমাদের অনেক অন্ধ মন্ডলী-স্থাপনকারী আছেন। আমরা তাদের শিষ্য তৈরি করি এবং শিক্ষা দিই। আমরা তাদের কিছুজনকে অন্ধদের স্কুলে পাঠাই ব্রেইল শেখার জন্য, যেন তাঁরা বাইবেল পড়তে পারেন। যদিও তারা পুরোপুরি অন্ধ, সেই সমস্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা অনেকগুলি মন্ডলী স্থাপন করেছেন এবং অনেক লোককে শিষ্য তৈরি করেছেন। এমনকি ঈশ্বর তাঁদের ব্যবহার করেছেন, যে লোকেরা অন্ধ নন, তাদেরও শিষ্য তৈরি করতে। তাঁরা ডিসকভারি গোষ্ঠী পরিচালনা করেন, যাদের মধ্যে কিছু সদস্যরা স্বাভাবিক দৃষ্টিপ্রাপ্ত।
>
> আমরা আরো দেখেছি, যারা কখনও স্কুলে যান নি, সেই অশিক্ষিত লোকদের ঈশ্বর ব্যবহার করেন। যদি আপনি লেখেন "ক" অক্ষরটি, তারা অনেকে এটাও জানেন না যে এটি একটি অক্ষর "ক"। কিন্তু বছরের পর বছর, শিষ্যত্বের প্রক্রিয়ার জন্য, তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের অংশ উল্লেখ করতে পারেন। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারেন, এবং শিক্ষিত লোকদের ও শিষ্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, এবং শিক্ষিত লোকদেরও শিষ্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, যদিও তাঁরা নিজেরা কখনও স্কুলে যাননি।
>
> উদাহরণস্বরুপ, আমার মা অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি যে লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাঁরা এখন উচ্চ শিক্ষিত পালক এবন মণ্ডলী-স্থাপক। আমি যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের জানি তাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি মুসলিম স্ত্রীলোকদের প্রভুতে এনেছেন। তিনি কখনো স্কুলে যাননি, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ধর্মশাস্ত্রের অংশ বলতে পারবেন। তিনি বলতে পারেন, "খুলুন যোহন ৪:৭-৮ পদ" এবং যতক্ষণ আপনি সেই অংশটি খুঁজে বার করতে পারবেন, তার আগেই তিনি ধর্মশাস্ত্রের সেই অংশের ব্যাখ্যা শুরু করে দেবেন।

ঈশ্বরের "সাধারণ লোকদের" ব্যবহার করার সাক্ষ্য, নেতাদের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য অংশে। ভিক্টর জন, তাঁর "*ভোজপুরী ব্রেকথ্রুস্*"[70] বইটিতে লিখেছেনঃ

> ভোজপুরীদের মধ্যে, ঈশ্বর এখন গমনাগমন করছেন প্রত্যেকটি জাতের মধ্যে, এমনকি নিচু জাতের লোকেরা উঁচু জাতের লোকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। বিভিন্ন জাতের থেকে আসা বিশ্বাসীরা হয়ত, একে অন্যের সাথে সামাজিক ভাবে খুব একটা মিশতে পারে না, কিন্তু তাঁদের উপাসনা সভাগুলি একসাথে হয় এবং তারা একত্রে প্রার্থনা করেন। আমাদের মধ্যে একজন নিচু জাতের ভদ্রমহিলা আছেন, যিনি গ্রামের নিচু জাতের সম্প্রদায়ের উপাসনা পরিচালনা করেন, তারপর গিয়ে গ্রামের উঁচুজাতের সম্প্রদায়ের উপাসনাও পরিচালনা করেন। যদিও তিনি নিচু জাত থেকে এসেছেন এবং একজন মহিলা (যা তাকে করেছে যেকোন গ্রামের একজন অসাধারণ নেতা), উঁচু জাত এবং নিচু জাত উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর তাঁকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতে আরেকটি বৃহৎ উদ্যোগের নেতা একস্থানে মিলিত হচ্ছেনঃ

---

[69] সোডানকে জনসন, সিয়েরা লিয়নে নিউ হারভেস্ট মিনিস্ট্রীস (এন এইচ এম)-এর একজন নেতা। ঈশ্বরের করুণায় এবং ডিসাইপল মেকিং মুভমেন্টস-এর প্রতি দায়বদ্ধতা হেতু, এন এইচ এম শত শত সাদামাটা মন্ডলীগুলি স্থাপিত হতে দেখেছে, ৭০ টিরও বেশী স্কুল চালু হয়েছে, এবং অনেক প্রবেশ দ্বারের পরিচর্য্যার কাজগুলি সিয়েরা লিয়নে আরম্ভ হয়েছে বিগত ১৫ বছরে। এর মধ্যে অন্তর্গত মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৫টি মন্ডলী। তাঁরা এছাড়াও দীর্ঘ-মেয়াদি কর্মীদের পাঠিয়েছেন আফ্রিকার ১৪টি দেশে, সহেল ও মাঘরেব-এর আটটি দেশ সহ। সোডানকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, প্রার্থনা ও শিষ্য তৈরীর উদ্যোগগুলির অনুঘটন করেছেন আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ এবন আমেরিকাতে। তিনি সিয়েরা লিয়নের ইভানজেলিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট এবন নিউ জেনারেশনের আফ্রিকান ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি নিউ জেনারেশনের প্রেয়ার অ্যান্ড পাইওনিয়ার মিনিস্ট্রীস-এর ডাইরেক্টর।

[70] প্রকাশিত হয়েছে WIG Take Resources, Monument, CO, 2019 – এর দ্বারা।

যদি আপনাকে বলা হয় যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মনরাই ব্রাহ্মনদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন, তাহলে আপনাকে ভুল পথে চালনা করা হচ্ছে। যদি আপনাকে বলা হয় যে শিক্ষিতরাই শিক্ষিতদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন, আপনাকে ভুল পথে চালনা করা হচ্ছে। ঈশ্বর এদের থেকে নগণ্যদের ব্যবহার করেন।

পূর্ব আফ্রিকার উদ্যোগগুলি থেকে, আইলা টাসে ঈশ্বরের কর্মে রত থাকার এই গল্পগুলি[71] ভাগ করে নিয়েছেনঃ

একজন মদ্যপ শিষ্যে পরিণত হয়েছেন

জারসো একটি গোষ্ঠীর নেতা, যা ৬৩টি মন্ডলী স্থাপন করেছিল ২ বছরের মধ্যে, পূর্ব আফ্রিকার অতি অল্প শাস্ত্রবাক্য প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। চার মাস আগে জারসো সেই গোষ্ঠীর নতুন খ্রীষ্টানুসারীদের বাপ্তিষ্ম দিচ্ছিলেন। জিল্লো, যিনি খ্রীষ্টানুসারী ছিলেন না, দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন, যখন জারসো বাপ্তিষ্ম দেবার কাজ পরিচালনা করছিলেন।

এক হাতে বিয়ার নিয়ে, জিল্লো কার্য্যকলাপগুলি লক্ষ্য করলেন এবং বাপ্তিষ্মের প্রারম্ভিক ক্রিয়াগুলি নিয়ে মজা করতে লাগলেন। বাপ্তিষ্মের কাজ শুরু করবার আগে জারসো যীশুর বাপ্তিষ্মের গল্পটি পড়লেন এবং সেই বিষয়ে বলতে লাগলেন। এখন প্রচারের জায়গা থেকে শ্রবনযোগ্য দূরত্বে, জিল্লো যা শুনেছিলেন, সেই বাক্যের মধ্যে ডুবে গেলেন। গল্পের শেষে তিনি বুঝলেন, তাঁর যীশুকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেই মুহুর্ত্তে তিনি ঠিক করলেন মদ খাওয়া বন্ধ করবেন, এবং অর্ধেক খাওয়া বিয়ারের বোতলটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তিনি সন্ধ্যাবেলায় তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তাকে শান্ত এবং খালি হাতে দেখে, কারণ সাধারণত তিনি কয়েকটি বোতল সঙ্গে করে আনতেন মদ্যপান করার জন্য। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটি বিয়ারের বোতল দিতে চাইলেন, যা তিনি দিনের বেলায় কিনে নিয়ে গেছিলেন তাঁর জন্য। জিল্লো তাকে চমকে দিয়ে বললেন তিনি যেন দোকানে বোতলটি ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা ফেরৎ নিয়ে আসেন।

জিল্লো পড়তে বা লিখতে জানতেন না, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে বললেন বাড়ীতে রাখা বাইবেল নিয়ে আসতে এবং তাঁর জন্য যীশুর গল্পটি পড়তে, যা জারসো বাপ্তিষ্মের অনুষ্ঠানের সময়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী বাইবেলটি সাথে করে এলেন এবং যখন তিনি গল্পটি পড়া শেষ করলেন, জিল্লো তাঁকে বললেন যা তিনি জারসোর কাছে শুনেছিলেন।

সেই সন্ধ্যাবেলায় জিল্লো এবং তাঁর স্ত্রী যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরের দিন জিল্লো জারসোর সাথে যোগাযোগ করলেন, যিনি তাঁকে দেখালেন কিভাবে পারিবারিক ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি করতে হয়। পরের দিন থেকে, জিল্লো এবং তাঁর স্ত্রী, তাঁদের সন্তানদের নিয়ে একসাথে প্রত্যেক সন্ধ্যায় ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি করা শুরু করে দিলেন। দুই সপ্তাহ পরে, জিল্লো, তাঁর স্ত্রী এবং কিছু প্রতিবেশী, যারা তাঁদের ডিসকভারি বাইবেল গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন, বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করলেন। জিল্লো এবং তাঁর স্ত্রী এই যাত্রা এগিয়ে নিয়ে চললেন আরো আটটি ডিসকভারি গোষ্ঠী চালু করার মাধ্যমে। জিল্লো তাঁর সাক্ষ্য শেষ করলেন এই বলে যে যদি বর্তমান ধারা চলতে থাকে, সমগ্র জেলার সুসমাচারের মাধ্যমে রূপান্তর সম্ভব হবে।

একজন নতুন নিয়মের রাহাব

আমাদের মন্ডলীস্থাপক, ওয়ারিও, ২ বছর আগে রাহাব নামে এক যুবতীর সাথে দেখা করেছিলেন। এই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, এবং ওয়ারিও যখন প্রথম তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন, বাইবেলে তাঁর সমনামের এক যৌন কর্মী ছিলেন।

ওয়ারিও তাঁকে বলতে লাগলেন বাইবেল থেকে রাহাব-এর গল্প এবং তার বিষয়ে ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে যেমন বলা আছে সেটাও। তিনি তাঁকে বললেন রাহবের জীবন কিভাবে একজন যৌনকর্মীর জীবন থেকে বিশ্বাসী মহিলার জীবনে পরিণত হয়েছিল এবং কিভাবে তিনি প্রবেশ করেছিলেন যীশুর বংশ বৃত্তান্তের ধারায়।

রাহাব কোনদিন নিজের জন্য বাইবেল পড়েন নি। কিন্তু তিনি জানতেন যে বাইবেল একটি মহিলার বিষয়ে লেখা আছে যাকে রাহাব নামে ডাকা হত এবং তিনি একজন যৌনকর্মী ছিলেন। যারা তার নাম জানত এমন অনেক লোকের কাছে তিনি জেনেছিলেন।

---

[71] মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর নভেম্বর – ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় ডাঃ আইলা টাসে দ্বারা লিখিত – "ডিসাইপল মেকিং মুভমেন্টস ইন ইস্ট-আফ্রিকা" থেকে উদ্ধৃত।

কিন্তু যখন তিনি ওয়ারিওর কাছ থেকে রাহাবের সম্বন্ধে পুরো গল্পটা শুনলেন, তিনি প্রভাবিত হলেন এবং ওয়ারিওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বাইবেলের রাহাবের মত হতে পারেন কি না। ওয়ারিও বললেন "হ্যাঁ" এবং তার জন্য প্রার্থনা উৎসর্গ করলেন। সেই প্রক্রিয়ার পরিণামে তিনি অপদেবতার দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। তারপর তাঁর জীবন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হল।

তিনি পরিণত হলেন একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ খ্রীষ্টানুসারী এবং একজন শিষ্য প্রস্তুতকারিণী। তিনি একজন খ্রীষ্টানুসারীকে বিয়ে করলেন এবং সেই দম্পতি পরিণত হলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিষ্য প্রস্তুতকারকে। গত বছর ধরে তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ে ৬টি নতুন মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারতে একটি বৃহৎ উদ্যোগের নেতা, সাধারণ লোকের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজের এই সাক্ষ্যগুলি ব্যক্ত করেছেন।[72]

আমাদের দেশের একটি এলাকার প্রধান নেতা, আবীর, ধারাবাহিকভাবে লিখে পাঠাচ্ছেন যে ডিসকভারি স্টাডির পথ একটি দূর্দান্ত অস্ত্র লোকেদের বিশ্বাস তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার জন্য। এটি বিশেষত সত্য, অশিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে, কারণ প্রত্যেক লোক স্পিকারে সহজেই গল্প শুনতে পারেন এবং প্রশ্নগুলির আলোচনা করতে পারেন।

আবীরের[73] অনেক প্রজন্মের শিষ্যেরা আছেন, যারা পুনরুৎপাদন করেছেন তাঁর পরিচর্য্যা কাজ থেকে। পঞ্চম প্রজন্মের নেতাদের একজন, কানা, ১৯ বছর বয়সের। সে ইতিমধ্যেই ডিসকভারি গোষ্ঠীগুলি চালু করে দিয়েছে তিনটি গ্রামে। একদিন সেই যুবকটি জি. গ্রামে গিয়েছিল এবং দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল যে সেখানকার একটি পরিবার বলেছিল তারা যীশুর অনুসরণকারী হয়েছে! কানা সেই পরিবারের সাতজন সদস্যের সাথে দেখা করেছিলেন, ৪৭ বছর বয়সী মা, রাজি সহ। কথাবার্তার সময় রাজি বলেছিলেন "হ্যাঁ", আমরা যীশুর বিষয় জানি, কিন্তু আমাদের কোন ধারনা নেই, আমরা কিভাবে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাব, কেননা পালকেরা এখানে আসেন না।

এই পরিবারের জন্য কানা খুব করুণাবিষ্ট হল; তার সাক্ষ্যও সেরকম ছিল। যখন সে প্রথমে খ্রীষ্টে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, তাঁর নতুন বিশ্বাসকে পথ দেখানোর শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেখানে কোন পালক ছিল না। পালকেরা তাঁদের গ্রামে মাঝে মধ্যে আসতেন, যেমন কেউ এই পরিবারে এসেছিলেন, কিন্তু পালকেরা শুধুমাত্র আসতেন অল্পক্ষণ উপদেশ দেওয়ার জন্য দান সংগ্রহের জন্য এবং তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য। তাঁরা নিজেদের কখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতেন না নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য বা যেকোন ধরনের শিষ্য তৈরি করবার জন্য। তাঁদের শুধুমাত্র প্রচার করতে শেখানো হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে, যেটা তারা করেছিল।

রাজির কাজ থেকে শোনার পর, কানা তাকে বললেন, "আন্টি, আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, আমার গল্পটা আপনারই মত। কিন্তু একদিন, দীর্ঘদিন ধরে আমার বিশ্বাসে একাকী থাকার পর, একটি দলের সাথে আমি দেখা করলাম, তারা আমাকে বলল যে আমি যখন খ্রীষ্টে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলাম, সে সময়েই আমাকে পুরো গল্পটা বললে ভালো হত। আমরা শুধুমাত্র যীশুকে অনুসরণ করব না এবং তাঁর শিষ্য হব না, কিন্তু আমাদের আদেশও দেওয়া হয়েছে জাতিগণের কাছে যেতে এবং তাদের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে"।

রাজি বললেন, আমাদের একটি বাইবেল নেই এবং আমরা জানি না কিভাবে পড়তে হয়। কানা বলল, "হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। আমার গ্রামে অনেক লোক আছে যারা পড়তে পারে না, কিন্তু এই দলটি আমাকে একটি স্পীকার দিয়েছিল, যাতে বাইবেলের গল্পগুলি ছিল। আপনারা যদি এই স্পীকারটি শোনেন, আপনারা ঈশ্বরের বাক্য শুনতে ও শিখতে পারবেন, এবং যখন আপনারা স্পীকারে প্রশ্নগুলি আলোচনা করবেন, সত্যগুলি আপনাদের হৃদয় ও জীবন গভীরভাবে প্রবেশ করবে।"

রাজি বললেন তিনি এইরকম একটি স্পীকার পেতে পারেন কি? দুদিন পরে সে সেই গ্রামে ফিরে গেল এবং পরিবারটিকে একটি স্পীকার দিল। সে বলল, গল্পগুলি শোনবার পরে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্নকে নিয়ে

---

[72] মিশন ফ্রন্টীয়ার্সের মে-জুন ২০১৯ সংখ্যার "ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি অ্যাডভান্সিং গডস্ কিংডম" থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

[73] নিরাপত্তার কারণে চরিত্র চিত্রের এই অধ্যায়ে সমস্ত ব্যক্তিগত নামগুলি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

আলোচনা করা[74]। তাহলে আপনারা বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পারবেন, দূর থেকে কারো আসবার এবং আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার ওপর নির্ভর না করে।

রাজির পরিবার অপেক্ষা করছিল এক বছর ধরে, পালকের ফিরে আসবার ও তাদের শিক্ষা দেবার জন্য, কিন্তু কেউই আসেনি। তারপর এই ১৯ বছরের যুবকটি একদিন এল এবং এই অস্ত্রগুলি তাদের দিল, বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যা তাদের প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের পথগুলিতে পবিত্র আত্মা কাজ করেছেন এবং এই উদ্যোগগুলি বেড়ে উঠেছে। কানা একজন পালক নয়ম তার কোন বাইবেল প্রশিক্ষণও নেই। সে কোন বড় মন্ডলীর সদস্যও না। সে শুধুমাত্র গ্রামের একজন সাধারণ লোক। এবং যেহেতু সে নিজেই শিখবার ও বিশ্বাসে বেড়ে ওঠার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, সে অন্যের সাথে এটি ভাগ করে নিতে পেরেছিল। আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি যে অতি সাধারন লোকেরা ও কাজ করেছে, রাজকীয় পৌরহিত্যের ঈশ্বরের সেবা করে এবং অন্যদের তাঁর পরিত্রাণ এনে দেয়।

কি হত, উপদেশকে যদি আমাদের নির্দেশের পন্থা হিসাবে নির্ভর না করে, আমরা বাইবেল আলোচনার ওপর জোর দিতামঃ প্রত্যেকেই একটি ছোট গোষ্ঠীতে একটি অংশের উপরে পরস্পর আলোচনা করতাম এবন যা শিখতাম তা মেনে চলতাম। ভারতে হাজার হাজার ছোট মন্ডলীগুলি আজকের দিনে ঠিক তাই করছে। হাল আমলের একটি সাক্ষ্য রয়েছে কিভাবে এই পথ যীশুর অনুসরণকারীদের তাদের বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে।

একজন ভদ্রমহিলা, নাম দিয়া, "কে গ্রামে" বাস করে, যা শহর থেকে দূরে। সেখানকার বাসিন্দারা যাতায়াত করতে পারেন না বা প্রায়ই তাদের গ্রাম ছেড়ে আসতে পারেন না, কারণ এটি খুব দুর্গম। এই বিচ্ছিন্নতা সত্যি খুব বিব্রত করত। তারা ভাবত কিভাব তারা আরো ঈশ্বরের বিষয়ে জানবে। একদা, একজন লোককে যীশুর কথা বলতে তারা শুনল, যে তিনি মহান এবং আশ্চর্য্য কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাদের সেই বিচ্ছিন্নতায় তারা ভাবত যে তারা তাঁর বিষয়ে আদৌ আরো শুনতে পাবে কি।

একদিন অনেক শিষ্য প্রস্তুতকারী সেই সাধারণ এলাকায় মন্ডলীর একজন নেতার বাড়িতে মিলিত হয়েছিলেন। নেতাটি জিজ্ঞাসা করছিলেন "সেই সব লোকদের ব্যাপারে আমরা কি করব, যাদের সাথে আমরা যীশুর বিষয় আমরা অল্প কিছুও ভাগ করে নিতে পেরেছি, কিন্তু তাঁদের আরো জানা প্রয়োজন? আমরা সেই সব লোকদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারি, যারা এত দূরে বাস করে যে আমাদের পক্ষে সেখানে পৌছানো কঠিন? এই প্রশ্নটি, জেপি নামে শিষ্যপ্রস্তুতকারকদের একজনের হৃদয় স্পর্শ করল"।

সে ভাবল, "আমার একটা সাইকেল আছে। দূর্গম গ্রামগুলিতে যে সব লোকেরা বাস করে, আমি তাদের সাথে দেখা করতে পারি।" এভাবেই জেপি দিয়ার গ্রামে এসেছিল। সে তার এবং তার পুরো পরিবারের সাথে দেখা করেছিল এবন তারা যীশুর বিষয়ে বলেছিল। সে তাদের মথি ২৮ অধ্যায় সম্বন্ধে বলেছিল, আমরা, যারা তাঁর শিষ্য, তাঁদের আদেশ করা হয়েছে যাওয়ার জন্য এবং অন্যদের শিষ্য করবার জন্য। সে তাকে বলল, কিভাবে সেই ও তাঁর পরিবার যীশুর আদেশগুলি মানতে পারে, এবং যখন তারা যীশুর নির্দেশগুলি তাদের জীবনে

---

[74] পাঁচটি প্রশ্ন, যেমন রেকর্ড করা আছে ডি বি এস স্টোরির সেটগুলিতে, সেগুলি হলঃ

১) এই সমস্ত গল্পটিতে যা আপনারা শুনলেন, তার কোন একটি বিষয়ম যা আপনি সবথেকে পচ্ছন্দ করেন?

২) এই গল্পটি থেকে আপনি ঈশ্বরের বিষয়ে, যীশুর বিষয়ে বা পবিত্র আত্মার বিষয়ে কি শিখলেন?

৩) এই গল্পটি থেকে লোকদের ব্যাপারে এবং নিজের ব্যাপারে আপনি কি শিখলেন?

৪) এই গল্পটি আপনি কিভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন পরবর্তী কয়েকটি দিনে? সেখানে কি কোন আদেশ আছে মেনে চলবার জন্য, একটি উদাহরণ অনুসরণ করার জন্য বা একটি পাপ, এড়িয়ে চলার জন্য?

৫) সত্য গোপন করবার জন্য নয়। কেউ আপনার সাথে সত্য প্রকাশ করল, আপনি জীবনে লাভবান হলেন। সুতরাং, পরের সপ্তাহে আপনি কাছে গল্পটি ব্যক্ত করবেন?

প্রয়োগ করবে, তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। দিয়া এবং তার পুরো পরিবার এত খুশি হয়েছিল যে কোন একজন "বহিরাগত" এত পথ বেয়ে তাদের গ্রামে এসেছে দেখা করতে এবং যীশুর বিষয়ে বলতে।

জেপি তাদের একটি স্পীকার দিয়ে বললেন, ভগিনী, বাড়িতে একসঙ্গে যীশুর আরাধনা করবার একটি সহজ পথ আছে। আমিও অশিক্ষিত। আমি বুদ্ধিমান নই। আমি কখনও প্রথাগত পালকের প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হই নি। কিন্তু বাইবেলের অনেক গল্প সমৃদ্ধ এই স্পীকারটি আছে। জেপি দিয়াকে বলল, সে এবং তার পরিবার কিভাবে স্পীকারটি ব্যবহার করতে পারে, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করবার জন্য। সে তার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিল, এবং সেই গ্রামে যীশুর উপাসনা প্রথমবারের জন্য শুরু হয়ে গেল।

একদিন একটি প্রতিবেশী পরিবার দিয়াদের বাড়ীতে এল বাইবেল স্টাডিতে যোগ দেবে বলে। যা হোক, যখনই তারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে পেল, প্রতিবেশী পরিবারের ১৯ বছর বয়সী মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে দিল। প্রিয়ার মধ্যে একটি অপদেবতা ছিল, এবং প্রত্যেকেই ভয় পেয়ে গেল।

কি ঘটবে এখন? তাঁদের মধ্যে কোন পালক ছিল না। তাঁদের কি করা উচিত ছিল? কি করবে এখন অপদেবতা? কেউই জানত না। সেহেতু তারা সকলেই গল্প শুনতে লাগল। গল্পের বর্ণনা চলার সময়ে সেই মেয়েটি আর্তনাদ করতে শুরু করল এবং সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই নীরবে ঈশ্বরকে বলছিল আশ্চর্য্য কাজ করার জন্য। যখন গল্প শেষ হল, শেষ পর্য্যন্ত কেউ একজন সাহস করে বলল, "আসুন আমরা প্রার্থনা করি"। সেইমত সকলে প্রিয়ার জন্য প্রার্থনা করল এবং সে অপদেবতার হাত থেকে মুক্ত হল। এবং এটাই সব নয়। সে অনেকদিন ধরে অসুস্থও ছিল, এবং মিটিং-এর সময়, ঈশ্বর যে তাকে শুধুমাত্র অপদেবতার হাত থেকে মুক্ত করলেন তা নয়, তার অসুস্থতাও সারিয়ে দিলেন। এই দুটি আশ্চর্য্য কাজ দেখে, দুটো পরিবার সিদ্ধান্ত নিল যে তারা যীশুর অনুসরণকারী হতে চায়। প্রিয়ার পরিবার এখন নিজেদের বাড়ীতে বাইবেল স্টাডির গোষ্ঠী শুরু করে দিল।

সেই থেকে দিয়া ও প্রিয়া ১৪টী বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছে যীশুর কাহিনী অন্যকে শোনাবার জন্য। সেই ১৪টি গ্রামে ২৮টি নিয়মিত বাইবেল স্টাডি হয়। এই গোষ্ঠীগুলি এখনও আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয়নি। তারা প্রভুতে এখনও শিশু, কিন্তু মহিলাদের বিশ্বাস আছে যে অনেক শিষ্য তৈরি করা যাবে সেই স্থানগুলিতে। সেই এলাকার মূল মন্ডলীর নেতা, যিনি আয়োজন করেছিলেন একটী সভার, যাতে জেপি যোগদান করেছিলেন, নিজেই গোষ্ঠীগুলিতে পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেছিলেন খ্রীষ্টেতে পরিপক্ক হবার ব্যাপারে।

এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর আত্মার ক্ষমতা, সেখানে কাজ করেন, যেখানে কোন শিক্ষালয় বা বেতনভোগী যাজক নেই। কেবল সাদামাটা লোকেরা ঈশ্বরের কথা শুনছে এবং তা অভ্যাস করছে, "জ্ঞানী লোকের" মত, যীশু ব্যক্ত করেছেন মথি ৭ অধ্যায়ে। যীশু বলেছিলেন যে কেউ তাঁর বাক্য শোনে এবং পালন করে, সে একজন জ্ঞানী লোকদের তুল্য যে পাষাণের উপরে তার বাড়ী তৈরি করেছে, যে কিছুই তাকে নাড়াতে না পারে, বৃষ্টি না বা এমনকি বন্যাও না। কি মূল্যবান ও আশ্চর্য্যজনক, যারা পড়তেও পারে না, সেই লোকদের কাছে এই শিক্ষা পাওয়া।

আমাদের ঈশ্বর স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে তিনি সবধরনের লোকদের ব্যবহার করতে পারেন শিষ্যদের প্রস্তুত করার জন্য। তিনি মানুষের দুর্বলতার মধ্যে দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করে খুশী হন। যেমন প্রেরিত পিতর কর্ণীলিয়ের পরিজনদের বলেছিলেন, "আমি সত্যই বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না" (প্রেরিত ১০:৩৪)। ঈশ্বর সাধারন লোকদের মাধ্যমে বিস্ময়কর কাজ করে খুশী হন। যখন আমরা বিশ্বের চারপাশে এই সমস্ত "সাধারণ" সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলি পড়ি, তাঁর সাক্ষী হিসাবে আমাদের ভূমিকার ব্যাপারে পিতা আমাদের কি বলতে চান?

আন্দোলন নতুন আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে

ঈশ্বর "আমাদের যাচ্ঞা এবং কল্পনার অতীত" কাজ করেছেন, প্রারম্ভিক সময়ে "প্রেরিতদের সময়ের" আন্দোলনের মত প্রায় ৬০০ আন্দোলন আধুনিক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই আন্দোলনগুলি প্রারম্ভের সময়ে, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেদের লোকদের মধ্যে এই আন্দোলন কার্যকরী করবে। কিন্তু, আজ আমরা আশ্চর্য হই ইহা দেখে যে এই আন্দলোনের মধ্যে কিছু কিছু আন্দোলন নিজেদের জাতির বাইরে গিয়ে অন্যদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করছে। আপনি যখন এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত চারটি বর্ণনা পড়বেন, আমাদের সঙ্গে আনন্দিত হোন এবং প্রার্থনা করুন এবং দেখুন কিভাবে একটি আন্দোলন অন্য আরেকটি আন্দোলনের জন্ম দেয়।

কিভাবে ভোজপুরী মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে

ভিক্টর জন, তাঁর আসন্ন বই ভোজপুরী ব্রেকথ্রু, থেকে উদ্ধৃত,
এই বছরের শেষের দিকে উয়িগটেক রেসোর্স থেকে প্রকাশিত হবে

ভিক্টর জন (victorji@pobox.com), উত্তম ভারতের একজন বাসিন্দা, ভোজপুরী জাতির লোকেদের মধ্যে সার্বিক উন্নয়ন সাধনের আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্বে তিনি ১৫ বছর পালক রূপে ঈশ্বরের সেবা করেছেন। ১৯৯০ সালের শুরু থেকেই তিনি এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার ফলে একটি বৃহৎ এবং ক্রমবর্ধমান ভোজপুরী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আরো তথ্যের জন্য, Asian Partners International, Inc.

ঈশ্বর ভোজপুরী ভাষী লোকদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে কাজ করছেন, যেখানে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি মানুষ যীশুর শিষ্য হিসাবে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন নেতিবাচক ইতিহাস সত্ত্বেও ঈশ্বরের জ্যোতি এখানে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কেবলমাত্র এখানকার ভূমি নয়, কিন্তু এই অঞ্চল বিভিন্ন দিক থেকে উর্বর। অনেক মহান মহান ধর্মীয় নেতারা এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ এই স্থানেই আলকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি প্রথম প্রচার কার্য শুরু করেছিলেন। যোগ ব্যায়াম এবং জৈন্য ধর্মও এই অঞ্চল থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল।

এই ভোজপুরী অধ্যুষিত এলাকাটিকে সর্বদা অন্ধকারের স্থান হিসাবে বর্ণনা দেওয়া হয় – কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয়ানদের দ্বারা নয় কিন্তু অ-খ্রীষ্টীয়ানরাও এই বিষয়ে একমত ছিল। নোবেল বিজয়ী ভি. এস. নাইপল, পূর্ব উত্তর প্রদেশ যাত্র করার পর একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন যার নাম *একটি অন্ধকারের স্থান,* যেখানে সেই অঞ্চলের উদ্দীপনা এবং নৈতিক দুর্নীতিগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতীতে, এই অঞ্চল ছিল সুসমাচারের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল, কারন সুসমাচারকে বিদেশী বিষয় হিসাবে গণ্য করা হত। এই স্থানকে বলা হত "মিশনারীদের কবরস্থান"। কিন্তু যখন সুসমাচার থেকে বৈদেশিকতা অপসারিত করা হল তখন, লোকেরা সেই সুসমাচারকে গ্রহন করতে শুরু করল।

কিন্তু ঈশ্বর কেবলমাত্র ভোজপুরী ভাষী লোকদের উদ্ধার করতে আগ্রহী নন। যখন ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করতে শুরু করলেন যেন আমরা অন্যান্য ভাষা-ভাষীর লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করি, কিছু মানুষ জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে, "আপনারা কেন কেবলমাত্র ভোজপুরী লোকদের উদ্ধার করার কাজে সীমাবদ্ধ থাকছেন না? কারণ এখনও অনেক ভোজপুরী মানুষ সুসমাচার প্রাপ্ত হননি! ১৫ কোটি মানুষ কোন ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষ নয়! কেন আপনারা কেবলমাত্র এই স্থানেই সেবাকাজ করছেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বৃহৎ কাজ সম্পূর্ণ হয়?"

তাদের প্রতি আমার প্রথম উত্তর ছিল সুসমাচারের কাজের প্রাথমিক প্রকৃতি। প্রেরিতদের কাজ / সুসমাচারের প্রাথমিক কাজ হল সর্বদা সেই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করতে ব্যস্ত থাকা যেখানে সুসমাচারের বীজ বপন করা হয়নিঃ সুযোগ খোঁজা সেই সমস্ত স্থানে খ্রীষ্টের পরিচয় প্রদান করা যেখানে এখনও মানুষ খ্রীষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। ইহাই প্রধান কারণ, যে আমরা নিজেদের সেবাকাজ অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যেও বিস্তৃত করেছি।

দ্বিতীয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারিক ভাবে , এক একটি অন্যের উপরে অধিক্রমণ করে। এমন কোন সঠিক সীমারেখা নেই যে স্থানে একটি ভাষা ব্যবহার শেষ হয়েছে এবং অন্য আরেকটি শুরু হয়েছে। এছাড়াও, বিশ্বাসীরা বিভিন্ন কারনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়, যেমন বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে, চাকরির কারণে অথবা অন্যান্য কারণে। যখনই কোন কারণে একজন বিশ্বাসী অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সুসমাচারও তাদের সঙ্গে সেই স্থানে পৌছেছে।

কোন কোন বিশ্বাসী ফিরে এসে বলেছেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বর আরেকটি স্থানেও কাজ করছেন। আমরা সেই স্থানে সেবাকাজ শুরু করতে আগ্রহী।" তখন আমরা তাদেরকে বলি, "কাজ শুরু করুন, এগিয়ে যান!"

এবং তারা এক বৎসর পরে ফিরে আসেন এবং বলেন, "আমরা সেই স্থানে ১৫টি মন্ডলী স্থাপন করেছি"। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই এবং আশীর্বাদ লাভ করি, কারণ ইহা খুব সংগঠিত ভাবে ঘটে। এখানে কোন এজেন্ডা, কোন প্রস্তুতি বা কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। তারা যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করে এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি, আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি যেন নতুন বিশ্বাসীদের দ্রুত ঈশ্বরের বাক্যে দক্ষ এবং পরিপক্ক করা যায়।

তৃতীয়, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে (আমাদের পরিকল্পনার থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে) বেশকিছু প্রশিক্ষন কেন্দ্র শুরু করেছি যেখানে এই আন্দোলনের কাজকে বিস্তৃত করা হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে পার্শবর্তী অঞ্চলের লোকেরা আমাদের প্রশিক্ষন কেন্দ্রে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফিরে গিয়ে নিজের সমভাষী লোকদের মাঝে মন্ডলী স্থাপনের কাজ শুরু করেন।

আন্দোলনের কাজ বিস্তৃত করার চতুর্থ কারণঃ অনেকক্ষেত্রে লোকেরা আমাদের কাছ আসেন এবং বলেন, "আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। আপনারা কি এসে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?" আমরা তাদেরকে আমাদের সাধ্য মতন সাহায্য করি এবং অনুপ্রেরনা দিয়ে থাকি। ইহা মূল কারণ যার মাধ্যমে এই আন্দোলন ভোজপুরী অঞ্চল থেকে প্রতিবেশী স্থানগুলিতে বিস্তারিত হয়েছে।

ভোজপুরী ভাষী লোকদের মধ্যে সেবাকাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে, ইহার পরে এই ক্রম অনুযায়ী আন্দোলন বিভিন্ন ভাষা এবং অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ঃ আওধি (১৯৯৯), কাশি (২০০২), বাঙ্গালী (২০০৪), মাগাহী (২০০৬), পাঞ্জাবী, সিন্ধি, হিন্দি, ইংরাজী (শহর অঞ্চলে) এবং হারিয়ানভি (২০০৮), অঙ্গিকা (২০০৮), মৈথিলি (২০১০), এবং রাজস্থানী (২০১৫)।

আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই কারন তিনি এই আন্দোলনকে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন ভাষার লোকদের মধ্যে, ভিন্ন ভৌগলিক স্থানে, বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মধ্যে (একই স্থানের অন্তর্গত ভিন্ন ভাষার লোকদের মধ্যে) এবং বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হতে সাহায্য করেছেন। সুসমাচারের শক্তি সমস্ত সীমারেখাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ছে।

মৈথিলি লোকদের মধ্যে যে কাজ শুরু হয়েছে সেই কাজের পিছনে আমরা একটি উত্তম অংশাদারির উদাহরণ খুঁজে পাই। এই আন্দোলন বিস্তৃত করার জন্য আমরা একজন প্রধান নেতার সঙ্গে অংশীদারিতে কাজ শুরু করি, কিন্তু ইহা ছিল

একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। ইহার ফলে আমরা নিজেরা নিজেদের সেবাকারীদের দিয়ে কার্যালয় শুরু না করে, আমরা সেই একই লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছিলাম এবং ইহা আরো অধিক ফলাফল লাভ করার সুযোগ তৈরী করেছিল।

যখন এই আন্দোলনগুলি স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে, আমরা অনবরত আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ করতে থাকি। আমরা সার্বিক (সমন্বিত) সেবাকাজের জন্য প্রায় ১৫+ আঙ্গিকা নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছি। আমরা পরিকল্পনা করেছি আগামী বৎসরে আঙ্গিকা অঞ্চলের তিনটি স্থানে সেবাকাজ শুরু করার যেন এখানে আরো অধিক সংখ্যক নেতাদের উত্তোলন করা যায়। আমাদের মৈথিলি অঞ্চলের প্রধান অংশীদার নিজেদের কাজ অঙ্গিকা অঞ্চলেও সম্প্রসারিত করেছে।

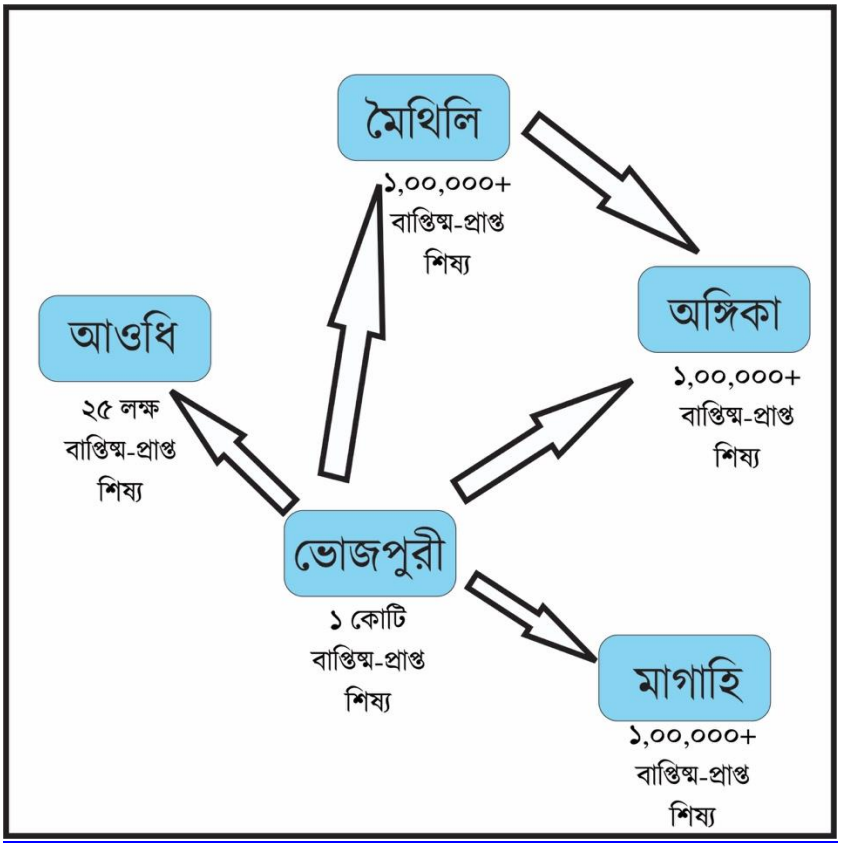

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্দোলন নতুন আন্দোলন আরম্ভ করে

কুমার

কুমার (http://noplaceleft.net/asiatrainer/) একজন মন্দির নির্মানকারী রূপে বড় হয়েছিল, তার পিতা একজন হিন্দু পূজারী। প্রায় ১০ বছরের অধিক তিনি গতানুগতিক মণ্ডলী স্থাপনের পরে, তিনি পুনরুৎপাদনকারী মণ্ডলী স্থাপনের কাজ শুরু করেন এবং ঈশ্বর কুমারের দ্বারা আরো অনেক মানুষকে ব্যবহার করেন যারা গত দশ বছরে কয়েক হাজার মন্ডলী স্থাপন করেছেন।

১৯৯৫ সালে আমি সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে প্রচার করতে এবং মণ্ডলী স্থাপন করতে আরম্ভ করি। আমার লক্ষ্য ছিল যেন আমি সফল হই, কিন্তু আমি বিচলিত হয়ে পড়ি কারণ আমি উপলব্ধি করি যে এই গতিতে, আমি কোন মতেই ২০২০ সালের মধ্যে ১০০টি মণ্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হব না। প্রায় দুই মাস ধরে আমি ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে থাকিঃ " ঈশ্বর, আমাকে ১০০ টি মন্ডলী স্থাপন করার পথ প্রদর্শন কর"! ইহার পরে ২০০৭ সালের মাঝা-মাঝিতে আমি একটি প্রশিক্ষন শিবিরে আমন্ত্রন পাই যার নাম " ফোর ফিল্ডস্ জিরো বাজেট চার্চ প্ল্যান্টিং"। আমি কেবলমাত্র একটি মাত্র অধিবেশনে অংশগ্রহন করার সুযোগ পাই, কিন্তু ঐ একটি অধিবেশন আমার জীবন এবং সেবাকার্য্যকে পরিবর্তন করে দেয়। আমি শিখলাম যে যীশু তাঁর শিষ্যদের এমনভাবে প্রস্তুত করছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা কোনরকম বহিরাগত আর্থিক সাহায্য ছাড়াই মণ্ডলী স্থাপনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

আমি উপলব্ধি করলাম, আমি যে গতানুগতিক মন্ডলী স্থাপন করছিলাম যেখানে নতুন বিশ্বাসীরা পরোক্ষভাবে আমার উপরে নির্ভরশীল ছিল। আমি দেখলাম নতুন বিশ্বাসী খুঁজে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের থেকে আমার উচিত শিষ্য তৈরী করা এবং নতুন মন্ডলী স্থাপন করা। আমি "শুন্য বাজেট"-এর মণ্ডলী স্থাপন করতে শুরু করলাম, যেগুলি অন্য মন্ডলী স্থাপন করতে শুরু করল।
সর্বপ্রথমে, কেবলমাত্র ১৪ জন লোক – অশিক্ষিত, মৌখিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে – বিশ্বাসে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে। আমি সেই ১৪ জনকে এক মাস ধরে আমার বাড়িতে প্রশিক্ষন দিতে থাকি। যেহেতু তারা ভিন্ন পেশায় ব্যস্ত ছিল, তাই তাদের প্রশিক্ষনের সময়ও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ইহা খুবই চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বললেন যেন আমি হতাশ না হয়ে পড়ি। তাদের প্রশিক্ষনের পরে তারা মন্ডলী স্থাপন করতে মাঠে নেমে পড়ে।

প্রায় এক বছরেরও কম সময়ে, যখন আমি তাদের সকলকে একত্রে নিয়ে আসি এবং তাদের কাজের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করি, আমাদের মন্ডলী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০! ফোর ফিল্ডস্ (মন্ডলী স্থাপনের নমুনা) পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা ১২ বছর আগেই ১০০ টি মন্ডলী স্থাপনের কাজ অর্জন করি।

আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞসা করি, "এখন আমি কোথায় কাজ শুরু করব"? তিনি বললেন, "কোথাও যেও না। মন্ডলীগুলিকে প্রশিক্ষণ দাও। এই ১০০ টি মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দাও যেন তারা প্রত্যেকে তিনটি করে নতুন মণ্ডলী স্থাপন করতে করে"। যখন আমি স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি, তারা নিজেদের মন্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। কিছু কিছু মন্ডলী ৫টি নতুন মণ্ডলীর জন্ম দেয়। কিছু কিছু মন্ডলী একটিও জন্ম দিতে অক্ষম থাকে। আর এক বৎসরের মধ্যেই এই ১০০ টি মণ্ডলীর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়ে ৪২২টিতে পরিণত হয়। আমরা সেই মন্ডলীগুলিকে আরো তিনটি করে মন্ডলী স্থাপন করতে প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। পরবর্তী বৎসরের মধ্যে আমাদের মন্ডলীর সংখ্যা হয় ১২৬৮ টি।

ইহার পরে ঈশ্বর আমাকে বলেনঃ "এই দর্শন অন্যান্য মন্ডলীর প্রতি নিক্ষিপ্ত করতে"। তখন আমি ইহা আমাদের দেশের অন্য প্রান্তে কার্যকারী করতে আরম্ভ করি। আমি লোকেদের বলেছিলাম "আসুন এবং দেখুন ঈশ্বর এখানে কি অদ্ভুত কাজ করছেন; দেখুন কিভাবে আমাদের বিশ্বাসীরা জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের সেবা করছে"। যখন লোকেরা এসে প্রশিক্ষিত হয়, তারা তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত শিষ্য তৈরি করে। আমি ৫০০০ চেয়েছিলাম এবং ঈশ্বর ৫০০০ দিয়েছিলেন। যখন আমি ৫০,০০০ চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমাকে ৫০,০০০ প্রদান করেছেন।

এই আন্দোলন আরো তিনটি প্রাথমিক পদ্ধতিতে অন্যান্য আন্দোলনের জন্ম দিতে শুরু করেছেঃ

১. এমন বিশ্বাসী যাদের দর্শন তাদের পরিবার পরিজনের কাছে সুসমাচার প্রচার করা তাদেরকে নিজের কাজ শেখানো এবং ১০ দিনের

প্রশিক্ষন দেওয়া। এরপরে তারা ফিরে যায় এবং একটি আন্দোলন শুরু করে।

২. আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের দেশে গিয়ে প্রশিক্ষন দিই কারণ তাদের আমাদের কার্য্যালয়ে এসে প্রশিক্ষন নেবার সামর্থ্য থাকে না। শুরুতে আমরা একটি প্রারম্ভিক প্রশিক্ষন দিই, তারপরে আমি তাদেরকে পুনরায় প্রশিক্ষনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই যেখানে আমি ৫০% প্রশিক্ষণ প্রদান করি এবং অবশিষ্ট ৫০% তারাই পরিচালনা করে। তারপর তৃতীয় প্রশিক্ষণের জন্য, আমি তাদেরকে সমস্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করি। ইহার পরে আমি কাজ মূল্যায়ন করি দেখি, কারা এই পদ্ধতির নীতিগুলিকে সঠিকভাবে নিজের সেবাকাজে ব্যবহার করছে। প্রত্যেক তিনমাসে আমরা একবার তাদেরকে আহ্বান জানাই এবং মূল্যায়ন করি কিভাবে তাদের কাজ চলছে। এর পরে আমরা আবার মূল্যায়ন করি। আমরা বারংবার বছরে প্রায় চারবার বিভিন্ন দেশে মূল্যায়নের কাজ করে থাকি।

৩. অন্তিম বিষয়, আমরা তাদের উপরে নিজেদের দর্শন নিক্ষেপ করি তাদের সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে যেন সেই স্থানে "এমন কোন স্থান না থাকে যেখানে ঈশ্বরের বাক্য অপ্রাপ্ত থাকে"। ফলোআপ প্রশিক্ষণের জন্য, আমরা আমাদের প্রধান প্রশিক্ষকদের (এমন ব্যক্তি যারা এই আন্দোলনের সমস্ত নমুনা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অন্যদেরকে এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে সমর্থ্য) প্রেরণ করি যেন তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সুদক্ষ করা যায়।

আমাদের সেবাকাজ এখন আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১২ টি দেশে ব্যপ্ত হয়েছে। আমরা আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ জন্য প্রধান প্রশিক্ষককে উত্তোলন করেছি। আমি ২৪:১৪-এর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি, ইহা জেনে যে আমি আর একা নই; আমি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। ২৪:১৪ –তেও লোকেরা অনেক ফসল লাভ করছেন এবং তাদের দর্শনও আমাদের সমরূপ। ২৪:১৪ জোটের লক্ষ্য আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সমরূপঃ আমরা চাইনা ২০২৫ সালের পরে *কোন স্থান* সুসমাচারের সাক্ষী হতে অবশিষ্ট না থাকে।

সমর্পিতঃ মধ্য পূর্বের দেশগুলিতে আন্দোলন নতুন আন্দোলন শুরু করে

"হ্যারল্ড" এবং উইলিয়াম জে. ডুবোইস

"হ্যারল্ড" একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বড় হয়েছেন এবং একটি মৌলবাদী জিহাদি এবং ইমাম হবার জন্য অধ্যয়ন করেছেন। যীশুকে গ্রহণ করার পরে, হ্যারল্ড তার শিক্ষা, প্রভাব এবং নেতৃত্বের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন যেন যীশুর অনুসরণকারীদের একটি আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। এখন, প্রায় ২০+ বছর পরে, হ্যারল্ড হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে গৃহ-মন্ডলী স্থাপনের একটি আন্দোলন শুরু করার জন্য পরামর্শ দাতাদের সাহায্য করেন। Info@AntiochChurches.Com

ডুবোইসের জীবনি সম্পর্কে জানতে দেখুন "নিজের জাতিকে খোঁজা"।

মধ্য পূর্বের আমার প্রিয় বন্ধু এবং অংশীদারেরা, যখন এনক্রিপ্ট করা বার্তাগুলি আমার ফোনে এসে পৌঁছায় আমি "হ্যারল্ডের" বাক্যের সহজত্ব, সাহসিকতা এবং নম্রতা দেখে অবাক হয়ে যাই । যদিও তিনি একজন প্রাক্তন ইমাম, একজন আল-কায়দা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী এবং একজন তালিবান নেতা, কিন্তু তার জীবন যীশুর ক্ষমার শক্তি দ্বারা আমূল

ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। আমি আমার এবং আমার পরিবারের জীবন দিয়ে হ্যারল্ডকে বিশ্বাস করি। আমরা প্রায় ১০০+ দেশে একত্রে একটি গৃহমন্ডলীর আন্দোলনের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করি যার নাম অ্যান্টিওক্ ফ্যামিলি অফ্ চার্চেস্।

আমি তাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম একটি সাহায্য যাচ্ঞা করে যে, আমাদের খ্রীষ্টেতে কোন ভ্রাতা বা ভগিনী ইরাকে আছে কিনা যারা ইয়াজিদিসদের উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হবে। সে প্রত্যুত্তরে বলেছিলঃ "প্রিয় ভ্রাতা, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই শেষ চারমাস ধরে ইব্রীয় পুস্তক ১৩:৩ থেকে আমাদের সাথে কথা বলছেন, *আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দুর্দশাপূর্ণ সকলকে স্মরণ করিও*। আপনি কি আই. এস.আই. এস –এর হাত থেকে ইয়াজিদিসদের এবং নির্যাতিত খ্রীষ্টীয়ানদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের পাশে দাঁড়াবেন"?

আপনি কি বলতে পারতেন? বিগত বেশকিছু বছর ধরে আমাদের বন্ধুত্ব গভীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে যেন আমরা যীশুর সাথে একই পথে চলতে পারি এবং তাঁর মহান আজ্ঞা পূরণ করার জন্য একত্রে কার্যরত থাকতে পারি। আমরা খুব ব্যাকুল হয়ে নেতাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম যারা আমাদের মতন আবেগের সাথে যীশুর প্রতি সমর্পিত এবং তাঁর প্রেমের বাণী পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত বহন করবে। এখন হ্যারল্ড আমাকে আরো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে যেন আমি আর গভীর ভাবে পাপে বন্দী এবং আই. এস. আই. এস –এর ভয়ঙ্কর অপরাধের দুনিয়া থেকে লোকদের উদ্ধার করতে পারি।

আমি তাকে উত্তর দিয়েছিঃ "হ্যাঁ, প্রিয় ভ্রাতা, আমি প্রস্তুত। দেখা যাক ঈশ্বর আমাদের দ্বারা কি করেন"।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে, মধ্য পূর্বের প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞতা-পূর্ণ মন্ডলী স্থাপনের দল স্বেচ্ছায় নিজেদের সকল কর্মস্থল পরিত্যাগ করে অঙ্গীকার করে যে তারা সেই সমস্ত মানুষদের আই. এস. আই. এস – এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। আমরা যা দেখলাম তা আমাদের হৃদয়কে চিরকালের জন্য পরিবর্তন করল।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন! আই. এস. আই. এস সন্ত্রাসবাদীদের বর্বর অত্যাচারে ভগ্ন চূর্ণ মানুষদেরকে গোপন স্থানে স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু হতে থাকল, যে স্থানের নাম ছিল "কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্প্স"। আমরা কিছু স্থানীয় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কার্যভার সম্পন্ন করি যেন তারা চিকিৎসা, মানসিক অসুস্থতা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কাউন্সেলিং, শুদ্ধ পানীয় জল, আশ্রয় স্থান এবং সুরক্ষা লাভ করে। ইহা ছিল একটি আন্দোলন যখন যীশুর অনুসরণকারী গৃহ মন্ডলীগুলি তাদের বিশ্বাসকে কার্যকারী রুপে ব্যবহার করেছিল যেন অন্যদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করা যায়।

আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে সেরা কার্যকারী লোকেরা এসেছিল নিকটবর্তী গৃহ-মন্ডলীগুলি থেকে। তারা স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতি, এবং সুসমাচারের হৃদ-স্পন্দন এবং মণ্ডলী স্থাপন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। যেখানে অন্যান্য এন. জি. ও গুলিকে নিজেদের বিশ্বাসের বার্তাকে সরকারি রেজিষ্ট্রেশনের কারনে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল, সেই সময়ে আমাদের এই মণ্ডলী গত প্রচেষ্টা প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, সুস্থতা প্রদান, প্রেম ও যত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল! এবং যেহেতু আমাদের দলের নেতারা প্রচুর পরিমাণে নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমা উপলব্ধি করেছিল, তারা নিজেদের জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিল এবং সাহসিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে কার্যরত ছিল।

কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন পত্র আমাদের কাছে পৌঁছাতে শুরু হলঃ

আমি ইয়াজিদি পরিবারের অন্তর্গত। যুদ্ধের কারণে বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এখন আই. এস. আই. এস। -এর কারণে পরিস্থিতি আরো মন্দ হয়েছে।

গত মাসে তারা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে। তারা অনেক মানুষকে হত্যা করে এবং আমাকে আরো অন্যান্য মেয়েদের সাথে অপহরণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ধর্ষন করেছে, আমার সঙ্গে তারা পাশবিক অত্যাচার করে এবং আমার উপরে তারা অকথ্য অত্যাচার করে যখন আমি তাদের কোন আদেশ পালন না করি। আমি তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছি, "দয়া করে আমার সঙ্গে এইরুপ ব্যবহার করবেন না," কিন্তু তারা হেসে বলেছে, "তুমি একজন ক্রীতদাসী"। তারা আমার সামনেই অনেক মানুষের উপরে অত্যাচার করছে এবং অনেককে হত্যা করেছে।

একদিন তারা আমাকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় আমাকে বিক্রয় করার উদ্দেশে। আমার হাত দুটো বাঁধা ছিল এবং আমি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছিলাম ও কাঁদছিলাম যখন তারা আমাকে বিক্রয় করার জন্য প্রেরণ করেছিল। ৩০ মিনিট পরে, সেই ক্রেতা বলে, "প্রিয় ভগিনী, ঈশ্বর আমাদেরকে এই ভয়ঙ্কর লোকদের হাত থেকে ইয়াজিদি কন্যাদের উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেছেন"। তারপরে আমি আরো ১৮ জন মেয়েদের দেখতে পাই যাদেরকে তারা ইতিপূর্বেই ক্রয় করেছিল।

যখন আমরা সেই হোপ ক্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করি আমরা উপলব্ধি করে ছিলাম যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রেরণ করেছেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য। আমরা জানলাম যে এই লোকদের স্ত্রী-রা নিজেদের সোনার অলঙ্কার পর্যন্ত দান করেছেন যেন আমাদের মুক্ত করা যায়। এখন আমরা সুরক্ষিত, ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছি এবং একটি উত্তম জীবন যাপন করছি।

(আমাদের একটি কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্পের একজন নেতার লেখা থেকে উদ্ধৃত)

প্রচুর ইয়াজিদি পরিবার যীশু খ্রীষ্টকে নিজেদের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের লোকদের উদ্ধার করার কাজে সেবারত। ইহা খুবই সুবিধাজনক কারণ তারা নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজেদের লোকদের ঈশ্বরের কথা বলতে পারবে। আজকে, যীশুর শিষ্য হিসাবে আমরা প্রার্থনা করছি সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য যেন ঈশ্বর তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং মুসলিম উগ্রপন্থীদের থেকে সুরক্ষা প্রদান করেন। দয়া করে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনায় সাহায্য করুন।

একটি অলৌকিক কাজ আরম্ভ হয়েছে। একটি আন্দোলন যেখানে পার্শবর্তী দেশের লোকেরা যুক্ত যারা যীশুর অনুসরণকারী হিসাবে সমর্পিত – যারা পূর্বে মুসলিমদের ফাঁদে আটকে ছিল – তাদেরকে নিজেদের পাপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যেন তারা যীশু – তাদের মুক্তিদাতার জন্য জীবন যাপন করতে পারে। তারা নিজেদের জীবন অন্যদের জীবনকে উদ্ধার করার জন্য বলিদান করেছেন। এখন যীশুর এই শিষ্যেরা ইয়াজিদি লোকদের মাঝে দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু করেছেন।

ইহা কিভাবে ঘটেছিল? যেভাবে ডি. এল. মুডি লিখেছেনঃ" জগৎ এখনও অভিজ্ঞতা করেনি যীশু একজন মানুষের দ্বারা কি করতে পারেন যদি সেই মানুষটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের জন্য শুদ্ধ ও পরিস্রুত থাকে। ঈশ্বরের সাহায্য দ্বারা, আমি সেই মানুষটি হতে চাই।"

আন্দোলন নতুন আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে

ঈশ্বর "আমাদের যাচ্ঞা এবং কল্পনার অতীত" কাজ করেছেন, প্রারম্ভিক সময়ে "প্রেরিতদের সময়ের" আন্দোলনের মত প্রায় ৬০০ আন্দোলন আধুনিক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই আন্দোলনগুলি প্রারম্ভের সময়ে, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেদের লোকদের মধ্যে এই আন্দোলন কার্যকরী করবে। কিন্তু, আজ আমরা আশ্চর্য হই ইহা দেখে যে এই আন্দলোনের মধ্যে কিছু কিছু আন্দোলন নিজেদের জাতির বাইরে গিয়ে অন্যদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করছে। আপনি যখন এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত চারটি বর্ণনা পড়বেন, আমাদের সঙ্গে আনন্দিত হোন এবং প্রার্থনা করুন এবং দেখুন কিভাবে একটি আন্দোলন অন্য আরেকটি আন্দোলনের জন্ম দেয়।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্দোলন নতুন আন্দোলন আরম্ভ করে

কুমার

কুমার (http://noplaceleft.net/asiatrainer/) একজন মন্দির নির্মানকারীরূপে বড় হয়েছিল, তার পিতা একজন হিন্দুপূজারী। প্রায় ১০ বছরের অধিক তিনি গতানুগতিক মণ্ডলী স্থাপনের পরে, তিনি পুনরুৎপাদনকারী মণ্ডলী স্থাপনের কাজ শুরু করেন এবং ঈশ্বর কুমারের দ্বারা আরো অনেক মানুষকে ব্যবহার করেন যারা গত দশবছরে কয়েক হাজার মন্ডলী স্থাপন করেছেন।

১৯৯৫ সালে আমি সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে প্রচার করতে এবং মণ্ডলী স্থাপন করতে আরম্ভ করি। আমার লক্ষ্য ছিল যেন আমি সফল হই, কিন্তু আমি বিচলিত হয়ে পড়ি কারণ আমি উপলব্ধি করি যে এই গতিতে, আমি কোনমতেই ২০২০ সালের মধ্যে ১০০টি মণ্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হব না। প্রায় দুইমাস ধরে আমি ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে থাকিঃ " ঈশ্বর, আমাকে ১০০টি মন্ডলী স্থাপন করার পথ প্রদর্শন কর"! ইহার পরে ২০০৭ সালের মাঝা-মাঝিতে আমি একটি প্রশিক্ষন শিবিরে আমন্ত্রন পাই যার নাম " ফোর ফিল্ডস্ জিরো বাজেট চার্চ প্ল্যান্টিং"। আমি কেবলমাত্র একটি মাত্র অধিবেশনে অংশগ্রহন করার সুযোগ পাই, কিন্তু ঐ একটি অধিবেশন আমার জীবন এবং সেবাকার্য্যকে পরিবর্তন করে দেয়। আমি শিখলাম যে যীশু তাঁর শিষ্যদের এমন ভাবে প্রস্তুত করছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা কোন রকম বহিরাগত আর্থিক সাহায্য ছাড়াই মণ্ডলী স্থাপনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

আমি উপলব্ধি করলাম, আমি যে গতানুগতিক মন্ডলী স্থাপন করছিলাম যেখানে নতুন বিশ্বাসীরা পরোক্ষভাবে আমার উপরে নির্ভরশীল ছিল। আমি দেখলাম নতুন বিশ্বাসী খুঁজে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের থেকে আমার উচিত শিষ্য তৈরী করা এবং নতুন মন্ডলী স্থাপন করা। আমি "শুন্য বাজেট"-এর মণ্ডলী স্থাপন করতে শুরু করলাম, যেগুলি অন্য মন্ডলী স্থাপন করতে শুরু করল।
সর্বপ্রথমে, কেবলমাত্র ১৪জন লোক – অশিক্ষিত, মৌখিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে – বিশ্বাসে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে। আমি সেই ১৪ জনকে একমাস ধরে আমার বাড়িতে প্রশিক্ষন দিতে থাকি। যেহেতু তারা ভিন্ন পেশায় ব্যস্ত ছিল, তাই তাদের প্রশিক্ষনের সময়ও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ইহা খুবই চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বললেন যেন আমি হতাশ না হয়ে পড়ি। তাদের প্রশিক্ষনের পরে তারা মন্ডলী স্থাপন করতে মাঠে নেমে পড়ে।

প্রায় এক বছরেরও কম সময়ে, যখন আমি তাদের সকলকে একত্রে নিয়ে আসি এবং তাদের কাজের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করি, আমাদের মন্ডলী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০! ফোর ফিল্ডস্ (মন্ডলী স্থাপনের নমুনা)পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা ১২ বছর আগেই ১০০টি মন্ডলী স্থাপনের কাজ অর্জন করি।

আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞসা করি, "এখন আমি কোথায় কাজ শুরু করব"? তিনি বললেন, "কোথাও যেওনা। মন্ডলীগুলিকে প্রশিক্ষণ দাও। এই ১০০টি মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দাও যেন তারা প্রত্যেকে তিনটি করে নতুন মণ্ডলী স্থাপন করতে শুরু করে"।যখন আমি স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি, তারা নিজেদের মন্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। কিছু কিছু মন্ডলী ৫টি নতুন মণ্ডলীর জন্ম দেয়। কিছু কিছু মন্ডলী একটিও জন্ম দিতে অক্ষম থাকে। আর এক বৎসরের মধ্যেই এই ১০০টি মণ্ডলীর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়ে ৪২২টিতে পরিণত হয়। আমরা সেই মন্ডলীগুলিকে আরো তিনটি করে মন্ডলী স্থাপন করতে প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। পরবর্তী বৎসরের মধ্যে আমাদের মন্ডলীর সংখ্যা হয় ১২৬৮টি।

ইহার পরে ঈশ্বর আমাকে বলেনঃ "এই দর্শন অন্যান্য মন্ডলীর প্রতি নিক্ষিপ্ত করতে"। তখন আমি ইহা আমাদের দেশের অন্য প্রান্তে কার্যকারী করতে আরম্ভ করি। আমি লোকেদের বলেছিলাম "আসুন এবং দেখুন ঈশ্বর এখানে কি অদ্ভুত কাজ করছেন; দেখুন কিভাবে আমাদের বিশ্বাসীরা জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের সেবা করছে"। যখন লোকেরা এসে প্রশিক্ষিত হয়, তারা তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত শিষ্য তৈরি করে। আমি ৫০০০ চেয়েছিলাম এবং ঈশ্বর ৫০০০ দিয়েছিলেন। যখন আমি ৫০,০০০ চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমাকে ৫০,০০০ প্রদান করেছেন।

এই আন্দোলন আরো তিনটি প্রাথমিক পদ্ধতিতে অন্যান্য আন্দোলনের জন্ম দিতে শুরু করেছেঃ

১. এমন বিশ্বাসী যাদের দর্শন তাদের পরিবার পরিজনের কাছে সুসমাচার প্রচার করা তাদেরকে নিজের কাজ শেখানো এবং ১০ দিনের প্রশিক্ষন দেওয়া। এরপরে তারা ফিরে যায় এবং একটি আন্দোলন শুরু করে।

২.আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের দেশে গিয়ে প্রশিক্ষন দিই কারণ তাদের আমাদের কার্য্যালয়ে এসে প্রশিক্ষন নেবার সামর্থ্য থাকেনা। শুরুতে আমরা একটি প্রারম্ভিক প্রশিক্ষন দিই, তারপরে আমি তাদেরকে পুনরায় প্রশিক্ষনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই যেখানে আমি ৫০% প্রশিক্ষণ প্রদান করি এবং অবশিষ্ট ৫০% তারাই পরিচালনা করে। তারপর তৃতীয় প্রশিক্ষণের জন্য, আমি তাদেরকে সমস্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করি। ইহার পরে আমি কাজ মূল্যায়ন করি দেখি, কারা এই পদ্ধতির নীতিগুলিকে সঠিকভাবে নিজের সেবাকাজে ব্যবহার করছে। প্রত্যেক তিনমাসে আমরা একবার তাদেরকে আহ্বান জানাই এবং মূল্যায়ন করি কিভাবে তাদের কাজ চলছে। এরপরে আমরা আবার মূল্যায়ন করি। আমরা বারংবার বছরে প্রায় চারবার বিভিন্ন দেশে মূল্যায়নের কাজ করে থাকি।

৩. অন্তিম বিষয়, আমরা তাদের উপরে নিজেদের দর্শন নিক্ষেপ করি তাদের সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে যেন সেইস্থানে "এমন কোন স্থান না থাকে যেখানে ঈশ্বরের বাক্য অপ্রাপ্ত থাকে"।ফলোআপ প্রশিক্ষণের জন্য, আমরা আমাদের প্রধান প্রশিক্ষকদের (এমন ব্যক্তি যারা এই আন্দোলনের সমস্ত নমুনা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অন্যদেরকে এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে সমর্থ্য) প্রেরণ করি যেন তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সুদক্ষ করা যায়।

আমাদের সেবাকাজ এখন আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১২টি দেশে ব্যপ্ত হয়েছে। আমরা আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ জন্য প্রধান প্রশিক্ষককে উত্তোলন করেছি। আমি ২৪:১৪-এর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি, ইহা জেনে যে আমি আর একা নই; আমি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। ২৪:১৪ –তেও লোকেরা অনেক ফসল লাভ করছেন এবং তাদের দর্শনও আমাদের সমরূপ। ২৪:১৪ জোটের লক্ষ্য আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সমরূপঃ আমরা চাইনা ২০২৫ সালের পরে *কোন স্থান* সুসমাচারের সাক্ষী হতে অবশিষ্ট না থাকে।

সমর্পিতঃ মধ্য-পূর্বের দেশগুলিতে আন্দোলন নতুন আন্দোলন শুরু করে
"হ্যারল্ড" এবংউইলিয়াম জে. ডুবোইস

"হ্যারল্ড" একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বড় হয়েছেন এবং একটি মৌলবাদী জিহাদি এবং ইমাম হবার জন্য অধ্যয়ন করেছেন। যীশুকে গ্রহণ করার পরে, হ্যারল্ড তার শিক্ষা, প্রভাব এবং নেতৃত্বের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন যেন যীশুর অনুসরণকারীদের একটি আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। এখন, প্রায় ২০+ বছর পরে, হ্যারল্ড হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে গৃহ-মন্ডলী স্থাপনের একটি আন্দোলন শুরু করার জন্য পরামর্শ দাতাদের সাহায্য করেন। Info@AntiochChurches.Com

ডুবোইসের জীবনি সম্পর্কে জানতে দেখুন "নিজের জাতিকে খোঁজা"।

মধ্যপূর্বের আমার প্রিয় বন্ধু এবং অংশীদারেরা, যখন এনক্রিপ্ট করা বার্তাগুলি আমার ফোনে এসেপৌঁছায় আমি "হ্যারল্ডের" বাক্যের সহজত্ব, সাহসিকতা এবং নম্রতা দেখে অবাক হয়ে যাই। যদিও তিনি একজন প্রাক্তন ইমাম, একজন আল-কায়দা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী এবং একজন তালিবান নেতা, কিন্তু তার জীবন যীশুর ক্ষমার শক্তি দ্বারা আমূল ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। আমি আমার এবং আমার পরিবারের জীবন দিয়ে হ্যারল্ডকে বিশ্বাস করি। আমরা প্রায় ১০০+ দেশে একত্রে একটি গৃহমন্ডলীর আন্দোলনের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করি যার নাম অ্যান্টিওক্ ফ্যামিলি অফ্ চার্চেস্।

আমি তাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম একটি সাহায্য যাচ্ঞা করে যে, আমাদের খ্রীষ্টেতে কোন ভ্রাতা বা ভগিনী ইরাকে আছে কিনা যারা ইয়াজিদিদের উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হবে। সে প্রত্যুত্তরে বলেছিলঃ "প্রিয় ভ্রাতা, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই শেষ চারমাস ধরে ইব্রীয় পুস্তক ১৩:৩ থেকে আমাদের সাথে কথা বলছেন, *আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দুর্দশাপূর্ণ সকলকে স্মরণ করিও*। আপনি কি আই. এস. আই. এস –এর হাত থেকে ইয়াজিদিসদের এবং নির্যাতিত খ্রীষ্টীয়ানদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের পাশে দাঁড়াবেন"?

আপনি কি বলতে পারতেন? বিগত বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের বন্ধুত্ব গভীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে যেন আমরা যীশুর সাথে একই পথে চলতে পারি এবং তাঁর মহান আজ্ঞা পূরণ করার জন্য একত্রে কার্যরত থাকতে পারি। আমরা খুব ব্যাকুল হয়ে নেতাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম যারা আমাদের মতন আবেগের সাথে যীশুর প্রতি সমর্পিত এবং তাঁর প্রেমের বাণী পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত বহন করবে। এখন হ্যারল্ড আমাকে আরো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে যেন আমি আর গভীর ভাবে পাপে বন্দী এবং আই. এস. আই. এস –এর ভয়ঙ্কর অপরাধের দুনিয়া থেকে লোকদের উদ্ধার করতে পারি।

আমি তাকে উত্তর দিয়েছিঃ "হ্যাঁ, প্রিয়ভ্রাতা, আমি প্রস্তুত। দেখা যাক ঈশ্বর আমাদের দ্বারা কি করেন"।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে, মধ্য পূর্বের প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞতা-পূর্ণ মন্ডলী স্থাপনের দল স্বেচ্ছায় নিজেদের সকল কর্মস্থল পরিত্যাগ করে অঙ্গীকার করে যে তারা সেই সমস্ত মানুষদের আই. এস. আই. এস – এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। আমরা যা দেখলাম তা আমাদের হৃদয়কে চিরকালের জন্য পরিবর্তন করল।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন! আই. এস. আই. এস সন্ত্রাসবাদীদের বর্বর অত্যাচারে ভগ্ন চূর্ণ মানুষদেরকে গোপন স্থানে স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু হতে থাকল, যে স্থানের নাম ছিল "কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্প্স"।

আমরা কিছু স্থানীয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কার্যভার সম্পন্ন করি যেন তারা চিকিৎসা, মানসিক অসুস্থতা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কাউন্সেলিং, শুদ্ধ পানীয় জল, আশ্রয়স্থান এবং সুরক্ষা লাভ করে। ইহা ছিল একটি আন্দোলন যখন যীশুর অনুসরণকারী গৃহমন্ডলীগুলি তাদের বিশ্বাসকে কার্যকারীরুপে ব্যবহার করেছিল যেন অন্যদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করা যায়।

আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে সেরা কার্যকারী লোকেরা এসে ছিল নিকটবর্তীগৃ হ-মন্ডলীগুলি থেকে। তারা স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতি, এবং সুসমাচারের হৃদ-স্পন্দন এবং মণ্ডলী স্থাপন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। যেখানে অন্যান্য এন. জি. ও গুলিকে নিজেদের বিশ্বাসের বার্তাকে সরকারি রেজিষ্ট্রেশনের কারনে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল, সেই সময়ে আমাদের এই মণ্ডলীগত প্রচেষ্টা প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, সুস্থতাপ্র দান, প্রেম ও যত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল! এবং যেহেতু আমাদের দলের নেতারা প্রচুর পরিমাণে নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমা উপলব্ধি করেছিল, তারা নিজেদের জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিল এবং সাহসিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে কার্যরত ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন পত্র আমাদের কাছে পৌঁছাতে শুরু হলঃ

আমি ইয়াজিদি পরিবারের অন্তর্গত। যুদ্ধের কারণে বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক। কিন্তু এখন আই. এস. আই. এস। -এর কারণে পরিস্থিতি আরো মন্দ হয়েছে।

গতমাসে তারা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে। তারা অনেক মানুষকে হত্যা করে এবং আমাকে আরো অন্যান্য মেয়েদের সাথে অপহরণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ধর্ষন করেছে, আমার সঙ্গে তারা পাশবিক অত্যাচার করে এবং আমার উপরে তারা অকথ্য অত্যাচার করে যখন আমি তাদের কোন আদেশ পালন না করি। আমি তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছি, "দয়া করে আমার সঙ্গে এইরুপ ব্যবহার করবেন না," কিন্তু তারা হেসে বলেছে, "তুমি একজন ক্রীতদাসী"। তারা আমার সামনেই অনেক মানুষের উপরে অত্যাচার করছে এবং অনেককে হত্যা করেছে।

একদিন তারা আমাকে অন্যস্থানে নিয়ে যায় আমাকে বিক্রয় করার উদ্দেশে। আমার হাত দুটো বাঁধা ছিল এবং আমি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছিলাম ও কাঁদছিলাম যখন তারা আমাকে বিক্রয় করার জন্য প্রেরণ করেছিল। ৩০ মিনিট পরে, সেই ক্রেতা বলে, "প্রিয় ভগিনী, ঈশ্বর আমাদেরকে এই ভয়ঙ্কর লোকদের হাত থেকে ইয়াজিদিকন্যাদের উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেছেন"। তারপরে আমি আরো ১৮ জন মেয়েদের দেখতে পাই যাদেরকে তারা ইতিপূর্বেই ক্রয় করেছিল।

যখন আমরা সেই হোপ ক্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করি আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রেরণ করেছেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য। আমরা জানলাম যে এই লোকদের স্ত্রী–রা নিজেদের সোনার অলঙ্কার পর্যন্ত দান করেছেন যেন আমাদের মুক্ত করা যায়। এখন আমরা সুরক্ষিত, ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছি এবং একটি উত্তম জীবন যাপন করছি।

(আমাদের একটি কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্পের একজন নেতার লেখা থেকে উদ্ধৃত)

প্রচুর ইয়াজিদি পরিবার যীশু খ্রীষ্টকে নিজেদের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের লোকদের উদ্ধার করার কাজে সেবারত। ইহা খুবই সুবিধাজনক কারণ তারা নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজেদের লোকদের ঈশ্বরের কথা বলতে পারবে। আজকে, যীশুর শিষ্য হিসাবে আমরা প্রার্থনা করছি সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত

লোকদের জন্য যেন ঈশ্বর তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং মুসলিম উগ্রপন্থীদের থেকে সুরক্ষা প্রদান করেন। দয়া করে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনায় সাহায্য করুন।

একটি অলৌকিক কাজ আরম্ভ হয়েছে। একটি আন্দোলন যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশের লোকেরা যুক্ত যারা যীশুর অনুসরণকারী হিসাবে সমর্পিত – যারা পূর্বে মুসলিমদের ফাঁদে আটকেছিল – তাদেরকে নিজেদের পাপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যেন তারা যীশু – তাদের মুক্তিদাতার জন্য জীবন যাপন করতে পারে। তারা নিজেদের জীবন অন্যদের জীবনকে উদ্ধার করার জন্য বলিদান করেছেন। এখন যীশুর এই শিষ্যেরা ইয়াজিদি লোকদের মাঝে দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু করেছেন।

ইহা কিভাবে ঘটেছিল? যেভা বে ডি. এল. মুডি লিখেছেনঃ" জগৎ এখনও অভিজ্ঞতা করেনি যীশু একজন মানুষের দ্বারা কি করতে পারেন যদি সেই মানুষটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের জন্য শুদ্ধ ও পরিস্রুত থাকে। ঈশ্বরের সাহায্য দ্বারা, আমি সেই মানুষটি হতে চাই।"

সমর্পণঃ মধ্যপূর্বের দেশে আন্দোলন নতুন আন্দোলন শুরু করে

"হেরল্ড" এবং উইলিয়াম জে ডুবোয়িস[75] [76] দ্বারা রচিত

মধ্য পূর্বের আমার অংশীদার এবং আমার বন্ধু "হেরল্ড"-এর একটি বার্তা আমার ফোনে এসে পৌঁছায়, এবং আমি সেই বার্তার সহজতা, সাহসিকতা এবং নম্রতা দেখে স্তব্ধ হয়ে যাই। যদিও সে একজন প্রাক্তন আল-কায়দা উগ্রপন্থী এবং তালিবান নেতা, যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমার শক্তিতে তার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমি হেরল্ডকে আমার সমস্ত পরিবার এবং নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতাম। অ্যানটিয়ক ফ্যামিলি অফ চার্চেস নামে একটি গৃহ মণ্ডলীর আন্দোলনের দ্বারা আমরা একত্রে ১০০+ দেশে ঈশ্বরের সেবা করছিলাম।

আমি হেরল্ডকে একটি বার্তা পাঠাই যে কোন প্রাক্তন মুসলিম ভাই বা বোন, যারা এখন যীশুকে গ্রহণ করেছে, এমন কি ইরাকে আছে কি না যারা আমাদেরকে ইয়াজিদি জাতির লোকদের উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে। সে উত্তরে লিখেছিলঃ

"ভাই, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মাস ধরে আমাদের সঙ্গে ইব্রীয় ১৩:৩ পদের মাধ্যমে; 'আপনাদিগকে সহবন্দী জানিয়া বন্দিগণকে স্মরণ করিও, আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করিও'? তুমি কি আই-এস-আই-এস দের হাত থেকে নির্যাতিত খ্রীষ্টিয়ানদের এবং সংখ্যালঘু ইয়াজিদিদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের সঙ্গ দেবে?"

আমি কি বলতে পারতাম? বিগত বেশকিছু বছর ধরে আমাদের বন্ধুত্বের অঙ্গীকার অনেক গভীর হয়েছে এবং আমরা ঈশ্বরের মহান আজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য একই পথে একত্রে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা ব্যাকুল হয়ে নেতাদের প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করছিলাম যারা যীশুর প্রতি আমাদের এই আবেগপ্রবণ সমর্পণকে বহু গুণে বৃদ্ধি করতে পারে, তাঁর প্রেমের বাণীকে সমস্ত জাতির কাছে পৌঁছাতে পারে। এখন হেরল্ড আমাকে বলছিল আরেকটি গভীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং আই-এস-আই-এস-এর নির্মম অত্যাচার থেকে সেই বন্দীদেরকে উদ্ধার করতে।

আমি উত্তরে লিখলামঃ "হ্যাঁ প্রিয় ভাই, আমি প্রস্তুত। দেখ যাক ঈশ্বর কি করবেন।"

কয়েক ঘন্টার মধ্যে, মধ্য পূর্বের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দল, অভিজ্ঞতাপূর্ণ মণ্ডলী স্থাপনকারীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত পদ পরিত্যাগ করে নির্যাতিত লোকদের রক্ষা করতে যেকোন কিছু করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আমরা যা আবিষ্কার করেছিলাম তা আমাদের হৃদয়কে চিরকালের জন্য পরিবর্তন করে দেয়।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন! আই-এস-আই-এস-এর দুষ্ট এবং বর্বর অত্যাচারে ভগ্ন হয়ে যাওয়া, ইয়াজিদিরা আমাদের গুপ্ত শিবিরে আসতে শুরু করে, সেই শিবিরের নাম ছিল "কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্পস্"। আমরা স্থানীয় বিশ্বাসীদেরকে কার্যকারী দল হিসাবে ব্যবহার করতে থাকি যারা বিনামূল্যে চিকিৎসা,

---

[75] সংকলন করা হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী সংস্করণ থেকে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

[76] "হেরল্ড" একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একজন মৌলবাদী জিহাদী এবং ইমাম বানানোর জন্য তাকে লালন পালন করা হচ্ছিল। কিন্তু যীশুকে গ্রহন করে তার জীবন পরিবর্তনের পরে, হেরল্ড তার শিক্ষা, প্রভাব এবং নেতৃত্বের প্রতিভাকে ব্যবহার করে যীশুর শিষ্য তৈরি করার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। এখন, ২০+ বছর পরে, হেরল্ড সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে গৃহ মন্ডলীর নেটওয়ার্কের আন্দোলনকে পরিচালনা করে চলেছেন।

"উইলিয়াম জে ডুবোয়িস" সুসমাচারকে বিস্তৃত করার জন্য স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে কাজ করে চলেছেন। তিনি এবং তার স্ত্রী বিগত ২৫+ বছর ধরে নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন যেন তাদের নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে গৃহ-মন্ডলী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মানসিক সুস্থতা লাভের কাউন্সেলিং, পরিস্রুত জল, আশ্রয় এবং বাসস্থান প্রদান করবে। ইহাও একটি আন্দোলন ছিল যখন যীশুর অনুসরণকারী গৃহ-মন্ডলী গুলি অন্যদের জীবনে প্রভাব বিস্তারের জন্য নিজেদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করছিল।

আমরা ইহাও আবিষ্কার করি যে সবথেকে উত্তম কর্মীরা এসেছিলেন নিকটর্তী গৃহ-মন্ডলী থেকে। তারা স্থানীয় প্রথা এবং ভাষা জানতেন, এবং তাদের হৃদয় সুসমাচার প্রচার ও মন্ডলী স্থাপনের জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিল। যেখানে অন্যান্য এন জি ও-গুলি সরকারের সাথে নিবন্ধভুক্ত হওয়ার কারণে নিজেদের বিশ্বাসের বার্তাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল, সেখানে আমাদের অনাড়ম্বর মন্ডলী-কেন্দ্রিক প্রচেষ্টা ছিল প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, সুস্থতা, প্রেম এবং যত্ন কেন্দ্রিক! এবং আমাদের দলের নেতারা ঈশ্বরের থেকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিল এবং সাহসিকতায় পরিপূর্ণ ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রচুর চিঠি আসতে শুরু করেঃ

আমি ইয়াজিদি পরিবারের সদস্য। বহু বছর ধরে যুদ্ধের কারণে আমার দেশের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কিন্তু এখন আই-এস-আই-এস-এর অত্যাচারে আমাদের অবস্থার ভয়ঙ্কর অবনতি হয়েছে।

গতমাসে তারা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে। তারা অনেককে হত্যা করে এবং আমাকে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেকে আমাকে ধর্ষন করে, একজন পশুর মত ব্যবহার করে এবং যখন আমি তাদের আদেশ পালন না করি, তারা আমাকে মারধর করে। আমি তাদের কাছে বিনয় করেছিলাম, "দয়া করে আমার উপরে এই অত্যাচার কোরো না," কিন্তু তারা বলে, "তোরা আমাদের গোলাম"। তারা আমার সামনে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে এবং অকথ্য অত্যাচার করছে।

একদিন তারা আমাদের অন্য একটি স্থানে নিয়ে যায় আমাকে বিক্রী করার জন্য । আমার হাত বাঁধা ছিল এবং আমি চিৎকার করছিলাম এবং ক্রন্দন করছিলাম যখন আমাকে একজনের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হল। ৩০ মিনিট পরে, সেই ক্রেতা বলেছিল, "প্রিয় ভগিনী, ঈশ্বর আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এই মন্দ লোকদের হাত থেকে ইয়াজিদি মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য"। তখন আমি দেখলাম তারা ১৮ জন মেয়েকে ক্রয় করেছে।

যখন আমরা আমাদের গুপ্ত শিবিরে পৌঁছাই, আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর সত্যি তাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য। আমরা জানতে পারি যে এই লোকদের স্ত্রীরা নিজেদের স্বর্ন অলঙ্কার দান করেছে যেন আমাদেরকে তারা ক্রয় করে মুক্ত করতে পারে। এখন আমরা সুরক্ষিত, আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এবং উত্তম জীবনের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করছি।

==========
(আমাদের কমিউনিটি অফ্ হোপ রিফিউজি ক্যাম্পের একজন নেতার থেকে)

অনেক ইয়াজিদি পরিবার যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যেন তারা নিজেদের জাতির লোকদের সেবায় নিযুক্ত হতে পারে। ইহা অত্যন্ত উত্তম বিষয় কারণ তারা নিজেদের সংস্কৃতি এবং প্রথা অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবে। আজ, আমরা যীশুর অনুসরণকারীরা আমরা নির্যাতিত মানুষদের জন্য প্রার্থন করি যেন ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনগুলি মেটান এবং মুসলিম উগ্রপন্থীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন। আপনি আমাদের সঙ্গে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

অলৌকিক কাজ শুরু হয়েছে। আশেপাশের যীশুর অনুসরণকারীদের মধ্যে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে – যারা অতীতে মুসলিমদের অত্যাচারে বন্দী ছিল – তারা মুক্ত হয়েছে তাদের পাপ থেকে এবং যীশুকে নিজেদের মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন অন্যদের সেবা করার জন্য। এখন, ইয়াজিদি লোকদের মধ্যে একটি দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে।

ইহা কি করে সম্ভব হতে পারে? যেভাবে ডি এল মুডি লিখেছিলেনঃ *"পৃথিবীর এখনও দেখা বাকি আছে যে একজন মানুষ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হলে ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়ে কি করতে পারেন। ঈশ্বরের সাহায্য দ্বারা, আমি সেই মানুষটা হতে চাই"।*

২৪:১৪ – অবশেষে যুদ্ধের সমাপ্তি

স্ট্যান পার্কস্ এবং স্টিভ স্মিথ্

একটি নূতন যুদ্ধ প্রায় ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে চলতে থাকে। প্রথমে, ইহা সম্পূর্ণভাবে কয়েকজন "স্বাধীনতা সংগ্রামী"-দের বিদ্রোহের আকারে আরম্ভ হয় যাদের ইচ্ছা ছিল যেন কোটি কোটি মানুষ সুসমাচারের বাক্য শ্রবণ করা পর্যন্ত মৃত্যু বরন না করে। এরা মৌলবাদী, কখনই মেনে নিতে পারে না যে লোকেরা "এই জগতের অধিপতির" বন্দীত্বে থেকে মৃত্যুবরণ করে, এবং এদের অনেকেই যীশুর দ্বারা বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন বলিদান করেছেন।

এই বিদ্রোহ আরবের বসন্তের থেকেও অধিক দ্রুত এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ইহা দীর্ঘমেয়াদী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাথমিক একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ একটি বিশ্বব্যাপী অগ্নিঝড় তুলেছে। লক্ষ লক্ষ সৈন্যদল এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য জেগে উঠেছেঃ **আজকের দিন পর্যন্ত, ৪ কোটি ৯০ লক্ষ শিষ্য এই সেবাকাজের মধ্যে থেকেই পাওয়া গেছে**। অতীতে যারা দিয়াবলের বন্দী ছিল, তারা আজকে যীশু খ্রীষ্টের এক একজন অবিচলিত দাস।

তারা দিয়াবলের শক্তির বিরুদ্ধে এবং মানুষের বিরোধীতা সত্ত্বেও খ্রীষ্টের পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাদের প্রধান "অস্ত্র" হল ঈশ্বরের প্রেম এবং যীশুর সুসমাচার। তাদের সংগ্রাম মানুষের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু মন্দ আত্মার শক্তির বিরুদ্ধে (ইফিষীয় ৬:১২)। তারা যীশুর জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করেন, এবং নির্যাতনকারীদের ক্ষমার মাধ্যমে এবং তাদের জন্য আশীর্বাদের প্রার্থনা উচ্চারণের মাধ্যমে। তারা হাজার হাজার মানুষের পরিত্রাণের কারণ হয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করে, শুষ্ক সময় এবং অনবরত ক্লেশ থাকা সত্ত্বেও তারা আনন্দ করে কারণ তাদের নাম স্বর্গে লিখিত আছে (লূক ১০:২০)।

এদের মধ্যে অধিকাংশই "পেশাদার" যোদ্ধা নয়; তারা সাধারন কর্মে নিযুক্ত থাকেন কিন্তু প্রত্যেক দিবারাত্রি আত্মিক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকেন। কেউ কেউ এমন চাকরি করেন যেখানে কম সময়ে কম বেতন পাওয়া যায়, যেন তারা তাদের রাজাকে সেবা করার জন্য অধিক সময় অতিবাহিত করতে পারেন। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবকেরা হারিয়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করার জন্য বিপদজনক স্থানে কার্যরত থাকেন। তাদের প্রত্যেকেরই বিনামূল্যে কাজ করার হৃদয় থাকে যারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেছে। ক্রুশের শক্তিতে, রাজাদের রাজার কাজের জন্য যে সমস্ত প্রধান বাধা আসে সেগুলিকে আচ্ছাদিত করে। যীশু যে মিশনের কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে জীবনপাত করতে হবে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)।

ইহা কোন জাগতিক যুদ্ধের ক্রুসেডের পুনরাগমন নয় যা যীশুর নামে আসছে। এই রাজ্য প্রত্যক্ষ করা যাবে, কারণ যীশু ঘোষনা করেছেনঃ

> *"আমার রাজ্য এ জগতের নয়। যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত, তবে*
> *আমার অনুচরেরা প্রাণপন করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই।*
> *কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়"।*(যোহন ১৮:৩৬)

ইহা লোকদের আত্মার যুদ্ধ। এই যোদ্ধারা লড়াই করেছেন যেন ধর্মীয় গোঁড়ামিযুক্ত আচার ব্যবহার অনুসরণ না করে মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্য জীবন যাপন করে। তারা কেবলমাত্র দিয়াবলের আক্রমণ সহ্য করেছে এমন নয়, কিন্তু কিছু বন্ধুত্বের মুখোশধারী মণ্ডলীর কাছেও অপদস্ত হয়েছে যারা তাদের যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত একজন শিষ্যের ন্যায় জীবন ধারন করার ইচ্ছাকে ভূল ব্যাখ্যা করেছে।

এই সেনারা বিশ্বাস করে যে আত্মার ***আন্দোলনের বৃদ্ধির*** ন্যায় শিষ্যত্ব, মণ্ডলী স্থাপন, এবং নেতাদের আন্দোলনও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে সক্ষম, যেভাবে প্রারম্ভিক মণ্ডলীতে ঘটেছিল। তারা ইহা বিশ্বাস করে যে খ্রীষ্টের আদেশ এখনও সম-পরিমাণ ক্ষমতা এবং আত্মার শক্তি বহন করে যা ২০০০ বছর পূর্বে ছিল।

আজকের যুগেও পুনরায় মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন (CPMs) ছড়িয়ে পড়ছে যেভাবে প্রেরিতদের সময়ে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে (অ্যাডিসনের প্রবন্ধটি দেখুন)। ইহা কোন নূতন ঘটনা নয় কিন্তু পুরাতন। ইহা বাইবেলের প্রাথমিক শিষ্যত্বকে পোষন করে যে যীশুর সমস্ত প্রকারের শিষ্যেরা অনুকরণ করতে পারে , ১) যীশুর শিষ্যেরা ২) মনুষ্যধারী দল (মার্ক ১:১৭) (স্নোডগ্রাসের লেখা প্রবন্ধটি দেখুন)। প্রত্যেক মহাদেশে, যেখানে এক সময় বলা হত যে, "মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন" এখানে কার্যকারী করা সম্ভব নয়, সেখানেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে (গ্যারিসন্, টাসে, ওয়াকার, ইহেজকিয়েল, মার্সেলিন এবং উড-এর লেখা প্রবন্ধগুলি দেখুন)।

বাইবেলের নীতিগুলি সমস্ত ব্যবহারিক, পুনরুৎপাদনকারী আদর্শ আন্দোলনগুলিতে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বরের দাসেরা হারিয়ে যাওয়া লোকদের উদ্ধার করছেন, শিষ্য তৈরি করছেন, স্বাস্থ্যবান মণ্ডলী স্থাপন করছেন এবং ঈশ্বর ভয়শীল নেতাদের জন্ম দিচ্ছেন, যেন তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সার্বিকভাবে নিজেদের সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করতে পারেন।

ঐতিহাসিক ভাবে আমরা দেখতে পাই যে এই আন্দোলনগুলি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতের অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইহা ছাড়া, এইরূপ না ঘটলে যেকোন উত্তম সেবাকাজের প্রচেষ্টাও নিজেদের জমি হারাবে।

এই নূতনীকৃত প্রচেষ্টার স্রোত অগ্রে এগিয়ে চলেছে এবং ইহা একটি অদম্য শক্তি। এই বিদ্রোহ কোন খামখেয়ালী নয়। প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে এই আন্দোলন মণ্ডলী নতুন মণ্ডলীর জন্ম দিচ্ছে, ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০৯ টির-ও অধিক আন্দোলন নতুন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যার রিপোর্ট আমরা প্রত্যেক মাসে পাই। প্রত্যেকটি আন্দলনের বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে মহান সহিষ্ণুতা এবং বলিদান।

এই মিশন –সুসমাচারকে প্রত্যেকটি অপ্রাপ্ত মানুষ এবং প্রত্যেকটি স্থানে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে যাবার জন্য – বহু ধরনের বাস্তবিক নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, ইহা একটি সংগ্রাম যেন দেখতে পাওয়া যায় যে যীশুর নাম প্রত্যেকটি স্থানে বিরাজ করছে, যেন সমস্ত লোকেরা তাঁর আরাধনা করে। এই মিশন সমস্ত রকম মুল্য প্রদান করতে সক্ষম, এবং ইহা মুল্য প্রদান করার যোগ্য! *তিনি* ইহার যোগ্য।

বর্তমান যুগের প্রায় ৩০ বছরের আন্দোলনের পুনরুত্থানের দ্বারা, একটি বিশ্বব্যাপী জোট গঠিত হয়েছে, ইহা কোন প্রেক্ষাগৃহে আলোচনা সভা থেকে উদ্ভব হয়নি, কিন্তু ইহা সেই সমস্ত নেতাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে যারা এই আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট আছেনঃ

আর সর্বজাতির কাছে নিকটে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে। - মথি ২৪: ১৪ (উইলিয়াম কেরী ভার্সন)

যখন ঈশ্বর প্রত্যেক ভাষা, জাতি, উপজাতি এবং দেশের লোকদের অগণিত সংখ্যায় নিজের রাজ্যে নিয়ে আসছেন, তখন আমরা বলিঃ "প্রভু যীশু, এস!" (প্রকাশিত বাক্য ২২:২০)। আমরা ক্রন্দন করিঃ

তোমার রাজ্য আইসুক! (আন্দোলন)

কোন স্থান পরিত্যক্ত নেই! (সবাই সুসমাচার প্রাপ্ত)
যা পূর্বে শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছে! (আমাদের পূর্বের দাসদের সম্মান প্রদান)

প্রার্থনার মাধ্যমে, আমাদের এই জোট অনুভব করেছে যে ঈশ্বর আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে আদেশ করেছেনঃ **আমাদের লক্ষ্য এই যে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানে এবং লোকদের মাঝে একটি প্রভাবশালী রাজ্যের আন্দোলনের (মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন) মাধ্যমে সুসমাচার প্রদান করা।**

আমরা এই মহান মিশনকে সম্ভব করার জন্য সমস্ত রকমের সংস্থা এবং সম্প্রদায়কে গৌন রূপে বিবেচনা করি। আমরা যেকোন মানুষকে স্বেচ্ছাসেবক এবং সদস্য বানানোর জন্য উন্মুক্ত, আমাদেরকে মথি ২৪:১৪ পদটি অনুপ্রাণিত করে।

আমরা পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক কর্মোদ্যোগ নই। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার গৃহমণ্ডলীর আন্দোলন, ১০/৪০ জানালার মুসলিম লোকদের আন্দোলন, মিশনারী প্রেরক সংস্থা, মণ্ডলী স্থাপনের নেটওয়ার্ক, প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী এবং আরো অনেকের সমন্বয়ে গঠিত একটি উদ্যোগ। আমরা সেই সমস্ত সংস্থার জোট যারা নিজেদের সেবাকাজে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন অনুশীলন করে এবং কোন পরিচালক মণ্ডলীর পরিকল্পনার অপেক্ষায় থাকে না (যদিও অনেক পরিচালক এই উদ্যোগের সঙ্গে আছেন)। আমরা একটি যুদ্ধকালীন চিন্তাভাবনার জন্য আহ্বান পেয়েছি যেন খ্রীষ্টেতে ভ্রাতা ভগ্নীদের সাথে আমরা বলিদান দিতে পারি, ইহা দেখার জন্য যে সুসমাচার পৃথিবীর সমস্ত দেশে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে এবং সমস্ত মানুষ ইহার সাক্ষী হয়েছে।
এই বিপ্লব কি অন্যান্য শত শত পরিকল্পনা থেকে ভিন্ন যা বিগত শতাব্দীগুলিতে উদ্ভূত হয়েছে? এই পরিকল্পনা কি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের মহান আজ্ঞাকে সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে? ডঃ কেইথ পার্ক নিজের সম্পূর্ণ জীবন মিশনারী হিসাবে কাটিয়েছেন যা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকে। তিনি ১৯৭৪ সালে লসেন-এ উপস্থাপক হিসাবে কাজ করেছেন এবং আই এম বি –র সভাপতি ১৯৮০ সালে তাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছেন। ডঃ বিল ও' ব্রায়ান সিঙ্গাপুর ১৯৮৯ সালের পদাধিকারী ছিলেন যেখানে এ.ডি. ২০০০ নেটওয়ার্ক-এর উৎপত্তি হয়। আপনি তাদের প্রবন্ধে দেখতে পারেন যে তারা মনে করেন এই ২৪:১৪ জোটবন্ধনটি মৌলিকভাবে অন্যান্য আন্দোলনের থেকে পৃথক। ইহা পূর্ববর্তী বিশ্বস্ত প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে (এ. ডি. ২০০০, ফিনিশিং দা টাস্ক, ইত্যাদি); ২৪:১৪-এর দর্শন ঐতিহাসিক এবং বর্তমান প্রচেষ্টার চরম কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে ইহার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

ডঃ পার্ক-এর মত অনুযায়ী, ২৪:১৪ এই কারণে পৃথক কারণ ইহা কোন মিশন পরিচালকের উদ্দীপনার ফলপ্রসূ নয় কিন্তু ইহা আন্দোলনের তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসেছে। ২৪:১৪ একটি জোটবন্ধন যেখানে পৃথিবীর সমস্ত মণ্ডলী স্থাপনকারী সংস্থা একটি জরুরী অবস্থায় একত্রিত হয়েছে এবং সমগ্র জগতের মন্ডলীদেরকে এই একই কারণে যুক্ত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ইহার কারণে অনুভব হয় যে শেষ সময় উপস্থিত।

একটি অন্তিম প্রজন্ম থাকবে। ইহা সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিচিত হবে, এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত বিরোধীতার মুখোমুখী হয়েও এগিয়ে যাবে (হো এবং আর্লান্ডের প্রবন্ধ দেখুন)। মথি ২৪ অধ্যায়ে যীশু যে বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন তা দেখে আমাদের প্রজন্ম অদ্ভুত মনোভাব পোষন করে।

মিশন ফ্রনটায়ার্সের একটি সংস্করণ হল **এ কল টু আর্মস্।**[77]

২৪:১৪ সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্ব / সংস্থা / মন্ডলীর আন্দোলন তিনটি বিষয়ের প্রতি গভীর ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধঃ

১. সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে পৌঁছানোঃ মথি ২৪:১৪ পদের উপর ভিত্তি করে, সুসমাচারকে **প্রত্যেক সুসমাচার অপ্রাপ্ত**

লোকদের কাছে ও স্থানে পৌঁছানো।

২. মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের মাধ্যমেঃ বাইবেল ভিত্তিক উপায়ে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শিষ্য তৈরি করা, মণ্ডলী স্থাপন করা, নেতা

এবং **রাজ্যের আন্দোলনের** মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো।

৩. ২০২৫ সালের মধ্যে জরুরী অবস্থায় কাজ করাঃ ২০২৫ সালের শেষে যেকোন মুল্য প্রদানে প্রস্তুত থেকে **যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে**, পবিত্র আত্মার

সহযোগিতায় এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

আমরা একটি যুদ্ধের সময়ে আছি, যদিও অধিকাংশ বিশ্বাসীরা এমন জীবন যাপন করে যে তারা খুব শান্তিতেই আছে। যতদিন ঈশ্বরের লোকেরা ঘুমাবে, শত্রু আমাদের সম্প্রদায়ে, মন্ডলীতে, সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত শিষ্যত্বে ব্যাপক ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। অগ্রগণ্যতা, সময় এবং লক্ষ্য অর্থহীন হবে। কোন রকমের মহান মিশন বিজয় লাভ করবে না, সেকারণে আমাদের জীবনে বলিদান খুবই সামান্য অথবা ইহার আমাদের জীবনে কোন অস্তিত্বই নেই। তবুও যদি সমস্ত মণ্ডলী এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জেগে ওঠে, তাহলে নরকের দ্বারা সকল কম্পিত হয়ে উঠবে (মথি ১৬:১৮)!

৪ কোটি ৯০ লক্ষ (ক্রমবর্ধমান) তৃণমূল স্তরের সেনারা যারা এই মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের দ্বারা বিশ্বাসী হয়েছে, তারা সমগ্র বিশ্বে সুসমাচার প্রচার করছে। যখন ঈশ্বরের অসাধারন কাজের কাহিনীগুলি সমগ্র বিশ্বের মণ্ডলীর সামনে প্রকাশিত হয়, তখন মণ্ডলী থেকে অতিরিক্ত শক্তি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায়। ঘুমন্ত দৈত্যের ন্যায় ঝিমিয়ে পড়া বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীকে জাগিয়ে তুলতে হবে (অয়েলস্ এবং মিকেন – এর প্রবন্ধ দেখুন)। কিন্তু এই দৈত্যকে শান্তিপূর্ণ অবস্থার ন্যায় জাগ্রত করলে চলবে না। ***ইহা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মণ্ডলী বৃদ্ধির নমুনা নয়; ইহা যুদ্ধ।***

সবথেকে প্রভাবশালী সেনাদল হল পুরাতন আন্দোলন থেকে নেতাদের নতুন আন্দোলন শুরু করা। বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী হিসাবে আমাদের উচিত প্রার্থনা, কর্মচারী প্রদান এবং অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা যেন বিদ্যমান আন্দোলনগুলিতে সাহায্য প্রেরণ করা যায়, যার থেকে সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানগুলিতে নতুন আন্দোলন শুরু করা যায়। (ভি. জন, লার্সন, কুমার, হ্যারল্ড এবং ডুবোইস –এর লেখা প্রবন্ধ দেখুন)।

মোট ৮৮০০+ সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠী ও স্থানগুলির মধ্যে, আমরা বিচার করে দেখেছি যে প্রায় ২৫০০ গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই প্রভাবশালী মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত। বাকী থাকে ৬৩০০ গোষ্ঠী, যার জন্য আমাদের এখনও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের আরো সতর্ক দৃষ্টিতে শহর অঞ্চলের বৃহৎ সংখ্যার দলগুলির কাছে পৌঁছাতে হবে। একটি বৃহৎ দলের সংখ্যা যদি ১০ লক্ষ হয় তাহলে সেই সংখ্যাকে জেলা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে ভাগ করে নিতে হবে যেখানে এই আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী, প্রায় ১৩০, ০০০ ভৌগলিক এবং সংস্কৃতিগত গোষ্ঠী আছে যেখানে আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন আছে। আপনি যখন ইহা

[77] *The Beginning of the End? The Launch of 24:14*

পড়ছেন, বিশ্বব্যাপী গবেষনাকারী দলগুলি বিভিন্ন মন্ডলী স্থাপনের দলের থেকে গুরুত্বপূর্ন সূক্ষ তথ্যগুলি কম্পাইল করছে যেন নির্ধারন করা যায় কোন স্থানে এখনও আন্দোলন শুরু করা বাকী আছে।

যারা আপনার কাছে এই তথ্যগুলি সরবরাহ করে। ঈশ্বর *আপনাকে* এই স্বেচ্ছাপূর্ণ সেনাদলে যোগদেবার জন্য আহ্বান করছেন। কি ঘটবে যদি সমস্ত বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীগুলি সক্রিয় হয়ে বলিদান সহকারে এই অবশিষ্ট আট বছর প্রত্যেক সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থানগুলিতে পৌঁছানোর জন্য বদ্ধ পরিকর হয় এবং ঈশ্বরের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়?

আমরা আপনাকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হতে আমন্ত্রন জানাই। আরো জানতে এবং এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যোগ দেবার জন্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক ভিডিও দেখার জন্য দেখুন 2414now.net । ("কিভাবে ইহার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন" – দেখুন)

আপনি কি অনিশ্চিত কিভাবে আপনার গৃহে অথবা অন্যত্র কোন স্থানে কিভাবে শিষ্য তৈরি করা আরম্ভ করবেন? আপনি যদি প্রস্তুতি এবং পরিষেবার জন্য মুল্য প্রদান করতে পারেন, আমরা আপনাকে নিকটবর্তী মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের দলকে আপনার যোগযোগ-এর ঠিকানা প্রেরণ করব। তারা আপনাকে প্রশিক্ষণ দেবে কিভাবে আপনি নিজের এলাকায় এবং দূরবর্তী স্থানের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতে পারেন।

২৪:১৪ সেনাদল অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের সংস্থার দল হল একটি কাঠামো যারা স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার করতে পারে। ২৪:১৪ –এর বিশ্বব্যাপী কাজের আরম্ভ করার জন্য এবং বিদ্যমান কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন অর্থ সংস্থান যা এই মহান কাজের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র।[78] আমাদের প্রার্থনার সমন্বয় বহির্গামী হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রয়োজন একটি উত্তপ্ত প্রার্থনার ধাক্কা। সমস্ত দেশ, অঞ্চল এবং জেলার ২৪:১৪ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজন মণ্ডলী স্থাপনের এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা; খালি জায়গা উপচিয়ে পড়ছে।

২০২৫ সালই শেষ নয়। ইহা কেবলমাত্র শেষের আরম্ভ মাত্র। আমাদের প্রয়োজন মণ্ডলী স্থাপনের দল এই সমস্ত ১,৩০,০০০ স্থানে বলিদান সহকারে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের রাজ্যের বাক্য ছড়িয়ে দেবার আন্দোলন শুরু করবে। একবার যদি একটি দল কোন স্থানে (এখন থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের মধ্যে) পৌঁছায়, তৎক্ষনাৎ সেই স্থানে যুদ্ধ শুরু হয় এবং হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করা হয়, শিষ্যত্বের কাজ শুরু হয় এবং মণ্ডলী স্থাপন হতে থাকে যেন সেই সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আমরা প্রায় দু-হাজার বছরের এই আত্মিক যুদ্ধের একটি শেষ দেখতে পাই। শত্রুর পরাজয় আমাদের চোখের সামনে। সমগ্র বিশ্বে "এমন কোন স্থান পরিত্যক্ত নেই যেখানে যীশুর নাম উচ্চারিত হচ্ছে না" (রোমীয় ১৫ :২৩)। ঈশ্বর আমাদের মুল্য প্রদান করতে এবং গভীর বলিদান প্রদান করতে এবং মথি ২৪:১৪ পদকে সম্পূর্ণ করার জন্য আহ্বান করেছেন। আপনি কি প্রস্তুত?

স্টিভ স্মিথ এবং স্ট্যান পার্কস গ্লোবাল ২৪১৪ জোটের যুগ্ম-পরিচালক, তাদের প্রচেষ্টা যেন সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত স্থান এবং দল মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন-এ যুক্ত হয় ২০২৫ সালের মধ্যে (2414now.net)।

---

[78] অধিকাংশ ২৪:১৪ প্রচেষ্টাগুলি বহিরাগত কোন আর্থিক সাহায্য লাভ করে না। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি, মণ্ডলী এবং সংস্থার তরফ থেকে এই আন্দোলন কার্যকারী রাখার জন্য সাহায্য আসে। কিন্তু এখনও কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্যের দরকার। ২৪:১৪ – এর বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য আরো তথ্যের জন্য দেখুন www.2414now.net/give ।

স্টিভ স্মিথ (টি. এইচ. ডি) এশিয়ার মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের অংশ ছিলেন তিনি টি ফোর টিঃ এ ডিসাইপেলসিপ রিভোলিউশন –এর লেখক এবং তিনি "নো প্লেস লেফ্‌ট" পুস্তকটির রচয়িতা। SteveSmithBooks.com

স্ট্যান পার্কস (পি. এইচ. ডি) পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের অংশ ছিলেন। এথনে নেতৃত্ব দলের অংশ হিসাবে তিনি ইফিষীয়ের একটি বড় দলকে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু করতে সাহায্য করছেন। stan@beyond.org

কেন ২৪:১৪ পরিকল্পনা পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির?

প্রত্যেক যুগেই প্রতিভাসম্পন্ন এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মিশনারীরা আহূত হয়েছেন যারা সমগ্র জগতে যীশুর বিষয়ে প্রচার করার জন্য কাজ করেছেন। স্টিফেনের পাথরের আঘাতে মৃত্যুর পর, তাঁর শিষ্যরা নিজেদের জীবন বাচানোর জন্য শমরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই নাম-বিহীন লোকেরা তাদের বাক্য এবং কার্য্যের দ্বারা সুসমাচার চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। ১৯৮৯ সালে ডেভিড বারেট্ ব্যক্ত করেন যে ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় ৭৮৮ টি সুসমাচার প্রচারের পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সময় থেকে, অনেক নতুন পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়েছে। এই প্রশ্নটি যথাযথভাবে উত্থিত হয়েছেঃ কেন **২৪:১৪** আন্দোলনটি পৃথক প্রকৃতির?

বৃহৎ সংস্থা বনাম তৃণমূল স্তরের কাজঃ অধিকাংশ পুরাতন পরিকল্পনা গুলি সংস্থাগতভাবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যখন ইহার প্রভাবে আমরা ইতিবাচক সাফল্য পেয়েছি, মিশনের কার্যাবলি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহু-সংখ্যক মানুষ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে, একই সময়ে এই ধরনের পরিকল্পনার কারণে অবশিষ্ট সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের উপরে সঠিক ভাবে লক্ষ্য প্রদান করা হয়নি। ইহা নিজেদের মতন অন্য মণ্ডলী স্থাপন করারও প্রচেষ্টা করেনি। **২৪:১৪** কোন সংস্থা বা নির্দিষ্ট কোন খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। ইহা তাত্ত্বিকভাবে কোন নির্দিষ্ট সংস্থার নেতার ভাবনার দ্বারা উৎপন্ন হয়নি। ইহা সেই সমস্ত মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যারা সরাসরি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। ইহার গুণমান অধিকাংশই ব্যবহারিক / প্রায়োগিক এবং কম তত্ত্বীয়। ইহার মূল লক্ষ্য হল যেন সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে পৌছানো যায়, প্রত্যেককে এই মহাকর্মে যুক্ত করা যায় – কার্যকরভাবে তাদের জীবনে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া।

অসংযত প্রেরণঃ ২৪:১৪ –এর একটি শক্তি হল কোন নির্দিষ্ট কর্মচারী এই কাজের জন্য প্রয়োজন নেই এবং এই আন্দোলনে খুব কম আর্থিক শক্তির প্রয়োজন হয়। যখন নতুন বিশ্বাসীরা তাদের অংশীদার হিসাবে কাজ করে যারা তাদেরকে সুসমাচার প্রদান করেছে, সাক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রযুক্তিগত উন্নতি একটি অন্যতম সুবিধা প্রদান করে। ইহার মধ্যে স্পষ্টতই অন্তর্ভুক্ত আছে পরিবহন ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার ফলে অনেক দ্রুত ঈশ্বরের বাক্য অনুবাদ করা যায়, প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি দ্রুত বিতরণ করা যায়, এবং দলের সদস্যদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করা সম্ভব হয়। যদিও এই পরিকল্পনার উপলব্ধি আছে যে প্রযুক্তি কখনও কোন মানুষের স্বয়ং উপস্থিতিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। সেকারনে বারংবার মুখোমুখী বার্তালাপের সাহায্যে নতুন পরিকল্পনা শুরু এবং পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য **আলোচনা করা যায় এবং ইহা একটি** একটি অপরিহার্য অংশ।

সঠিক মূল্যায়ন এবং অনুসরণকরনঃ প্রযুক্তির অনেকগুলি ফলাফলের মধ্যে একটি ফলাফল হল, ইহার দ্বারা একটি অসমাপ্ত কাজের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে বিশ্ব সুসমাচার প্রচারের বিষয়ে লসেন সম্মেলনে। ইহার মধ্যে একটি ছিল "সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষ"- উক্তিটি, যা বলেছিলেন ফুলার থিওলজিকাল সেমিনারির রালফ্ উইনটার। অতীতের পরিকল্পনাগুলি ছিল একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রতি নিবদ্ধ এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকদের এবং জাতিগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। **২৪:১৪** – তে আমরা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক। যেখানে কর্মভারটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাসঙ্গিক তথ্য গুলি খুঁজে বের করা হয় কেবলমাত্র চুক্তিগত কারণে নয়, কিন্তু ইহার দ্বারা মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় যে শিষ্যেরা সঠিকভাবে নতুন শিষ্য তৈরী করছে কিনা এবং একটি নতুন স্থানে প্রকৃত ভাবে সুসমাচার পৌছাচ্ছে কিনা।

বাইবেল-কেন্দ্রিকঃ আরেকটি অপরিমেয় সুবিধা হল **২৪:১৪** –এর বাইবেল-ভিত্তিক অভিগমন। কিছু প্রাথমিক প্রচেষ্টা "বহিরাগত" বিষয়ের উপরে জোর দিয়েছিল অপরিহার্য আত্মিক পরিচালক হিসাবে। সেকারণে, যতগুলি দল শুরু হয়েছিল, মিশনারীর নিজের উপরে, নিজের সময়ের উপরে এবং উৎসের উপরে অতিরিক্ত চাপ থাকত। যদিও, **২৪:১৪** আন্দোলন লূক ১০ অধ্যায়কে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয় এবং আরো সমরূপ বাইবেলের অংশের উপরে নির্ভর করে "শান্তির

পুরুষ" খোঁজার প্রচেষ্টা করে এবং পরবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তির পরিচিত জনদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন। আত্মার পরিচালনায় ভূমিকামূলক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষালাভের মাধ্যমে "শিষ্য তৈরির কাজ" ও "তাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে" গুরুত্ব দিতে শেখানোর মাধ্যমে, নতুন দলগুলি আরো নতুন প্রজন্মের বিশ্বাসীদের শিষ্য প্রস্তুত-কারী হিসাবে তৈরি করে। "বহিরাগত" লোকদের উপরে অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে এই পরিকল্পনা উপলব্ধি করে যে আঞ্চলিক নেতারাই হল নিজেদের লোকদের শিষ্য প্রস্তুতকরনে অপরিহার্য্য।

সর্বোত্তম প্রমাণিত অনুশীলনের নমুনাঃ ২৪:১৪- তে যে সমস্ত আন্দোলন প্রতিনিধিত্ব করে তারা প্রত্যেকে ব্যাপক ভাবে নতুন শিষ্য এবং মন্ডলীর জন্ম দিয়েছে। এই সংস্কৃতিগত – অভিযোজিত নমুনাগুলি কোন মানবিক উৎসের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বর সমস্ত জগতে নিজের বাক্য পৌঁছানোর জন্য এই পরিকল্পনাকে ব্যবহার করতে পারেন। **২৪:১৪** – এর প্রধান কার্যকারীদের এই ধরনের কাজ আরম্ভ করার জন্য অত্যন্ত অভিজ্ঞতাপূর্ণ। তারা অধিক উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন ইহা বোঝার জন্য যে ইতিমধ্যেই সেখানে কি ঘটে গেছে। প্রায় ২০ বছর ধরে এই কাজ ক্রমাগত করার ফলে, তারা সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে, স্থির লক্ষণগুলিকে অথবা মৃতপ্রায় আন্দোলনগুলির কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন যেগুলি একটি আন্দোলনকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। অতীতে প্রায় নিয়তই, যখন নতুন পদ্ধতি অথবা অভিগমন গুলি ব্যবহার করা হত, সেখানে মূল্যায়নকারী কোন কিছু ছিল না যা সঠিক উপযোগী বিষয়গুলিকে প্রস্তাব করতে পারে। এখন তারা অনবরত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে। ইহা হতে পারে কোন নেতৃত্বের সতেজকারী পরিবর্তন অথবা কোন নিকটবর্তী গোষ্ঠীর সঙ্গে বার্তালাপ করা অথবা কোন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ করা।

অনন্য সহযোগিতাঃ বৃহৎ চিত্রে, **২৪:১৪** দুটি প্রয়োজনীয় পরস্পর-নির্ভরশীল বাস্তবিকতাকে আলিঙ্গন করেছেঃ সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোক এবং বেশিরভাগ ফলবন্ত আন্দোলনগুলিকে জোটবদ্ধ করা। আমরা জানি যে সুসমাচার পৃথিবীর সমস্ত জাতিগত লোকদের জন্য প্রযোজ্য। **২৪:১৪** – এর কার্যকারী ব্যক্তিরা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগত দল থেকে আগত এবং ইহার সুবিধা হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বন্দীত্ব থেকে স্বাধীন হওয়া।

প্রার্থনাঃ সম্ভবত এই পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের সমস্ত পরিকল্পনায় একটি অপরিহার্য উপাদান হল প্রার্থনা। যদিও, তাদের বেশিরভাগই একটি নির্দিষ্ট সংস্থা অথবা খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় থেকে প্রার্থনার-সাহায্য লাভ করে। কিন্তু এই পরিকল্পনা সমগ্র পৃথিবীর প্রার্থনার অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আরম্ভ হয়। এবং যখনই নতুন শিষ্য যুক্ত হত, তখনই সেই নতুন বিশ্বাসীরা প্রার্থনার এই পরিকল্পনার সঙ্গে শক্তি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা **যোগ** করত, যা ছিল প্রার্থনা, **ইহা** এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রার্থনার উপাদানই হল **২৪:১৪** –এর মহান সুযোগ।

১৯৮৫ সালে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাই এবং উপলব্ধি করি জগতকে সুসমাচার দেবার আমাদের এই "সাহসী" পরিকল্পনা এই পৃথিবীর অর্ধেক দেশেও পৌঁছাতে পারবে না যে দেশগুলি গতানুগতিক মিশনারীদের জন্য রুদ্ধ এবং সেই মানুষদের অধিকাংশই সুসমাচার প্রাপ্ত হয়নি। আমরা অন্যদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের মিশনের উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রন করি যেন বাস্তবরূপ পরিবর্তিত হয়।

আমরা ইহা দেখে রোমাঞ্চিত হই যে ঈশ্বর মধ্যস্থ বছরগুলিতে কত অদ্ভুত কাজ করেছেন এবং আমরা এই পৃথিবীর অনেক ভাই ও বোনদের সাথে একত্রিত হয়ে **২৪:১৪** – এর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছি যেন একদিন আসে যখন এই জগতের প্রত্যেক লোকদের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ভাষার এবং দেশের মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হবে।

উইলিয়াম ও' ব্রায়ান (bellmitra@sbcglobal.net) ইন্দোনেশিয়াতে একজন মিশনারী হিসাবে, একজন মন্ডলী স্থাপনকারী হিসাবে এবং পুরোহিত রূপে, ভি. পি. ও আই. এম. বি-র পরিচালক হিসাবে, স্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির দা গ্লোবাল সেন্টার-এর স্থাপনকারী পরিচালক রূপে, এবং বীসন ডিভিনিটি স্কুলের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ***চুজিং*** *এ ফিউচার ফর্ ইউ. এস. মিশনস্*-এর যুগ্ম লেখক ছিলেন।

আর. কেইথ পার্কস (khj@parksworld.net) সাউথ-ওয়েস্টার্ন ব্যাপটিষ্ট থিওলজিকাল সেমিনারির টি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি ইন্দোনেশিয়াতে মিশনারী হিসাবে, আই এম বি এবং গ্লোবাল মিশনস্-এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঈশ্বরের

সেবা করেছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীর চারজন সন্তান এবং সাতজন নাতি-নাতনি আছেন। তিনি বর্তমানে টেক্সাস-এ এফ. বি. সি. রিচার্ডসনে বাইবেল স্টাডি ফর্ ইন্টারনেশনল-এ শিক্ষকতা করছেন।

আমাদের জবাব

এই দর্শন কার্য্যকর করার ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কি?

মথি ২৪:১৪ পদে আমরা দেখি যীশুর প্রতিজ্ঞা "আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে"।

ইতিহাসে এই প্রথমবার পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলিকে আমরা শনাক্ত করতে পারি এবং শনাক্ত করতে পারি কারা কারা এখনও সুসমাচার পায়নি। আমরা আরো দেখি ঈশ্বর কাজ করছেন বিস্ময়করভাবে বিশ্বের চারপাশে অনেক উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে।

এখন প্রশ্ন হলঃ "আমাদের জবাব কি? এই দর্শন কার্য্যকর করার ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কি"?

শেষ সময়ের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পিতর লিখেছেনঃ

এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আত্মার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত! ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই (২য় পিতর ৩:১১-১২)।

আমরা কি ভূমিকা পালন করতে পারি প্রভুর দিন ত্বরান্বিত করতে? ২৪:১৪ দায়িত্ব স্বীকার করতে, আমরা বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের দেহের অংশী হতে চাই, রাজ্যের সুসমাচার প্রত্যেকটি বাক্য অপ্রাপ্তলোক এবং স্থানে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে, মন্ডলী স্থাপন উদ্যোগগুলির মাধ্যমে।

বইয়ের এই অংশে, আমরা দেখব কিভাবে আমরা এই দর্শন কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করতে পারি। "সি পি এম এসেনশিয়াল অন এ ন্যাপকিন" –এ স্টিভ স্মিথ বর্ণনা করেছেন সি পি এম-এর রাস্তায় যাওয়ার মুখ্য অংশগুলি। এটি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে উদ্যোগগুলি শুরুর জন্য সাহায্য করতে – যদি তারা হয় ব্যক্তিবর্গ, মন্ডলীগুলি বা প্রতিষ্ঠানগুলি। পরেরটি হচ্ছে একটি পৃথক অংশ, এই তিনটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির জন্য, উদাহরণ ও পরিচালনা দেয় কিভাবে তারা উদ্যোগগুলির সাথে যুক্ত হতে পারে।

এটি প্রশ্ন নয় যে মথি ২৪:১৪তে যীশুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে। প্রশ্নটি হল যে আমরা আমাদের অংশটি করব কি না, আমাদের প্রজন্মে এই দর্শন কার্য্যকরী হতে দেখতে।

একটি ন্যাপকিনের ওপর সি পি এম-এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি

স্টিভ আর স্মিথ[79] দ্বারা লিখিত

আপনি আপনার অন্তরে ঠিক করেছেন যে আপনি দেখতে চান ঈশ্বর আপনার সম্প্রদায়ে বা জনগোষ্ঠীতে আরম্ভ করছেন মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন (সি পি এম)। প্রশ্ন হলঃ 'আমি কিভাবে শুরু করব'? ধরুন, আমরা কফিশপে বসে আছি, আমি আপনার হাতে একটি ন্যাপকিন দিলাম, বললাম 'সি পি এম যাবার পথটি আঁকুন'। আপনি কি জানেন কোথায় শুরু করতে হবে?

আপনি নিশ্চয়ই সামনের পথে এগোবেন, যা সম্ভবত আপনাকে আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাবে, এটা ছাড়া একজন তা পারবেও না। আপনার অবশ্যই বোঝা দরকার পথটি কেমন দেখতে।

সি পি এম-এর পথটির বাধার সম্মুখীণ হচ্ছে বাক্যের আন্দোলন। ঈশ্বর মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনগুলি শুরু করেন, তাঁর সেবকদের নয়। তথাপি তিনি তাঁর সেবকদের ব্যবহার করেন সি পি এম-গুলির অনুঘটকের কর্ত্তা হিসাবে। এটি ঘটে যখন তারা তাঁর পথগুলিকে বুঝতে পারে এবং সমর্পণ করে তাদের পরিচর্যার প্রচেষ্টাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে তাদের কাছে।

আপনার পরিচর্যা কাজের পাল টাঙ্গিয়ে ভাসিয়ে দিন আত্মার আবেশ বোঝবার জন্য

এটিকে এভাবে ভাবুন। একজন নাবিক হিসাবে, যা নিয়ন্ত্রন করা যায়, আমি সে সমস্ত বিষয়ের কাজ জানি। আমি নিশ্চিত করতে পারি আমার পালগুলি তোলা আছে, হাল ঠিক দিকে আছে এবং পালগুলি পরিপাটি আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হাওয়া না বইছে, আমার পালতোলা নৌকাটি জলে মৃত। আমি বাতাসকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি না। বা যদি বাতাস বইতে থাকে, কিন্তু আমি পাল তুলে ঠিকমত খাটাতে না পারি বাতাসকে ধরার জন্য, আমি কোথাও যেতে পারব না। সে ক্ষেত্রে, বাতাস বইছে, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে বাতাসের সাথে এগিয়ে যেতে হয়।

আইনের একজন প্রথাগত ইহুদী শিক্ষকের একটা কঠিন সময়ে গিয়েছিল যীশুর নিজস্ব পথগুলি উপলব্ধি করতে। যীশু তাঁকে বললেনঃ

'বায়ু যেদিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেকজন সেইরূপ' (যোহন ৩:৮)।

আত্মা যে পথে প্রবাহিত হন, আমরা তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না, কিন্তু তিনি প্রবাহিত হন।[80] তিনি প্রবাহিত হচ্ছেন কিনা প্রশ্নটি তা নয়। প্রশ্নটি হলঃ 'আমার পরিচর্য্যা কাজ কি সে দিকে যাওয়ার অবস্থায় আছে, যে দিকে আত্মা প্রবাহিত হন, যাতে এটি ঈশ্বরের উদ্যোগে পরিণত হতে পারে'?

যদি আমাদের পরিচর্য্যা কাজগুলি আত্মার পথগুলির সাথে সহযোগিতা না করে, আমরা এটা বলার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারি 'এখন ঈশ্বর আদৌ গমনাগমন করেন না, যেমন তিনি অতীতে করতেন'। তবুও ডজন ডজন সি পি এম-গুলি বিশ্বের চারপাশে এবং প্রত্যেকটি মহাদেশে সাক্ষ্য দিচ্ছেঃ 'যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন' (ইব্রীয় ১৩:৮)।

যখন আমরা এই সি পি এম-গুলির দিকে দেখি, অপরিহার্য উপাদানগুলি কি – যে বিষয়গুলি আমরা নিয়ন্ত্রন করতে পারি? কি আমাদের পালগুলিকে সঠিক দিকে রাখতে সাহায্য করবে ঈশ্বরের আত্মার সাথে এগিয়ে যেতে, যদি তিনি জোরে প্রবাহিত হন? সি পি এম-এর অনুঘটকরা এগুলিকে ব্যাখ্যা করেন বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু যা অনুসরণ করা হয় তা সি পি এম-এর অপরিহার্য উপাদানগুলির সরল সারমর্ম।[81] আমি প্রায়ই এই সরল রেখাচিত্রটি একটি ন্যাপকিনের উপরে আঁকি আমার বন্ধুর জন্য, আমরা কিভাবে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে পারি একটি আন্দোলনের জন্য। যদি আপনি মূল সি পি এম-এর নকসাটি একটি ন্যাপকিনের উপরে আঁকতে না পারেন, এটা আপনার পক্ষে খুবই জটিল হয়ে যাবে নিজেকে

---

[79]সম্পাদনা করা হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে, যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর জুলাই – আগষ্ট ২০১৩ সংস্করণে, www.missionfrontiers.org২৯-৩১ পৃষ্ঠাতে।

[80]'আত্মা' এবং 'বায়ু' গ্রীক ভাষায় একই শব্দ।

[81]আমি নাথন শানক, নীল মিমস এবং জেফ সানডেল-এর কাছে ঋণী, হৃদয়ের বিভিন্ন অংশ এবং চারটি ক্ষেত্রের নকসার দ্বারা।

বাঁচিয়ে রাখা এবং অন্যদের পক্ষেও জটিল হবে পুনরুৎপাদন করা।[82] আপনাকে উজ্জীবিত করবার জন্য, আমার আঁকা যতই খারাপ হোক না কেন, আমার বন্ধু আরো মনোবল পাবেন এটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে।

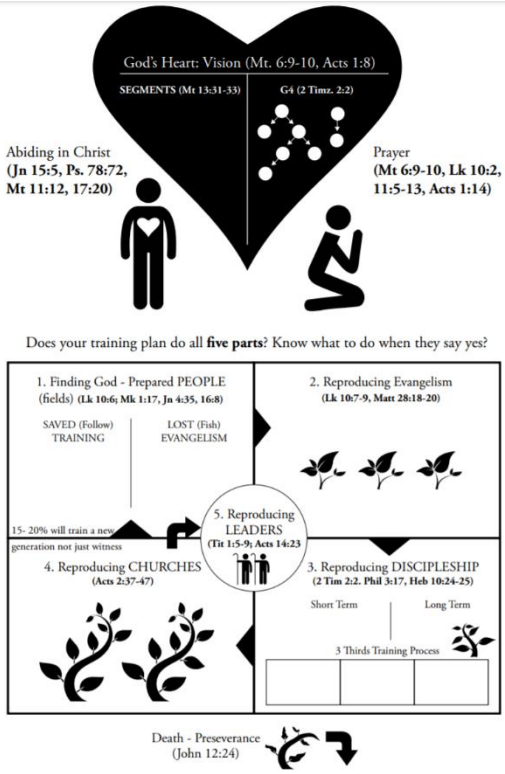

হৃদয়

আপনার লোকদের জন্য ঈশ্বরের হৃদয়-এর সাক্ষাৎ পান এবং বিশ্বাসে তাঁকে খুঁজুন তাঁর দর্শন সিদ্ধ করবার জন্য।

আপনার এবং আপনার দলের দর্শন আছে ঈশ্বরের অধীনে কিছু করতে, যাতে সমস্ত লোকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সাড়া দেওয়ার সুযোগ পায় (এটি একটি বিরাট হৃদয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে)। আপনি ঈশ্বরের দর্শন চাইছেন, আপনার নিজের নয়। মথি ৬:৯-১০ এবং ২৮:১৮-২০, আমাদের বলে যে তাঁর রাজ্য পূর্ণরূপে আসবে সমস্ত লোক এবং জনগোষ্ঠীর কাছে। এই আকারের একটি দর্শন অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে বিশাল সংখ্যক বিশ্বাসীগণে এবং হাজার হাজার মন্ডলীগুলিতে (এবং / বা ছোট গোষ্ঠীগুলিতে)। এই ধরনের দর্শন বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বেছে নিতে তাদের সমাজে ঈশ্বরের রাজ্য আনবার জন্য।

- যেহেতু এই দর্শনটি খুব বড়, আপনি এটি অবশ্যই ভেঙ্গে নেবেন প্রাথমিক বিভাগে। এটি আপনাকে জানতে সাহায্য করবে কিভাবে শুরু করা যায়। প্রত্যেকটি সমাজে লোকেরা সম্পর্ক গড়ে নেয় ভৌগলিক (প্রতিবেশীদের) এবং অথবা আর্থ-সামাজিক উপাদানগুলিতে (সহকর্মীরা, সহপাঠীরা, সমিতির বন্ধুরা)। আপনার লক্ষ্য হচ্ছে সহজঃ পুনরুৎপাদনকারী সর্ষের বীজের গোষ্ঠীগুলিকে রোপণ করুন (মথি ১৩:৩১-৩৩) সেই বিভাগটি এবং তারও উর্দ্ধে পৌঁছাবার ক্ষমতা সহ।

যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের অন্তকরণ জানতে পারব, আমরা আশা করতে পারি না তিনি অলৌকিক ভাবে আবির্ভূত হবেন। তাঁর অন্তরে যা নেই সেরকম কিছু তিনি পূরণ করবেন না, বা যা তাঁর অন্তরে আছে তার চেয়ে কিছু কম করবেন না।

- আপনি জানেন যখন একটি আন্দোলন প্রত্যেকটি বিভাগে শিকড় তৈরি করে, তখন আপনি খুঁজে বার করতে পারেন চারটি প্রজন্মের বিশ্বাসীদের এবং মন্ডলীগুলিকে – G4 - সেই স্থানে। (২য় তিমথীয় ২:২) (এটি উপস্থাপিত হয়েছে

[82]এই প্রত্যেকটি বিভাগগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, T4T তে ব্যবহারিক সাহায্য নিয়েঃ A Discipleship Re-Revolution by Steve Smith with Ying Kai, 2011: WIGTake Resources. Available from www.churchplantingmovements.com or Amazon.

প্রজন্মের বৃক্ষ দ্বারা)। সি পি এম-গুলিকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে চতুর্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলি দ্বারা, যারা ধারাবাহিকভাবে উঠে আসছে স্বল্প সময়ের মধ্যে (মাস এবং বছর, শতাব্দী ধরে নয়)। কার্য্যকরী সি পি এম অনুঘটকেরা তাঁদের ফলের মূল্যায়ণ করেন প্রজন্মগুলির বিশ্বাসীদের এবং গোষ্ঠীগুলির / মন্ডলীগুলির দ্বারা, বিশ্বাসীদের এবং গোষ্ঠীগুলির / মন্ডলীগুলির সংখ্যা দ্বারা নয়। তাঁরা প্রায়ই আন্দোলনটিকে খুঁজে নেন প্রজন্মের বৃক্ষগুলির দ্বারা।

ঈশ্বরের অন্তকরণের জন্য কাঁদুন তাঁর মান্যকারীদের মত

দর্শন পূর্ণ করবার জন্য, আপনাকে একদম ভিত থেকে শুরু করতে হবে খ্রীষ্টেতে বাস করে (যোহন ১৫:৫; গীত ৭৮:৭২; মথি ১১:১২; ১৭:২০) (এটি সঠিক অন্তঃকরণের এক ব্যক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে)। যারা মেনে চলেন, তাঁরাই ফল ধারন করতে পারেন। এছাড়া অন্য পথ নেই। কোন কিছু কম হলে, অস্বায়ী এবং বৃদ্ধিহীন ফল দেয়। সি পি এম-এর কেন্দ্রে থাকা ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা অবশ্য অন্য লোকদের থেকে বড় মাপের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব নন, কিন্তু তাঁরা খ্রীষ্টেতে বাস করেন। আপনি খ্রীষ্টেতে বাস করে একটি সি পি এম পাবেন না, কিন্তু খ্রীষ্টেতে বাস না করলে আপনি একজনকেও পাবেন না।

মনে রাখবেন, ঈশ্বর মানুষদের ব্যবহার করেন, শুধুমাত্র পদ্ধতিসকল, জনসাধারণ, বা কেবল নীতিগুলিকে নয়।

খ্রীষ্টেতে বাস করে আমরা যেমন আমাদের অবনত করি, আমরা অবশ্যই ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাতে কাঁদব দেখার জন্য যে তাঁর দর্শন সিদ্ধ হচ্ছে (মথি ৬:৯-১০; লূক ১০:২; ১১:৫-১৩; প্রেরিত ১:১৪) (এটি উপস্থাপিত হয়েছে হাঁটু গেড়ে বসা এক ব্যক্তির দ্বারা)। প্রত্যেকটি মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু হয় প্রার্থনার আন্দোলন হিসাবে। যখন ঈশ্বরের লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে ঐকান্তিক উপবাস ও প্রার্থনা সহ তাঁর অন্তঃকরণের জন্য, আশ্চর্যভাবে অলৌকিক জিনিসগুলি ঘটতে থাকে।

চারটি ক্ষেত্র

দর্শনকে সিদ্ধ করতে, আপনি আপনার অংশটি করুন ঈশ-মানব অংশীদারিত্বেঃ পাঁচটি উঁচু মানের ক্রিয়াকলাপে। এই অবস্থায় আপনি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারেন স্বাস্থ্যবান ও টেঁকসই আন্দোলনগুলি গড়ে তুলতে। আপনি প্রত্যেকটি এমনভাবে করবেন যা নতুন বিশ্বাসীদের দ্বারা পুনরুৎপাদিত হতে পারে। আমরা এই সহজ সি পি এম-এর পরিকল্পনাটি বর্ণনা করতে পারি চারটি কৃষি ক্ষেত্রের দ্বারা। এই চারটি ক্ষেত্র অবশ্যই জায়গামত থাকবে স্বাস্থ্যবান সি পি এম-গুলি উত্থানের জন্য। পৃথিবীর চারিদিকে অনেক ক্ষেত্রে, চাষীরা কুঁড়েঘর বা মাচা তৈরি করে, যাতে তারা বিশ্রাম করে, তাঁদের যন্ত্রপাতি রাখে এবং লুঠেরাদের লক্ষ্য রাখে। আমাদেরও প্রয়োজন আছে একটি মাচার – নেতাদের, মন্ডলীগুলি এবং আন্দোলনকে নজর রাখবার জন্য।

আমরা চারটি ক্ষেত্রকে আলাদা করি, যাতে আমরা জানতে পারি কোন কোন জটিল উপাদানগুলিতে আমাদের নজর দেওয়া উচিত, কিন্তু প্রত্যাশা করি না যে সেইগুলি পর্যায়ক্রমে ঘটবে। উদাহরণস্বরুপ, আপনি কাউকে খ্রীষ্টের দিকে চালিত করার পর, সে হয়ত ইতিমধ্যেই প্রথম ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে, হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করতে, তখন আপনি তাঁকে ৩য় ক্ষেত্রে (শিষ্যত্ব) স্থানান্তরিত করেন। আর আপনি যখন তাকে, তার পরিবারকে / বন্ধুদের শিষ্য তৈরি করছেন ৩য় ক্ষেত্রে, আপনি তাঁদের সাহায্য করবেন একটি মন্ডলীতে পরিণত হতে (৪র্থ ক্ষেত্র)। এর সাথে সাথে, আপনি একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত হতে পারেন, যখন আপনি তাদের সি পি এম-এর রাস্তা ধরে হাঁটাচ্ছেন।

ক্ষেত্র ১ – ঈশ্বরের তৈরি লোকদের খোঁজা (লূক ১০:৬; মার্ক ১:১৭; যোহন ৪:৩৫; ১৬:৮)

(এটি উপস্থাপিত হয়েছে হাল দেওয়া জমিতে রোপিত বীজের দ্বারা – উত্তম জমিতে বীজ ছড়ান)

সি পি এম-এর অনুঘটকেরা বিশ্বাস করেন যে পবিত্র আত্মা আগেই সেখানে গিয়েছেন লোকদের প্রস্তুত করতে তৎক্ষণাৎ সারা দেওয়ার জন্য (বা অতি শীঘ্র) – যোহন ১৬:৮। ডজন ডজন এবং শত শত আত্মিক বাক্যালাভের মাধ্যমে, ইতিমধ্যে পেকে যাওয়া শষ্য তারা গোলাজাত করার জন্য খোঁজে। তারা চায় এইসমস্ত শান্তির লোকেরা,

অন্যদের জয় করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করুক (যোহন ৪:৩৫)। তারা তাদের সমাজে বর্তমান বিশ্বাসীদেরও খোঁজে, যাদের ঈশ্বর চালনা করছেন এই সি পি এম দর্শনের অংশী হতে।

সেই জন্য, আপনি এবং আপনার দল পরিশ্রমের সাথে খুঁজুন ঈশ্বরের তৈরি লোকদের বা ক্ষেত্রগুলিকে খুঁজে বের করতে। আপনি বাছুন সহজ পচ্ছন্দ অনুযায়ী যে প্রত্যেক লোকদুটির মধ্যে একটি শ্রেনীতে পড়ুকঃ পরিত্রানপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট। মার্ক ১:১৭ কে পরিপূর্ণ রুপ দিতে, আপনি হারিয়ে যাওয়াদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করুন এবং পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সাহায্য করুন সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে।

- আপনি তন্ন তন্ন করে খুঁজুন পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের, যারা আপনার পাশাপাশি কাজ করবে এই শহর বা জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে। আপনি তাদের কিভাবে খুঁজে পাবেন? আপনি কথাবার্তা ও আত্মীয়তার বন্ধনে তাদের কাছে দর্শনের কথা বলুন যে তাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর কি করতে পারেন, তারপর তাদেরকে প্রশিক্ষণের (বা তাদের সাথে শিক্ষা করবার) প্রস্তাব দিন। বাস্তবিকভাবে, প্রত্যেকটি সি পি এম, যাদের আমি জানি, শুরু হয়েছিল যখন জাতীয় বিশ্বাসীরা কোন মিশনারী বা মন্ডলী স্থাপকের সাথে অংশীদার হিসাবে কাজ করার দর্শন পেয়েছিল, ঈশ্বরের দর্শন কার্যকরী করবার জন্য। আপনাকে অনেকবার কথাবার্তা বলতে হবে এই ধরনের লোকদের খুঁজে পাওয়ার জন্য।
- আপনি এবং আপনার দল খোঁজ করুন হারিয়ে যাওয়া শান্তির লোকদের (বা আপনার অয়কাসে) এবং তাদের কাছে সাক্ষী হোন। আপনাকে ডজন ডজন (বা কখনো শত শত বার) কথাবার্তা বলতে হবে যা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের খুঁজে নেওয়ার জন্য সুসমাচারের কাছে নিয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই শুরু করতে কষ্ট হয়। সুতরাং সি পি এম-গুলিতে, বিশ্বাসীদের সুসমাচারের আলাপচারিতা সহজ সেতু আছে, যেমন একটি সাক্ষ্য বা একগোছা প্রশ্নমালা।

ক্ষেত্র ২– পুনরুৎপাদনকারী বাক্যপ্রচার(লূক ১০:৭-৯; মথি ২৮:১৮-২০) (এটি উপস্থাপিত হয়েছে বীজ থেকে গাছ গজান দ্বারা)

যখন আমরা হারানো লোকদের সাথে আধ্যাত্মিক আলাপচারিতার সেতু গড়ে তুলি (অথবা পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সাহায্য করি এই কাজ করতে), আমরা অবশ্যই ধর্মপ্রচার শেখাব পুনরুৎপাদনকারী আদব কায়দায়। হারিয়ে যাওয়া লোকেরা অবশ্যই সুসমাচার শুনবে এমন ভাবে যা যথেষ্ট নিখুঁত, যার ফলে তারা যীশুকে প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা বলে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারবে এবং সেই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য। সি পি এম-গুলিতে, আমরা শুধুমাত্র তত্ত্বের দিকে দেখি না – যা হয়ত পুনরুৎপাদন করতে পারে। আমরা একটা পদ্ধতিকে বিচার করি এটা পুনরুৎপাদন করতে পারে কি। যদি না পারে, তাহলে পদ্ধতিটা খুবই জটিল বা কোন ভাবে আমি ঠিকমত শিষ্যদের সুসজ্জিত করছি না।

প্রত্যেকটি সি পি এম-এ, সুসমাচার প্রচার করা হয় অনেক শিষ্যদের দ্বারা, শত শত ও হাজার হাজার লোকদের কাছে একই ধরনের কর্মের দ্বারা, যা পুনরুৎপাদন করা যায়। এই প্রচারকাজ, লূক ১০:৭-৯ পদে যীশুর দেওয়া উদাহরণকে অনুসরণ করে – তিনটি P কেঃ একটি প্রেমময় উপস্থিতি বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের থেকে, বিনতি করা যেন ঈশ্বর শক্তিতে গমনাগমন করেন তাঁর ভালবাসা দেখাবার জন্য, এবং যীশুর সুসমাচার পরিষ্কারভাবে ঘোষনা করা, যীশুকেই রাজা হিসাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতির একটি আহ্বান সহযোগে।

ক্ষেত্র ৩– পুনরুৎপাদনকারী শিষ্যত্ব(২য় তিমথীয় ২:২; ফিলিপীয় ৩:১৭; ইব্রীয় ১০:২৪-২৫) (এটি উপস্থাপিত হয়েছে ফলবান গাছের দ্বারা)

যখন লোকেরা বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হয় পুনরুৎপাদনকারী শিষ্যত্বের বন্ধনে, কখনো কখনো একজনের কাছে একজন, কিন্তু সাধারণত নতুন ছোট গোষ্ঠীতে। তারা শুরু করে অত্যন্ত ভালভাবে নির্ধারিত সহজ সংক্ষিপ্ত শিষ্যত্বের বৈঠকের পদ্ধতিতে, যা তারা সঙ্গে সঙ্গে, যাদের কাছে তারা সাক্ষী হচ্ছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এটি ঘটে অত্যন্ত পুনরুৎপাদনশীল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। পরিশেষে তারা শিষ্যত্বের দীর্ঘমেয়াদী উৎকৃষ্ট উদাহরণের

মধ্যে প্রবেশ করে, যা তাদের নিজেদের খাওয়াতে সক্ষম করে ঈশ্বরের বাক্যের সমগ্র উপদেশ থেকে। আমাদের অবশ্যই একটা পদ্ধতি থাকা দরকার, যা আমাদের নতুন বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে কাজ করে – আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিতে, উভয়ই।

বেশীরভাগ পুনরুৎপাদনশীল শিষ্যত্বের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে এক-তৃতীয়াংশ ধাঁচের উপাদানগুলিএ (ই জি ট্রেনিং ফর ট্রেনার্স –T4T)। এই ধাঁচে, বিশ্বাসীরা সময় নেয় পিছন ফিরে তাকাতে প্রেমের দায়বদ্ধতা, আরাধনা, যাজকীয় যত্ন, এবং দর্শনটি পুনরায় স্মরণ করার মাধ্যমে। তারা তারপর সময় নেয় দেখার জন্য উর্দ্ধদৃষ্টি করতে, সেই সপ্তাহের বাইবেল স্টাডিতে ঈশ্বর তাদের জন্য কি রেখেছেন। সবশেষে, তারা সামনের দিকে তাকায় ঈশ্বরকে কিভাবে মেনে চলবে তা ঠিক করতে, এবং এটি অনুশীলন করে তারা যা শিখেছে তা অন্যদের দিতে এবং প্রার্থনায় লক্ষ্য স্থির করতে।

ক্ষেত্র ৪– পুনরুৎপাদনকারী মন্ডলীগুলি(প্রেরিত ২:৩৭-৪২ (এটি উপস্থাপিত হয়েছে সংগৃহীত শস্যের আঁটিগুলি দ্বারা)

শিষ্য তৈরির পদ্ধতিতে, বিশ্বাসীরা ছোট গোষ্ঠীতে বা পুনরুৎপাদনকারী মন্ডলীতে সমবেত হন। অনেক সি পি এম-এ ৪র্থ বা ৫ম বৈঠকে, ছোট গোষ্ঠী, মন্ডলীতে বা মন্ডলীর একটি অংশে পরিণত হয়। সি পি এম-গুলির একটি সহজ পদ্ধতি আছে, মূল চুক্তিতে এবং মন্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলিতে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য – বাইবেলের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের সমাজের উপযোগী করে। অনেকেই মন্ডলীর চক্রের নকশাকে[83] এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করে।

মধ্যবর্তী মঞ্চ– পুনরুৎপাদনকারী নেতারা(তীত ১:৫-৯; প্রেরিত ১৪:২৩) (এটি উপস্থাপিত হয়েছে কৃষকদের বা মেষপালকদের দ্বারা)

কিছু শিষ্যেরা তাঁদের প্রমাণ করবেন পুনরুৎপাদনকারী নেতা হিসাবে, কাজের সি পর্যায়ের উপযুক্ত ভাবে। কেউ কেউ মন্ডলীতে নেতৃত্ব দেবেন, কেউ কেউ গোষ্ঠীগুলিকে বৃদ্ধি করবেন, কেউ কেউ সমগ্র আন্দোলনগুলিকে করবেন। প্রত্যেকেরই তাঁদের পর্যায়ের নেতৃত্বের জন্য পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দরকার। সি পি এম-গুলি যেমন মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন আছে, তার চেয়েও বেশী নেতৃত্ব বৃদ্ধির আন্দোলনগুলিতে।

তীরাকৃত চিহ্নগুলি

অনেক বিশ্বাসীরা চারটি ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশগুলিকে বারংবার করে যান – কেউ খোঁজেন ঈশ্বরের তৈরি লোকদের, কেউ প্রচার করেন, কেউ শিষ্য করেন / প্রশিক্ষণ দেন, কেউ নতুন গোষ্ঠী তৈরি করেন এবং গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন পদ্ধতিগুলিকে পুনরায় করতে। প্রত্যেক বিশ্বাসীই পরবর্তী পর্যায়ে যান না। (এটি উপস্থাপিত হয়েছে ছোট তীর চিহ্ন দ্বারা প্রত্যেকটি নতুন ক্ষেত্রের ভিতর)। সি পি এম গুলিতে, বিশ্বাসীরা আশ্চর্যভাবে অনেকদূর যান, কেবল তাঁদের নিজেদের শিষ্যদের জন্য নয়, কিন্তু অন্যকে সেব দিতেও।

মৃত্যু

এই সমস্ত কিছুর আত্মিক অন্তিম পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু (যোহন ১২:২৪) – বিশ্বাসীদের দৈহিক ভাবে অটল থাকার সম্মতি, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্তও, ঈশ্বরের দর্শন কার্য্যকারী হওয়া দেখার জন্য (এটি উপস্থাপিত হয়েছে একটি শস্য দানা জমিতে পড়ছে তার দ্বারা)। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিশ্বাসীরা আনন্দের সাথে মুল্য চোকাবার দায় গ্রহণ করে, এই সমস্তই ধারনার পর্যায়ে রয়ে যায়।

যদিও এটি খুবই কষ্টসাধ্য একটি কঠিন আন্দলোনকে একটি অধ্যায়ের মধ্যে যথাযথভাবে বর্ণনা করে, হৃদয়টি এবং চারটি ক্ষেত্র, মূল উপাদানগুলি প্রদান করে। কার্য্যকারী সি পি এম অনুঘটকেরা গতিবেগ সঞ্চার করেন এটি সুনিশ্চিত করে যে পদ্ধতিটির প্রতিটি অংশ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে পরবর্তী ধাপে, সেই রাস্তা দিয়ে, যার মাধ্যমে তারা শিষ্য তৈরি করেন এবং বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দেন। এই ভাবে তারা নৌকার পাল তোলেন এগিয়ে যাবার জন্য। যখন

[83]এরবর্ণনারজন্য, ১০ অধ্যায়দেখুন 'দাবেয়ারএসেনশিয়ালঅফ্ হেল্পিংগুপস্ বিকামচার্চেসঃফোরহেলপ্সইনসিপিএম'।

আমি হৃদয় এবং চারটি ক্ষেত্রের ছবি আঁকি বন্ধুদের জন্য, তারা মুগ্ধ হয়ে যান সি পি এম-এর গভীরতা ও প্রাচুর্য্য দেখে। এটি ধর্মপ্রচারের প্রণালী বা মন্ডলীর স্থাপনের থেকেও বেশী কিছু। এটি ঈশ্বরের একটি উদ্যোগ।

আপনি কি এই ছবিটিকে আবার আঁকতে পারেন একজন বন্ধুর সাথে একটি ন্যাপকিনের ওপ

আপনি কিভাবে ইহার অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন

যীশু কেবলমাত্র তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে মহান আজ্ঞা প্রদান করেননি, কিন্তু ইহা সেই সমস্ত মানুষদের জন্য যারা তাঁকে নিজেদের পরিত্রাতা হিসাবে জ্ঞাত আছে। তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদের আহ্বান করেন যেন তারা এই মহান কাজ পরিপূর্ণ করার জন্য নিজেদের ভূমিকা পালন করে। ২৪:১৪ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই প্রচেষ্টায় যোগফান করুন!

আপনি যেকোন প্রকারে ২৪:১৪ চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, কিন্তু প্রথম ধাপ হল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আপনাদের মধ্যে যে কেউ ২৪:১৪ মূল্যবোধ বা নীতিগুলির সঙ্গে একমত, যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে আপনি ২৪:১৪ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

২৪:১৪ মূল্যবোধ বা নীতিগুলির

২৪:১৪ একটি উন্মুক্ত সম্প্রদায় যেখানে প্রত্যেকে সদস্য হতে পারে, যা চারটি বিষয়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধঃ

১) পৃথিবীর **অসুসমাচারপ্রাপ্ত** লোক এবং স্থানগুলিতে পৌঁছানো।
২) **মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের** কৌশল দ্বারা তাদের কাছে পৌঁছানো।
৩) ২০২৫ সালের মধ্যে আন্দোলনের কৌশলের সঙ্গে **প্রয়োজনীয় বলিদান** দ্বারা তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিযুক্ত করা।
৪) ২৪:১৪ আন্দোলনে অন্যদের সঙ্গে **সহযোগিতায়** কাজ করা যে আমরা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারি

২৪:১৪ সম্প্রদায়ে যুক্ত হবার জন্য www.2414now.net/connect এই লিঙ্কে ক্লিক করুন। যদি আরো কোন প্রশ্ন থাকে, এই লিঙ্কে ক্লিক করুনঃ www.2414now.net/faqs

এই সম্প্রদায়ে যুক্ত হবার অর্থ কি?

বিভিন্ন উপায়ে আপনি এই সম্প্রদায়ের অংশ হতে পারেন, যা নির্ভর করছে আপনার ভৌগলিক অবস্থান এবং পটভূমির উপরে। এখানে কিছু পদ্ধতি দেওয়া হল যেভাবে আপনি আমাদের অংশীদার হতে পারেন।

সম্প্রদায় থেকে আপনি যা গ্রহণ করতে পারেন

- আপনার ক্ষেত্রের অন্যান্যদের সাথে যুক্ত হয়ে সেই অঞ্চলের অগম্য স্থানগুলিকে চিহ্নিত করতে এবং সেখানে নিযুক্ত হতে পারেন
- আপনার ক্ষেত্রের অন্যান্য কর্মীদের থেকে আপনি প্রশিক্ষণ এবং কোচিং লাভ করতে পারেন
- এই আন্দোলনে যুক্ত হবার জন্য বিশ্বব্যাপী কর্মকান্ডের বিবরণের তথ্য গ্রহণ করতে পারেন
- সি পি এম ট্রেনিং হাবের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক-এর সাথে যুক্ত হয়ে আপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন

সম্প্রদায়কে আপনি যা দিতে পারেন

- সি পি এম দর্শনকে আপনার অঞ্চলে ব্যবহার করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করুন
- ২৪:১৪ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার আন্দোলনের তথ্য ভাগ করে নিন
- আপনার অঞ্চলে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে অন্যদের নিযুক্ত করুন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করুন
- বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন

- কৌশলপূর্ণ প্রচেষ্টাগুলির জন্য দান করুন

২৪:১৪ সম্প্রদায়ে যুক্ত হবার জন্য www.2414now.net/connect এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।

উৎস

আমাদের ওয়েবসাইটে এই উৎসগুলি দেখুনঃ

- **আমাদের বিষয়ে জানতে** (www.2414now.net/about-us/) - বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ২৪:১৪ আন্দোলনের ইতিহাস, নেতৃত্ব সম্পর্কে শিখুন
- **আন্দোলনের কার্যসমূহ** (www.2414now.net/movement-activity) - আন্দোলন সম্পর্কে বর্তমান তথ্য লাভ করুন

সদস্য হতে চান না, কিন্তু ইহার বিষয়ে অবগত থাকতে চান? আমাদের কর্মকান্ডের সংবাদপত্র লাভ করতে এই লিংকে ক্লিক করুনঃ http://bit.ly/2414newsletter

মিশনারী ট্রেনিংয়ে একটি বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন

ক্রিস ম্যাকব্রাইড[84][85] দ্বারা লিখিত

যারা মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনগুলিকে (সি পি এম-গুলিকে) এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে সি পি এম-এর পদ্ধতিগুলি যীশুর পরিচর্য্যার পদ্ধতিগুলিকে অনুসরণ করে। সম্ভবত সময় এসেছে আমাদের মিশনারী ট্রেনিং-এর পদ্ধতিগুলির এই পরামর্শের আদর্শকে ও অনুসরণ করবার।

এখানেই আছে মিশনারী ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে দুঃখজনক 'গুপ্তকথা'। মিশনের ক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য প্রেরিত কর্মীদের অধিকাংশেরই কর্মস্থলে কাজ করতে যাওয়ার আছে সামান্য হাতেকলমে ট্রেনিং জোটে বা জোটে না।

যা হোক, বিগত কিছু বছর ধরে, মিশনের নেতারা উৎসাহ দিচ্ছেন নতুন মিশনারী ট্রেনিংয়ের নকশাগুলির বৃদ্ধির জন্য। এগুলি অল্প সময়ের মধ্যে। তৈরি করে আরো কার্যকারী ও ফলদায়ী আন্দোলন অনুঘটকদের। প্রবীণ কর্মীরা, এই সমস্ত নকশাগুলিকে ব্যবহার করে উৎসাহিতভাবে সঠিক ফলাফলের রিপোর্ট পাঠান। নতুন কর্মীরা সি পি এম-এর বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হন ক্লাসে বা ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের থেকেও দ্রুততার সাথে। আঞ্চলিক নেতারা এই সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীদের খোঁজ করতে শুরু করেন। কেউ কেউ চান নতুন মিশনারীদের জন্য আরো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও পরামর্শ-ভিত্তিক ট্রেনিংয়ের পথ। এই পথ ধরে আসার জন্য তারা আরো বেশী ফলদায়ী হন ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক নির্দেশগুলির থেকে। ২৪:১৪ সন্ধি এই সমস্ত আদর্শগুলি অবলম্বন-এর প্রসার ও গতিবৃদ্ধি করতে চায়। সেটি করবার জন্য, আমরা উন্নত করছি একটি নমনীয় নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক সি পি এম ট্রেনিং কেন্দ্রস্থলের প্রণালী। এটি কর্মস্থলের কর্মীদের আরো ভালোভাবে তৈরি করবে কার্যকারী আন্দোলনের অনুশীলনগুলিকে প্রয়োগ করতে। এই পথটি নিজেই বা ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক ট্রেনিংয়ের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমি এই দর্শনকে বাস্তবায়িত হতে দেখতে চাই। আমাদের পরিবার মিশনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে সাত বছর যাবৎ কাউকে যীশুর শিষ্য হতে না দেখে। সি পি এমের ট্রেনিং নেওয়ার পর, আমরা আরো সাত বছর কাজ করে স্থানীয়ভাবে সি পি এম শুরু করেছি। আমি জানি ফলহীন পরিশ্রমের ভার কি। সেই জন্য, আমি সুশিক্ষিত কর্মীদের পাঠাতে চাই, যারা আমদের মত ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না। তারা অন্য ভুলগুলি করবে, কিন্তু তারা আরো তাড়াতাড়ি ফল ধারন করতে সক্ষম হবে।

একটি কেন্দ্রস্থলের প্রণালী

সি পি এম-এর ট্রেনিং কেন্দ্রস্থলের ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি পর্যায়ের প্রশিক্ষণের দ্বারা। এগুলি ব্যবহার করে কর্মীদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সুসজ্জিত করতে, অপরিত্রাণপ্রাপ্তদের মধ্যে একটি আন্দোলন তৈরি করতে।

ধাপ ১

এটি সেই লোকদের নিয়ে যারা তাদের সি পি এম ট্রেনিং শুরু করছে তাদের বাড়ীর-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। যদি না কেউ একটি সি পি এম-এর মধ্যে খ্রীষ্টের কাছে এসেছে, তাঁদের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সি পি এম-এর ফলের জন্য।

মিশনের নেতারা মনে করেন যে লোকেরা অনেক সহজে এই সমস্ত ধারণাগুলির ওপর মনোনিবেশ করে তাদের বাড়ীর প্রেক্ষাপটে। মিশ্র-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তাদের সি পি এম পদ্ধতির শিক্ষা জটিল হয়ে যায় না, সংস্কৃতির আঘাত এবং ভাষা শিক্ষার সাথে। ধাপ ১ শিখতে সমর্থ করে এমন একটি প্রেক্ষাপটে, যেখানে একজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা সহজে ভুল শুধরে দিতে পারেন। নিজের সংস্কৃতির মধ্যে অভ্যাস করা পরিক্ষার্থীকে সুযোগ দেয় জোরের সাথে মন্ডলী স্থাপনের

---

[84]সম্পাদনা করা হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে, যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ২০১৭ সংস্করণে, www.missionfrontiers.org৩৬-৩৯ পৃষ্ঠাতে।

[85]ক্রিস ম্যাকব্রিড ২৩ বছর ধরে মন্ডলীর আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর প্রশিক্ষক, মন্ডলীস্থাপন এবং কোচ হিসাবে কাজ করেছেন, যার মধ্যে ১৪ বছর তিনি মধ্য পূর্বের মুসলিম দেশগুলিতে মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনকে পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে তিনি টেক্সাসে বাসবাস করেন এবং ২৪:১৪ পরিচালন সমিতির একজন সদস্য হিসাবে কাজ করছেন।

আহ্বানকে সমর্থন করতে পারার। এটি করার জন্য আরো ভালো হবে অ্যাডভান্সড্ মিশনারী ট্রেনিং-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করা, অর্থ সংগ্রহ করা, এবং একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতি শেখা।

ধাপ ২

'চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে' যাওয়ার আগে, ধাপ ২ নতুন মিশনারীদের সুসজ্জিত করে একটি মিশ্র-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। এই প্রেক্ষাপটটি হয়, ঈশ্বরের বাক্য-অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর যত কাছে হওয়া সম্ভব তত কাছে, যাদের কাছে তারা পৌঁছাতে চায়। এই কেন্দ্রস্থলটি পরিচালিত হয় স্থানীয় বা বিদেশী পরামর্শদাতাদের দ্বারা, যাদের নিজেদের জায়গায় একই রকমের একটি আন্দোলন আছে। যদিও বা সম্পূর্ণ একটি আন্দোলন নাও হয়, কিন্তু তাদের নিজেদের এলাকায় কিছু বৃদ্ধি ঘটিয়েছে সি পি এম-এর নীতিগুলি ব্যবহার করে। এই কেন্দ্রস্থলটি কর্মীদের ভাষা ও সংস্কৃতি শেখার জন্য সাহায্য করবার সময় প্রশিক্ষণ দেয় প্রেক্ষাপটভিত্তিক আন্দোলনের নীতিগুলির। তাদের গৃহ সংস্কৃতিভিত্তিক কেন্দ্রস্থলের অভিজ্ঞতা বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সাহায্য করে সাধারণ আন্দোলনের নীতিগুলিকে। তারপর মিশ্র-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলটি নতুন কর্মীদের অনুমতি দেয়, যে ধরনের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে তারা পরিকল্পনা করেছে, সেই রকম একটি একটি সি পি এম-কে দেখার এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার জন্য। সেখানে তারা ব্যবহার করতে পারে প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক সি পি এম নীতিগুলির, আন্দোলনের শিক্ষকদের সহায়ক পরিচালনার দ্বারা।

ধাপ ৩

তৃতীয় ধাপে, মিশনের কর্মীরা নিজেদের পচ্ছন্দ মত ঈশ্বরের বাক্য-অপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর (ইউ পি জি) কাছে যায়। এখন তাদের বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবং তাদের সাথে অনন্য কর্মীরাও হয়ত যোগ দিয়েছে (স্থানীয় বা বিদেশী), যাদের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল দ্বিতীয় ধাপে। তাদের প্রশিক্ষকেরা / কোচেরা, ২য় ধাপ থেকে এই ৩য় ধাপ পর্যন্ত তাদের সাহায্য এবং পরিচালনা করে চলেছেন।

ধাপ ৪

আমরা দেখেছি যে যদি / যখন একটি উদ্যোগ শুরু হয়, বাইরের অনুঘটকেরা একটি অতি কুশলী চালনা দিতে পারেন ৪র্থ ধাপে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের মূল গোষ্ঠী থেকে আন্দোলনের কর্মীদের পাঠানো এক বা তারও বেশী নিকটবর্তী ইউ পি জি গুলিতে, নতুন আন্দোলনগুলি শুরু করবার জন্য। এটি আরো ফল আনতে পারবে বহিরাগত কেউ অন্য জায়গার দায়িত্ব নেবার থেকে।

কাছের থেকে দেখা

২৪:১৪-এর সন্ধি ভীষণভাবে কাজে করছে সি পি এম-এর হাবগুলির নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য। আমরা আশা করছি প্রতিটি অপরিত্রাণপ্রাপ্ত লোক এবং স্থানে ২০২৫ সালের মধ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এগুলি সাহায্য করবে। কিছু উঠে আসা হাবগুলি এখন ফেজ্ ১ মিশনারীদের তাদের বাড়ীর পরিবেশে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে (বিশ্বের চারপাশে)। কয়েকটি দল এবং প্রতিষ্ঠান শুরু করে দিয়েছে ফেজ্ ২ হাবগুলি, ফেজ্ ১ হাবগুলি থেকে শিক্ষানবিশদের পেয়ে।

আমরা ২৪:১৪-এ বিশ্লেষণ করেছি এই পথ এখন পর্যন্ত কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা খুঁজে পেয়েছি যে ফেজ ২ কেন্দ্রগুলি মিশনারীদের জন্য তাড়াতাড়ি শিক্ষার পদ্ধতির রিপোর্ট দিয়েছে, যারা ফেজ্ ১-এর মধ্যে দিয়ে গেছে তাদের জন্য। তারাও আরো বেশী কার্যকারী। নিজেদের বাড়ির পরিবেশে তারা আন্দোলনের নীতিগুলির অভ্যাস করেছে। সেজন্য তারা লক্ষ্যভেদে সফল হয়েছে। তারা গড়ে তুলেছে ভালো আন্দোলনের অভ্যাসগুলি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি শেখবার সময়কালে। আমরা লক্ষ্য করেছি একটি শক্তপোক্ত বন্ধন ফেজ্ ১-এর বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিমাণের মধ্যে, এবং কি তাড়াতাড়ি একজন ব্যক্তি প্রয়োগ করছেন আন্দোলনের অভ্যাসগুলিকে পরবর্তী পর্যায়গুলিতে। কিছুজন ইতিমধ্যেই আন্দোলনের ফল দেখতে পাচ্ছেন তাদের ফেজ্ ২ কেন্দ্রের অভিজ্ঞতায়।

ফেজ্ ১ এবং ফেজ্ ২-এর সময়ের দৈর্ঘ্যের ফারাক আছে। এটি, যে কর্মীদের পাঠানো হয়েছে তাদের পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। এটি আরো নির্ভর করে যুক্ত প্রতিষ্ঠানটির, অনুপম গতিবেগের এবং নজর দেওয়া এলাকার ওপর। কিছু

হাবগুলি নজর দেয় প্রার্থীদের আন্দোলনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার উপর, কোন মিশনারী প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান চলার সময়। কিছু হাবগুলি চায় প্রার্থীরা সি পি এম-এর দক্ষতায় দক্ষ হয়ে উঠুক, তাদের ট্রেনিংয়ে উন্নতি করার আগে। অনেক হাবগুলি, বিশ্বের চারিদিকে, প্রথমে নজর দেয় সেই স্থানে একটি উদ্যোগ শুরু করতে। তারপর, স্বাভাবিকভাবেই তা সচল হয়।

হাবের পথ কর্মীদের কাছ থেকে আরো অভিজ্ঞতা এবং ফল চায়, তারা তাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আগে। আমরা দেখেছি যে সচল হওয়ার ব্যাপারে এর কোন না-বাচক ভূমিকা নেই। বাস্তবিক এটি আরো লোকদের সচল করে ক্ষেত্রের জন্য। আমরা আরো আশা করি এটির মিশনারীদের ওপর একটি সদর্থক প্রভাব থাকবে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন টিকে থাকবার জন্য।

আমরা চাইছি না হাবের প্রথা ব্যবহার করার উপদেশ দিতে সমস্ত মিশনারী প্রার্থীদের খ্রীষ্টের বিশ্বব্যাপী দেহের প্রয়োজন বলে। যা হোক, একটি শক্তপোক্ত সি পি এম ট্রেনিং হাবের প্রথা মিশনারী প্রার্থীদের ভালভাবে কাজে দেবে। তারা লাভবান হবে হাতে কলমে শিক্ষার প্রেক্ষাপটে শেখার জন্য।

একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হাবগুলির বৃদ্ধির জন্য

হাবের স্পনসররা অনেক ধরনের পাঠক্রম ব্যবহার করেন মিশনারীদের প্রার্থীদের জন্য। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এখন একসঙ্গে কাজ করছে হাবের বিচারের মানের পরিকাঠামোর উন্নতি করবার জন্য। এগুলি সাহায্য করবে সি পি এম হাবের প্রশিক্ষণ এবং প্রার্থীদের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করতে। ২৪:১৪ প্রস্তাব দিচ্ছে প্রশিক্ষণের মান সম্বন্ধে এবং যত্ন যা একটু একটু করে সংগ্রহ করা হয়েছে এই হাবগুলির নেতাদের থেকে। এটি গুণগতভাবে বিশ্বব্যাপী পরিবেশন করবে 'আকাশপথে মৈত্রীবন্ধন', একত্রে কাজ করে প্রার্থীদের ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

পৃথিবীর এতগুলি প্রতিষ্ঠান ও পথের মধ্যে কোন ধরনের পরিকাঠামো আমাদের সাহায্য করতে পারে একত্রে কাজ করবার জন্য? এক জনপ্রিয় পথ হচ্ছে একটি সহজ 'মাথে, হৃদয়, হাতগুলি, গৃহ' পরিকাঠামো। এটি বর্ণনা দেয় একজন মিশনারীর জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন, পরবর্তী ধাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। চিত্র ১ দক্ষতাগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছে যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নেটওয়ার্ক সুপারিশ করেছে তাদের জন্য, যারা ফেজ্ ১ ট্রেনিং হাব শেষ করেছে, এবং ফেজ্ ২ –এ যাচ্ছে। চিত্র ২ দেখাচ্ছে একি ধরনের একটি তালিকা, ফেজ্ ২ –এর শিক্ষার্থীদের দক্ষতার জন্য, যারা ফেজ্ ৩-এ যাচ্ছে। এই মানের অনেকগুলিই জন্মলাভ করে মিশনারী ট্রেনিং প্রোগ্রামের বছরগুলির থেকে। নতুন এবং অনুপম অংশটি হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নজর দেওয়া এবং এই দক্ষতাগুলিকে প্রয়োগ করা এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যাওয়ার আগে। এই দক্ষতাগুলিকে অর্জ্জন করা যায় বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের মাধ্যমে এবং শিক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা। ২৪:১৪ হাবগুলির নেটওয়ার্কের মূল ভাবটি হচ্ছে মিশনারী প্রার্থীদের সি পি এম-এর নীতি এবং অভ্যাসগুলিতে দক্ষ করে তোলা, পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আছে। এই ট্রেনিংয়ের পদ্ধতিগুলিকে হাবে বা বাইরে থেকে উন্নত করে তোলা যেতে পারে। এই রকম একটা দক্ষতার সাধারণ মাপকাঠি হাবগুলিকে অনুমতি দেয় সাংগঠনিক এটিকে উপযোগী করে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে।

হাবগুলির এই টাস্কফোর্স এই ধাপগুলি গ্রহণ করেঃ

- নতুন হাব গুলিকে খুঁজে বার করা এবং তালিকা তৈরি করা।
- হাবের নেতাদের জড় করা সুঅভ্যাসগুলি গড়ে তোলার জন্য এবং আরো ভালোভাবে দক্ষতাগুলিকে রপ্ত করার জন্য।
- প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা হাবগুলিকে সাহায্য করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা, টপকে যাওয়া কমাতে এবং নেটওয়ার্কে শক্তিশালী করতে।
- প্রতিষ্ঠানগুলি এবং লোকদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা, যারা হাবের নিয়মে যোগ দিতে চায়।
- প্রতিষ্ঠান এবং মন্ডলীগুলিকে সাহায্য করা, যারা এই সি পি এম ট্রেনিং হাবগুলি তৈরি করে, এবং চায় সচল কেন্দ্র হয়ে উঠতে, তাদের রসদ এবং পরিমর্শ যোগান দেওয়া।

২৪:১৪ তে আমরা বিশ্বাস করি যে এই আদর্শ পৃথিবীর অপরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সি পি এম-এর সংখ্যা উল্লেযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। আপনারা আরো জানতে পারবেন হাবের প্রণালীর ব্যাপারে এবং হাবগুলির সার্ভে প্রজেক্ট সম্বন্ধে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (https://www. 2414now.net/hubs) যোগাযগ করুনঃ hubs@2414now.net

চিত্র ১ ধাপ১ যোগ্যতাগুলি

মস্তক

সংস্কৃতি প্রশিক্ষণঃ সংস্কৃতির প্রাথমিক বিষয়গুলি, বিশ্বদর্শন, গঠনতন্ত্র, এবং মিশ্র-সংস্কৃতির চাহিদাকে বোঝা।

ঈশ্বরতত্ত্বঃ পরিত্রাণের ব্যাপারে ঈশ্বরতত্বের প্রাথমিক বিষয়গুলি, বিশ্বদর্শন, গঠনতন্ত্র, এবং মিশ্র-সংস্কৃতির চাহিদাকে বোঝা।

সি পি এম ট্রেনিংঃ আন্দোলনগুলির প্রাথমিক ডি এন এ এবং তাদের বাইবেল ভিত্তিক যৌক্তিকতার সাধারণ আন্দোলনের ট্রেনিংয়ের মানদন্ড ব্যবহারের দ্বারা বোঝা (আন্দোলনগুলির স্থানান্তরের লক্ষণগুলি ডি এম এম, টি ফর্ টি, ফোর ফিল্ডস্, জিউম প্রভৃতি)। একটি সহজ পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি বোঝা, যা পুনরুৎপাদনে সহায়ক হবে।

ভাষাঃ ভাষা শেখবার জন্য প্রস্তুতি।

যাজকীয় পরিচর্য্যাঃ প্রাপ্ত রসদের বিষয়ে জানা এবং ব্যবহার করা।

অন্তঃকরণ

আত্মিক বিশ্বাসযোগ্যতাঃ নজর দেওয়া যে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত ডিগ্রী আছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির এবং তিনি ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছেনঃ নম্রতা এবং উপদেশ দেওয়ার; এবং সাধুতায় চলা; ঈশ্বরের কথা শোনা এবং মেনে চলা; বিশ্বাসের অনুশীলন করা যে ঈশ্বর তাঁর জনগোষ্ঠী (পুরষ / মহিলা) নিয়ে আন্দোলন শুরু করবেন; ঈশ্বরকে এবং অন্যদের ভালবাসা।

অধ্যাবসায়ঃ কঠিন পরিস্থিতিতেও অটল থাকা দেখিয়েছে। সঠিক কাজটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য নাছোড়বান্দা মনোভাব দেখিয়েছে, বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়েও। ব্যক্তিগত ঝুঁকির মূল্যও চুকিয়েছে। ঈশ্বরের আহ্বানে দীর্ঘ-মেয়াদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলাঃ প্রার্থনার জীবনযাত্রা, ঈশ্বরের বাক্যে সময় দেওয়া, বাধ্য হওয়া, উপবাস করা, দায়বদ্ধ থাকা, কঠিন পরিশ্রম করা এবং বিশ্রাম নেওয়া, খ্রীষ্টেতে চলা এবং ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা দেখা যায়। বুঝতে পারে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের প্রাথমিক বিষয়গুলি।

ব্যক্তিগত পবিত্রতাঃ আসক্তিমুক্ত জীবনযাপন। সমস্ত বিষয়ে আত্মসংযমের সাথে বাস করা। অন্যের বিষয়ে প্রতিবন্ধকস্বরুপ হওয়া এড়িয়ে চলা।

ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতাঃ ব্যক্তিগত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে কাজ করেও ভালো জায়গায় থাকা (আসক্তি, হতাশা, আত্মভাব) এবং পারিবারিক মৌলিক বিষয়গুলি (বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক অবসাদ, গালিগালাজ) সামলানো, একটি সুখী বিবাহিত জীবন (যদি প্রযোজ্য হয়) যাপন করা, পিতৃত্ব / মাতৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে কাজ করেও ভালো জায়গায় থাকা। কাউন্সিলারের দ্বারা কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতির উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া।

হাতগুলি

শপথ এবং ধর্মপ্রচারঃ ভীষণভাবে চেষ্টা করে হারিয়ে যাওয়া লোকদের একত্রিত করতে, শান্তির গুণসম্পন্য লোকদের খুঁজে বার করতে, এবং সুসমাচারের বার্তা বিতরণ করতে, সেই পথে, যা স্বাভাবিকভাবেই হারিয়ে যাওয়া লোকদের যীশুর শিষ্য হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

রাজ্যকে প্রদর্শনঃ শিক্ষা দেয় প্রার্থনা করতে, লোকদের উপরে আশীর্ব্বাদের বর্ষনের জন্য এবং অসুস্থদের সুস্থতার জন্য।

শিষ্যত্ব এবং মন্ডলী গঠনঃ শিষ্য তৈরি করা অভ্যাস করা, মন্ডলী গঠনের জন্য (বিশেষত হারিয়ে যাওয়া লোকদের নিয়ে) এবং প্রজন্মগতভাবে পুনরুৎপাদনের জন্য কাজ করা।

দর্শন খোঁজাঃ শিষ্য তৈরির ব্যাপারে অন্যদের দেখার অভ্যাস করা, মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন করা।

প্রশিক্ষণঃ অন্যকে শিষ্য তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভ্যাস এবং মন্ডলী স্থাপন করা, সাধারণ আন্দোলনের প্রশিক্ষণের মাপকাঠিগুলির একটিকে ব্যবহার করে।

প্রার্থনার কৌশল গড়ে তোলাঃ পরিকল্পনার প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখা, জনগোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনার পরিকল্পনা রুপায়ন করবার জন্য।

পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নঃ পরিকল্পনা করতে শেখা, পাশবিক বাস্তবকে মূল্যায়ণ করা, এবং উপযোগী করে তোলা ফলের ওপর ভিত্তি করে, যেমন তিনি (পুরুষ / নারী) দেখতে পাচ্ছেন।

গৃহ

ব্যক্তিগত দক্ষতাঃমানুষের সাথে মেশবার দক্ষতা, যোগাযোগের দক্ষতা, বিবাদ মেটাবার দক্ষতা। রাগ, হতাশা এবং উদ্বেগকে দমন করতে পারা।

দলগত জীবনঃ স্বাস্থ্যকর দলগত জীবনের ধরণকে রপ্ত করা।

দলগত প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নঃ দলের মধ্যে বিবাদের নিস্পত্তি করা শেখা, এবং দলের পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকার মূল্য দেওয়া।

দলগত অভিজ্ঞতাঃ বিশেষতঃ অন্যদের সাথে 'দলগত' ব্যাপারে ব্যাপক অনুশীলন, যখন তারা স্থানীয় নির্দিষ্ট লোকদের কাছে যায়।

আর্থিক বিষয়ঃবড় রকমের ধার থেকে মুক্ত থাকা, এবং যথেষ্ট ভরণপোষণ সংগ্রহ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। কাজ শুরুর আগেই সম্পূর্ণ রসদ জোগাড় করা।

চিত্র ২ ধাপ২ যোগ্যতাগুলি

মস্তক

সংস্কৃতিঃ আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, এবং ধর্মীয় ব্যাপারে একটি স্তর অবধি জানা জরুরী বর্ণনাপ্রাসঙ্গিক যন্ত্রগুলি বোঝার এবং পথের বাধা বিপত্তি গুলি সরিয়ে সুসমাচারের পথে পরিচালিত করার জন্য।

ভাষাঃভাষা সংগ্রহ পরিকল্পনা উন্নত করা ট্রেনার এবং কোচদের সাথে একত্রে, দ্বিতীয় ধাপেতে, দায়বদ্ধতা বজায় রেখে।

সি পি এম ট্রেনিংঃ শিখেছে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সি পি এম-এর ব্যবহার। কাজ করছে পরিবর্তন শেখার জন্য এবং সেই অঞ্চলে আন্দোলনের ক্রিয়ার পদ্ধতির সাংস্কৃতিক প্রয়োগ। দেখতে পেয়েছে উন্নত মানের আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রয়োগ।

তাড়না এবং অধ্যাবসায়ঃ নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে তাড়নার অনুরুপ পথগুলি সম্পর্কে জেনেছে। তাড়নার সঙ্গে মোকাবিলা করার বাইবেল ভিত্তিক পদ্ধতিগুলি এবং অকারণ তাড়না কমাবার বিষয় জেনেছে। কঠিন পরিস্থিতিতে অধ্যাবসায়ী হতে শিখেছে।

অন্তঃকরণ

আত্মিক বিশ্বাসযোগ্যতাঃ অন্যের কাছ থেকে শিখবার ইচ্ছা দেখায়, বিশেষত স্থানীয়দের থেকে। সাংস্কৃতিক নম্রতা দেখায় জীবনের ধারা হিসাবে। দেখায় অধিকার সমর্পণ করবার জীবন ধারা।

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলাঃ প্রার্থনার জীবনযাত্রা, ঈশ্বরের বাক্যে সময় দেওয়া, বাধ্য হওয়া, উপবাস করা, দায়বদ্ধ থাকা, কঠিন পরিশ্রম করা এবং বিশ্রাম নেওয়া, খ্রীষ্টেতে চলা এবং ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা দেখা যায়। বুঝতে পারে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের প্রাথমিক বিষয়গুলি।

অধ্যাবসায়ঃ কঠিন পরিস্থিতিতেও অটল থাকা দেখিয়েছে। সঠিক কাজটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য নাছোড়বান্দা মনোভাব দেখিয়েছে, বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়েও। ব্যক্তিগত ঝুঁকির মূল্যও চুকিয়েছে। ঈশ্বরের আহ্বানে দীর্ঘ-মেয়াদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ব্যক্তিগত পবিত্রতাঃ আসক্তিমুক্ত জীবনযাপন। সমস্ত বিষয়ে আত্মসংযমের সাথে বাস করা। অন্যের বিষয়ে প্রতিবন্ধকস্বরুপ হওয়া এড়িয়ে চলা।

ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতাঃ ব্যক্তিগত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে কাজ করেও ভালো জায়গায় থাকা (আসক্তি, হতাশা, আত্মভাব) এবং পারিবারিক মৌলিক বিষয়গুলি (বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক অবসাদ, গালিগালাজ) সামলানো, একটি সুখী বিবাহিত জীবন (যদি প্রযোজ্য হয়) যাপন করা, পিতৃত্ব / মাতৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে কাজ করেও ভালো জায়গায় থাকা। কাউন্সিলারের দ্বারা কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতির উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া।

সংস্কৃতিঃ স্থানীয় সংস্কৃতিকে উপযোগী করে নেওয়া এবং তারিফ করা।

হাতগুলি

শপথ এবং ধর্মপ্রচারঃ ভীষণভাবে চেষ্টা করে হারিয়ে যাওয়া লোকদের একত্রিত করতে, শান্তির গূণসম্পন্য লোকদের খুঁজে বার করতে, এবং সুসমাচারের বার্তা বিতরণ করতে, সেই পথে, যা স্বাভাবিকভাবেই হারিয়ে যাওয়া লোকদের পরিত্রানের দিকে নিয়ে যায়। ধর্মপ্রচারের সাজ-সজ্জা পুনরুৎপাদন করা শেখা। যা স্থানীয়রা ব্যবহার করতে পারে অন্যান্য স্থানীয়দের সুসজ্জিত করতে।

রাজ্যকে প্রদর্শনঃ শিক্ষা দেয় প্রার্থনা করতে, লোকদের উপরে আশীর্ব্বাদের বর্ষনের জন্য এবং অসুস্থদের সুস্থতার জন্য।

শিষ্যত্ব এবং মন্ডলী এবং নেতৃত্বঃনজর দেওয়া সংস্কৃতিতে কিভাবে পুনরুৎপাদনকারী শিষ্যদের তৈরি করা যায় তা শেখে এবং শেখে মন্ডলী প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের উন্নয়নের কৌশল, যা নজর দেওয়া সংস্কৃতিতে কাজ করতে পারে। স্বস্তি বোধ করে পবিত্র আত্মা এবং নিজে নেতা হবার চেষ্টা না করে ঈশ্বরের বাক্যকে পরিচালনা করতে দেয়।

প্রশিক্ষণঃ সামর্থ্য আছে আন্দোলনগুলির প্রাথমিক ডি এন এ এবং তাদের বাইবেল-ভিত্তিক যৌক্তিকতার সাধারণ আন্দোলনের প্রশিক্ষণের মানদন্ড ব্যবহারের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়ার। (আন্দোলনগুলির স্থানান্তরের লক্ষণগুলি, ডি এম এম, টি ফর্ টি, ফোর ফিলডস্, জিউম ইত্যাদি)। প্রশিক্ষণ দিতে পারে এবং দেখতে পারে, একটি সহজ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি, যা পুনরুৎপাদনের সহায়ক হবে।

প্রার্থনার কৌশল গড়ে তোলাঃ লোকদের কাজে লাগানো, স্থানীয় বিশ্বাসীদের ও দক্ষ লোকদের ঐ এলাকার জন্য প্রার্থনার কৌশলে যুক্ত করা শুরু করে। দৈহিক মধ্যস্থতাকারীদের নিযুক্ত করে কাজকে সম্পূর্ণ করবার জন্য।

পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নঃ প্রাত্যহিক পরিকল্পনার ছন্দে, নির্মম মূল্যায়নে এবং ফলের উপরে ভিত্তি করে উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে।

খুঁজে বের করাঃ আন্দোলনের বৃদ্ধির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে পরিমাপ করা শেখে এবং তা প্রয়োগ করে পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নের ছন্দে।

গৃহ

উপস্থিতি ও মঞ্চঃ একটা কৌশল গড়ে তোলে কার্যকরী করবার জন্য, যা অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করবে দেশে থাকার কারণ এবং সবচেয়ে ব্যস্ত থাকার, এবং একটা মঞ্চের ও দেশে থাকার ভিসা বাড়ানোর সুযোগ করে দেবে।

দলগত উন্নয়নঃ দলগত জীবনের ছন্দ উপযোগী করে, বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষার ক্ষেত্রে।

স্থানীয় অংশীদারিত্বঃ সময়ের অধিকাংশ ভাগ স্থানীয় অংশীদার এবং হারানো লোকদের সাথে কাটায়, দক্ষ দলের উপরে অতি নির্ভরশীল না হয়ে। বুঝতে পারে কিভাবে কার্যকারী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হয়।

দলের অবদানঃ দলের উপরে আশীর্ব্বাদগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছে, এবং দলের সদস্যদের অবদানের পথগুলি খুঁজে বের করতে পেরেছে। তৈরি করেছে দলীয় চুক্তি / আচরণ বিধি এবং সমস্ত দল সেটি পুনর্বিচার ও অনুমোদন করেছে।

নেটওয়ার্কিংঃ এলাকায় মিশনের কাজকর্ম জরিপ করেছে (বিশেষত উদ্যোগ সংক্রান্ত)। ফলদায়ী প্রচার কাজ এবং শিষ্য তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে শিখেছে। অংশীদারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

নিরাপত্তাঃ আকস্মিক ঘটনার জন্য পরিকল্পনা এবং জরুরী আচরণ বিধি নথি তৈরি করেছে দলের জন্য। বুঝতে পারে এবং কাজে পরিণত করে প্রাথমিক নিরাপত্তার আচরণ বিধিগুলি (সামাজিক মাধ্যম, ইন্টারনেট নিরাপত্তা, কম্পিউটারের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নথির নিরাপত্তা)।

নেতৃত্বের উন্নয়নঃ 'নেতা' হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শক্তিপূর্ণ করতে, উন্নত করতে এবং অন্যদের পরামর্শ দিতে মনোযোগ দাও।

অত্যাবশ্যকতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার অসারতা

স্টিভ স্মিথ[86]দ্বারা লিখিত

জ্যাক[87] তাঁর কারাকক্ষের গরাদটা ধরলেন এবন সদরের দিকে উঁকি দিলেন। তাঁর মন অস্থির হচ্ছিল যখন তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। তিনি কি কথা বলবেন বা বলবেন না? প্রাক্তন যোদ্ধা হিসাবে, তিনি মনে করতে লাগলেন সেনা কারাগারে আরোপিত নিষ্ঠুর বিভীষিকার কথা। প্রচার করার জন্য বন্দী হয়ে, তিনি তখন ছিলেন গরাদের অনুপযোগী দিকে।

তিনি কি কথা বলবেন? কেন তিনি বলবেন না? তাঁর প্রভু তাঁকে আদেশ দিয়েছেন।

গরাদগুলি আরো শক্ত করে ধরে, তিনি কাছে থাকা প্রহরীদের কোন একজনকে নীচু গলায় বললেন, "আপনি যদি আমাকে যেতে না দেন, ৫০০০০ লোকের রক্তের দায় আপনাদের ওপরে বর্ত্তাবে"। তিনি কারাকক্ষের কোণের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মার খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

আমি এটা করেছিলাম! আমি আমার গ্রেপ্তারকারীদের মুখে তা দেখেছিলাম।

পরের দিন, গরাদগুলোকে ধরে তিনি আরো জোরে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে যেতে না দেন, ৫০০০০ লোকের রক্তের দায় আপনাদের মাথার উপরে বর্ত্তাবে"। কিন্তু আবার কোন প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটল না।

প্রতিটা দিন তিনি তাঁর গ্রেপ্তারকারীদের সাথে এই লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন, প্রত্যেকটি ঘোষনার সাথে সাথে তাঁর গলার আওয়াজ বাড়তে লাগলো। জেলাররা তাঁকে চুপ করার জন্য সতর্ক করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না।

সপ্তাহের শেষে জ্যাক চিৎকার করে বললেন যাতে সবাই শুনতে পায়, "আপনারা যদি আমায় যেতে না দেন, ৫০০০০ লোকের রক্তের দায় আপনাদের মাথার উপরে উপর বর্ত্তাবে"। কয়েক ঘন্টা ধরে এরকম চলল, যতক্ষন না, পরিশেষে কয়েকজন সৈন্য জ্যাককে ধরল এবং একটা মিলিটারি ট্রাকে তাকে তুলে দিল।

জ্যাক চারপাশে দেখতে লাগলেন এটা আশঙ্কা করে যে শেষ হয়ত খুব তাড়াতাড়ি হবে। কয়েক ঘন্টা পরে ট্রাকটি থেমে গেল। সৈন্যরা তাঁকে রাস্তার একধারে নিয়ে গেল এবং বলল "আমরা তোমার একনাগাড়ে চিৎকার সহ্য করতে পারছি না। তুমি জেলার সীমানায় এসে গেছ। এখানেই ছেড়ে দাও, এবং আর কখনো এই জায়গায় প্রচার করো না"।

যখন ট্রাকটি ধূলার রাস্তা দিয়ে এলোমেলোভাবে ফিরে যাচ্ছিল, জ্যাক আশ্চর্য্য হয়ে চোখ পিট পিট করছিলেন। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন সেই জেলায় সুসমাচার প্রচারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, যে জেলা যীশুর কথা আগে কখনও শোনেনি। প্রভু তাঁকে ডেকেছিলেন এবন প্রভু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, জরুরী অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে এবং আত্মিক দৃঢ়তায় উদ্দীপ্ত হয়ে, জ্যাক এবং তার একজন ভাই, রাতের অন্ধকারে সেই জেলায় গেলেন মহান রাজার আদেশ পালনের জন্য। শীঘ্রই তারা প্রথম একজনকে বিশ্বাসে নিয়ে এলেন – একজন মানুষ, যার মাধ্যমে মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগ জন্ম নেবে।

সফল সি পি এম অনুঘটকের অননুভবনীয় গুণগুলি

[86]সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সংস্করনে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ৪০-৪৩।

[87]সাউথ ইস্ট এশিয়ান ডিসাইপ্যাল অফ্ ক্রাইষ্ট এর নকল।

দুটী অননুভবনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ওপরে নিয়ে যায় এবং আরো ওপরে নিয়ে যায়, যা মনে হয় সফল মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের (সি পি এম) অনুঘটকদের অন্য অনেক কর্মীদের থেকে আলাদা করে। যেমন জ্যাক এসিয়ান কারাগারে, এই সমস্ত গুণগুলি দেখা গিয়েছিল খ্রীষ্টের জীবনে এবন প্রেরিত শিষ্যদের জীবনে। তাঁরা হচ্ছেন বেগবর্ধনকারী যা মনে হয় অনুপ্রানিত করে আত্মিকভাবে খ্রীষ্টে বাসকারী ভৃত্যকে ফলদায়ী হতে। যদিও তাদের ব্যাখ্যা করা কঠিন, আমি তাদের উল্লেখ করব গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃঢ়চেতা হিসাবে। এই উদ্দেশ্যে, আমি গুরুত্বপূর্ণ, এই কথাটিকে ব্যাখ্যা করছি, সময় সীমিত, এই বিষয়ে সচেতন হয়ে জীবন ধারন করার লক্ষ্যে। চারিত্রিক দৃঢ়তা হচ্ছে অনমনীয় সংকল্প এবং ক্ষমতার সাথে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া, প্রায়ই অসীম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও।

এগুলি সাধারনত মন্ডলী স্থাপনকারী এবং মিশনারীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হিসাবে আমরা দেখি না, প্রচলিতভাবে নাবাচক গূঢ় অর্থে...

- অত্যাবশ্যকতাঃ "সে (পুরুষ) অত্যন্ত উদ্যমী!"
- চারিত্রিক দৃঢ়তাঃ "সে (নারী) অত্যন্ত জেদী"!

রাজ্যের জন্য কর্মী পাওয়া সহজলভ্য হচ্ছে না (বিশেষত পশ্চিত বিশ্বে)। তারা চোয়াল শক্ত করে এবং জরুরী প্রয়োজনের বোধ-এর দিকে লক্ষ্য রেখে চলছে, যা প্রায়ই তাদের রাতে জেগে থাকতে বাধ্য করছে। আমরা সেই লোকদেরই পচ্ছন্দ করি যাদের "প্রান্ত" আছে। তথাপি যীশু এবং পৌল আমাদের ব্যাখ্যা মত যথোপযুক্ত লোক হিসাবে সম্ভবত মানানসই হবেন না। আজকের দিনে আমরা হয়ত তাঁদের পরামর্শ দেব "ধীরে চলতে", কাজ না করার ব্যাপারে বেশি সময় দিতে এবং তাঁদের কাজের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে।

তবুও ঈশ্বর যে সমস্ত নারী পুরুষদের মাধ্যমে রাজ্যের উদ্যোগের জন্ম দিচ্ছেন, তারাও বোধ হয় প্রান্তের ধারনা সম্বন্ধে ভীষনভাবে অজ্ঞ, যেমন আমরা ব্যাখ্যা করি। পরন্তু, ঈশ্বর-কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজ তাদের জীবনকে শেষ করে দেয়, যেমন এটি করেছিল যীশুর সাথে।

"তাঁহার শিষ্যগণের মনে পড়িল যে, লেখা আছে, তোমার গৃহনিমিত্ত উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিবে"(যোহন ২:১৭)।

উদ্যোগ ছিল সংজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য, যা শিষ্যেরা স্মরণ করেছিলেন যীশুর ব্যাপারে। জন ওয়েসলি উপদেশ লিখেছিলেন ঘোড়ার পিঠে বসে, মিটিং থেকে মিটিং-এ যাওয়ার রাস্তায়, এমন কোন উদাহরণ আছে? যদি তিনি থাকতেন, একটি উদ্যোগের উত্থান হত? মহান আদেশ পূরণ করতে গিয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে যেমন উইলিয়াম কেরী ইংল্যান্ডে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, আমরা কি তাঁর জীবনকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে পারি ভরপুর জীবন হিসাবে? হাডসন টেলার, মাদার টেরেসা বা মার্টিন লুথার কিং এই সংজ্ঞার সাথে কি মানানসই?

শহীদ জিম এলিয়ট বলেছিলেন,

তিনি তাঁর কর্মীদের এক একটি অগ্নিশিখা বানিয়েছেন। আমি কি দাহ্য বস্তু? ঈশ্বর আমাকে ভয়ঙ্কর অদাহ্য "অন্যান্য বিষয়গুলি" থেকে মুক্ত করেন, আত্মিক তৈলে সিক্ত করেন যেন আমি অগ্নিশিখা হতে পারি। কিন্তু অগ্নিশিখা অস্থায়ী, প্রায়ই স্বল্পকাল স্থায়ী। আমার আত্মা এটিকে বহন করতে পারবে না, আমার মধ্যে যেখানে বাস করে মহান স্বল্পকাল স্থায়ী, ঈশ্বরের গৃহের প্রতি যার গভীর অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করে। আমাকে তোমার জ্বালানী দ্রব্য, ঈশ্বরের অগ্নিশিখা বানাও। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার জীবনের অব্যবহৃত কাঠিগুলিকে জ্বালাও, এবং আমি যেন তোমার জন্য জ্বলতে পারি। আমার জীবনকে অধিকার কর, আমার ঈশ্বর, কারণ এটি তোমারই। প্রভু যীশু আমি দীর্ঘ জীবন চাই না, কিন্তু তোমার মত একটি পরিপূর্ণ জীবন চাই।

সি পি এম অনুঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ একি রকম বিবরণের স্মৃতি আজকের দিনেও জাগিয়ে তোলেঃ আবেগ, সংসক্তি, দৃঢ়প্রত্যয়, অস্থিরতা, প্রেরণা, উদ্দীপনা, বিশ্বাস, অনিচ্ছা, ছেড়ে যেতে বা উত্তরে "না" বলতে। এখন সময় এসেছে গুরুত্বের অসার উপাদানগুলি উন্নীয় করার এবং সেই স্তরের মত দৃঢ়চেতা হওয়ার যেমন আমরা তাদের দেখতে চাই নতুন নিয়মে।

তারা কি ভারসাম্যহীন হতে পারবে? নিশ্চিভাবে। কিন্তু পেন্ডুলাম উল্টোদিকের অনেক দূর দিয়ে দুলেছে।

অত্যাবশ্যকতা

অত্যাবশ্যকতাঃ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে জীবনের ব্রত নিয়ে বাঁচা এই সচেতনার সাথে যে সময় সীমিত!

যীশু অত্যাবশ্যকতার বোধ নিয়ে বেঁচেছিলেন যে পরিচর্য্যার সময় (তিন বৎসর) সীমিত। যোহনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত, যীশু বার বার, তাঁর পৃথিবী থেকে বিদায়ের "সময়" এর উল্লেখ করেছিলেন (উদাহরণস্বরুপঃ যোহন ২:৪; ৮:২০; ১২:২৭; ১৩:১)। যীশু তাঁর আত্মাতে জানতেন যে দিনের সংখ্যা সীমিত এবং তিনি অবশ্যই প্রত্যেককে মুক্ত করবেন যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাবা তাঁকে পাঠিয়েছেন।

"যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না" (যোহন ৯:৪)।

উদাহরণস্বরুপ যখন শিষ্যরা কফরনাহূমে পরিচর্য্যা কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, প্রথম দিকের চমৎকার সাফল্যের পরে, যীশু ঠিক বিপরীত কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইস্রায়েলকে বার করে নিয়ে আসা তাঁর প্রস্থানের আগে, একথা জেনে, তিনি তাঁর যাত্রার পরবর্তী ধাপ শুরু করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

"তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল, আমরা অন্য অন্য স্থানে, নিকটবর্তী সকল গ্রামে যাই, আমি সে সকল স্থানেও প্রচার করিব, কেননা সেইজন্যই বাহির হইয়াছি। পরে তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের সমাজ-গৃহে গিয়া প্রচার করিতে ও ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন" (মার্ক ১:৩৮-৩৯; এছাড়া দেখুন লূক ৪:৪৩-৪৪)।

একজন সহকর্মী এই মানসিকতাকে বর্ণনা করেছেন "এককালীন জরুরী" বিষয় হিসাবে গড়পড়তা মিশনারী কার্য্যকালের সীমার (৩-৪ বৎসর) উল্লেখ করে।

আজকের দিনের বিশেষজ্ঞরা হয়ত যীশুকে সতর্ক করতেন "জ্বলতে জ্বলতে" শেষ হওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু যীশুর জ্বলে শেষ হওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পিতা তাঁর জন্য যে সময় নিরূপণ করেছেন ঠিক সে সময়ে প্রজ্বলিত হওয়া বা শিখা বিস্তার করে জ্বলে ওঠার ইচ্ছা ছিল। প্রজ্বলিত হওয়া বর্ণনা করে গুরুত্ব সহকারে এবং পিতার চলার বেগের (তাঁর স্বরের) তীব্রতায় জীবন যাপন করা পিতার উদ্দেশ্য পূরণ (তাঁর লক্ষ্য) পিতারআনন্দের জন্য (খুশী ব্যাপারটা এসেছে তাঁকে খুশী করছি এবন তাঁর ইচ্ছা পূরণ করছি এটা জেনে – যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০)।

জ্বলে শেষ হবার খুব অল্পই কিছু করার থাকে কিনারা দিয়ে বা কিনারা ছাড়া, কিন্তু করার থাকে ভরপুর জীবন যাপনে নিয়ন্ত্রন এনে। এখনকার দিনে প্রত্যেকেই ব্যস্ত; প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়। উদ্দেশ্যহীন ব্যস্ত জীবন যাপনের পরিণতি হচ্ছে জ্বলে শেষ হওয়া। কিন্তু পিতার উপস্থিতি এবন তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে বদ্ধমূল কেউ হচ্ছে জীবনদায়ী। আমরা প্রত্যেকটা দিন শেষ করি ঈশ্বরের করুনা লাভ করে। "ভালো করেছো, আমার উত্তম এবং বিশ্বস্ত দাসেরা"। প্রজ্বলিত হওয়া আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরুপে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেয় তাঁর চলার গতিতে, এবং তাঁর স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিষয়গুলির সদুত্তর দিতে এবন আমাদের জীবনকে তাঁর সুন্দর সময়ে শেষ করার সম্মতি দিতে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের মিনতি করেছিলেন সেই মত জীবনধারন করতে। গুরুত্ব নির্দেশ করে দৃষ্টান্ত কথার সাধারন বিষয়বস্তু যা যীশু তাদের শিখিয়েছিলেন। বিয়ে বাড়ির ভোজের দৃষ্টান্ত কথায় (মথি ২৪:১-১৪) দাসেরা লোকদের বাধ্য করেছিল খুব দেরী হওয়ার আগে ভোজে যোগ দেবার জন্য। নষ্ট করবার মত সময় এখন নেই। প্রস্তুত থাকা দাসদের দৃষ্টান্ত কথায়, দাসদের কাজের জন্য সুসজ্জিত হয়ে প্রভুর পুনরাগমনের জন্য সচেতন থাকতে হবে (লূক ১২:৩৫-৪৮)। গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে, আমরা জানি না আমাদের কতটা সময় আছে। সুতরাং, ফিরে পাওয়া দিনগুলিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।

শিষ্যেরা গুরুত্বের এই বোধকেই বহন করেছিল প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে মিশনের প্রচেষ্টার জন্য। পৌলের হাজার হাজার মাইলের তিনটি যাত্রা (পায়ে হেঁটে চলাচলের গতিতে) এবং ডজন ডজন ক্ষেত্রে ১০-১২ বছর ধরে নিজেকে নিংড়ানোর একটা বিহ্বল করা ফলাফল আছে। পৌলের লক্ষ্য ছিল (সমস্ত গোষ্ঠীগুলির কাছে প্রচার করা) এবং তা পূরণ করার পর্যাপ্ত সময় ছিল না। এই জন্যই তিনি রোমেতে দীর্ঘদিন থাকতে চাননি, কিন্তু তাদের দ্বারা স্পেনের দিকে চালিতে হতে, যেন সুসমাচারের ভিত্তি স্থাপনের জন্য কোন স্থান বাদ না পড়ে (রোমীয় ১৫:২২-২৪)।

তাদেরকে দেওয়া ঈশ্বরের দেওয়ানী পরিপূরণের গুরুত্ব ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম ফলদায়ী দাসদের সর্বদা প্রেরণা দিয়েছিলঃ

"লোকে আমাদিগকে এরূপ মনে করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিগুঢ়তত্ত্বরূপে ধনের অধ্যক্ষ। আর এই স্থানে ধনাধ্যক্ষের এইগুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়" (১ম করিন্থীয় ৪:১-২)।

চারিত্রিক দৃঢ়তা

চারিত্রিক দৃঢ়তাঃ অনমনীয় সঙ্কল্প এবং লক্ষ্যের অভিমুখে দৃঢ় অবস্থান, প্রায়ই অত্যন্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও।

রুষ্টার কগবার্ণ (জন ওয়েইন সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন প্রকৃত চারিত্রিক দৃঢ়তাকে) গানস্ এল্লাজিন, ইন্দ্রজালের প্রভাবে একজনের মূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন, যে লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে অসীম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার অভিনয় করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে, অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা, ঈশ্বর যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের ডেকেছেন, তাঁদের উদ্যোগ শুরু করবার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন।

যীশুর এক-কালীন উদ্দেশ্য কখনও থামানো যাবে না। যিরুশালেমে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষারত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তিনি দূর্জয় সাহস সহকারে প্রস্তুত ছিলেন (লূক ৯:৫১-৫৩)। সেই পথে, অনেকে তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এক এক করে, তিনি তাদের ইচ্ছাশক্তিতে যাচাই করেছিলেন মূল্য এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বোঝবার জন্য জীবনপথে চলার বিষয়ে (লূক ৯:৫৭-৬২)। চারিত্রিক দৃঢ়তা।

চারিত্রিক দৃঢ়তা, আমাদের প্রভুর প্রান্তরের পরীক্ষার এবন গেৎশীমানির অন্তিম মুহুর্ত্তের মল্লযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শন করেছিল – অসীম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গমন করবার সঙ্কল্পে স্থির থাকার ক্ষমতা, পিতার স্থিরীকৃত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য।

যীশু তাঁর শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলেন একই ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে জীবন যাপন করতে – উত্তর হিসাবে "না" শুনতে অনিচ্ছুক হতে। বরং সেই বিধবার মত, যে অধার্ম্মিক বিচারকের কাছে মিনতি করেছিল", তাহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়" (লূক ১৮:১-৮)।

এইভাবে শিষ্যেরা প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন বিস্ময়কর প্রতিকূলতার সম্মুখীণ হয়েও। যখন স্তিফানকে পাথর মারা হয়েছিল এবং সহবিশ্বাসীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (প্রেরিত ৮:৩), তাঁরা কি করেছিলেন? তাঁরা বাক্য প্রচার করেছিলেন, যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পৌলকে লুস্ত্রায় পাথর মারা হয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে পরবর্তী গন্তব্যস্থানে যাওয়ার আগে পুনরায় সেই শহরে প্রবেশ করেছিলেন। পৌল এবং শীল মহা উৎসাহে সর্বশক্তিমানের প্রশংসা গান করেছিলেন ফিলিপের কারাগারে, তখন পরিবেশ খুবই শান্ত ছিল। আধাত্মিক দৃঢ়তা ঈশ্বরের কাজে তাঁদের নিযুক্ত রেখেছিল।

কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যা আপনার ঈশ্বরের কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ হতে পারে? আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তার উচ্চতা কত?

চারিত্রিক দৃঢ়তার গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যীশুর ক্রুশের সম্মুখীণ হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যেঃ

যীশু...তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন। (প্রকৃত অর্থে কিছুরই মধ্যে গণ্য করিলেন না) (ইব্রীয় ১২:২)।

তাঁর কাছে আনন্দের বিষয় ছিল তাঁর পিতাকে খুশী করা, তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, মুক্তি প্রদান করা, - ক্রুশীয় অপমানকে কোন কিছুর মধ্যে গণ্য না করতে তাকে চালনা দেওয়া। দূরের উচ্চ তল ও গুরুত্বে নিম্নতলকে ছাপিয়ে যায়।

পৌলও একই মত ব্যক্ত করেছিলেন।

"এই কারণ আমি মনোনীতদের নিমিত্ত সকলই সহ্য করি, যেন তাহারা ও খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত পরিত্রাণ অনন্তকালীয় প্রতাপের সহিত প্রাপ্ত হয়" (২য় তিমথীয় ২:১০)।

পৌলের কাছে সন্তুষ্টির বিষয় ছিল যেন প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় – বিদ্রুপ, প্রহার, কারাবাস, জাহাজডুবি, প্রস্তরাঘাতকে নগণ্য জ্ঞান করে সহ্য করে। কেবলমাত্র উপরিস্থ উদ্দেশ্যের দর্শনই আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কঠিন করে তোলে যা আমাদের প্রয়োজন নিম্নের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে সহ্য করে এটি সম্পন্ন করতে।

আমাদের প্রজন্মের নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা আছে প্রত্যেকটি অপরিত্রাণপ্রাপ্তজনগোষ্ঠী ও স্থানকে ফলদায়ী সি পি এম এর সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে। আমাদের নিজেদের মধ্যেই প্রত্যেকটি বাধা অতিক্রম করার উপায় আছে মহান কর্মভার পূরণ করবার এবং প্রভুর পুনরাগমন-এর। কিন্তু সেই রকম প্রজন্ম তখনই উঠে আসবে যখন এটি কাজ শেষ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে পুনরুজ্জীবিত গুরুত্বের বোধ সহযোগে, কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রত্যেকটি বাধাবিপত্তি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে।

মোশি, ঈশ্বরের লোক, প্রার্থনা করেছিলেন গীতসংহিতা ৯০:১২ পদেঃ

"এরুপে আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দাও, যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি"।

কি ঘটবে যদি বিশ্বমন্ডলী উপলব্ধি করে যে সময় সীমিত? কি হয় আমরা যদি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে সি পি এম-এর কার্য্যকারী কৌশলের সাথে যুক্ত করার একটি দিন নির্ধারন করি, কোন বছরের মধ্যে যেমন ২০২৫ বা ২০৩০? হয়ত আমরা বাঁচতে পারি প্রজ্ঞার হৃদয় নিয়ে প্রয়োজনীয় ত্যাগের গুরুত্বের বোধ নিয়ে, সঠিক লক্ষ্য পূরণের জন্য।
আসুন আমরা বাঁচি গুরুত্বের বোধ নিয়ে এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে সহ্য করি যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিণাম হাতে পাই।

একটি দৌড় যা আপনি কখনও মিস্ করতে চাইবেন না

তখন আমার বয়স প্রায় কুড়ি, আমি (জেফ্) নাইকির একজন সেরা দৌড়বিদ্ ছিলাম। ১৯৮২ সালে , আমি অরেগন থেকে নিউ ইয়র্ক শহরে একটি ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে পৌছালাম। আমি বেশকিছু মাস এই প্রতিযোগীতার জন্য অনুশীলন করেছিলাম, এবং শত শত মাইল দৌড় অনুশীলন করে নিজের শরীরকে উপযুক্ত তৈরি করেছিলাম। যদিও, ম্যারাথন দৌড়ের একদিন পূর্বে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি সেই দৌড়টা মিস্ করেছিলাম!

করিন্থীয় ৯:২৪ পদে, পৌল হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে সুসমাচাড় নিয়ে পৌঁছানোর জন্য দৌড়ানোকে একটি রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। "তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ায়, তাহারা সকলে দৌড়ায়, কিন্তু কেবল একজন পুরষ্কার পায়?" (৯:২৪)। নিজের জীবনের শেষ লগ্নে, পৌল আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষনা করেছেন, "আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, আমি নিরুপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়াইয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি।" (২য় তীম ৪:৭)। যীশুর শিষ্য হিসাবে, আমরা কি এই উক্তি পোষণ করতে ইচ্ছুক নই? বন্ধুরা, আসুন আমরা যেন এই দৌড় মিস্ না করি!

যীশু সেই প্রারম্ভিক বন্দুক দেগেছিলেন যখন তিনি ঘোষনা করেছিলেনঃ "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৮-২০)।

প্রারম্ভিক মন্ডলী যীশুর এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিল এবং সেই দৌড়ে যোগ দেবার জন্য প্রাণপন করেছিল! প্রেরিতদের পুস্তক একটি অসাধারণ সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী বর্ণনা করে যেখানে যিরুশালেমের একটি যিহূদীদের ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দল থেকে ইহা রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি আন্তর্জাতিক মন্ডলী রূপে আবির্ভূত হয়। এই অসাধারণ কাহিনীতে শিষ্য নতুন শিষ্যের জন্ম দিয়েছে, মণ্ডলী নতুন মণ্ডলী স্থাপন করেছে এবং আত্মা-পূর্ণ, প্রার্থনার দ্বারা আসক্ত, সুসমাচার-কেন্দ্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে।

> শেষ ২০-৩০ বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নজিরবিহীন ভাবে শিষ্যেরা শিষ্য তৈরি করছে এবং মণ্ডলী নতুন মণ্ডলী স্থাপন করছে এবং এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি লাভ করছে। তবুও পৃথিবীতে এমন অনেক মণ্ডলী আছে যারা আজকের দিনে এই মহান কাজের বিষয়ে অচেতন হয়ে আছে।

যখন আমরা দেখি ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বে কিভাবে কার্যরত, ইহা মনে হয় যে প্রেরিতদের বিবরনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শেষ ২০-৩০ বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নজিরবিহীন ভাবে শিষ্যেরা শিষ্য তৈরি করছে এবং মণ্ডলী নতুন মণ্ডলী স্থাপন করছে এবং এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি লাভ করছে। তবুও পৃথিবীতে এমন অনেক মন্ডলী আছে যারা আজকের দিনে ঈশ্বরের এই মহান কাজের বিষয়ে অচেতন হয়ে আছে।

২০১৭ সালের মে মাসে আমি ব্রিটেনে একটি সম্মেলনে যোগদান করি যেখানে প্রায় ৩০ জন অভিজ্ঞ মিশনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন যারা বিগত অনেক বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীতে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন। আমরা সেখানে একত্রিত হয়েছিলাম যেন ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌছানো যায়। ২৪:১৪ আন্দোলন শুরু হয়েছিল মথি ২৪:১৪ থেকে, যেখানে যীশু প্রকৃত দৌড়ের অন্তিম রেখা স্থির করেছেনঃ "এবং এই রাজ্যের সুসমাচার সমগ্র জগতে সাক্ষ্য রূপে প্রচারিত হবে এবং তখনই শেষ সময় আসবে"। এই অন্তিম রেখার বিষয় যীশু স্থির করে রেখেছিলেন যেখানে যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে প্রারম্ভিক রেখা প্রদান করেছিলেন মথি ২৮:১৮ – ২০ পদে।

ব্রিটেনের এই সম্মেলনে সক্রিয় কিছু আলোচনা, উত্তপ্ত প্রার্থনা এবং আত্মবিশ্বাস উঠে আসে, ঈশ্বর আজকের জগতে যা কিছু করছেন তাঁর জন্য আমাদেরকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। তবুও সমগ্র পৃথিবীতে যে অসাধারন আন্দোলন শুরু হয়েছে তা আমাদেরকে প্রশান্ত করে। বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের রাজ্য নিজের জমি হারাচ্ছে; সুসমাচার পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমরা যদি মথি ২৪:১৪-এর অন্তিম রেখা স্পর্শ করতে চাই, আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাবার জন্য কাজ করতে হবে, প্রেরিতদের সময়ের মত আন্দোলন সমগ্র বিশ্বে শুরু করতে হবে।

এই সম্মেলনের সময়ে, আমার হৃদয়ে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হতে থাকেঃ আমরা কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীকে এই মহান দৌড়ের জন্য কার্যকারীরূপে ব্যবহার করতে পারি, যার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন? অনেক মিশন নেতারা এবং প্রভাবশালী মিশন সংস্থাগুলি প্রবল উৎসাহে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু এই আহ্বান কেবলমাত্র নির্বাচিত কিছু লোকদের জন্য নয়। আমাদের প্রয়োজন সেই সমস্ত পুরোহিত এবং মণ্ডলী যারা সমগ্র বিশ্বে আমাদের সাথে একত্রে কার্যকরীরূপে কাজ করবে। স্থানীয় কেন্দ্রগুলি আজকের দিনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্ভব করার জন্য এক একটি উপকেন্দ্র। প্রেরিতদের পুস্তকেও মিশন শুরু হয়েছিল একটি স্থানীয় মন্ডলী দ্বারা, প্রথমে যিরুশালেমে এবং পরবর্তী সময়ে আন্তিয়খিয়াতে। সেকারণে ইহা গুরুত্বপূর্ণ যেন স্থানীয় মন্ডলী এই গভীর দৌড়ে যোগদান করে, এই দৌড় মিস্ না করে।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে স্থানীয় মণ্ডলীগুলিতে অনেক বিষয়ের উৎস সহজলভ্য – বিশ্বাসী, অর্থনৈতিক উৎস, জ্ঞানের উৎস, প্রযুক্তিগত উৎস, এবং বিশেষত প্রার্থনার উৎস। পৌলের সহৃদয় হবার অনুপ্রেরণা (২য় করিন্থীয় ৮:১২-১৫) কি এই মহান আজ্ঞা পরিপূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক মণ্ডলী এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য অনুপ্রেরণা নয়?

কারণ আমি আমেরিকাতে একটি মণ্ডলীতে পালক, আমি বিশেষ করে আমার দেশের মণ্ডলীগুলির বিষয়ে চিন্তা করছি। আমরা কিভাবে সমগ্র আমেরিকার মণ্ডলী এবং পালকদের, এবং সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, ঈশ্বরের এই মহান সুসমাচারের আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি? যখন সেই সম্মেলনে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা কিভাবে মন্ডলীরূপ, ঘুমন্ত দৈত্যকে জাগ্রত করতে পারি"?

সংরক্ষণপ্রবণতা আজকে আমেরিকার প্রায় ৩০০,০০০ প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীকে ঘিরে রেখেছে। যার অর্থ প্রত্যেক ৭,০০০ হারিয়ে যাওয়া মানুষ ৪৩টি আমেরিকান মন্ডলীর দ্বারা সাহায্য লাভ করতে পারে। এই পরিসংখ্যান আমাকে হতভম্ব করে দেয়! কিছু কিছু মণ্ডলী অথবা মণ্ডলী গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সাথে যোগদান করেছে। প্রায় ১৬৬৭টি আমেরিকার বৃহৎ মণ্ডলী হয়ত এই আন্দলোনের কৌশলকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এবং এর সাথে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মণ্ডলীগুলি যারা বাইবেলে বিশ্বাস করে, তারা যুক্ত হবে, এবং আমাদের চিন্তা করতে হবে কেন এই দৌড় এখনও শেষ হচ্ছে না।

প্রেরিতদের পুস্তকের প্রারম্ভিক মন্ডলীর প্রজন্ম ছিল বিশ্বস্ত। আমরা কি আমাদের প্রজন্মে বিশ্বস্ত থাকব? আমরা কি ১ম করিন্থীয়তে পৌলের মতন হব, যেকোন মুল্য দিতে হোক না কেন খ্রীষ্টের জন্য মানুষদের কাছে পৌঁছাতে দৌড় শুরু করব? আমরা কি প্রত্যেকে আমাদের জীবনের শেষে পৌলের মত বলতে পারবঃ "আমি যুদ্ধ শেষ করেছি"।

একজন যুবক অবস্থায়, আমি এই পৃথিবীর বেশ কিছু বড় বড় ম্যারাথনে দৌড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সুযোগগুলি প্রকৃত দৌড়ে যোগ দেবার সুযোগের সাথে তুলনীয় নয়। এই দৌড়ে আমাদের প্রত্যেক বিশ্বাসী এবং প্রত্যেক মণ্ডলীকে প্রয়োজন। আমাদের আপনাকে প্রয়োজন আছে। এই দৌড় মিস্ করবেন না।

উড্‌সএড্‌জ কমিউনিটি চার্চে (এই আন্দোলনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ একটি মণ্ডলী) (www.woodsedge.org জেফ্ একজন প্রধান পালক হিসাবে এবং মাইকেল মিকেন একজন মণ্ডলী স্থাপনকারী পুরোহিত হিসাবে উত্তমরূপে সেবা করছেন। এই মন্ডলীর দর্শন হল যেন তারা নিজেদের দেশে পাঁচটি এবং বিদেশে আরো পাঁচটি আন্দোলন শুরু করতে পারেন।

আমেরিকার মন্ডলীগুলি যে পাঁচটি বিষয়ে সি পি এম থেকে শিক্ষা লাভ করছে

সি. ডি. ড্যাভিস-এর দ্বারা লিখিত[88] [89]

সমগ্র পৃথিবীতে সি পি এম-এর বৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে আমেরিকার বেশকিছু মন্ডলীর নেতারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের নীতিগুলি পুনরায় পরীক্ষা করতে এবং নতুন পরিকাঠামো প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন। এই আন্দোলনগুলির বৃদ্ধির হার, শিষ্য প্রস্তুতিকরণের গভীরতা এবং উদীয়মান নেতাদের অঙ্গীকার পাশ্চাত্য দেশগুলির পালকদের এই আন্দোলনগুলির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সেই কারণে "মন্ডলী" সম্পর্কে আমাদের সাধারন ধারনা, অভিজ্ঞতা এবং প্রথা সি পি এম-এর ধারনা থেকে পৃথক। এই আন্দোলন আমেরিকার বহুসংখ্যক মন্ডলী এক অন্য ধরনের ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাবাদী হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল পরিবর্তনের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় এবং যেগুলি তাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

১) এস এবং যাওঃ আমাদের অনুষ্ঠান এবং ভবনগুলিতে অবিশ্বাসীদের নিমন্ত্রন করার কৌশলকে পরিবর্তন করে বিশ্বাসীদেরকে সমগ্র জগতে প্রেরণ করা।

যীশু বলেছিলেন যে ফসল কাটার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। এই বাস্তবিকতায় জীবন কাটানোর জন্য আমাদের চিন্তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে "এস" থেকে "যাও"-তে পরিবর্তন করতে পারবে। ঈশ্বর সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন খ্রীষ্টীয়ানরা যেন সেই সমস্ত লোকদের কাছে যায় যারা এখনও ঈশ্বর-ব্যতীত জীবন নির্বাহ করছে; তিনি কখনই হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে মন্ডলীতে বা খ্রীষ্টিয়ানদের সহভাগিতায় আমন্ত্রণ করতে বলেননি। যখন আমাদের চিন্তাধারায় এই পরিবর্তনটি ঘটে, মন্ডলীর সদস্যরা নির্দিষ্টভাবে সেই সমস্ত লোকদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা তাদের পরিচিত কিন্তু ঈশ্বরকে জানেনা। ইহার কারণ হল "যাওয়া"র চিন্তাধারা আমাদের মন্ডলীর জীবনে অনুবিদ্ধ হয়। একইভাবে, মণ্ডলীর নেতারা আরো উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষিত করতে শুরু করে যেন তারা নিজেদের কাহিনী এবং ঈশ্বরের কাহিনী সহজ, সরল এবং বাধ্যকারী ভাবে অন্যদের কাছে বলতে শেখে। তারা অধিকাংশ সময়ে সৃষ্টি থেকে শুরু করে খ্রীষ্টের কাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকে, ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে বাইবেলের শিক্ষাগুলিকে ব্যবহার করে সৃষ্টি থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট পর্যন্ত।[90] বহু ক্ষেত্রে মন্ডলীর অনুষ্ঠান সূচীতেও যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে যেন মন্ডলীর বিশ্বাসীদের মহান উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে "যাওয়া"র জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

২) দলগত ধর্মরূপান্তরঃ এই পরিবর্তনটি হল কেবলমাত্র এককভাবে কোন শিষ্যের পরিবর্তন নয়, কিন্তু একত্রে শিষ্য হিসাবে একটি সম্পূর্ণ দলের পরিবর্তন করা।

সমগ্র পৃথিবীতে ব্যপ্ত সি পি এম-গুলিতে, ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে কোন একটি সম্পর্কযুক্ত দলের মধ্যে এবং তারপরে ইহা একটি দল থেকে আরেকটি দলের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যে এই ধরনের দলগুলিকে এক একটি পরিবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবার শব্দটির গ্রীক ভাষান্তরটি হল ওইকোস, এবং ইহা কেবলমাত্র একটি পরিবার নয়, কিন্তু ইহা এমন একটি হল যারা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে জীবন ধারন করে। বহু সংখ্যক সি পি এম-এ এই দলগুলি তৈরি হয় একে অপরের প্রতি সম্পর্কযুক্ত হয়ে, যেমন – সহকর্মী, সহপাঠী, অথবা সেই সমস্ত দলের মধ্যে যাদের মধ্যে প্রায় সম-প্রকৃতির শখ পরিলক্ষিত হয়।

প্রেরিত ১১:১৪ পদ এবং ১৬:৩১ পদে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে এই দলগুলি পরিবারগতভাবে আমাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে। ইহার মূল চাবিকাঠি হল, কেউ যদি ব্যক্তিগত আত্মিক ক্ষুধা প্রদর্শন করে, কেবলমাত্র তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার

---

[88] ২০১২ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রকাশিত মিশন ফ্রন্টীয়ারস্-এর একটি প্রবন্ধ থেকে ইহা সম্পাদিত করা হয়েছে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮-২০।

[89] সি ডি ডেভিস হলেন মিশনক্ষেত্রের একজন অভিজ্ঞতাপূর্ণ, দক্ষ এবং কার্যকারী কৌশল প্রস্তুতকারক।

[90] উদাহরণের জন্য দেখুন https://t4online.org/wp-content/uploads/2011/02/2-Creation-to-Christ-Story.pdf

পরিবারের মধ্যে থেকে নিষ্কাষিত করা হবে না, কিন্তু তার সমস্ত পরিবার অথবা দলকে একত্রে শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে হবে। এই ধারনা পাশ্চাত্য মন্ডলীর প্রথাগত ধারনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য তৈরি করে।

৩) প্রজন্ম গণনা করাঃ এই পরিবর্তনটি হল – শিষ্য, দল এবং মন্ডলী চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত এবং তার অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখার জন্য দ্রুত এবং নিয়মিতভাবে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা (২য় তিমথীয় ২:২)।

সি পি এম-গুলিতে, শিষ্য, নেতা এবং দলগুলিকে দ্রুত পরবর্তী প্রজন্মতে পৌঁছে দেবার পদ্ধতি অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দলগুলির একটি প্রধান লক্ষ্য হল পরবর্তী প্রজন্মের আত্মা জয় করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেন তারা সেই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে পারে।[91]

এই পদ্ধতি বিদেশে কেবলমাত্র সুফলদায়ী এমন নয়। আমেরিকার যে সমস্ত স্থানে এই ক্ষুদ্রদলগুলিতে প্রজন্ম হিসাবে বৃদ্ধি পাবার পদ্ধতি গুলি ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা সেখানেও একই ধরনের ফলাফল দেখতে পেয়েছি। একজন নতুন বিশ্বাসীকে একটি সভাতে "এস" বলার থেকে যেখানে তারা এসে বসবে এবং শুনবে, খ্রীষ্টেতে তাদের নতুন জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে শুরু হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অনুপ্রাণিত করা হয় যেন তারা নিজেদের পরিবারে একটি নতুন দল তৈরি করে। এবং সেখানেই তারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে এবং সেগুলির প্রতি বাধ্য থাকতে শিক্ষা লাভ করে। এবং তাদের উচিত সত্বর সেই সমস্ত পরিচিত মানুষদের জন্য প্রার্থনা করা যাদের কাছে তারা খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রকাশ করবে। এইভাবে, দলের প্রত্যেকজন সদস্য নতুন প্রজন্মকে জয় করার জন্য একটি দর্শন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী, অনুশীলন করার সময় এবং একই সঙ্গে প্রেমপূর্ণ অনুপ্রেরণা লাভ করে।

ইহা আমাদের একটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতি পরিচালিত করেঃ অনবরতভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করার দর্শন। প্রত্যেক সদস্য এবং প্রত্যেক দল একজন জনক বা জননী, পিতামহ বা পিতামহী এবং প্রপিতামহ বা প্রপিতামহী হবার প্রচেষ্টা করে। আমেরিকায় সি পি এম-এর একজন নেতা এই বিষয়টিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি নিজের শিষ্য তৈরির পদ্ধতিকে নিজের শিষ্যদের দ্বারা মূল্যায়ন করি না, কিন্তু আমার শিষ্যের শিষ্যদের মাধ্যমে করি"। এবং দলগুলি প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের জন্য উৎসব উদযাপন করে।

৪) পুনরায় উৎপাদন করার ক্ষমতাঃ দীর্ঘায়িত প্রশিক্ষণ এবং পুঁথিগত শিক্ষাকে পরিবর্তন করে সহজ এবং পুনরুৎপাদনকারী ক্ষমতা-যুক্ত উপায়, পদ্ধতি, সামগ্রী এবং পরিকাঠামো ব্যবহার করা।

প্রশিক্ষণ তখনই গুণসম্পন্ন হয় যখন আমরা সাধারন সামগ্রী ব্যবহার করে ইহা সম্পন্ন করি। সহজাত ভাবে শিক্ষা লাভ করা এবং সেগুলি পালন করার মাধ্যমে নতুন বিশ্বাসীরা সেগুলি নিজেদের জীবনে অনুসরণ করতে পারে যা তারা নিজের নেতাকে করতে দেখেছে। তারা যখন প্রস্তুত হয়ে যায়, সহজাতভাবেই তারা একই উপায়ে অন্যদের খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে পরিচালিত করতে থাকে।

সহজের অর্থ হল সত্য এবং সেই সত্য ব্যবহারের উপায় এমন ভাবে ব্যক্ত করতে হবে যেন একজন সাধারন বিশ্বাসীও সেগুলির প্রতি বাধ্য থাকতে পারে এবং সেগুলি অন্যদের শেখাতেও পারে। সমগ্র পৃথিবীতে প্রত্যেক সি পি এম একটি সুসমাচার প্রচার, শিষ্য তৈরি করা এবং মন্ডলী স্থাপন করার জন্য অত্যন্ত সাধারন পদ্ধতি ব্যবহার করে। কেবলমাত্র একটি সঠিক এবং পুনরুৎপাদন সক্ষম পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে নতুন বিশ্বাসীরা বৃদ্ধির চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, যা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং তারা অন্যদের কাছে প্রচার করতে সক্ষম হয়। কিছু কিছু আমেরিকার মন্ডলী এখন তাদের ক্ষেত্রে এই পাঠটি ব্যবহার করছে।

৫) আনুগত্য-ভিতিক শিক্ষাঃ ঈশ্বরের বাক্য যা বলে সেগুলির জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাকে পরিবর্তন করে ঈশ্বরের বাক্য যা বলে সেগুলি পালন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মহান আজ্ঞা বলে না যেঃ "আমি যা আজ্ঞা দিয়েছি সেগুলি তাদের শিক্ষা দাও", কিন্তু ইহা বলে যে "আমি তাদের যে আজ্ঞা দিয়েছি সেগুলি তাদের পালন করতে শিক্ষা দাও" (মথি ২৮:২০)। ইহা হল পুরাতন বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে

[91] উদাহরণস্বরুপ, টিফোরটিঃ এ ডিসাইপেলশিপ রি-রিভোলিউশন-এ এই পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, স্টিভ স্মিথ এবং ইং কাই দ্বারা লিখিত, উইগটেক্ রিসোর্সেস, ২০১১।

খ্রীষ্টকে পরিধান করা, যখন বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্য পালন করে, তখন দেখা যায় তাদের জীবন দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং সামর্থ্যযুক্ত হয়।

বিশ্বাসীরা যদি বাধ্যতা পরিত্যাগ করে এবং আমরা তাদেরকে অনবরত শিক্ষা প্রদান করে যাই, ইহার অর্থ হল আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি যে "বাধ্য না থেকে কেবলমাত্র জ্ঞান লাভ করাই" যথেষ্ট অথবা "আপনার যে বিষয়টির প্রতি বাধ্য থাকা উচিত সেগুলি বেছে নিন"। এইভাবে শিষ্যত্বকে বিকৃত করে আমরা তাদের প্রতি বিচার নিয়ে আসি, যাদের আমরা শিক্ষা প্রদান করি। তারা যা জানে কিন্তু পালন করে না, সেগুলির জন্য তাদেরকে একদিন কৈফিয়ত দিতে হবে।

রূপান্তরিত জীবন হল প্রজ্বলিত আন্দোলনের জ্বালানী। পরিবর্তিত জীবন প্রমাণ করে যে যীশু যেকোন বিষয় পরিবর্তন করতে পারেন, এবং প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজন যিনি তাদের হয়ে শক্তিপূর্ণভাবে কার্যকারী থাকবেন। রূপান্তরিত জীবন ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের জীবনকেই পরিবর্তন করে। সি পি এম গুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যেন বিশ্বাসীরা সর্বদা অনুগত থাকে, অনুগত থাকতে উৎসাহিত থাকে এবং অনুগত থাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকে যা দেখতে পাওয়া যায় ইব্রীয় ১০:২৪-২৫ পদে দেখতে পাওয়া যায়।

যখন আমাদের চিন্তাধারার এই পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয়ানরা নিজেদের বিল্ডিং এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন থেকে থেকে বের হতে শুরু করে। আমরা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, নতুন দল, এবং মন্ডলী স্থাপিত হতে দেখছি।

আমেরিকার মন্ডলীগুলিতে সি পি এম-এর এই পাঠগুলি বৃহৎ প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি আমাদের পদ্ধতিকে পুনরায় যাচাই করার সুযোগ দেয়, বাক্যের নীতি অনুসরণ করতে এবং সেগুলি ব্যবহার করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা ততক্ষন অটল থাকব যতক্ষন না এই জীবনযাত্রাটি আমাদের নতুন জীবন ধারন পদ্ধতি না হয়ে ওঠে।

রূপান্তরিত মন্ডলীগুলি নতুন মণ্ডলী স্থাপন করছে

জিমি ট্যাম দ্বারা লিখিত[92] [93]

২০০০ সালে আমি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেসে দ্বিভাষিক (ক্যান্টোনিজ্ / ম্যান্ডোরিন) একটি মন্ডলী স্থাপন করি। আমি মন্ডলীর সদস্যদের যত্ন করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সভা আয়োজনের মাধ্যমে ভিড় জমানোর প্রচেষ্টা করি যেখানে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন, কিন্তু আমাদের নিয়মিত সভাগুলিতে মাত্র ৫০ জন বিশ্বাসীই উপস্থিত হতেন।

এর পরে ২০১৪ সালে আমি আমাদের মন্ডলীকে একটি ইচ্ছাপূর্ণ যাত্রায় পরিচালিত করতে শুরু করিঃ

- আমাদের মন্ডলীর উপাসনায় কেবলমাত্র গ্রহীতা এবং অংশগ্রহণকারী থেকে
- আমাদের সমাজের লোকদের কাছে মিশনারী হিসাবে যাওয়া পর্যন্ত

আমি সর্বপ্রথমে হংকং-এর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি। মাত্র ৯০ মিনিট প্রশিক্ষণ নেবার পরে আমরা হংকং-এর একটি অমসৃণ অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই যে সেখানে একজন ব্যক্তি অপেক্ষা করেছিল যে যীশুর বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা করছিল। লস্ এঞ্জেলেসে ফিরে এসে, আমি আমার মন্ডলীর সাথে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করি, এবং তিন মাস পরে সেই প্রশিক্ষকদের আমাদের মন্ডলীতে আমন্ত্রণ জানাই যেন সমস্ত সদস্যরা সেই সমস্ত লোকদের অন্বেষণ করার পদ্ধতি শিখতে পারে যারা সুসমাচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

আমাদের মন্ডলীর অবস্থান্তর

আমি মন্ডলীর সদস্যদের জন্য একটি এক লাইনের বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করেছিলাম "লোকদের মন্ডলীতে নিয়ে এস না, মন্ডলীকে লোকদের কাছে নিয়ে এস"। এবং এই বিষয়ে আমি একটি ছোট নাটিকা প্রস্তুত করে আমাদের রবিবারের উপাসনায় উপস্থাপন করেছিলাম, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কেন আমরা নতুন লোকদের মন্ডলীতে নিয়ে আসা থেকে বিরত থাকবঃ

- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মন্ডলীর বাইরে কি ঘটছে।
- আমরা লোকদেরকে মন্ডলীতে নয় কিন্তু তাদের পরিবারের মধ্যে যীশুকে নিয়ে যেতে চাই।

আমরা "প্রতিবেশীকে ভালোবাস" নামে একটি প্রচারাভিযান শুরু করি যেন মণ্ডলীর আশেপাশের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই। আমরা আমাদের বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম যেন তারা বলে, "যীশু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমারা নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রেম করি, আমরা কি বিষয়ে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে পারি?" যে সমস্ত প্রতিবেশীদের জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি, তাদের কাছে পুনরায় গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করি, "আমরা কি একটি ভালোবাসার কাহিনী আপনাকে বলতে পারি যা আমাদেরকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে?" এবং যারা আমাদের সেই কাহিনী বলতে অনুমতি দেয়, তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করিঃ

- যীশু সম্পর্কে আপনার কি ধারনা হল?
- আপনার এই কাহিনীটি শুনে কেমন লাগল?
- ঈশ্বর আপনাকে এই কাহিনী থেকে কি বলতে চাইছেন?
- তিনি আপনার জীবন থেকে কি চান?

---

[92] "ক্যায়ারিং বেটার ফর মেমবার্স বাই ট্রেনিং দেম টু মাল্টিপ্লাই" থেকে সম্পাদিত। www.missionfrontiers.org/issue/article/caring-better-for-members

[93] জিমি ট্যাম, সানরাইজ ক্রিস্টিয়ান কমিউনিটি নামে একটি মণ্ডলী স্থাপন করেছে আলহামব্রাতে, ইহা একটি সুসমাচার প্রচারকারী মন্ডলী। তিনি আসলে হংকং-এর বাসিন্দা। তার আবেগ হল যীশুকে প্রেম করা, শিষ্য তৈরি করা, এবং ইহা করার জন্য অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। তিনি তার স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের কাজ করছেন, যেখানে এখনও ঈশ্বরের নাম পৌঁছায়নি।

- আমরা আপনার জন্য কাদের সাথে প্রার্থনা করতে পারি?

সংক্রামক পরিত্রাণ

প্রথমে আমরা প্রায় ২০ জন বিশ্বাসীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করি। এদের মধ্যে কিছু মানুষ আমাদের মন্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন না। আমরা তাদেরকে ডি এম এম প্রদর্শন করি এবং তারা ইহা ব্যবহার করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরুপ, তারা একজন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যিনি কিডনি জনিত রোগের কারণে প্রায় পাঁচ মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। সপ্তাহে তিনমাস তার ডায়ালিসিস হত এবং দিনের প্রায় সমস্ত সময় তিনি যন্ত্রনায় কষ্ট পেতেন। আমরা তার কাছে যাই এবং তাকে সুসমাচার প্রদান করি। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসরণকারী ছিলেন এবং যীশুর সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না কিন্তু আমাদের দলের একজন সদস্য নিজের সুস্থ হবার সাক্ষ্য তাকে বলে। সেই স্ত্রীলোকটি বলেন, "হ্যাঁ, আমিও সুস্থতা চাই। আমি চাই যীশু আমাকে সুস্থ করুন। দয়া করে আমার জন্য প্রার্থনা করুন"। তখন আমাদের সেই সদস্য তার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তৎক্ষণাৎ তার ব্যাথা বন্ধ হয়ে যায়। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তার কিডনি সুস্থ হয়ে যায় এবং এর পরে তাকে আর ডায়ালিসিস করতে হয়নিক!

তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রভুর আগুন জ্বলে ওঠে এবং তিনি সত্বর বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। একমাস পরে, তার সুস্থতার কারণে, তার কন্যাও সদাপ্রভুর প্রতি ফেরে। সে তার কন্যাকে বাপ্তিষ্ম প্রদান করে এবং পরবর্তীকালে তার স্বামী এবং আরো একজন প্রতিবেশীকে বাপ্তিষ্ম প্রদান করে।

তিনমাসের মধ্যে তিনি চারজনকে বাপ্তিষ্ম দেন এবং সেই ভগিনী যে তাকে সুসমাচার দিয়েছিল তার গৃহেতে একটি গৃহ-মন্ডলী শুরু করে। এখন সেই গৃহেতে প্রায় ৯-১০ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ নিয়মিত ঈশ্বরের আরাধনা করে।

আমাদের নতুন স্বাভাবিকতা

এখন আমার রবিবারের প্রচারের পরিবর্তে আমরা সুসমাচার প্রচারের প্রশিক্ষণ প্রদান করি, বিগত সপ্তাহে আমাদের বিশ্বাসীদের সুসমাচার প্রচারের অভিজ্ঞতাগুলিকে আমরা উদযাপন করি এবং তাদের সাক্ষ্য শ্রবন করি। এখন আমরা আমাদের বিল্ডিং-টিকে মন্ডলী নয় কিন্তু একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করি।

এখন আমাদের মন্ডলীর প্রায় ৭০% সদস্যরা শিষ্য প্রস্তুত করছে এবং দশটি মন্ডলী স্থাপনের দল গৃহ-মন্ডলী স্থাপন করছে, প্রত্যেকটি দলগুলিতে ২ থেকে ৩ জন সদস্য রয়েছে।

আমাদের পরিবারের প্রায় মধ্যে থেকে প্রায় অর্ধেক মানুষ নতুন বিশ্বাসীদেরকে তাদের নিজেদের গৃহেতে মন্ডলী স্থাপনের জন্য পরিচালনা করছে এবং আমাদের মন্ডলীতে থাকা ছাত্ররাও তিন থেকে চারটি দল শুরু করে ফেলেছে।

এখন, আমি আমাদের মন্ডলী ভবনে বাপ্তিষ্ম দিই না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসীরা আগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছে এবং আমাকে সেই বিষয়ে অবগত করছে। যেহেতু আমরা আমাদের মন্ডলীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রস্তুত করছি এবং উৎসাহিত করছি, প্রায় ৫০% সদস্যরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করছে।

কিছু কিছু পরিবার বহু বছর ধরে আমাদের মন্ডলীতে আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কিছু করতে চায়। কিন্তু তারা কেবলমাত্র মন্ডলীর অনুষ্ঠান পালন করে সন্তুষ্ট ছিল না। এখন, বিগত দুই বছর ধরে, তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন লোকেদের গৃহেতে সুসমাচার নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের বাপ্তিষ্ম দিচ্ছেন।

সম্প্রতি আমি একজন স্ত্রীলোকের একটি বার্তা পেয়েছি। তিনি নিজের এক বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে যীশুর কাহিনী বলেছেন। যীশুর কথা শুনে তার বান্ধবী অত্যন্ত উৎসাহিত হয় এবং সেই স্ত্রীলোক মনে করেন যে তার বান্ধবী যীশুকে গ্রহণ করতে এবং বাপ্তিষ্ম নিতে প্রস্তুত। সেই স্ত্রীলোক আমাকে বলেন, "আমার বান্ধবী কোনদিন কোন মন্ডলীতে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। এবং সে রবিবারেও নিজের কর্মস্থলে যায়, যে সে তার পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে পারে। আমরা যদি ডি এম এম না করতাম, আমার মনে হয় না যে সে কখনও মন্ডলীতে যাওয়ার বিষয়ে অথবা যীশুর বিষয়ে চিন্তা করত।"

আমাদের মন্ডলীর লোকেরা এখন হারিয়ে যাওয়া লোকদের চিন্তাভঙ্গী অনুযায়ী সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করতে শিখেছে। তারা চিন্তা করে না যে, "আসুন আমরা নিজেদের বন্ধুদের মন্ডলীতে আমন্ত্রন করি। তারা এখন অবগত আছে যে লোকদের কাছে যাওয়া অত্যন্ত অনুপ্রেরনাদায়ক এবং ইহার ফলে লোকদের জীবনে পরিবর্তন হয়"।

আমরা এখন মন্ডলীর অনুষ্ঠান অথবা আভ্যন্তরীন দলের মধ্যে অত্যাধিক সময় অতিবাহিত করি না। প্রত্যেক রবিবারে আমরা লোকদের সাক্ষ্য শুনি, যেখানে তাদের শিষ্য তৈরির কাহিনী, লোকদের জন্য প্রার্থনা, লোকদের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আলোচনা করি। এখন রবিবারকে বলা হয় প্রশিক্ষনের দিন।

এখন প্রত্যেক দ্বিতীয় রবিবারে আমরা ক্ষুদ্রস্তরে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাই, যেখানে লোকদের সামর্থ্যযুক্ত করা হয় যেন তারা অনবরত শিষ্য তৈরি করতে পারে। ইহার পরে আমরা তিন থেকে চার জনের দলে বিভক্ত হয়ে যাই – পুরুষদের সঙ্গে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা। তারা একে অপরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জবাবদিহি করে এবং একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে যে তারা কিভাবে শিষ্য তৈরি করে, সুসমাচার প্রচার করে এবং নতুন মন্ডলী স্থাপন করে। এর পরে তারা ঈশ্বরের বাক্যের একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করে, এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করে। মন্ডলীর প্রায় ৮০% লোকেরা এই ধরনের দলের সঙ্গে যুক্ত।

এবং অন্যান্য রবিবারগুলিতে আমরা সাধারন মন্ডলীর মত উপাসনা করি, যেখানে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোন কোন সময় আমরা প্রশিক্ষণ দিই কিভাবে অসুস্থ মানুষদের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। অথবা কিভাবে আমরা সেই সমস্ত লোকদের চিহ্নিত করতে পারব যারা সুসমাচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং যাদেরকে শিষ্য তৈরি করা যেতে পারে। অথবা কিভাবে একটি গৃহ-মন্ডলী পরিচালনা করা যায়। কিছু কিছু সময়ে আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করি, যেন বিশ্বাসীরা পরিপক্ক হয়।

অগ্রগতি লাভ করার মূল উপাদানগুলি

১) যদি কোন মন্ডলী এইভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তাহলে আমার মনে হয় প্রার্থনা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিয়াবল কখনই চায় না যে আমরা যীশুর জন্য শিষ্য প্রস্তুত করি, যারা কার্যকরী হবে। সে চায় আমরা যেন মন্ডলীর চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকি। সেকারণে, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেন আমরা প্রার্থনা করি এবং প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের আত্মার উপরে নির্ভরশীল থাকি। আমরা কোন মানুষকে জোর করি না; আমরা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করি এবং তাদের সামনে নিজেদেরকে জীবনকে একটি উদাহরণ হিসাবে পেশ করি।

২) আমরা মনে হয় যদি মন্ডলী পরিবর্তিত হতে চায় তাহলে আমাকেই সেই পরিবর্তন প্রদর্শন করতে হবে যে আমি এই পরিবর্তনের জন্য ইচ্ছুক এবং আমি নিজের জীবনযাত্রাকেও সক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। সেকারণে, আমি আমার পরিবারকে পরিচালনা করি। আমি এবং আমার পরিবার আমাদের এলাকায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলি। আমরা প্রতিবেশীদের বাড়ির দরজায় আঘাত করি এবং বলি, "আমরা যীশুর অনুসরণকারী, এবং তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন যেন আমরা নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রেম করি। আমরা এখানে এসেছি ইহা জানার জন্য যে আমরা কিভাবে সেই প্রেম দেখাতে পারি। আমরা পাশেই থাকি এবং আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে নিজেদের প্রেম ব্যক্ত করতে চাই"।

আমার তিনটি সন্তান, যখন তারা ফুটবল বা বাস্কেট বল অনুশীলন করতে যায়, আমি তখন অন্য শিশুদের পিতামাতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। মাঠের পাশে বসে খেলা দেখার সময় আমি তাদের কাছে যীশুর কথা বলতে শুরু করি।

একটি বিষয় যা আমাদের মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং মন্ডলীর এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে, সেটি হল যে তারা আমাকে দেখেছে, যে আমি কিভাবে ইহা আমার জীবনে প্রয়োগ করছি। আমি সেই কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম যা আমি ইহার পূর্বে কখনও করিনি এবং আমি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সেই কাজ করতে থাকি। সেকারণে তারাও এই পন্থা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হয়েছিল।

৩) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আমরা পরিবারগতভাবে, আমাদের সন্তানদের একত্রে নিয়ে শিষ্য তৈরির কাজ করি। আমরা মন্ডলীর বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করি যেন তারা নিজেদের সন্তানদের গৃহেতে রেখে সুসমাচার প্রচার করতে না

যায়। আমরা পরিবারগতভাবে আরেকটি পরিবারে যাই। এই বিষয়টিও প্রথাগত মন্ডলীর চিন্তাধারা সঙ্গে মেলে না, কারণ এই মন্ডলীগুলি বয়সের কারনে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

পূর্বে রবিবারের উপাসনাই ছিল আমাদের মন্ডলীর প্রধান লক্ষ্য। রবিবারের উপাসনাতেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ঘটতে থাকত। কিন্তু আমাদের লোকদের চিন্তাধারা বদলাতে হয়েছিলঃ রবিবারের উপাসনাই যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই ধারনা পাল্টাতে হত। শুরুতে এই বিষয়টি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিল। শুরুতে মন্ডলীতে লোকদের আমন্ত্রণ না করার ধারনাটি কিছু লোকদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করেছিল। বিল্ডিং-কেন্দ্রীক সেবাকাজের পুরোনো অভ্যাস এবং পুরানো মানসিকতাকে পরিবর্তন করাই ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ।

বর্তমানে, আমাদের আছেঃ

- ১১টি সক্রিয় প্রথম প্রজন্মের মন্ডলী (নিয়মিত গৃহ-মন্ডলী)
- ৩৮টি সক্রিয় দ্বিতীয় প্রজন্মের মন্ডলী
- ২৩টি সক্রিয় তৃতীয় প্রজন্মের মন্ডলী

আফ্রিকার আন্দোলনে পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলির ভূমিকা

শালোম দ্বারা লিখিত[94]

পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলি শিষ্য তৈরির আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের পরিচর্য্যা কাজের শুরু থেকেই, আমরা এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করিঃ আমরা যেকোন পরিচর্য্যা করি, আমরা ইহা নিশ্চিত করি যে মন্ডলীগুলি যেন সক্রিয়ভাবে রাজ্যের পরিচর্য্যা কাজে নিযুক্ত থাকে। কিছু কিছু সময়ে লোকেরা চিন্তা করে, "যদি মন্ডলীগুলি প্রথাগত মন্ডলীর অন্তর্গত না হয়, তাহলে সেই মন্ডলীগুলিকে পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলি মন্ডলী হিসাবে গ্রহণ করবে না"। কিন্তু আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল সম্পর্ক। আমরা যেকোন মন্ডলীর যেকোন পদস্থ নেতাদের কাছে পৌঁছাই এবং তাদের কাছে আমাদের বৃহত্তর দর্শনকে (যীশুর মহান আদেশ) প্রতিস্থাপন করি। এই আদেশ সমস্ত স্থানীয় মন্ডলী, তাদের প্রতিবেশী মন্ডলী এবং তাদের আশু- প্রাসঙ্গিকতারও উর্দ্ধে। আমরা যদি প্রেম, সম্পর্ক তাদের সাথে ভাগ করে নিই, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমাদের উৎসাহকে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিই, আমরা দেখেছি অধিকাংশ সময়ে মন্ডলীগুলি আমাদের বাক্য শ্রবন করে।

একটি স্থানীয় অঞ্চলে, এই মুহুর্ত্তে আমরা ১০৮টি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অংশীদারীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আছি। এগুলির মধ্যে কিছু আছে স্থানীয় মন্ডলী এবং কিছু দেশীয় পরিচর্য্যাকারী সংস্থাও বর্তমান। শুরু থেকেই, আমরা অনৈয়মিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছাই। আমরা তাদের কাছে সেই মহান কাজের বিষয় তুলে ধরি যা ঈশ্বর আমাদের মহান আদেশের মধ্যে প্রদান করেছেন, ইহার মাধ্যমে আমরা সেখানে উপস্থিত মন্ডলীর নেতার সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় প্রবেশ করি। যদি তারা এই আলোচনার প্রতি উন্মুক্ত থাকেন, আমরা প্রাথমিক প্রদর্শনের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করি। ইহা দুই দিন থেকে পাঁচ দিনেরও হতে পারে। আমরা দৃঢ়ভাবে তাদেরকে অবহিত করি যেন তারা উপযুক্ত লোকদের আমন্ত্রণ করেন। আমরা চাই যেন অন্তত ২০% নেতৃত্ববর্গের মানুষ উপস্থিত থাকেন এবং ৮০% সেই সকল মানুষ যারা এই শিক্ষাকে ব্যবহার করবে। এই অনুপাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি কেবলমাত্র নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তাদের পরিচর্য্যা কাজের জন্য হৃদয় থাকলেও, তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে সাধারণত তারা যা কিছু শেখেন সেগুলি বাস্তবে ব্যবহার করতে সময় পাননা। আমরা যদি কেবলমাত্র সেই সমস্ত নেতাদের প্রশিক্ষণ দিই যারা ক্ষেত্রে কাজ করবেন অথবা মন্ডলী স্থাপনের কাজ করবেন, তাহলেও পরিস্থিতি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে কারণ মন্ডলীর নেতারা পরবর্তী পর্যায়ে বুঝতে পারবেন না যে এই শিক্ষাগুলিকে কিভাবে বাস্তবে ব্যবহার করা যায়। সেকারনে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা একই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী নেতা এবং এই শিক্ষাগুলিকে ব্যবহারকারী ক্ষেত্র-নেতাদেরকেও প্রশিক্ষিত করছি।

আমরা সর্বপ্রথমে হৃদয়গত বিষয়গুলিতে লক্ষ্য স্থির রাখি। আমরা প্রথমে যীশুর মহান আদেশ, অসমাপ্ত কাজ এবং সেই কাজ শেষ করার চ্যালঞ্জের বিষয়ে আলোচনা করি। ইহার পরে আমরা আলোচনা করি যে আমাদের কাছে কি ধরনের সুবিধা আছে এবং কিভাবে আমরা সেই মহান আদেশকে পরিপূর্ণ করতে পারি। এখানেই আমরা শিষ্য-তৈরির আন্দোলনের কৌশলগুলির বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করি। অন্তিম প্রশ্ন হলঃ "আমরা একত্রে এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কি করতে পারি"?

আমরা যখনই কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করি, আমরা পুনরায় ফিরে আসতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং পর্যবেক্ষন করি যেন প্রশিক্ষণের শিক্ষাগুলিকে ব্যবহার করতে যারা অঙ্গীকার করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বাস্তবে ব্যবহার করছে কি না। আমাদের একটি প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল মন্ডলীই শেষ নয়। আমরা তাদের সঙ্গে এই যাত্রায় সহযাত্রী হতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য হলঃ "প্রজ্বলিত করা, আন্দোলনে গতিবৃদ্ধি করা, এবং শিষ্য-তৈরির আন্দোলনকে বজায় রাখা"। আমরা কেবলমাত্র তাদেরকে প্রজ্বলিত করে থেমে যাই না। আমরা সেই আন্দোলনকে গতি প্রদান করার জন্যে এবং আন্দোলনটিকে টিকিয়ে রাখতে ক্রমাগত কর্মরত থাকি।

94

আমাদের সঙ্গে কৌশলপ্রস্তুতকারী এবং তৃণমূল স্তরের সমন্বয়কারীরা উপস্থিত থাকেন যারা প্রশিক্ষণের পর থেকে ক্রমাগত সেই নেতাদের থেকে খবর নিতে থাকেন যে তারা সেই শিক্ষা গ্রহণ করার পরে কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণের পরে, একটি কার্যকারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। তার একটি করে অনুলিপি প্রত্যেক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এবং মন্ডলীকে দেওয়া হয়, এবং একটি অনুলিপি আমরা নিজেদের কাছেও রেখে দিই। এর পরে আমাদের নেতারা ফোনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে তাদের কাজের বিষয়ে সংবাদ গ্রহণ করতে থাকেন যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিন মাস পরে, আমরা পুনরায় সকলকে আহ্বান করি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আলোনা করি যে সেই অঞ্চলে কি ঘটছে, এবং আলোচনা করা হয় সেই কার্যকরী পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত করা গেছে।

এর পরে আমরা অনবরত তাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকি যারা এই পরিচর্য্যার কাজে এগিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে দৃঢ় করি যেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং পরিচালনা প্রদান করতে পারি। আমরা তাদেরকে সেই অঞ্চলের অন্যান্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিই যেন তারা একে অপরকে উৎসাহিত করতে পারে। এরপরে আমরা এমন কর্মীদের খুঁজি যারা তাৎপর্য্যপূর্ণ সম্ভাবনা প্রদর্শন করে এবং আমরা তাদেরকে সেই অঞ্চলের কৌশলপ্রস্তুতকারী বা সমন্বয়কারী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারি।

যখন লোকেরা সেই শিক্ষাগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করে, তাদের প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে যেন তাদের মন্ডলীগুলিও অবগত থাকেন। মন্ডলী যেন সর্বক্ষেত্রে সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সেই অঞ্চলে ঘটিত সমস্ত কাজগুলির যথার্থতা যাচাই করে। আমরা স্থানীয় মন্ডলীকে ব্যতিরেকে কোন কাজ করতে আগ্রহী নই। আমরা আগ্রহী যেন তারাও এই কাজের প্রতি সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকে। ইহার ফলে মন্ডলীগুলি এই পরিচর্য্যা কাজের প্রতি নিজেদের মালিকানা অনুভব করে এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।

আমরা সর্বদা নিশ্চিত থাকি যেন সমস্ত বিষয়ে স্থানীয় মন্ডলী অবগত থাকে। কারণ কিছু কিছু সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে, হয়ত মন্ডলী সরাসরিভাবে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাও হতে পারে অথবা সেখানে মন্ডলীর যুক্ত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই সময়গুলিতেও মন্ডলী সমস্ত বিষয়ে অবগত থাকবে এবং প্রার্থনায় ও উপযুক্ত উপায়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। তারা ইহাও অনুমতি দেবে যেন নতুন মন্ডলীগুলি স্থাপন করা যায় এবং স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী নতুন মন্ডলীগুলিকে প্রস্তুত করা যায়, যেন ইহা নূতন বিশ্বাসীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

এই পর্যায়গুলিতে, আমরা পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীগুলির পরিচর্য্যা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি না, কারণ ইহার ফলে তাদের মনে ভীতি তৈরি হতে পারে। স্থানীয় মন্ডলী নিজেদের পুরাতন পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল সুসমাচার-অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে পৌঁছানো। আমরা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি যে মন্ডলীর সাধারণ পদ্ধতি কখনই কার্যকরীভাবে সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে পৌঁছানোর কাজে নিযুক্ত হবে না। আমরা কেবলমাত্র চাই যেন তাদের আন্দোলনের মানসিকতা থাকে এবং তারা সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষের জন্য চিন্তা করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই নতুন মানসিকতা পরিশেষে সমস্ত মণ্ডলীর পরিকাঠামোকে পরিবর্তন করে। কিছু কিছু মন্ডলীর নেতারাও ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করে এবং আন্দলোনের নেতায় রুপান্তরিত হন। তাই কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সরাসরি মন্ডলীকে প্রভাবিত করে। কিন্তু ইহা পার্শীয় ফল – ইহা আমাদের লক্ষ্য নয়।

পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীর সাথে অংশীদারি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান যা শিষ্য তৈরির আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের অত্যন্ত সহায়তা করে। আমরা সকলেই এই ধরনের মন্ডলী থেকে এসেছি এবং আমাদের লক্ষ্য হল অন্যান্য মন্ডলীগুলিকে প্রভাবিত করা যেন নতুন মণ্ডলী স্থাপন করা যায়। সেকারনে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যিনি উপস্থিত আছেন এবং মন্ডলীগুলির মধ্যে এবং দ্বারা কার্যরত আছেন – যেন নতুন মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু করা যায় এবং সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে নতুন মন্ডলী স্থাপন করা যায়।

অগম্য লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য পূর্ব-বিদ্যমান মন্ডলীর জন্য দ্বি-রেলগাড়ির নমুনা

ট্রেভর লারসেন[95] এবং একটি ফলবন্ত ভ্রাতাদের দল দ্বারা লিখিত[96]

আমাদের দেশ অত্যন্ত বিচিত্র। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে খ্রীষ্টের কোন বিশ্বাসী এখনও নেই। তথাপি কিছু কিছু অঞ্চলে মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। এই মন্ডলীগুলির মধ্যে কিছু কিছু মন্ডলীর ক্ষমতা আছে মুসলিমদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। যদিও, অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া মন্ডলীগুলিতে মুসলিম বিশ্বাসীদের জয় করা সম্ভব হয়নি। তাদের ভীতি সর্বদা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে যে কোন মুসলিম বিশ্বাস করবে কিনা। অধিকাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে, মন্ডলীগুলি খ্রীষ্টিয়ান প্রথাগুলিকেই ধরে রাখে। তারা নিজেদের এলাকার অগম্য লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে না। মন্ডলীর দৃশ্যমান ("জমির উপরস্থ ভাগ") অনুষ্ঠানগুলি, এবং সেগুলির প্রতিক্রিয়া, মুসলিমদের নিজেদের প্রথার সঙ্গে সেগুলিকে যুক্ত করতে পারে না। মন্ডলীর বাহ্যিক প্রথাগুলির সঙ্গে তাদের পার্শবর্তী মুসলিম প্রথাগুলি ব্যাপকভাবে ভিন্নরূপী। এগুলি আধ্যাত্মিক ক্ষুধার্ত মুসলমানদের জন্য সামাজিক বাধা বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে আমরা একটি ভিন্ন নমুনা প্রস্তাব করেছিঃ একটি "দ্বিতীয়-রেলগাড়ি" মন্ডলী। লুক্কায়িত মন্ডলীগুলি একই "ষ্টেষন" থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু ক্ষুদ্র দলগুলিতে মিলিত হয় এবং যা সচারচর সমাজের অলক্ষ্যে থাকে। *মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি প্রথাগত মন্ডলী কি "দ্বিতীয়-রেলগাড়ী" (লুক্কায়িত) মন্ডলী স্থাপন করতে পারে? মন্ডলীর "প্রথম-রেলগাড়ীর" পরিচর্য্যা কাজের সাথে সাথে, তারা কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে মুসলিমদের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে পারে?*

অধিকাংশ প্রারম্ভিক প্রকল্পগুলি এই "দ্বি-রেলগাড়ি" নমুনা পরীক্ষা করে দেখছে

দেশের সাধারণ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে, বিগত দশ বছরে মন্ডলী বৃদ্ধির গতি ধীর হয়েছে অথবা হ্রাস পেয়েছে। এই একই দশ বছরের মধ্যে, লুক্কায়িত মন্ডলীগুলি ক্ষুদ্র দলগুলিকে বৃদ্ধি করেছে এবং ইহা অগম্য লোকদের মধ্যে ইহা খুব দ্রুত গতিতে কার্যকরী হয়েছে।

কিছু কিছু মন্ডলী আমাদেরকে অনুরোধ করেন যেন আমরা ক্ষুদ্র দলগুলি বৃদ্ধির প্রকল্পে তাদের প্রশিক্ষণ দিই যেন তারা মুসলিমদের মধ্যে কাজ করতে পারে, তথাপি তারা পূর্ব-বিদ্যমান "প্রথম-রেলগাড়ি" মন্ডলীকে বজায় রাখতে চায়। আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টি ভিন্ন পরিকাঠামোর মন্ডলীতে এই "দ্বি-রেলগাড়ির" নমুনা পরিচালনা করেছি। এই ২০টি প্রারম্ভিক প্রকল্পের মধ্যে চারটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই চার বছর অতিক্রম করেছে। এই অধ্যায়ে "দ্বি-রেলগাড়ি" নমুনার চারটি অভিজ্ঞতার

---

[95] ট্রেভর লারসেন একজন শিক্ষক, কোচ এবং গবেষক। তিনি ঈশ্বরের মনোনীত এবং প্রেরিত প্রতিনিধিদের খুঁজে বের করতে এবং ভ্রাতৃ-নেতৃত্ববর্গের দলগুলিকে ফলপ্রসূ অভ্যাস স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কার্য্যের ফলকে সর্বাধিক করে তুলতে সহায়তা করে আনন্দ পান। তিনি এশিয়ান এপোস্টোলিক এজেন্সির সাথে ২০ বছর ধরে অংশীদার হিসাবে কাজ করেছেন এবং যার ফলে অগম্য মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়েছে।

[96] *ফোকাস অন ফ্রুট! মুভমেন্ট কেস স্টাডিস অ্যান্ড ফ্রুটফুল প্র্যাকটিসেস* পুস্তক থেকে উদ্ধৃত এবং সংক্ষিপ্ত করে এখানে লেখা হয়েছে। এই লিঙ্ক থেকে ক্রয় করতে পারেনঃ www.focusonfruit.org

মধ্যে প্রথমটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত তথ্য এবং অন্য তিনটি অভিজ্ঞতার বিষয়ে *ফোকাস অন ফ্রুট!* পুস্তকটিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ফুটনোট দেখুন।

কেস স্টাডিঃ আমাদের প্রথম দ্বি-রেলগাড়ী মন্ডলী

জোল ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে "দ্বি-রেলগাড়ী" নমুনাকে চার বছর ধরে ব্যবহার করেছেন। এই অঞ্চলে অনেক সাধারণ মুসলিম এবং অনেক মৌলবাদী মুসলিমও রয়েছে। জোল ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা এই প্রথম "দ্বি-রেলগাড়ী" নমুনা থেকে কি শিখেছেন।

১. মন্ডলী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের যত্ন-সহকারে নির্বাচন

একটি উত্তম নমুনার জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্বাচন। আমরা এমন মন্ডলী নিয়ে শুরু করতে চেয়েছিলাম যেখানে সফলতা পাবার সম্ভাবনা বেশী ছিল, সেকারণে আমরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে নির্বাচন করেছিলাম। আমি মন্ডলী "ক" নির্বাচন করেছিলাম প্রারম্ভিক প্রকল্পের জন্য কারণ সেই মন্ডলীর বয়ঃপ্রাপ্ত পালক মুসলিমদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মন্ডলী "ক" ইউরোপের একটি মন্ডলীর অংশ কিন্তু এই মন্ডলীতে স্থানীয় প্রথার কিছু দিকগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছিল। তারা আরাধনার সময়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত, কিন্তু বাকী সমস্তকিছু প্রায় ইউরোপীয় মন্ডলীর সমরূপ ছিল। এই মন্ডলী শুরু হবার ৫১ বছর পরেও, মন্ডলীতে কেবলমাত্র ২৫টি পরিবার নিয়মিতভাবে যোগদান করত।

সেই মন্ডলীর পালকের সঙ্গে আমার বহু বছর ধরে পরিচয় ছিল। এই মন্ডলীর আশেপাশে আমাদের অনেকগুলি ক্ষুদ্র দল বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, যেগুলি আমাদের স্থানীয় মিশন দল শুরু করেছিল। পালক আমাদের পরিচর্য্যার ফলাফল দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তিনি আমাদের থেকে শিখতে চেয়েছিলেন, কিভাবে মুসলিমদের মধ্যে কাজ করা যায়।

২. চুক্তিপত্র

যখন এই পালক আগ্রহ প্রকাশ করলেন, আমরা তার সঙ্গে অংশীদার হিসাবে কাজ করার জন্য শর্তগুলি আলোচনা করতে শুরু করলাম। আমরা যে সমস্ত শর্তে সম্মত হলাম সেগুলিকে একটি চুক্তিপত্রে লিখলাম। আমি মনে করেছিলাম যে একটি চুক্তিপত্র সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস করবে এবং সাফল্যকে আরো সম্ভাব্য করবে। সেকারণে আমরা সেই পালকের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি, যেখানে আমাদের দুই পক্ষের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল।

প্রথমত, মন্ডলী সম্মত হয়েছিল যে তারা যুবক প্রশীক্ষণার্থীদের যোগান দেবে যাদেরকে মুসলিম সমাজের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজের জন্য "প্রেরণ" করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আমরা একটি মানদণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করি যাতে মুসলিমদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী থাকে। মন্ডলী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পালকের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করার প্রতিশ্রুতি জানায়। সেই পালক পার্শবর্তী অন্যান্য পালকদেরও এই প্রশিক্ষণের জন্য আহ্বান করেন।

দ্বিতীয়ত, মন্ডলী সম্মত হয় যে পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদান করবে আমাদের দল। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথের পালকের ভূমিকা কেবলমাত্র তদারকির মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল। তিনি পরিচর্য্যা ক্ষেত্রের বিষয়ে আমাদের মিশন দলের কোন সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি ইহাতেও সম্মত ছিলেন যে যখন প্রশিক্ষণার্থীরা মুসলিমদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ শুরু করবে তখন তাদের পুরাতন মন্ডলীর পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। তারা সম্মত হয়েছিলেন যে "দ্বিতীয় রেলগাড়ি" পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হবে বর্তমান মন্ডলীর বাইরেরর অবিশ্বাসী মুসলিমদের কাছে পৌঁছানো। মন্ডলীর এই লুক্কায়িত রেলগাড়িটি স্থানীয় প্রথার কাঠামো অনুযায়ী পরিচালিত হতে মুক্ত থাকবে।

মন্ডলী ইহাতেও সম্মত হয় যে এই অংশীদারের ফলে প্রাপ্ত ফল "দ্বিতীয় রেলগাড়ি" মন্ডলী হিসাবে পৃথক ক্ষুদ্র দল হিসাবে পরিচালিত হবে। নতুন বিশ্বাসীদের কখনই দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে একত্রে আনা হবে না। ইহা করা হয়েছিল যেন নতুন বিশ্বাসীদের পশ্চিমী মন্ডলীর প্রভাব থেকে দূরে রাখা যায়, পাশাপাশি তাদেরকে যেন মন্ডলীর বিরোধীতাকারী মৌলবাদীদের থেকে রক্ষা করা যায়।

তৃতীয়ত, আমরা মিশন দল, তাদেরকে এক বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে প্রস্তুত সম্মত হই। আমরা প্রতিজ্ঞা করি তাদের প্রত্যেককে আমরা প্রশিক্ষণ দেব এবং সাহায্য করব যারা সক্রিয়ভাবে পরিচর্য্যা কাজের জন্য প্রস্তুত থাকবে। আমি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত সম্মত হই। আমরা প্রশিক্ষণের উপকরণগুলির জন্য একটি বাজেট সরবরাহ করি। সবচেয়ে সক্রিয় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য, আমরা একটি চার বছরের কোচিং প্রদান করার বিষয়েও সম্মত হই।

চতুর্থত, আমরা, মিশন দল, সম্মত হই যে লুক্কায়িত মন্ডলীর অঞ্চলে সামাজিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কিছু শতাংশ পরিচর্য্যা কাজের প্রথম বর্ষে আমরা সংস্থান করব। আমরা আমাদের সামাজিক উন্নয়নের কাজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দলগুলির সাথে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলি। স্থানীয় মন্ডলী পরিচর্য্যা ক্ষেত্রের উপকরণ ও যাতায়াতের খরচ, সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের কিছু শতাংশ প্রদান করার জন্য সম্মত হয়।

পঞ্চমত, একটি রিপোর্ট প্রত্যেক তিন মাসে প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্টের মধ্যে থাকবে অর্থনীতি, পরিচর্য্যার ফলাফল, এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চারিত্রিক উন্নতির বিষয়।

সেই পালকের সাথে আমার দীর্ঘকালীন বন্ধুত্ব এই অংশীদারিত্বটিকে শুরু করতে এবং জোরদার করার অনুমতি দেবে। দুটি পন্থা দুটি পৃথক ধরনের মন্ডলী স্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল যা দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু নেতৃত্বে থাকবে একই নেতারা। মন্ডলী একমত হয় যে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের ফলের তথ্য আমাকে সরবরাহ করবে যেহেতু আমি তাদের পরিচালক, এবং মন্ডলী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। একজন পরিচালকরূপে, আমি মন্ডলীর নেতাদের ফলাফলের তথ্যের সংক্ষিপ্তসার সরবরাহ করতে সম্মত হই। পরিবর্তে, তারা, সহমত পোষন করেন যে এই তথ্যগুলি তারা মন্ডলী অথবা সামাজিক উন্নয়ন কাজের প্রতিবেদনে প্রকাশ করবে না।

৩. প্রথম বর্ষঃ অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ এবং বাছাইকরণ

প্রথম বর্ষে, আমরা প্রায় ১৬টি ভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ শুরু করি। মাসে দুটি করে পূর্ণদিন-ব্যপী প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। আমি সম্মত হই যে প্রশিক্ষণের অর্ধেক শিরোনামগুলি "১ম রেলগাড়ি" বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। ইহা তাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আমরা দৃশ্যমান মন্ডলীও বৃদ্ধি হতে দেখতে চাই। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল অবশিষ্ট অর্ধেক বিষয়গুলি, যা প্রস্তুত করা হয়েছিল "২য় রেলগাড়ি" প্রস্তুত করার জন্য। এই রেলগাড়ির মূল লক্ষ্য ছিল মন্ডলীর বাইরের মুসলিমদের মধ্যে পরিচর্য্যা করা এবং শান্তভাবে তাদের ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করা।

প্রশিক্ষণের প্রথম বছরের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের চরিত্র গঠন করা এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে আটটি প্রাথমিক কৌশল শিক্ষা দেওয়া। এই কৌশলগুলির মধ্যে একটি ছিল "এগ ম্যানেজমেন্ট" (Egg Management)। ইহাই নাম ছিল আমাদের রিপোর্টের যেখানে ডিম্বাকার উপবৃত্তাকারের সাহায্যে ক্ষুদ্র দলগুলির বৃদ্ধির হিসাব রাখা হত। আমরা ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে সমস্তকিছু পরিচালনা করতাম, ক্রিয়াকর্মের উপরে ভিত্তি করে নয়। পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে, আমরা এমন ধরনের কর্মী

অন্বেষণ করতাম যারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল এবং পন্থা ব্যবহার করত। তবে আমরা মূলত তাদের উৎপাদিত ফলের মূল্যায়ণ করতাম যা তারা নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা উৎপন্ন করেছে। সেকারনে আমরা কর্মীদেরকে অগ্রগতির চিহ্নিতকারীগুলিকে ব্যাখ্যা করতাম। তারা যখন এই চিহ্নিতকারী বিষয়গুলির সঙ্গে সম্মত হয়, তখন আমরা নিয়মিত তাদের সাথে মূল্যায়ন করি।

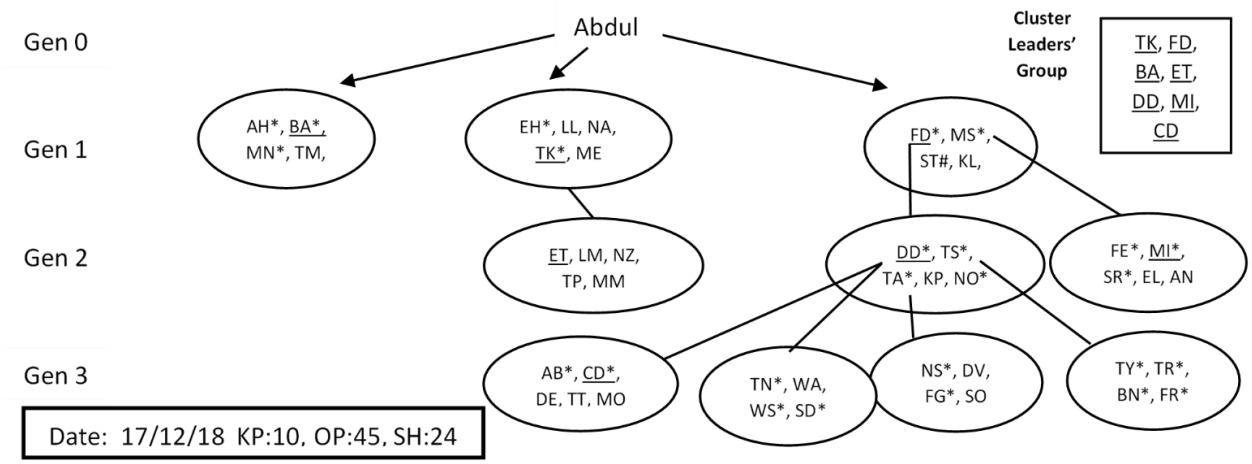

মুসলিমদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই আটটি প্রাথমিক কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকটি মূল্যায়নের সময়, আমরা যাচাই করতে ইচ্ছুক থাকতাম যে কোন প্রশিক্ষণার্থী এই আটটি কৌশলকে ব্যবহার করেছে। যারা এই কৌশলগুলি ব্যবহার করছে, তারা এক একজন সক্রিয় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উত্থাপিত হচ্ছে। যদি তারা সেগুলি ব্যবহার করছে না, তাহলে কেন করছে না? এই আটটি কৌশলের উপরে বিচার করে আমরা তাদেরকে পরিচালনা করি, উৎসাহিত করি এবং তাদের কাজের মূল্যায়ন করি।

মন্ডলীতে ৫০ প্রাপ্তবয়স্ক বিশ্বাসীদের মধ্যে, ২৬ জন রেলগাড়ি পদ্ধতি এবং ষোলোটি বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। এর কয়েক মাস পরে, এদের মধ্যে কেবলমাত্র ১০ জন অনুভব করেছিল যে ঈশ্বর তাদেরকে মন্ডলীর বাইরের মুসলিমদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার এবং তাদেরকে শিষ্য বানানোর জন্য আহূত হয়েছে। এই ১০ জন (ইহা মন্ডলীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০%) নিজেদেরকে নির্বাচন করে মুসলিমদের মধ্যে কাজ করার জন্য।

আমাদের ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের সময়ে, আমরা দেখেছিলাম যে এই ১০ জনের মধ্যে ৬ জন মন্ডলীর ভিতরে ঈশ্বরের সেবা করাকে বেছে নেয় (১ম রেলগাড়ী)। তারা মূল লক্ষ্য হয় মন্ডলীর পরিচর্য্যা কাজ, বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, এবং অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। মাত্র ৪ জন লোক সক্রিয় থাকে সেই বিশাল সংখ্যক সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে কাজ করার জন্য। কিছু প্রশিক্ষকেরা এই পরিস্থিতি দেখে হতাশ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই ৪ জন ছিল মন্ডলীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ, যা অনেক মন্ডলীর সুসমাচার প্রচারকের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী। এই ৪ জন ব্যক্তি, মুসলিমদের বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে কাজ করার জন্য নিজেদের জীবনের একটি বিশেষ আহ্বান প্রদর্শন করেছিল।

৪. ২য় বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষঃ উদীয়মান কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা

আমরা কেবলমাত্র ৪ জনকেই পরামর্শ দিতে থাকি যারা পরিচর্য্যা কাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল। এদেরকে পরামর্শ দেবার কাজ করছিল আমাদের মিশন দলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দলের তৃতীয় প্রজন্মের বিশ্বাসীরা। এরা ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আসা বিশ্বাসী এবং যারা পার্শবর্তী অঞ্চলেই বাস করতেন।

কাছাকাছি একটি অঞ্চলে মুসলিমদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ শুরু করার জন্য এই ৪ জনকে প্রেরণ করা হয়। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য একটি করে স্থান চয়ন করে, যেখানে তারা নিজেদের কাজ শুরু করবে, প্রত্যেকটি স্থান মন্ডলী থেকে ২৫-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে। মন্ডলীর ২৫ টি পরিবার এই ৪টি পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে শুরু করে

যারা মুসলিমদের মধ্যে কাজ করার জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছিল। নিজেদের দান ছাড়াও, মণ্ডলীর লোকেরা মন্ডলীর বাইরে থেকেও অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে, এই পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য। তারা প্রাক্তন বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, যাদের আর্থিক আয় যথেষ্ট আছে এবং কোন কারণে অন্য শহরে বসবাস করতে শুরু করেছে। আমরা মূল লক্ষ্য ছিল এই চারজনকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই পরিচর্য্যার কাজের মূল বিষয় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নয়, কারণ অধিকাংশ লোকেরাই প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবহার করার আগেই ভুলে যান। *প্রাথমিক প্রশিক্ষণটি একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে সেই সমস্ত লোকদের বাছাই করার জন্য যারা মুসলিমদের মধ্যে সক্রিয় ভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান-প্রাপ্ত।* প্রশিক্ষণে উত্তম ফল লাভের চাবিকাঠি হল পরামর্শদাতা এবং সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে নিয়মিয় আলোচনা। কর্মীরা পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা পরামর্শদাতার কাজ। তারা সেইসমস্ত "ফলপ্রসূ অভ্যাসগুলি"ও আলোচনা করেন যেগুলি প্রশিক্ষণের সময়ে শেখানো হয়েছিল, এবং ইহা কর্মীদের সাহায্য করত যে তারা সেই বিষয়গুলি নিজেদের পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। প্রশিক্ষণগুলি আরো ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য অনেকের নিয়মিত সহায়তার প্রয়োজন হয়।

এই চারজন ব্যক্তির অঙ্গীকারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, মন্ডলী এই "দ্বি-রেলগাড়ী" প্রকল্পের জন্য নিজেদের অঙ্গীকার বৃদ্ধি করে। পরে তারা সম্মত হয় যে এই চারজনকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্যেও অর্থ সংগ্রহ করা হবে। সামাজিক উন্নয়নের কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার দ্বারা সেই সমস্ত মুসলিমদের সাহায্য করা যায়, যাদের আর্থিক উপার্জন অত্যন্ত সামান্য। ইহার ফলে সুসমাচার প্রচারকের কাছে ক্ষুদ্র দল শুরু করার জন্য একটি দরজা খুলে যায়। মন্ডলী এবং চারজন সক্রিয় কর্মীর সাথে সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা অনেক সময় ব্যয় করতে থাকি। ইহা সকলকে আরো বিচক্ষণ হতে সাহায্য করেছিল।

৫. চার বছরের পর্যাপ্ত ফল

এখন, চার বছরের পর, এই ৪ জন বিশ্বাসীর পরিচর্য্যা কাজের ফলে প্রায় ৫০০ জন্য নতুন বিশ্বাসীদের তৈরি করা সম্ভব হয়। এখন লুক্কায়িত "২য় রেলগাড়ি" মন্ডলীর (বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র দল) আয়তন দৃশ্যমান "১ম রেলগাড়ী" মন্ডলীর (গীর্জাঘর) ৫০ জন বিশ্বাসী থেকে অনেক অধিক ছিল।

তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিষ্য-প্রস্তুতকারী দল শুরু করেছিল যেখানে মুসলিম লোকেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে এই ক্ষুদ্র দলগুলির লোকেরা নতুন দল শুরু করে এবং নতুন মুসলিমদের খ্রীষ্টের পথে পরিচালনা করতে থাকে। পালক এই আনন্দময় ফলাফলের সংবাদটি খুব শান্তভাবে নিজের কাছে গুপ্ত রেখেছিল।

৬. প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হওয়া এবং দর্শন পুনঃনিশ্চিত করা

এই ৪ জন কর্মী এখন ৪টি অঞ্চলের বেশিরভাগ ফলের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আমি সম্প্রতি সেই চারজন ব্যক্তি এবং পালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আই এস আই এস দ্বারা অনুপ্রাণিত ক্রমবর্ধমান মৌলবাদীদের সাথে যদি এই বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব হয়, তাহলে সেই জরুরী অবস্থায় আমরা কি করতে পারি, সে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমরা একমত হই যে ক্ষুদ্র দলের সমস্ত বিশ্বাসীরা অন্য কোন দলের সাথে নিজেদের সংযোগ উল্লেখ না করেই সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করবে। তবে যদি সমস্যাটি খুব কঠিন হয় এবং অন্য কাউকে বলিদান করতেই হয়, তবে পালক নিজেদের দৃশ্যমান মন্ডলীর সাথে যোগাযোগের বিষয়ে উল্লেখ করে "বলিদান" করতেও প্রস্তুত ছিলেন। সেই দেশের মধ্যে ইহা একটি অনন্য বলিদান ছিল যেখানে মন্ডলীগুলি সমস্যা এড়িয়ে চলার জন্য মুসলিমদের মধ্যে কাজ করার কোন প্রয়াস গ্রহণ করেনি। দৃশ্যমান মন্ডলীর বলিদান দেবার অঙ্গীকার করার ফলে, সমস্ত ঝুঁকি চলে আসবে মন্ডলীর উপরে এবং ইহা "২য় রেলগাড়ি" মন্ডলীর বিশ্বাসীদের উপরে কোনরকম প্রভাব ফেলবে না। একটি নিবন্ধিত মন্ডলী স্থানীয় আইনের সুরক্ষা লাভ করতে পারে, কিন্তু লুক্কায়িত মন্ডলীগুলি তা নাও পেতে পারে।

সেকারণে যতটা সম্ভব, ক্ষুদ্র দলগুলি "স্বনির্ভর" হয়ে নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান করার প্রচেষ্টা করবে, এবং অন্য কোন বিশ্বাসীকে বিপদের মধ্যে নিয়ে আসবে না। তৃণমূল স্তরের বিশ্বাসীদের এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে সেই চারজন কর্মী যে কি পদ্ধতিতে এই সমস্ত বিপদগুলির মোকাবিলা করা যায়। তারা কখনই (১ম রেলগাড়ী) মন্ডলীর সদস্য হিসাবে চিহ্নিত হবে না। ইহার ফলে তারা বিপদের বাইরে থাকবে। প্রবীন পালকদের পরিবর্তে যে সমস্ত নবীন পালকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তারা এই ঝুঁকি বহন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেন লুক্কায়িত মন্ডলীগুলিকে সুরক্ষা প্রদান করা যায়। "দ্বি-রেলগাড়ি" পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদান করার সময়ে আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ে মন্ডলীগুলির প্রতি সৎ ছিলাম। শুধুমাত্র সুবিধাগুলি নয়, মুসলিমদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ করার ঝুঁকিও তাদের অবগত থাকার প্রয়োজন ছিল। যে সমস্ত মন্ডলীকে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তাদেরকে এই বিষয়ে সম্মত হতেই হবে যে তারা কখনও নিজেদের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনবে না। ইহা কখনই মন্ডলীর বিশ্বাসী অথবা অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদের সমক্ষে আনা যাবে না। ইহার কারণে, এই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত যত্নবান ছিলাম যে কোন মন্ডলীকে এবং কোন বিশ্বাসীদের আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করব।

এই "দ্বি-রেলগাড়ী" পদ্ধতিতে আমাদের সুরক্ষা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু কিন্তু আমাদের জন্য প্রধান প্রতিকূলতা ছিল কিছু মন্ডলীর নেতাদের আক্রমণ। তারা আমাদের ব্যঙ্গ করে, ইহা ভেবে যে আমরা সেই সমস্ত মেষদের যত্ন নিতে সক্ষম হব না যদি না নতুন বিশ্বাসীরা মন্ডলী-গৃহে উপস্থিত হয়। তবে আমরা প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র দলের মেষদের যত্ন নেবার জন্য বহু বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম যে ক্ষুদ্র দলগুলি এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠবে যেখানে তারা পরস্পর পরস্পরের যত্ন নিতে সক্ষ হবে, সেকারণে তারা একে অপরের যত্ন নিতে শুরু করে। কিছু মন্ডলীর নেতারা এই বিষয়েও ব্যঙ্গ করে কারণ আমরা আমাদের ফলগুলি সম্পর্কে কোন তথ্য পুলিশকে প্রদান করি নি, কারণ ইহা আমাদের মন্ডলীকে আনুষ্ঠানিক হিসাবে প্রকাশ করবে। কারণ আমরা কখনই একটি আনুষ্ঠানিক মন্ডলী হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করতে চাইনি। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বাসীদের দেহকে এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন ইহা নতুন নিয়মের মন্ডলীগুলির ন্যায় কার্যকরী হয়। নতুন নিয়মের মন্ডলীগুলির কোন আনুষ্ঠানিক পরিচয় ছিল না, কিন্তু ইহা বাইবেল-ভিত্তিক ভাবে এবং সংগঠিত উপায়ে বৃদ্ধি লাভ করেছিল। ইহাই আমাদের দর্শন।

দ্বি-রেলগাড়ী মন্ডলীতে তিনটি মূল বিষয় বর্তমান থাকেঃ

১) প্রশিক্ষণকে একটি বাছাইকরণ পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যেন সু-নির্বাচিত একটি কার্যকারী দল প্রস্তুত করা যায়;

২) সেই দলকে উন্নত করার জন্য সময়ের পূর্বেই প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে মন্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করা, যেন মণ্ডলী নতুন পরিচর্যা কাজের পদ্ধতি ব্যবহারের সময়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে;

৩) যারা মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করে পরিচর্য্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে অনবরত পরামর্শ প্রদান করা।

একটি মাধ্যম পরিবর্তনঃ মন্ডলী স্থাপন থেকে শিষ্য তৈরির আন্দোলন

আলিয়া টাসে[97] দ্বারা লিখিত

১৯৮৯ সালের আগষ্ট মাসে আমি উত্তর কানাডার কিছু মুসলিম দলের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ শুরু করি, এবং ১৯৯২ সালে আমি আরো বিস্তৃত অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করি। ১৯৯৪-৯৮ সালের মধ্যে আমি সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের নিয়ে গবেষনা করতে শুরু করি, এবং ১৯৯৬ সালে লাইফ মিশন একটি সুসংগঠিত আঞ্চলিক মিশন এজেন্সী হিসাবে কাজ করতে শুরু করে।

সেই সময়ে আমাদের এই দল তাৎপর্য্যপূর্ন ভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। আমাদের সঙ্গে বৃহৎ সংখ্যায় সেই সমস্ত লোকেরা যোগদান করতে শুরু করে যারা সেই স্থানীয় ভাষায় পটু ছিলেন যে ভাষার লোকদের মধ্যে আমরা সুসমাচার প্রচার করতে চেয়েছিলাম। সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে থেকেও যাদের আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম, তারাও আমাদের পরিচর্য্যা কাজের সদস্য হিসাবে সুসমাচার প্রচারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সেকারণে আমি একটি ক্ষুদ্র মিশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করি, এবং তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করি। আমি নিজে একটি সেমানারিতে যোগদান করেছিলেন যেন আমার শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে থেকে আমি তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের বিষয় প্রস্তুত করতে পারি। আমরা যুবক-যুবতীদের শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে নিজেদের অঞ্চলে পরিচর্য্যা কাজের জন্য পাঠাচ্ছিলাম। তারাই প্রথম সারিতে কাজ করছিল, লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করছিল এবং মণ্ডলীগুলি পরিচালনা করছিল।

১৯৯৮ সালে একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে, যখন আমি নিজের বৃহত্তর দর্শনকে পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা শুরু করি। আমি তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলাম যাদেরকে আমি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলেন, "সর্ব্বোত্তম বিষয় হবে যদি আমরা স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে খুঁজে পাই"। তখন তারা একমাসের জন্য বেরিয়ে যেত, লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করত, এবং সেই একমাসের মধ্যেই একজন স্থানীয় নেতাকে খুঁজে বের করত। তারা যখন ফিরে আসত তারা সেই নেতাদেরকে আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসত। আমরা সেই নেতাদের দুই সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণ দিতাম এবং তাদেরকে নিজেদের অঞ্চলের জন্য নতুন প্রচার পদ্ধতি প্রস্তুত করার জন্য নেতা হিসাবে নিযুক্ত করতাম। যে সমস্ত কর্মীরা তাদেরকে নিয়ে এসেছিল, তারা এই নতুন নেতাদের পরামর্শদাতা হিসাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমি ইহার পূর্বে এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না; আমি আমার চলার পথে এই বিষয়গুলি ব্যবহার করতে শুরু করি। আমরা সেই বিষয়গুলি ঘটতে দেখেছি, কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলি শেখার জন্য কোন পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। সেকারণে আমাদের বিভিন্ন পরিচর্য্যা কাজের পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানগুলি শুরু হয়েছিল কারণ আমরা সেগুলি আমাদের কাজের প্রয়োজন হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। আমি এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিলাম যা পরিবর্তীকালে মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন হিসাবে প্রকাশিত হয়।

একটি নতুন দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা

২০০২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আমি মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের বিষয়ে অবগত হই। কিন্তু আমি তখনও আমার প্রশিক্ষণের কেন্দ্রের নিযুক্ত করার জন্য কোন আফ্রিকার মন্ডলী স্থাপনের নেতার সঙ্গে পরিচিত হই নি। আমাদের মিশন আমাদের স্থানীয় অঞ্চলের সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের দলগুলিকে স্পর্শ করেছিল, কিন্তু আমরা তখনও আন্দলোনের মত কোন কিছু শুরু করিনি। আমি মন্ডলী স্থাপন সম্পর্কে একটি তত্ত্বালোচনা লিখেছিলাম এবং এই বিষয়ের উপরে বিভিন্ন লেখকের পুস্তক পাঠ করতাম যার মধ্যে ছি, ডেভিড গ্যারিসনের লেখা চার্চ প্ল্যান্টিং মুভমেন্টস। কিন্তু ২০০৫ সালে আমার মনে একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ অনুভব করি।

আমি একজন পশ্চিম আফ্রিকার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি যে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করছিল, যেখানে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন ডেভিড ওয়াটসন। ইহাই সেই সময় ছিল যখন আমি আন্দোলনের ধারনাটিকে শক্ত করে ধরতে শুরু

---

[97] ডঃ আলিয়া টাসে লাইফওয়ে ইন্টারন্যাশনাল মিশন ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিষ্ঠাতা (www.lifewaymi.org), ইহা একটি সংস্থা যারা প্রায় ২৫ বছর ধরে সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ করছে। আলিয়া আফ্রিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ব আফ্রিকার সি পি এম নেটওয়ার্ক-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মধ্য আফ্রিকার নিউ জেনারেশন-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী।

করি। কিন্তু ডেভিড ওয়াটসন যা কিছু বলছিলেন সেগুলি আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। তিনি আমাকে বলছিলেন, "তোমাকে এই সমস্ত কিছুই করতে হবে," সেই পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে যেগুলি ভারতের হিন্দুদের মধ্যে পরিচর্য্যা কার্য্যের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

আমি বলেছিলাম, "আমি কখনও মুসলিম ছিলেন না। আমি মুসলিম ধর্ম থেকে খ্রীষ্টকে জেনেছি এবং মুসলিমদের মধ্যে কাজ করার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমার আছে এবং আমার কাজ অত্যন্ত উত্তম ফল লাভ করেছে। ভারতে ব্যবহৃত বিষয়গুলি এই পরিবেশে কার্য্যকারী নাও হতে পারে"। আমার প্রধান বাধা ছিল এই যে আমি নিজের কাজকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা করছিলাম। আমার মনে হয়েছিল মুসলিমদের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনের ক্ষেত্রে আমি সফল হয়েছি। তাই আমি নিজের কাজকে সমর্থন করতে থাকি।

কিন্তু আমার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, "আমি কিভাবে এই বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে সুসমাচার প্রচারের কাজ সমাপ্ত করতে পারব যদি আমি সি পি এম-এর মত পন্থাকে ব্যবহার না করি?" ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন, "অনেক মানুষের জীবনের মধ্যে নিজেকে বৃদ্ধি কর"। এবং তিনি আমার গৃহের নিকটে আঞ্চলিক লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার দর্শনকে পরিবর্তন করে সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকার লোকদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দর্শন প্রদান করলেন। আমি জানতাম না যে ইহা কি করে সম্ভব, কিন্তু আমি জানতাম ঈশ্বর আমাকে এই বিষয়ে বলেছেন। ইহা আমাকে আন্দোলনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করে। আমি অনুভব করলাম পদ্ধতির থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল কাজটি সম্পূর্ণ করা। আমি চাইছিলাম কিভাবে কম সময়ের মধ্যে সেই কাজ, বাইবেল-ভিত্তিক উপায়ে সম্পূর্ণ করা যায়, যা ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করবে। আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত অনুভব করি – সেই লোকের মত যে ক্ষেত্রের লুক্কায়িত ধন লাভের জন্য নিজের সমস্তকিছু বিক্রী করে দিতে পারে। যেকোন মূল্যে, আমি সেই হারিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হতে দেখতে চেয়েছিলাম।

২০০৫ সালে আমি সি পি এম-এর জন্য প্রচার করতে শুরু করি এবং সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কাজ করতে শুরু করি। সীমান্ত অঞ্চলে পরিচর্য্যা কাজের জন্য আমার সর্বদা অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, এবং আমি আরো অনেক মন্ডলী স্থাপন করতে চেয়েছিলাম। আমি ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত অনেক বিষয় ব্যবহার করেছিলাম যেগুলিকে সি পি এম-এর ডি এন এ হিসাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে, এবং ২০০৫ সালের প্রশিক্ষণের ফলে আমি আরো অনেক নতুন পদ্ধতি এবং সংযোগ-মাধ্যম খুঁজে পাই।

প্রথমদিকে, আমি সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলাম না। তবে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আমি সি পি এম-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করতে শুরু করি এবং ডেভ হান্টের সাথে প্রশিক্ষণ লাভ করতে থাকি। তিনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করে এবং আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। তিনি আমার যাত্রাপথে আমাকে অনেক উৎসাহ প্রদান করেছেন। অত্যন্ত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, আমি সি পি এম-এর নীতিগুলি সম্পর্কে তর্ক না করে, সেগুলি নিজের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করি, এবং ইহা ফল উৎপন্ন করতে শুরু করে। আমি উপলব্ধি করি যে সি পি এম-এর প্রায় সমস্ত নীতিগুলি বাইবেল-ভিত্তিক। আমি সি পি এম-এর অভিজ্ঞতা লাভ করি, লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ক্ষেত্রে প্রেরণ করতে থাকি। আমি অনবরত আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে থাকি, এবং আমার কাছে ইহার সম্পূর্ণ ধারনা স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং ২০০৭ সালের শুরু থেকে এই আন্দোলন ব্যপ্ত হতে থাকে।

যখন মণ্ডলী সম্পর্কে আমার ধারনা পরিবর্তন হয়, তখন একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে। প্রশ্ন হলঃ "মণ্ডলী কি?" পূর্বে আমি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ডলীকে দেখতে চেয়েছিলাম, যা অত্যন্ত ফলদায়ক ছিল না। এখন আমি একটি সাধারণ পদ্ধতির মণ্ডলী স্থাপন করতে গুরুত্ব প্রদান করি, যা অত্যন্ত ফলদায়ক।

আরো দুটি মূল উপাদান যা আমার চিন্তার মধ্যে বিপ্লব ঘটায়ঃ

১. মানুষকে সত্য আবিষ্কার করতে সাহায্য করা (অন্য কেউ তাদেরকে ইহা বলার পরিবর্তে) এবং

২. অনুশাসন হল শিষ্যত্বের একটি সাধারণ পরিকাঠামো।

আমি দেখেছি পরিচর্য্যা কাজের এই মৌলিক পরিবর্তন যার ফলে মণ্ডলী দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

লাইফওয়ে মিশনে দৃষ্টান্তের পরিবর্তন

যখন আমার মনে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে, আমি লাইফওয়ে মিশনের কোন ব্যক্তিকে সি পি এম-এর প্রতি ঠেলে দিইনি। আমি একটি বৃহৎ প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলামঃ "আমরা কিভাবে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে পারি? আমরা দেখেছি, আমাদের কাজের মাধ্যমে কিছু মণ্ডলী শুরু হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই পদ্ধতি দ্বারা কি আমাদের যাচিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব? ঈশ্বর কি আমাদের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করেছেন না কি তাঁর প্রদত্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য – যে কাজ হল তাঁর মহান আদেশ?" আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর চাইলে যেকোন পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে যে তিনি কোন পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করছেন যেন আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। যীশু আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ "শিষ্য কর, এবং আমার বাক্য পালনের জন্য তাদের শিক্ষা দাও"। ইহাই যীশুর মহান আদেশের প্রধান বিষয়। ইহাই সেই মহান আদেশের মহত্ত্ব। সেকারণে আমরা যেকোন পদ্ধতি ব্যবহার করি না কেন, ইহা যেন এমন শিষ্য তৈরি করতে কার্য্যকারী হয় যারা ঈশ্বরের বাক্য পালন করবে।

আমি আমার সহকর্মীদের মধ্যে এই দর্শন নিক্ষেপ করতে শুরু করি। আমি প্রথম সারিতে থেকে পরিচালনা করতে শুরু করি, বিষয়গুলি তাদের প্রদর্শন করতে থাকি এবং ধীর গতিতে সমস্তকিছু পরিবর্তন হতে থাকে। আমি তাদের জোর করার পরিবর্তে, অনুশীলন এবং নীতিগুলি তাদেরকে প্রদর্শন করতে শুরু করি। আমি চেয়েছিলাম তাদের প্রতি এই বিষয়ে কোনরকম চাপ না দিয়েই এই দর্শনকে তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে। আমি তাদেরকে উদাহরণ দেখানোর জন্য এমন একটি দল শুরু করি যা নিজে থেকেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি বাইবেল থেকে এই বিষয়ে তাদেরকে বাইবেল-ভিত্তিক নীতিগুলি দেখাতে শুরু করি। যখন বাধ্যতা আমাদের জীবনযাত্রার ধরন হয়, ইহা আমার সহকর্মীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। ইহা আমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই পথেই আমাদের এগোতে হবে। আমি সংস্থাগতভাবে বা নিজের ক্ষমতা ফলিয়ে এই পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করিনি। ইহা কোনমতেই একটি নিম্ন-মুখী পদ্ধতি ছিল না। আমাদের কিছু কিছু সহকর্মীরা অত্যন্ত দ্রুত ইহা করায়ত্ত করে নেয় এবং সি পি এম-এর নীতিগুলি নিজেদের পরিচর্য্যা কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে; কয়েকজন এক্ষেত্রে ধীর গতিতে এগোচ্ছিলেন। যারা অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিলেন, আমরা তাদের বলেছিলাম, "আসুন আমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এবং পর্যায়ক্রমে এগিয়ে চলি"।

এই পদ্ধতি ২০০৫ সালে শুরু হয় এবং পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ইহা চলতে থাকে। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে আমরা সংস্থাগত ভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পরিবর্তন করি। আমরা স্পষ্টরুপে ব্যক্ত করি যে আমাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা নয়, কিন্তু রাজ্যের আন্দোলনের মধ্যে অনুঘটকের মত কাজ করা। লাইফওয়ে মিশন উত্তর কেনিয়াতে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির দর্শন নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। প্রধান লক্ষ্য ছিল অগম্য লোকদের নিবেশ করা এবং তাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করা।

এখন আমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের কাজ শুধু মাত্র সুসমাচার-অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে সুসমাচার পৌঁছানো নয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের আন্দোলনকে সহজতর উপায়ে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা। আমাদের লক্ষ্য এখনও সুসমাচার-অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে সুসমাচার পৌঁছানো কিন্তু এখন আমরা ইহা করছিলাম ডি এম এম –এর মাধ্যমে (ডি এম এম - Disciple Making Movement– শিষ্য তৈরির আন্দোলন – এই নামটি আমরা বর্তমানে ব্যবহার করি, এই বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য যে আমাদের মূল লক্ষ্য হল শিষ্য প্রস্তুত করা)।

আমরা এখন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য রাখি এমন শিষ্যদের প্রস্তুত করতে যারা নতুন শিষ্য ও মণ্ডলী তৈরি করে যেগুলি দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। একটি শিষ্য তৈরির আন্দোলন আমাদের সাহায্য করে যেন আমরা যীশুর প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারি। আমরা কোন পদ্ধতির উপরে নির্ভর করি না। কিন্তু ডি এম এম আমাদের সাহায্য করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, সেকারণে এই বিষয়ে আমাদের বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের আন্দোলনকে সুসমাচার-অপ্রাপ্ত লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কর্মরত যেন ঈশ্বর আমাদের যে অংশে তাঁর মহান আদেশ পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেখানে আমরা এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারি। ২০০৭ সালে আমরা 'সি পি এম' শব্দটি ব্যবহার করতাম। এবং

সি পি এম-এর মূল লক্ষ্য হল শিষ্য তৈরি করা। সেই সময় থেকেই শিষ্য তৈরির বিষয়ে আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি – যেন পূর্ব-আফ্রিকার মুসলিমদের যীশুর অনুগত শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে পারি।

পরিবর্তনের পথে আগত চ্যালেঞ্জসমূহ

আমাদের এই পদ্ধতি পরিবর্তনে প্রত্যেকেই যে সহমত ছিল এমন নয়। কিছু মানুষের চিন্তা ছিল যে আমরা যা করতে চলেছি তা অগভীর ছিল, কারণ এই পদ্ধতিতে মণ্ডলী-গৃহ অথবা মন্ডলীর অনুষ্ঠানের উপরে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। কিছু ঐতিহাসিক মন্ডলীর লোকেরা বলেছিল যে আমরা মন্ডলীকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করি নি। কিছু বাইবেল সেমিনারির নেতারা বলেছিলেন যে আমরা বহু বছর ধরে সংরক্ষিত মন্ডলীর প্রথাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করছি। শহরাঞ্চলে যারা কাজ করছিল, তাদের মনে হয়েছিল যে এই পদ্ধতি কখনই শহরাঞ্চলে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা ইতিমধ্যেই ডেভিড ওয়াটসনের হস্তী মণ্ডলী বনাম খরগোশ মন্ডলীর ব্যাখ্যা শিখেছিলাম, যে উদাহরণকে কিছু লোক প্রথাগত মন্ডলীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমালোচনামূলক হিসাবে ব্যক্ত করেছিল। কিছু লোক আমাদের দোষারোপ করে বলে যে আমরা এই পদ্ধতি আমেরিকা থেকে শিখেছি এবং ইহা আফ্রিকাতে কার্যকরী করা কখনই সম্ভব নয়। এবং আমাদের কিছু সহকর্মীরাও নিজেদের পরিবর্তন করতে রাজী ছিল না; তারা ইতিমধ্যেই যা করছিল সেটাই তাদের পচ্ছন্দ ছিল। তারা বলেছিল, "লাইফওয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আমরা স্বদেশীয়। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন সমস্ত রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে। আমরা কেন নিজদের দিক পরিবর্তন করব?" কিছু অন্যান্য সহকর্মীরা ভীত হয়েছিল, হয়ত তারা এর ফলে কিছু হারিয়ে ফেলবে। তারা চিন্তা করছিল যে তারা এমন একটি বিষয় শুরু করতে চলেছে যা তারা পচ্ছন্দ করে না।

সেই সময়ে আমাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কারণ অন্যান্যরা এই বিষয়টিকে সেইভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল না যেভাবে আমি দেখেছিলাম। আমি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে ডেভিড ওয়াটসনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিলাম। আমি ডেভ হান্টের প্রতি ইতিমধ্যেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম যখন তিনি আমাদের সি পি এম নীতিগুলি বাস্তবে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছিলেন। অন্যান্যরা তখনও চিন্তা করছিল যে কেন আমি এই পরিবর্তনের সঙ্গে সহমত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সংস্থার একজন প্রধান নেতা এই নতুন মডেলের প্রতি নিজের দৃঢ় বিরোধীতা প্রকাশ করে। সে বুঝতে পারেনি যে কেন আমাদের এই পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল।

২০০৫ সালে যখন আমরা সি পি এম নীতিগুলির প্রতি নিজেদের পরিবর্তন করতে শুরু করি, সেই সময়ে প্রায় ৪৮ জন মিশনারী, পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে কর্মরত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় ২৪ জন পূর্ন সময়ের মণ্ডলী-স্থাপক হিসাবে কাজ করছিলেন; অন্যেরা বার্তিকভাবে মণ্ডলী স্থাপনের কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন। ২০০৭ সালে, যখন আমরা পরিবর্তন করছিলাম, একটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় আসে এবং আমাদের ১৩ জন সহকর্মীকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করে, এমন একটি অঞ্চল থেকে তাদের নেওয়া হয় যেখানে দ্রুত গতিতে মণ্ডলী স্থাপনের কাজ চলছিল। তারা তাদেরকে উত্তম অর্থ এবং পদমর্যাদা প্রদান করে। আমরা দুজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হারাই, যা আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। ইহা অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল যে বিগত দুই বছর ধরে সেই অঞ্চলে যেভাবে ফলদায়ক কাজ চলছিল, তা স্থগিত হয়ে যায়। ২০০৮-২০১০ সাল ছিল অত্যন্ত নিরাশাজনক কারণ এই পরিবর্তনের সময়ে আমরা আমাদের বিশেষ কিছু সহকর্মীদের হারিয়ে ফেলি।

পরিবর্তনের পরের ফল

যখন থেকে আমরা সি পি এম (ডি এম এম)-এ পরিবর্তিত হয়েছি, সেই সময় থেকে আমরা নিজেদের কার্য্যের তুলনায় ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি অধিক লক্ষ্য করতে শুরু করেছি। আমরা আমাদের নাম অথবা 'আমাদের কাজ' (আমাদের দর্শন, আমাদের পরিচর্য্যা ইত্যাদি) হিসাবে আর চিন্তা করতাম না। ইহা ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর কাজ। আমরা যখন অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে শুরু করি, আমরা নিজেদের প্রয়োজন থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করি। ঈশ্বর বিগত কয়েক বছরে আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি প্রদান করেছেন। কেনিয়াতে আমাদের পরিচর্য্যা কাজের শুরু করে, এখন আমরা পূর্ব আফ্রিকার প্রায় ১১টি দেশে ডি এম এম শুরু করতে পেরেছি।

২০০৫ থেকে, পূর্ব আফ্রিকায় প্রায় ৯০০০ মন্ডলী স্থাপন করা হয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে একটিতে, এই আন্দোলন ১৬টি ধাপে উন্নীত হয়েছে যেখানে একটি মন্ডলী থেকে শুরু করে ১৬টি প্রজন্ম পর্যন্ত মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। আরেকটি দেশে, মন্ডলী স্থাপনের কাজ ৬, ৭ এবং ৯টি পরিচর্য্যার প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন এই অঞ্চলের প্রায় ৯০টি ভিন্ন গোষ্ঠী এবং ৯টি শহরাঞ্চলের দলের কাছে পৌঁছে যেতে। আমরা ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধায় দেখেছি কিভাবে হাজার হাজার মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। আমাদের দর্শনের সমস্ত গোষ্ঠীগুলির কাছে আমরা সুসমাচার প্রচার করি এবং আরো অন্যান্য গোষ্ঠীদের মধ্যেও প্রচার করি। যোশুয়া প্রজেক্ট অনুযায়ী আমরা এখন প্রায় ৩০০ ভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য আলোচনা শুরু করেছি। আমরা প্রত্যেকটি দেশে, প্রত্যেক দিন কর্মরতঃ প্রার্থনা করছি এবং খুঁজছি তাদের এখনও যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছাতে পারেনি।

ডি এম এম কেবলমাত্র আমাদের অনেকগুলি পন্থার মধ্যে একটি পন্থা নয়। আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডি এম এম। সেবার কাজ, নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, অথবা মন্ডলীর পরিচর্য্যা কাজ, প্রত্যেকটির কেন্দ্রবিন্দু হল ডি এম এম। যদি কোন কাজ আমাদেরকে ডি এম এম-এর প্রতি পরিচালিত না করে, তাহলে আমরা সেই কাজ করা বন্ধ করে দিই।

নতুন লোকদের কাছে এবং নতুন স্থানে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমাদের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হল পূর্ব-বিদ্যমান স্থানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। আমরা অনবরত নতুন স্থানে কাজ শুরু করছি, বৃদ্ধি করছি এবং আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় রত আছি। একটি নতুন স্থানে পরিচর্য্যা কাজ শুরু করার পূর্বে, আমরা সেই স্থান সম্পর্কে গবেষনা করি এবং প্রার্থনাসহ সেই অঞ্চলে পদাচরণ করি, এবং ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করি যেন তিনি নতুন দ্বার খুলে দেন। আমাদের কাজকে বজায় রাখার জন্য, আমরা প্রত্যেক চার মাসে ডি এম এম-এর কৌশলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করি।

যে মূল বিষয়গুলি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ফল উৎপন্ন করেছে

১. **প্রার্থনা** চিরকাল আমার প্রধান শক্তির উৎস।

২. সর্বদা **ঈশ্বরের বাক্যের** আধারে জীবন যাপন করা। যদি ইহা ঈশ্বরের বাক্যের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাহলে ইহাকে বজায় রাখার জন্য আমাদের কিছুই করার নেই।

৩. **নেতাদের উন্নীত করা।** ঈশ্বর আমাকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সাহায্য করেছেন এবং এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেনঃ ইহা কেবলমাত্র আমার কাজ নয়।

৪. সর্বদা আমার লক্ষ্য ছিল যেন আমাদের পরিচর্য্যা কাজ **স্বদেশীয়** ভাবে পরিচালিত হয়। যদি তারা ইহাকে নিজেদের মনে করে, তাহলে আমার খরচ কমে যাবে, কারণ ইহা তাদের কাজ।

৫. **নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং সেই সমস্ত লোকদের সহযোগী হয়ে কাজ করা** যারা একই কাজ করছে। যদি ঈশ্বর আমাদের শিষ্য তৈরি করতে সাহায্য করেন, সেটাই যথেষ্ট, কার নামে বা কার পরিচর্য্যা কাজে শিষ্য হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা সেই বিষয়ে চিন্তিত নই। আমরা যেখানেই সুযোগ পাই সেখানেই লাফিয়ে পড়ে শিষ্য তৈরির কাজে লিপ্ত হই। কারণ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যীশু যে দায়িত্ব আমাদের প্রদান করেছেন, সেটিকে সম্পূর্ণ করা।

আমরা দেখেছি ঈশ্বর অন্যান্য লোকদের এবং দলকেও ব্যবহার করছেন, এবং আনন্দের সঙ্গে তাদের সহযোগী হয়ে একত্রে কাজ করি। খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে আমাদের একত্রে কাজ করা উচিত, অন্যদের থেকে শেখা উচিত এবং আমরা যা শিখেছি সেগুলিকে অন্যদের শেখানো উচিত। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যেভাবে তিনি আমাদের পরিচালনা করেছেন এবং সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য শিষ্য তৈরির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

একটি মিশন এজেন্সী যারা আন্দোলনের ফলপ্রসূ পন্থাগুলিকে আবিষ্কার করে

ডোগ লুকাস দ্বারা লিখিত

একটি সৎ লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালে আমাদের মিশন সংস্থা চালু হয়, সেই লক্ষ্য হলঃ সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাজ করানোর জন্য বহু সংখ্যায় মিশনারী প্রেরণ করা। ১৯৯০ সালে, সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাজ করার লক্ষ্য আরো তীক্ষ্ণ হয়, যার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই ডঃ র‍্যালফ্ উইনটার-এর মত চিন্তাবিদকে। আমাদের লক্ষ্যে কেবলমাত্র নিজেদের সীমিত কর্মীরা ছিল না, কিন্তু সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত লোকেরাও এই লক্ষ্যে সংযোজিত হয়। আমরা যত্নসহকারে সমস্ত কর্মীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা এবং পরিচিতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি। আমরা মন্ডলী স্থাপনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করি। আমরা আশা করেছিলাম এবং প্রার্থনা করেছিলাম যে, যখন প্রত্যেকজন কর্মী এক একটি দলের সঙ্গে মিশতে শুরু করতে, সেই কর্মীরা অন্তত এক বছরের মধ্যে একটি নতুন মণ্ডলী শুরু করতে পারবে। আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশা করেছিলাম যে নতুন একজন নেতাকে প্রশিক্ষণ করতে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে। ২০০০ সালের কিছু সময় পরে, আমরা মন্ডলী-স্থাপনের আন্দোলনের (সি পি এম) জন্য লক্ষ্য প্রস্তুত করতে শুরু করি, এর জন্য আমরা ডঃ ডেভিড গ্যারিসনের মত গবেষকদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সংস্থার এই "তৃতীয় সংস্করণে," আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের "বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ডলীগুলি" কিছু সময়ের জন্য "বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল"। প্রেরিত পুস্তকে আমরা ইহার বিপরীত দিকটি দেখতে পাই, শিষ্যেরা এক একটি অঞ্চলে বা দেশে একটি মন্ডলী স্থাপনের থেকেও অধিক কিছু কাজ করেছিলেন। ঈশ্বর "তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিলেন"। একইভাবে, আমরা আমাদের কর্মীদের কাছে প্রকাশ করি যেন তারা এমন মন্ডলী প্রস্তুত করে যা নতুন মন্ডলী স্থাপন করতে পারে। আমাদের লক্ষ্য পূরনের পদ্ধতিতে আমরা কেবলমাত্র কতগুলি মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে সেই বিষয়ে তথ্য না করে, আমরা লক্ষ্য রেখেছিলাম যে কোন মন্ডলীগুলি নতুন মন্ডলী স্থাপন করছে।

২০১০ সালের মধ্যে, আমরা কিছুটা বিপ্লবের মধ্যে লিপ্ত হয়েছিলাম। আমি এটাও নিশ্চিত নই যে এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যক্ত করতে হবে কিন্তু, সঠিক বাক্য খুঁজে না পাবার ফলে আমরা ইহাকে শিষ্য-তৈরির আন্দোলন (ডি এম এম) হিসাবে ব্যক্ত করতে পারি। পার্থক্যটি প্রথমে সূক্ষ্ম মনে হতে পারে। বাস্তবে, ইহা প্রথমে আমার কাছে খুব ঝাপসা ছিল। কিন্তু একবার ইহা উপলব্ধি করার পরে, ইহার ফলাফল বেশ গভীর ছিল।

ফলপ্রসূ পন্থাগুলি

ডি এম এম সম্পর্কে আপনার মতামত যাই হোক না কেন, তাদের চিন্তা দ্বারা উদ্ভুত বিদ্যুৎ এবং নিখুঁত শক্তি প্রস্তুত করার ধারনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণে পন্থা এবং কৌশলের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত, সেখানে প্রাথমিক ভাবে ডি এম এম ছিল অত্যন্ত সহজ, যা আমার মনের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ ছিল। যেমন একজন ডি এম এম প্রশিক্ষক কার্টিস সার্জেন্ট ব্যক্ত করেছেন, "এমন শিষ্য হও যে বৃদ্ধি হবার যোগ্য"। (ইহা কি এমন একটি পদ্ধতি নয় যাকে যীশু আশীর্ব্বাদ করবেন যা আভ্যন্তরীন পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলে?) ডেভিড গ্যারিসন মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলন শুরু করার জন্য বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক কারণগুলির মধ্যে প্রথম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষ প্রার্থনাকে। কিন্তু কোন কারণে, ইহা বুঝতে আমাদের এক দশক বা তার অধিক সময় লেগেছে যে এই বিশেষ প্রার্থনাটি যেন কোন অবকাঠামো বা অনুষ্ঠানের মধ্যে নয় কিন্তু যেন আমাদের কর্মীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। অন্য অর্থে, এই জগতকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের প্রয়োজন নিজেদের পরিবর্তন করা।

আন্দোলন শুরুর ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলি ব্যপকভাবে আমেরিকার ব্যবসায়িক পন্থাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখন, একজন নতুন কর্মীকে বলা খুব সহজ মনে হয় যে "ঈশ্বরের গল্প বলার জন্য তাঁর আগ্রহ" থাকা অত্যন্ত জরুরী। আমি অনুমান করি যে আমরা প্রত্যেকেই চাই যেন আমাদের চাকরি কৌশলগত হয়। সম্ভবত কোনভাবে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে যে ইহার কারণেই আমাদের আরো বুদ্ধিমান দেখায়। কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, প্রার্থনাপূর্ন ভাবে পথে হাঁটা এবং একটি দলের আত্মিক খেয়াল রাখা অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। (এই দলের একসাথে থাকার সময়ে তিনটি সাধারণ উপাদান থাকে। ১. ফিরে দেখা – ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে মূল্যায়ন করা এবং উদযাপন করা ও নিজেদের

দর্শনকে পুনরায় স্মরণ করা। ২. উর্দ্ধে দেখা – এই সপ্তাহের বাইবেল অধ্যয়নে ঈশ্বর তাঁদের জন্য কি রেখেছেন। ৩. সম্মুখে দেখা – কিভাবে ঈশ্বরের বাধ্য থাকা যায় তা নির্ধারন করার মাধ্যমে এবং ইহাকে নিজেদের জীবনে ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যদের শেখানো এবং প্রার্থনার মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারন করা)।

গ্যারিসনের লেখা একটি যুগান্তকারী পুস্তক, *চার্চ প্ল্যান্টিং মুভমেন্টস* – এ আরেকটি পন্থার বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। নতুন বিশ্বাসীরা যখন অত্যাচারের মুখোমুখী হতে শুরু করে তখন আমরা প্রলোভিত হই যেন তাদেরকে সেই পরিস্থিতি থেকে স্থানান্তরিত করে দিতে পারি। কেউ কেউ পদ্ধতিকে নিষ্কাশন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইহাকে যাই বলা হোক না কেন, ইহাই কোন মানুষের হৃদয়ের প্রাথমিক চিন্তা। সমস্যা হল -- যখন আমরা একজন বিশ্বাসীকে তার পরিস্থিতি থেকে অপসারণ করি, তাহলে তার গতিশীলতা স্তব্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই নতুন বিশ্বাসী যে শুধুমাত্র কোনদিন তার পরিবারের (*ওইকোস*) কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারবে না এমন নয়, এর সাথে সাথে, তার মধ্যে বিশ্বাসের আগুন এবং শক্তিও নিভে যাবে। কারণ, ঈশ্বর এমন উপায়ে ক্লেশভোগী বিশ্বাসীদের আশীর্ব্বাদ করতে চান, যে উপায় সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। এবং সেই উপায়ের ফলাফল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

আনুগত্য এবং জবাবদিহিতা আন্দোলন শুরু করার মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষনীয় করা অদ্ভুত মনে হতে পারে। আমরা কি সম্পূর্নভাবে আনুগত্যে বিশ্বাস করি না? হ্যাঁ, তবে কোনভাবে যীশু আমাদেরকে যা করতে বলেছেন সেগুলির উপরে আমাদের লক্ষ্য না রেখে... আমরা যীশুর বিষয়ে শেখার সাথে আনুগত্যকে সমান ভাবে দেখতে শুরু করি (অধিকাংশ ক্ষেত্রে)। মন্ডলীর উপস্থিতি গণনা করা জরুরী। কিন্তু ইহার থেকেও অধিক উত্তম বিষয় হল যদি আমরা আলোচনা করি যে যতজন মণ্ডলীতে উপস্থিত হয়েছেন তারা প্রত্যেকে নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন কি না। পুনরায়, কার্টির সার্জেন্টের একটি মূল শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করে, "যীশুকে অনুসরণ করা একটি আশীর্ব্বাদের বিষয়। কিন্তু মহান আশীর্বাদ তখনই পাওয়া যায় যখন আমরা অন্য ব্যক্তিকে যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করি। একটি নতুন আত্মিক সম্প্রদায় তৈরি করা অত্যন্ত আশীর্ব্বাদের বিষয়। কিন্তু ইহার থেকেও অধিক আশীর্বাদ পাওয়া যায় যখন আমরা অন্যদের প্রস্তুত করি নতুন আত্মিক সম্প্রদায় তৈরি করার জন্য"। বেশ কিছু দশক ধরে, আমাদের সংস্থার লক্ষ্য ছিল অন্যদের যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করা, এর পরে আমরা তাদেরকে বাইবেলের ধারনাগুলির শিক্ষা প্রদান করতে শুরু করি, ইহা হল পরিচিত ধারনার সাথে আধ্যাত্মিকতার সমীকরণ। কিন্তু যীশু কখনও চাননি যাদের কেবলমাত্র আত্মিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আছে। তিনি তাদের বলেছিলেন যে যদি তারা যীশুকে প্রেম করে, তাহলে তারা তাঁর আদেশকে পালন করবে।

আবিষ্কার-ভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি করা ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়। হতে পারে ইহা অত্যন্ত কঠিন, কারণ ইহা অত্যন্ত সহজ। সমালোচকরা অত্যন্ত দ্রুত ডি এম এম নীতিগুলি ব্যবহারকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে বলেছিল যে তারা সুসমাচারের মানকে নিম্নমুখী করে দিয়েছে। যীশুর কাহিনী অন্যদের কাছে নিয়ে যাবার পূর্বে নতুন বিশ্বাসীদের গভীর প্রশিক্ষণ দেওয়া কি বিধেয় নয়? কিন্তু সত্য বহু শতাব্দী ধরে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। মন্দ-আত্মা গ্রস্ত লোকটির জীবনে যীশু কি কাজ করেছেন তা তার গৃহের লোকদের (*ওইকোস*) জানানোর জন্য তাকে প্রেরণ করার পূর্বে, যীশু কতক্ষনের জন্য তাকে জানতেন (মার্ক ৫:১-২০)?। খুব বেশী হলে হয়ত অর্ধেক দিন। আমরা প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে অতিরিক্ত চিন্তা করছি। এবং মার্ক ৫ অধ্যায়ে এই লোকটি তার গৃহ সংলগ্ন অঞ্চল ডেকাপোলিসের ইতিহাস পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এগুলিই অপরিহার্য্যরুপে মূল বিষয়। "এমন শিষ্য হও যে বৃদ্ধি হবার যোগ্য," ঈশ্বরের কাহিনী অন্যদের বলার আগ্রহ, যারা ক্লেশের মধ্যে আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করা (কিন্তু তাদের নিষ্কাষন না করা), বাধ্যতা, এবং আবিষ্কার-ভিত্তিক শিক্ষা। সত্যটি হল এখন একজন শিষ্যকে ২০ ঘন্টার মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা সম্ভব যেন সে নতুন শিষ্য প্রস্তুত করতে পারে। মাত্র ২০ ঘন্টা।

ফলাফল

ঠিক কিভাবে এই ডি এম এম প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটিত হয় এবং আমরা আমাদের কর্মীদের থেকে প্রতিদিন কি ধরনের কাজ প্রত্যাশা করি? আমরা তাদের শিক্ষা দিই কিভাবে একটি নতুন অঞ্চলে গিয়ে, তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে, প্রচুর প্রার্থনার মাধ্যমে, এবং সেই অঞ্চলে "লক্ষণীয়ভাবে আত্মিক" জীবন যাপন করে বাস করা যায়, এবং সেই সমাজের কোন প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ করা যায়। আমাদের কর্মীরা এমন শিষ্য হতে চায় যে নিজেকে বহুগুনে বৃদ্ধি করতে পারে, আশা করে যেন অন্য কেউ (যে নতুন শিষ্য হতে পারে) যেন তাকে লক্ষ্য করে। আমরা এই "উন্মুক্ত মনা" লোকদেরকে যীশু এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে কাহিনীগুলি প্রদান করি। আমরা একটি বাক্যাংশ উল্লেখ করতে পারি যেখানে যীশু সততাঁর বিষয়ে শিক্ষা দেন এবং ব্যাখ্যা করেন, এই কারণের জন্য, আমরা অল্প পরিমাণ, অর্থও ফিরিয়ে দিই যা অনেকে ক্ষুদ্র অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। এর পরে আমরা জিজ্ঞাসা করি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের এই ধারনাটি কেমন লাগল। যদি তারা ইতিবাচকভাবে উত্তর দেয়, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তারা যীশুর শিক্ষার বিষয়ে আরো জানতে আগ্রহী হবেন কি না।

যে সমস্ত লোকেরা এই প্রশ্নগুলির উত্তরে "হ্যাঁ" বলেন, তারা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। তাদেরকেই অধিকাংশ প্রশিক্ষকেরা বলেন "শান্তির পুরুষ," যা আমরা লূক ১০ অধ্যায়ে যীশুর শিক্ষায় খুঁজে পাই, যখন তিনি ৭২ জন শিষ্যকে প্রচারের কাজে প্রেরণ করছিলেন। আমাদের কর্মীরা এই সমস্ত আগ্রহী লোকদের সঙ্গে বাইবেল অধ্যয়নের একটি দল তৈরি করা হয়। এই দলগুলিতে, আমাদের কর্মীরা কেবলমাত্র বাইবেল থেকে একটি নতুন কাহিনী তাদেরকে বলে, এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, "এই অংশে আপনাদের কোন বিষয়টি ভালো লাগল? এমন কিছু কি আছে যা আপনাদের কঠিন লেগেছে? এই অংশটি আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়? এই অংশটি আমাদের মানুষের সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়? যদি আমরা বিশ্বাস করি যে অংশটি ঈশ্বর আমাদেরকে দেখিয়েছেন তাহলে আমরা এই বিষয়টিকে নিজেদের জীবনে কিভাবে পালন করতে পারি? আমরা পুনরায় অধ্যয়ন করার পূর্বে আপনি এই বিষয়টি অন্য কার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন? আপনি কাকে ঈশ্বরের এই কাহিনী অথবা নিজের সাক্ষ্য বলতে পারেন?"

যারা আগ্রহী তারা পুনরায় মিলিত হতে চাইবে। এই সমস্ত লোকদের উপরেই আমরা নিজেদের সময় বিনিয়োগ করতে চাই। আমরা এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের নতুন "শান্তির পুরুষেরা" খ্রীষ্টের বিশ্বাসীতে রুপান্তরিত হচ্ছে, তারপরে তারা যীশুর শিষ্য হিসাবে কাজ করেন, এবং নিজেরা একটি নতুন দল শুরু করে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। এই সহজ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে, আমাদের কর্মীরা এমন দল প্রস্তুত করতে চান যেগুলি নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ইহা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কার্যকরী, ইহা আমেরিকার মত উন্নত দেশেও কার্য্যকারী।

একটি ক্ষেত্রে, আমাদের দল প্রায় ১৫ বছর কাজ করার পরে প্রথম কার্যকরী মন্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ডি এম এম নীতগুলির ব্যবহার শুরু করার পর, পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে তারা নতুন ৭টি দলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে (একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল), আমাদের দল প্রায় দশ বছর ধরে সংগ্রাম করেও প্রায় কোন ফল লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ডি এম এম নীতি ব্যবহার করার পরে, তারা নতুন পাঁচটি দল শুরু করেছে (অনেকে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে) প্রায় এক বছরের মধ্যে। অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে, আমাদের কর্মীরা প্রথম পাঁচ বছরে এটাই নিশ্চিত করতে পারেনি যে তারা কিভাবে কাজ শুরু করবে। কিন্তু ডি এম এম নীতি ব্যবহার করে, পরবর্তী ১৭ মাসের মধ্যে, তারা ১১২টি নতুন দল শুরু করেছে যেখানে প্রায় ৭৫০ জন মানুষ প্রত্যেক সপ্তাহে এই দলগুলিতে উপস্থিত হচ্ছে। এই ১৭ মাস সময় ধরে, ৪৮১ জন নতুন বিশ্বাসী বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে, এবং এদের মধ্যে অনেকেই নতুন লোকদের শিষ্য তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

এখন, কিছু বছর পরে, এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই দলগুলি ১৬ টি নতুন প্রজন্মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (প্রথম দলটি একটি দল তৈরি করেছে, সেই নতুন দলটি আরেকটি দল তৈরি করেছে, এইভাবে ১৬ প্রজন্ম পর্যন্ত তারা আত্মিক প্রজন্ম তৈরি করেছে)। এই আন্দলোনটি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ২০১৭ সালের শেষের দিক পর্যন্ত, ৩৪৩৪ জন মানুষ এই দলগুলিতে যোগদান করেছে। ২০১৮ সালের মে মাসে, ৩১৬ জন মানুষ নিজের জীবন খ্রীষ্টকে সমর্পণ করেন এবং বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেন, ২০১৮ সালের প্রথম দিকেই প্রায় ১২৫৪ জন নতুন মানুষ এই দলগুলিতে সংযোজিত হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে, ৮৪টি নতুন দল প্রানবন্ত হয়ে ওঠে, এবং এই বছরের মধ্যেই মোট ২৯৩টি নতুন দল শুরু হয়।

সামগ্রিকভাবে, বিশ্বব্যাপী আমাদের কর্মীরা ডি এম এম নীতিগুলি ব্যবহার করে ব্যাপক মাত্রায় ফল উৎপন্ন হতে দেখেছে (নিচের চিত্রলেখাগুলি দেখুন)। ২০১৮ সালে, ঈশ্বর ১৫৪৯টি নতুন সাধারন মন্ডলী শুরু করেন, যেখানে ৫৫৪৬ জন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, এবং মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪১,১৯১টি আত্মা। ঈশ্বর প্রায় ৪০টি দেশে ২৭৮টি মিশন সম্প্রসারণকারী দলের মাধ্যমে প্রচুররুপে কাজ করছেন

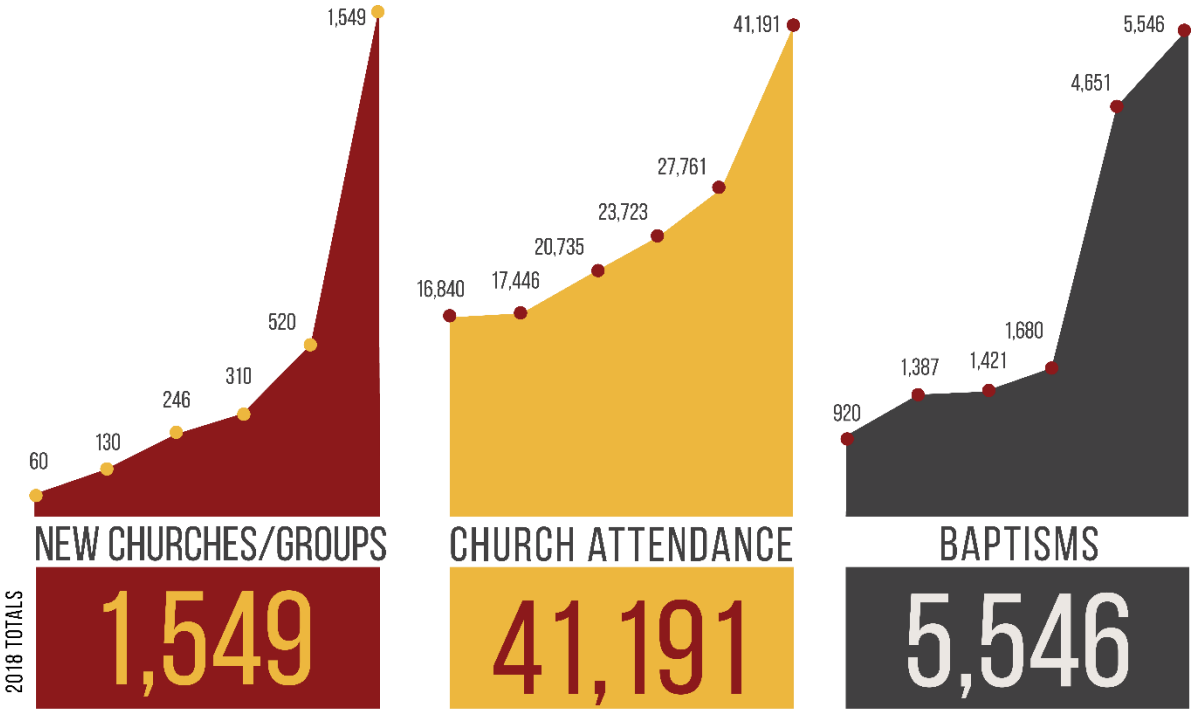

5 YEAR SNAPSHOT OF GROWTH

পরিবর্তন

অতীতের বছরগুলিতে, প্রথাগত, "ঘোষনামূলক" (অথবা আকর্ষনমূলক) মডেল থেকে ডি এম এম-এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ভয়ঙ্কর কাহিনীর মুখোমুখী হয়েছি। আমাদের মত আরো কিছু এজেন্সী ডি এম এম মডেলে পরিবর্তনের সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন যে, তারা প্রায় ৩০ থেকে ৪০% কর্মীদের হারিয়েছে। স্পষ্টত, কিছু মানুষ পরিবর্তন পচ্ছন্দ করেন না। কেবলমাত্র উর্দ্ধস্থ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ আমরা এই ধরনের কোন ক্ষতির সম্মুখীন হই নি। নীচে কিছু উপাদান প্রদান করা হল যা আমাদের সাহায্য করতে পারে – কিন্তু মনে রাখবেন [বিবৃতি], এগুলি কেবলমাত্র কিছু অনুমান, এবং সমস্যা যেকোন সময়ে উদ্ভুত হতে পারে।

- আমাদের প্রাথমিক শিকড় থেকেই, আমাদের সংস্থা সর্বদা উদ্ভাবনমূলক চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আমাদের সাতটি প্রধান আবেগের মধ্যে একটি হচ্ছে, "ফলাফল অর্জ্জন না হওয়া পর্যন্ত সৃজনশীল, কৌশলগত অধ্যবসায়"।

- আমরা বাইরে থেকেও "প্রচুররুপে প্রার্থনা" করেছিলাম। আমাদের প্রথম প্রকাশনাটি ছিল একটি প্রার্থনার ক্যালেন্ডার আমাদের প্রথম পরিচর্য্যা ক্ষেত্রের জন্য। গ্যারিসনের লেখনী এই বিষয়টিকে আরো মুদ্রাঙ্কিত করে। সেকারণে যখন ডি এম এম নীতিগুলির ব্যবহার শুরু হয়, সেগুলি সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল কারণ সেগুলি ইতিমধ্যে আমাদের ডি এন এ-এর অংশ ছিল।
- এর ফলাফলকে অস্বীকার করা কঠিন ছিল। প্রথমত, আমরা এগুলি পর্যবেক্ষন করেছিলাম কেস স্টাডিতে এবং সেই সমস্ত কাহিনীগুলিতে যেগুলি প্রশিক্ষকেরা বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এর পরে, আমাদের কিছু পূর্ব-বিদ্যমান দলগুলি তাদের পরিচর্য্যা ক্ষেত্রে একই প্রকারের ফসল উত্তোলন করে। আমরা কিভাবে তাদের পরিচর্য্যা কাজের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তর্ক করতে পারি?
- আমাদের কিছু প্রধান নেতারা খুব দ্রুত ডি এম এম নীতিগুলিকে গ্রহণ করেছিল। যদিও, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না। আমি এই বিষয়ের বিরোধীতা করিনি। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ইহা গ্রহণ করতে আমার কিছু সমস্যা হয়েছিল। প্রথমে প্রশিক্ষণটি দেখে অত্যন্ত "অস্পষ্ট" বলে মনে হয়েছিল। ততক্ষণ ইহা আমার ক্ষমতার অধীন মনে হয়নি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এই বিষয়টিকে ছোট ছোট পদক্ষেপে ভেঙ্গে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। (ফলাফলগুলি দেখুন www.MoreDisciples.com)
- আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মানুষকে এই পরিবর্তনের জন্য কোন জোর দেওয়া হবে না। আমরা তাদেরকে সময় দিয়েছি – এমনকি কয়েক বছর। যখন তারা নিজেদের সঙ্গীদের কার্য্যে ফলাফল দেখতে শুরু করে, তাদের জন্য পরিবর্তনে সম্মত হওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।
- কাহিনীগুলি আমাদের লক্ষনকে সহজ করে দিয়েছিল। আমরা লোকদের এবং স্থানগুলির নাম পরিবর্তন করে – বাস্তবতা জানাতে প্রচুর সত্য কাহিনী ব্যবহার করেছি। কিছু কিছু কাহিনী ছিল অত্যন্ত উত্তম, এবং কিছু কিছু কাহিনী গুরুগম্ভীর।
- বরিষ্ট নেতারা নম্রভাবে এবং সহৃদয়ভাবে আমার জন্য (তাদের সভাপতি) আচরণের মডেলটি প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইহা সারিবদ্ধ করার জন্য, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ইহার অন্তর্গত হতে হয়েছিল। আমি ইহা কেবলমাত্র শিক্ষা দিতে পারি নি। আমাকে বাস্তবে ইহা করতে হয়েছিল।

যদি আপনার মণ্ডলী অথবা সংস্থা ডি এম এম নীতিগুলি ব্যবহার করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে চাইছেন, তাহলে এগুলির মধ্যে একটি বিকল্প ব্যবহার করতে পারেনঃ

- পডকাস্টগুলি শুনুন এবং ব্লগগুলি পাঠ করুন www.MoreDisciples.com
- জুম প্রশিক্ষনের উপাদানগুলি ব্যবহার করে একটি "পরীক্ষামূলক" দলে যোগদান করুন www.ZumeProject.com। (জুম এবং MoreDisciples প্রশিক্ষণ উভয়ই বিনামূল্যে লাভ করা যায়)
- জেমস নিমান এবং রবি বাটলার দ্বারা লিখিত *স্টাবর্ন পারসিভারেন্স* পাঠ করুন।
- স্টিভ স্মিথ এবং ইং কাই দ্বারা লিখিত *টি ফর টিঃ এ ডিসাইপেলশিপ রি-রিভোলিউশন* পাঠ করুন।
- জেরি ট্রোসডেল দ্বারা লিখিত *মিরাকিউলাস মুভমেন্টসঃ হাউ হান্ড্রেড অফ্ থাউসেন্ড মুসলিমস্ আর ফলিং ইন লাভ উইথ জিসাস।*
- জেরি ট্রোসডেল এবং গ্লেন সানসাইন দ্বারা লিখিত *দ্যা কিংডম আনলিসড্ঃ হাউ অর্ডিনারি পিপল লঞ্চ ডিসাইপেল-মেকিং মুভমেন্টস অ্যারাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড*।

আমাদের যাত্রার প্রসারনের বিষয়ে আরো জানতে টিম এক্সপেনসনের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা বোধ করবেন না -- www.teamexpansion.org.

রাজার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার জন্য কি মূল্য প্রদান করতে হয়?

ডঃ পাম আর্লান্ড এবং ডঃ মারী হো

মেরী হো *mary@allnationsfamily.org অল্ নেশন্ ফ্যামিলি-র* ***একজন আন্তর্জাতিক*** *কার্যনির্বাহক নেতা, এই অল্ নেশন্ ফ্যামিলি শিষ্য তৈরি করে, নেতাদের প্রশিক্ষিত করে, এবং মণ্ডলী স্থাপনের আন্দোলনকে পৃথিবীর উপেক্ষিত এবং অবহেলিত এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করে। মেরী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাইওয়ান-এ এবং প্রথম যীশুর কথা শুনেছিলেন সুইজারল্যান্ডের মিশনারীদের থেকে যেখানে তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর স্বামী জন-এর পরিবার প্রভুকে গ্রহণ করে হাড্সন টেলার্ সেবাকাজের মধ্যে থেকে। সেকারণে জন এবং মেরী দুজনেই উত্সাহী ছিলেন যীশু সমগ্র মানুষদের দ্বারা আরাধ্য হন।*

পাম আর্লান্ড parlund@allnationsfamily.org অল্ নেশন্ ফ্যামিলি-র বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং গবেষনাকারীদের একজন নেতা। পাম মধ্য এশিয়ার একটি দেশে বহু বছর কাজ করেছেন যেখানে তার আগে কখনও সুসমাচার পৌছায়নি। সেই মানুষদের শিষ্য বানানোর জন্য এবং মণ্ডলী স্থাপনের জন্য, তিনি অনেক ভাষা শিখেছেন এবং একজন বাইবেল অনুবাদক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা তিনি ঈশ্বরের একজন আরাধনাকারী যোদ্ধা হতে চান।

ঈশ্বরের রাজ্যের যে সুসমাচার সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে তা সমস্ত বিশ্বাসীর আশা এবং ইচ্ছা এবং ইহাই মথি ২৪ অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তু। বাস্তবিক, মথি ২৪ অধ্যায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে প্রদান করে যে প্রশ্ন ঈশ্বরের লোকেরা পৃথিবী উৎপত্তির সময় থেকে জিজ্ঞাসা করে আসছেঃ ঈশ্বরের নামকে" সমগ্র জাতির মধ্যে, যেখান থেকে সূর্য্য উদয় হয় সেখান থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান পর্যন্ত" ছড়িয়ে দিতে কি মূল্য প্রদান করতে হবে? (মালাখি ১:১১) কোন প্রজন্ম যা শেষ সময়ে মথি ২৪:১৪ পদকে সম্পূর্ণ করবে?

সত্যই, আমরা খুবই ভাগ্যবান প্রজাতি যারা বলতে পারি যে এমন কোন সময় বলয় নেই যে সময়ে যীশুর আরাধনা চলছে না। যদিও, প্রত্যেক সময় বলয়ে এমন কিছু অন্ধকার স্থান আছে যেখানে কেউ ঈশ্বরকে জানে না এবং আরাধনা করে না। ইহা অবাঞ্ছনীয়।

যদিও আমরা মথি ২৪:১৪ পদ পছন্দ করি, কিন্তু আমরা অনেক সময়ে আমরা অবশিষ্ট অধ্যায়টিকে এড়িয়ে যাই। ইহা হল শেষ সময়ে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং চিহ্ন দেখা দেবে যখন ঈশ্বর নিজেকে সমগ্র জগতের লোকেদের সামনে গৌরবান্বিত করবেন। উদাহরণ স্বরুপঃ

- সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ হবে (৬-৭ পদ)
- দুর্ভিক্ষ এবং ভূমিকম্প হবে (৮ পদ)
- ক্লেশ, নির্যাতন এবং অনেকে বিশ্বাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে (৯ পদ)
- সমগ্র জাতি একে অপরের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করবে (৯ পদ)
- অনেকে নিজের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে (১০ পদ)
- মিথ্যা ভাববাদী উৎপন্ন হবে (১১, ২২-৬ পদ)
- দুষ্টতা বৃদ্ধি পাবে (১২ পদ)
- একে অপরের প্রতি প্রেম শিথিল হবে (১২ পদ)

- আইন ব্যবস্থা অরাজকতায় পরিণত হবে (১২ পদ)

যীশু ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর রাজ্যের আগমন সুবিন্যস্ত, সহজ অথবা সুসজ্জিত হবে না। যদিও, এই একই অংশে, তিনি আমাদের অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জন্য পাঁচটি "প্রকৃত চরিত্রের দৃঢ়তা" বজায় রাখতে বলেছেন যেন আমরা শেষ সময় দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারি (১৩ পদ)।

১. *যীশু আমাদের বলেছেন আমরা যেন চলমান এবং ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হই।* তিনি নির্দেশ করে বলেছেন যে আমরা যেন মুহূর্তের সংবাদে

পালিয়ে যাবার জন্য সামর্থ্য হই (১৬ পদ)। এই রাজ্যের অগ্রগতি আমাদের সুরক্ষিত করে রাখবে। সেকারণে, আমাদের এই ধরনের আকস্মিক সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং নিজেদের জীবনের পরিকল্পনা এবং প্রধান বিষয়গুলিকে দ্রুত পরিবর্তন করতে শিখতে হবে। আমাদের এই বর্তমান যাযাবর হয়ে জীবন যাপন করার একটি সুবিধা আছে। এই শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যক মুসলিম খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে যা আগে কখনও সম্ভব হয়নি। যারা এই যাযাবর সঙ্কটের প্রতি কার্যকারী তারা প্রত্যক্ষ করেছে যে অনেক মুসলিম মানুষ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু অনেককেই এই সুযোগ ব্যবহার করার জন্য নিজেদের প্রাত্যহিক কাজ থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরো এই ধরনের সুযোগ আসবে, এবং আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের পদক্ষেপের সাথে পরিবর্তিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাস্তবিক, অনেক সময় ইহা প্রতীয়মান হয় যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিও ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করার জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ নিয়ে আসে, কিন্তু ইহা তখনই সম্ভব যখন ঈশ্বরের লোকেরা চলমান এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হবে।

২. *যীশু আমাদের বলেছেন আমাদেরকে পলায়ন করতে হবে কিন্তু আমরা তাঁর থেকে করুণা যাচ্ঞা করতে পারি* যেকোন সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও (২০ পদ)। আমাদেরকে অনবরত প্রার্থনাকারী হতে হবে। ইহা এমন প্রার্থনা নয় যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়। অথবা এমন প্রার্থনা নয় যেখানে আমরা ঈশ্বরকে কার্যকারী হবার জন্য ভিক্ষা চাই। আমাদেরকে একজন যোদ্ধা রাজার সন্তান-সন্ততি হিসাবে ঈশ্বরকে পাশে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে (ইফিষীয় ৬) সেই সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে যারা দৃশ্যমান নয় কিন্তু তাদের কার্যকলাপ অনুভব করা যায়। ইহা এমন ধরনের প্রার্থনা যা একদিকে কঠিন এবং আনন্দে পরিপূর্ণ।

৩. *যীশু আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন* (৪২ পদ)। ইহার অর্থ সতর্ক থাকার কৌশল ঈশ্বর ব্যবহার করছেন। আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যেন আমরা ভাক্ত ভাববাদীদের থেকে সাবধান থাকি। আমরা কিভাবে প্রকৃত ভাববাদী এবং ভাক্ত ভাববাদীদের চিহ্নিত করতে পারি? রাজার হৃদয় জানার মাধ্যমে আমরা ইহা বুঝতে পারি। তিনি আমাদের হৃদয়, মন, আত্মা এবং সামর্থ্য অধিগ্রহন করেন। এবং, তিনি যখন ইহা করেন, আমাদের শক্তি প্রদান করা হয়, সাহসী হোন, জগত থেকে পৃথক জীবন যাপন করুন, যারা ভালোবাসা পায় না তাদের প্রেম করুন, শত্রুকে প্রেম করুন এবং ক্লেশ সহ্য করুন। এই ১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ের প্রেম হল, "অসহনশীল নয়, কিন্তু নীরব বশ্যতা স্বীকার করে, একটি সক্রিয়, ধনাত্মক সহিষ্ণু প্রেম। ইহা একটি যোদ্ধার সহ্য ক্ষমতা যে, প্রবল যুদ্ধের মধ্যেও অটল ও অশঙ্কিত "[98]

[98] লিওন মরিস্, ১ করিন্থীয়। লেইসেস্টারঃ ইন্টার-ভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, ১৮২.

৪. *যীশু আমাদের উত্তম নির্ভরযোগ্য দাস হতে বলেছেন* (৪৫ পদ), যেন আমরা তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে পারি যারা খাদ্যের অভাবে আছে। এই অংশে যে খাদ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেটি আক্ষরিক অর্থে খাদ্য হলেও, ইহা একটি উপমা। সাধারন দুর্ভিক্ষের থেকে পৃথক, যেখানে আমরা ত্রান হিসাবে খাদ্যকে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিই, আমরা অনেক সময় এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের কর্মচারীদের প্রেরণ করে থাকি যাদের উচিত আত্মিক দুর্ভিক্ষ দূর করার প্রচেষ্টা করা যেখানে আত্মিক উৎসগুলি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। এই উপমা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কেন আমরা পৃথিবীর উপেক্ষিত মানুষদের অধিক প্রাধান্য দিই। আমাদের কার্যকারী ব্যক্তিরা প্রকৃতভাবে সেই সমস্ত স্থানে কাজ করছে কিনা যেখানে অধিক আত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এর জন্য আমাদের সৎ এবং নির্মম হতে হবে।

৫. *যীশু আমাদের বলেছেন যেন আমরা জাগতিক জিনিসের প্রতি আসক্ত না থাকি।* তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা নিজেদের দ্রব্যাদি লাভ করার জন্য ফিরে না যাই (১৭-১৮ পদ)। আমাদেরকে আমাদের প্রতিবেশীদের থেকে পৃথক জীবন যাপন করতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের মাংসিক অভিলাষ যেমন চিত্তবিনোদন, সমত্তি এবং সৌন্দর্য্যের জন্য জীবন যাপন করি না (রোমীয় ৮:৫)। পরিবর্তে, আমাদেরকে খ্রীষ্ট রাজার সৌন্দর্য্যের জন্য জীবন যাপন করতে হবে। ইহার অর্থ আমাদেরকে নিজেদের সুখের জন্য স্বল্প সময় ব্যয় করতে হবে, এবং অন্যদের উন্নতিকল্পে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, নিজেদের সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে হবে, এবং একটি অদৃশ্য গৌরবের জন্য আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।

আমাদের রাজার সৌন্দর্য্যের জন্য জীবন যাপন করতে অনেক বলিদান করতে হবে – বৃহৎ বলিদান, বলিদান যা আমাদের ক্লেশ দেবে। যদিও, এই বলিদানের বিষয়ে, মালাখি ১:১১ পদ বলে, প্রত্যেক স্থানে তাঁহার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে; কেননা জাতিগণের মধ্যে তাঁহার নাম মহৎ হবে, এবং সেই সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছে বলিদান। কোন বলিদানই বৃহৎ নয় যদি ইহা জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের নামকে গৌরবান্বিত করে।

পরিশেষঃ ঈশ্বর *আপনাকে* কি করবার জন্য আহ্বান করছেন?

ডেভ কোলস্-এর দ্বারা লিখিত[99]

প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা প্রদান করেছেনঃ

"আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে" (মথি ২৪:১৪)।

যীশুর শিষ্য পিতর নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন যীশুর শিষ্যেরা যীশুর এই মহান প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা থেকে ভ্রষ্ট না হয় যে এই প্রতিজ্ঞার কার্য্যকারিতা আজকেও যীশুর প্রত্যেক শিষ্যের জন্য প্রযোজ্যঃ

এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত! ঈশ্বরের সেই দিনের অপেক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই... (২য় পিতর ৩:১১-১২)।

আমাদের প্রজন্মের উপরে ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে প্রেরন করেছেন যেন যীশুর এই প্রতিজ্ঞাকে পরিপূর্ণ করার জন্য একটি দীর্ঘ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। সমস্ত পৃথিবীতে শিষ্যেরা এই দর্শনকে গ্রহন করেছেন এবং ভিত্তিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এমন শিষ্যদের প্রস্তুত করার জন্য যারা অন্যদের শিষ্য হিসাবে প্রস্তুত করতে পারেন। এই পুস্তকে আপনি সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি পাঠ করেছেন যে কাজগুলি ঈশ্বর তাঁদের মধ্যে দিয়ে করে চলেছেন।

এখন প্রশ্ন হলঃ "যীশুর সেই মহান প্রতিজ্ঞাকে পরিপূর্ণ করার জন্য আপনি কি করতে চলেছেন, আপনি কি নিজের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করবেন? ঈশ্বরের আত্মাকে আপনাকে কি কাজ করার জন্য পরিচালনা করছেন, যেন ঈশ্বরের আগমনের পথ দ্রুত গতিতে প্রস্তুত করা যেতে পারে"?

আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই, আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইঃ কেবলমাত্র এই পুস্তকে ঈশ্বরের মহান কাজগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পরে, আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত হয়ে এই পুস্তকটিকে বন্ধ করে দেবেন না। কিছু সময় নিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুনঃ "সদাপ্রভু, সমস্ত জগতে শিষ্য তৈরি করার এই কাজে আমার সর্ব্বোত্তম ভূমিকা কি? আপনি কি চান আমি নিজের প্রভাবিত বলয়ের মধ্যে এমন কি করতে পারি, যেন শিষ্য-প্রস্তুতিকরণের কাজ বৃদ্ধি পায়? আমি কিভাবে নিজের তালন্ত, সময়, এবং অন্যান্য উৎসগুলি ব্যবহার করতে পারি, যেন দ্রুত মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই সমস্ত স্থানগুলিতে ঈশ্বরের নাম প্রচারিত হয় যেখানে এখনও ঈশ্বরের নাম গিয়ে পৌছায়নি"?

আপনি জিজ্ঞাসা করার পরে, সময় নিন ঈশ্বরের থেকে *শ্রবন* করার জন্যঃ ঈশ্বর দ্রুত উত্তর দিতে ইচ্ছুক যখন তাঁর সন্তানেরা এই ধরনের প্রশ্ন করে। পরিশেষে, ঈশ্বর আপনাকে কিভাবে পরিচালনা করতে চাইছেন সেই বিষয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। সেই লোকদেরকে উৎসাহিত করুন যেন তারাও এই কাজে আপনার সাথে যোগদান করে। আপনার এই উৎসাহ যেন আয়নায় দেখা ক্ষণিকের প্রতিবিম্বের মতন না হয়। ইহা যেন বাধ্যতার একটি বিশেষ পদক্ষেপ হয়, যা সর্বদা আপনার জীবন এবং পরিচর্য্যা কাজের দৃশ্যমান হবে, এবং যার দ্বারা অনেক মানুষের কাছে ঈশ্বরের গৌরবার্থে, ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানো সম্ভব হবে।

---

[99] ডেভ কোলস্ সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে মন্ডলী স্থাপনের উদ্যোগের একজন উৎসাহদাতা এবং প্রশিক্ষক, বেয়ন্ড নামে একটি সংস্থার সঙ্গে বর্ত্তমানে কার্য্যরত (http://beyond.org/)। আমেরিকাতে ১০ বছর পৌরহিত্য করার পরে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২৪ বছর ধরে ঈশ্বরের সেবাকাজ করেছেন।

পরিশিষ্ট কঃ মূল শব্দগুলির বর্ণনাসমূহ / সংজ্ঞাগুলি

এই শব্দগুলির বিষয়ে আরো জানতে, তৎসহ অন্যান্য উপায়ের জন্য দেখুন www.2414now.net/resources

ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়াঃ যখন আধুনিক "রাজ্যের আন্দোলন" উত্থিত হওয়া শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে, তখন "মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন" (সি পি এম) উক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছিল দৃশ্যমান ফলাফলের বর্ণনা করবার জন্য। যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর মন্ডলী গড়ে তোলার জন্য, এবং এই সমস্ত সি পি এম-গুলি তাঁকে সেগুলি করতে দেখিয়েছে চমৎকার প্রণালীগুলির মাধ্যমে। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন সে ফলাফলের লক্ষ্যেঃ সমস্ত জাতির মধ্যে শিষ্যদের তৈরি করার জন্য। আমাদের কাজ হচ্ছে শিষ্যদের তৈরি করার প্রক্রিয়াগুলিকে বাস্তবায়িত করা, যার দ্বারা যীশু তাঁর মন্ডলী গড়েছিলেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি, ভালোভাবে করলে, পরিণত হবে মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগগুলিতে।

২৪:১৪ কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়ার কলাকৌশলের উপর কেন্দ্রীভূত হয়নি। আমরা মেনে নিয়েছি যে বিভিন্ন ব্যক্তিরা বেশি পচ্ছন্দ করতে পারে একটি প্রবেশ দ্বারকে বা অন্যটিকে বা উভয়ের সম্মিলিত পথকে। আমরা শিখে যেতে এবং ব্যবহার করে যেতে থাকব বিভিন্ন প্রণালীগুলিকে – শর্তসাপেক্ষে যে তারা প্রয়োগ করবে প্রমাণিত বাইবেল সম্বন্ধীয় কৌশলগুলিকে, যা ফলদায়ী হবে শিষ্যদের, নেতাদের এবং মন্ডলীগুলির পূনর্গঠনের ক্ষেত্রে।

যখন সি পি এম-গুলির উত্থাপন হল, পুনরুৎপাদনকারী শিষ্যদের তৈরির সর্বোৎকৃষ্ট প্রথাগত কৌশলগুলি এবং কৌশলী পন্থাগুলির চিহ্নিতকরণ ও সঞ্চারণ শুরু হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন শিষ্য তৈরির বিভিন্ন ধরনের কৌশলগুলি বা পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের দ্বারা সি পি এম-গুলি আকারপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য। এগুলির মধ্যে ছিল শিষ্য তৈরীর আন্দোলনগুলি (সি পি এম), চারটি ক্ষেত্র, এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (টি ফর টি),এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের অত্যন্ত ফলদায়ী দেশীয়ভাবে উদ্ভুত প্রবেশ পথগুলি। প্রবেশপথগুলির এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নির্দেশ করেছিল যে (১) সি পি এম-এর নীতিগুলি বা কৌশলগুলি প্রধানত একই; (২) এই সমস্ত প্রবেশ পথগুলি ফলধারণ করছে শিষ্যদের এবং মন্ডলীগুলি পুনরুৎপাদনের দ্বারা, এবং (৩) সবগুলিই পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা কৌশলগুলির অন্য ধারাগুলিকে প্রভাবিত করছে।

মূল সংজ্ঞাগুলি

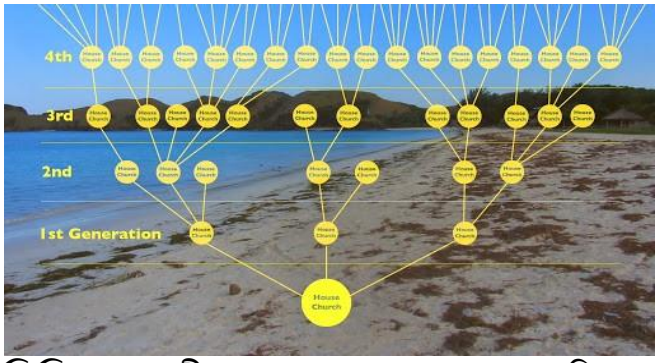

সি পি এম- মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন (ফলাফল) শিষ্যদের শিষ্যগণকে তৈরি করার এবং নেতাদের নেতা হিসাবে গড়ে তোলার সংখ্যাবৃদ্ধি পরিণতি পাচ্ছে স্বদেশীয় মন্ডলীগুলির (মূলত গৃহ মণ্ডলীগুলি) আরো মন্ডলীগুলি স্থাপনে। এই সমস্ত শিষ্যেরা এবং মন্ডলীগুলি দ্রুতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে লোকদের গোষ্ঠী বা জনসংখ্যার ছিন্নাংশের দ্বারা লোকদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে। তারা শুরু করে তাদের সম্প্রদায়গুলিকে রুপান্তর করতে খ্রীষ্টের নতুন দেহ হিসাবে রাজ্যের মূল্যবোধ ধারন করতে। যখন ধারাবাহিক, বহুমুখী ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলির পুনরুৎপাদন ঘটে, মণ্ডলী স্থাপন, একটি টেকসই আন্দোলন হওয়ার চৌকাঠ পেরিয়ে যায়।

ডি এম এম – শিষ্য তৈরির আন্দোলন (সি পি এম অভিমুখে একটি পদ্ধতি) শিষ্যদের উপরে আলোকপাত করে, হারিয়ে যাওয়াদের নিযুক্ত করা, শান্তির মানুষকে খুঁজে বের করবার জন্য, যারা একত্রিত করবে তাদের পরিবার বা প্রভাবের

বৃত্তকে, ডিসকভারি গ্রুপ শুরু করবার জন্য। এটি হচ্ছে একটি ভূমিকামূলক দলগতভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করার পদ্ধতি, সৃষ্টি থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত, ঈশ্বরের থেকে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষা করা। খ্রীষ্টের অভিমুখে যাত্রায় সাধারণত অনেকগুলি মাস সময় নেয়। এই পদ্ধতি চলাকালীন, অন্বেষণকারীদের উৎসাহ দেওয়া হয় তারা যা শেখে তা মেনে চলতে এবং বাইবেলের ঘটনাগুলি অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে। যখন সম্ভব, তারা শুরু করে নতুন ডিসকভারি দলগুলির, তাদের পরিবার বা বন্ধুদের সাথে। প্রাথমিক অধ্যয়ন পদ্ধতির শেষে, নতুন বিশ্বাসীদের বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়। তারপর তারা শুরু করে কয়েক মাস ব্যাপী ডিসকভারি বাইবেল অধ্যয়ন (ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি / ডি বি এস) মন্ডলী স্থাপন পর্ব, যে সময়ে তারা একটি মন্ডলী হিসাবে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিটি ডিসকভারি দলকে খ্রীষ্টের কাছে ভক্ত হওয়ার শপথ দেওয়ায়, যা পরিণতি প্রাপ্ত হয় নতুন মন্ডলীগুলিকে এবং নতুন নেতৃবৃন্দে, যারা পরে পদ্ধতির পুনরুৎপাদন করে।

চারটি ক্ষেত্রে (সি পি এম অভিমুখে একটি পদ্ধতি) রাজ্যের বৃদ্ধির চারটি ক্ষেত্র হল একটি পরিকাঠামো পাঁচটি বিষয় দর্শন করবার জন্য যা যীশু এবং তাঁর নেতারা রাজ্য বৃদ্ধির জন্য করেছিলেনঃ প্রবেশ, সুসমাচার, শিষ্যত্ব, মন্ডলী গঠন এবং নেতৃত্ব। এটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মার্ক ১ অধ্যায়ে। এটি অনুসরণ করেছে কৃষকের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশের, বীজ বপনের, এটি বেড়ে ওঠার, যদিও সে জানত না যে কিভাবে, এবং কোন সময়টা সঠিক, শষ্য কাটা এবং আঁটি বেঁধে একত্রে গোলাজাত করার (মার্ক ৪:২৬-২৯) দৃষ্টান্তটি, নমুনাস্বরুপ। কৃষকটি কাজ করেছে এই তাগিদে যে ঈশ্বরই বৃদ্ধি দেন (১ম করিন্থীয় ৩:৬-৯)। যীশু ও তাঁর নেতাদের মত, আমাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য পরিকল্পনা থাকা দরকার, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মাই বৃদ্ধি দেন। চারটি ক্ষেত্রেই সাধারণত ক্রমপর্যায়ে প্রশিক্ষণ হয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পাঁচটি অংশ যুগপৎ ঘটে।

টি ফর টি (সি পি এম অভিমুখে একটি পদ্ধতি) সমস্ত বিশ্বাসীদের সচল রাখা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদ্ধতি, হারিয়ে যাওয়া লোকদের সুসমাচার প্রদান (বিশেষত তাদের ঐকোসে বা প্রভাবের বৃত্তে), নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করা, ছোট গোষ্ঠী বা মন্ডলী শুরু করা, নেতাদের গড়ে তোলা, এবং নতুন শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এই রকম কাজ করা তাদের ঐকোসের সাথে। শিষ্যত্বের সংজ্ঞা হচ্ছে বাক্য মেনে চলা এবং অন্যদের শিক্ষা দেওয়া, উভয়ই (ভবিষ্যতে, প্রশিক্ষকেরা)। লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক প্রজন্মের বিশ্বাসীদের সাহায্য করা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে, যারা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে, এবং তারা আবার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এটি প্রশিক্ষকদের সুসজ্জিত করে, প্রত্যেক সপ্তাহে শিষ্যত্বের ৩ এর ১/৩ পদ্ধতি ব্যবহারের দ্বারা – (১) বাধ্যতার মূল্যায়ণ ও উদ্‌যাপন করার জন্য ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকানো, (২) উর্দ্ধে তাকানো তাঁর বাক্যের থেকে পাওয়ার জন্য এবং (৩) সামনের দিকে তাকানো প্রার্থনাযুক্ত লক্ষ্য স্থির করে এবং অন্যের মধ্যে এগুলিকে কিভাবে বপন করা যায় তা অনুশিলন করে। (এই ৩ এর ১/৩ পদ্ধতি আরো ব্যবহার হয় অন্যান্য পথগুলিতে)।

সংজ্ঞাগুলি

১ম প্রজন্মের মন্ডলী	প্রথম মন্ডলীগুলি শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠী / সম্প্রদায়ে
২য় প্রজন্মের মন্ডলী	প্রথম প্রজন্মের মন্ডলীগুলির দ্বারা শুরু হওয়া মন্ডলীগুলি। (লিপিবদ্ধ করুন যে এটি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বা বয়স সম্বন্ধযুক্ত প্রজন্মগুলি নয়)
৩য় প্রজন্মের মন্ডলী	দ্বিতীয় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি দ্বারা শুরু হওয়া মন্ডলীগুলি
দ্বি-বৃত্তিগত	কেউ যে পরিচর্য্যা কাজে আছে, সাথে সাথে পূর্ণ সময়ের কাজকেও বজায় রেখেছে
মণ্ডলীর বৃত্ত	একটি মন্ডলী জন্য নক্‌শা বনিয়াদী প্রতীক বা প্রেরিত ২:৩৬-৪৭ থেকে অক্ষরগুলি ব্যবহারের দ্বারা, সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যে মন্ডলীর কোন উপদানগুলি সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোনগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন।
ডিসকভারি বাইবেল স্টাডি (ডি বি এস) হল একটি পদ্ধতি এবং ডিসকভারি গ্রুপ (ডি	একটি সরল, হস্তান্তরযোগ্য ভূমিকামূলক বাইবেল স্টাডির দলগত শিক্ষণ পদ্ধতি, যা বাধ্যতাকে এবং আধ্যাত্মিক পুনরুৎপাদনকে ভালোবাসতে শেখায়। ঈশ্বর হচ্ছেন শিক্ষক এবং বাইবেলই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। একটি ডি বি এস করা যেতে পারে প্রাক-বিশ্বাসীদের দ্বারা (তাদের বিশ্বাসকে পরিপক্ক করতে)। প্রাক-বিশ্বাসীদের একটি ডি জি শুরু হয় একজন

জি) হল লোকেরা যারা এই স্টাডিতে অংশগ্রহণ করে	শান্তির মানুষকে খুঁজে পাওয়ার সাথে (লূক ১০:৬), যিনি সংগ্রহ করেন তাঁর (পুরুষ / মহিলা) বিস্তৃত কুটুম্বিতার নেটওয়ার্ক। একটি ডি জি সহজতর (শেখানো নয়) হয় অভিযোজিত সাতটি প্রশ্নের ব্যবহারের দ্বারাঃ ১) আপনি কিসের জন্য কৃতজ্ঞ? ২) কিসের সাথে আপনি সংগ্রাম করছেন / কিসের দ্বারা আপনি পীড়িত? ৩) এটি আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়? ৪) এটি আমাদের / লোকদের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়? ৫) ঈশ্বর আপনাকে কি প্রয়োগ করতে / মানতে বলছেন? ৬) এমন কি কোন পথ আছে, আমরা দল হিসাবে যা প্রয়োগ করতে পারি? ৭) আপনি কাকে এই বিষয়টি বলতে চলেছেন?
অন্তিম দর্শন	একটি ছোট বিবৃতি, যা উৎসাহব্যঞ্জক, স্পষ্ট, স্মরণীয়, এবং সংক্ষিপ্ত, একটি স্পষ্ট দীর্ঘ-মেয়াদী কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বর্ণনা করে, যা একটি সংস্থা বা দলের ফলস্বরুপ ঘটেছে।
পাঁচ-দফা বরদান	ইফিষীয় ৪:১১ থেকে – প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারক, মেষপালক (পাষ্টার), শিক্ষক, এ পি এস যত্নবান হন আরো বেশি প্রবর্তক হতে, নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে রাজ্য বিস্তারের ওপর নজর কেন্দ্রীভূত করতে। এস টি-রা যত্নবান হন, শিষ্যদের এবং মন্ডলীগুলির গভীরতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নজর নিবন্ধ করতে, একই লোকদের ওপর দীর্ঘ সময়ের জন্য নজর দিতে।
প্রজন্মগত মানচিত্র অঙ্কন	যৌগিক মন্ডলী বৃত্তগুলি প্রজন্মগতভাবে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীগুলিতে সংযুক্ত করে, প্রত্যেকটি মন্ডলীর স্বাস্থ্য এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর প্রজন্মগত বৃদ্ধির গভীরতা নির্ধারণে সাহায্য করে।
মহান আদেশে নিযুক্ত খ্রীষ্টান	একজন খ্রীষ্টান শপথ করে মহান কর্মভার সম্পাদন করা প্রত্যক্ষ করবার জন্য।
মহান আদেশের কর্মী	একজন ব্যক্তি তাঁর সর্ব্বোত্তম সময় ও প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে মহান আদেশ সম্পূর্ণ করার জন্য।
কেন্দ্রস্থল (সি পি এম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থল)	একটি বাস্তব অবস্থান বা একটি এলাকায় কর্মীদের নেটওয়ার্ক যা প্রশিক্ষণ বা কোচিং প্রদান করে মহান আদেশ সম্পূর্ণকারী কর্মীদের বাস্তবক্ষেত্রে সি পি এম-এর অভ্যাস এবং নীতিগুলিকে কার্য্যে পরিণত করতে। কেন্দ্রস্থলটি মিশনারী ট্রেনিং-এর অন্যান্য বিষয়গুলিকেও যুক্ত করতে পারে।
সি পি এম ট্রেনিং-এর ধাপগুলি (শঙ্কর-সংস্কৃতির অনুঘটনের জন্য)	• ১ম ধাপ প্রস্তুতিঃ একটি পদ্ধতি (প্রায়ই একটি সি পি এম কেন্দ্রস্থলে) একটি দলের (বা ব্যক্তিগত) গৃহ সংস্কৃতিতে। এখানে তারা শেখে সি পি এমের অভ্যাসে জীবন যাপন করতে, নিদেনপক্ষে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে (সংখ্যাগরিষ্ট বা সংখ্যালঘু) তাদের আঙ্গিকে। • ২য় ধাপের প্রস্তুতিঃ একটি মিশ্র-সংস্কৃতির পদ্ধতি একটি ইউ পি জি-র মধ্যে, যেখানে একটি ফলদায়ী সি পি এম দল নতুন কর্মীদের পরামর্শ দিতে পারে এক বৎসর বা আরো বেশি সময় ধরে। সেখানে নতুন কর্মীরা নীতিগুলি কার্যকর হতে দেখতে পারে একটি দলের মধ্যে, তাদের মর্মদেশগুলির ইউ পি জি-র মত অবিকল। তাদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে সাধারণ ভাবে জানার মাধ্যমে (সংস্কৃতি, সরকার, জাতীয় মন্ডলী, অর্থের ব্যবহার ইত্যাদি), ভাষাশিক্ষা, এবং মিশ্র সংস্কৃতির জীবন ও কাজে সুস্থ অভ্যাস গড়ে তোলা।

	• ৩য় ধাপ কোচিংঃ দ্বিতীয় ধাপের পরে, একজন ব্যক্তি / দল প্রশিক্ষণ পায় যখন তারা একটি সেবাবিহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সি পি এম / ডি এম এম চালু করার সুযোগ খোঁজে। • ৪র্থ ধাপ সংখ্যাবৃদ্ধিঃ যখন একটি সি পি এম একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্থিত হয়, বহিরাগত অনুঘটকের (অনুঘটকদের) উপস্থিতি ছাড়া, তারা কাছের এবং দূরের উভয় ধরনের সুসমাচার অপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলির কাছে আন্দোলনকে প্রদারিত করতে সাহায্য করে। এই অবস্থায়, আন্দোলনগুলি বহুগুণকারী আন্দোলনে পরিণত হয়।
আই ও আই (আয়রন অন আয়রন)	একটি দায়বদ্ধতার বৈঠকঃ নেতাদের সাথে আলোচনা, যা ঘটছে তার ওপর প্রতিবেদন, বাধা-বিপত্তির ব্যাপারে আলোচনা, এবং একযোগে সমস্যাগুলির সমাধান।
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মন্ডলী গুলি	একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ডলী যা একটি অট্টালিকায় মিলিত হয়।
সংখ্যাগরিষ্ঠ জগত	বিশ্বের অপাশ্চাত্য মহাদেশগুলি, যে বিশ্বের জনসংখ্যার অধিকাংশই বসবাস করেঃ এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা
এম এ ডব্লুই এল	গঠন করা, সহায়তা করা, লক্ষ্য করা, চালু করা। একটি নকশা, নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য।
আন্দোলনের অনুঘটক	ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত এক ব্যক্তি (বা নিদেনপক্ষে লক্ষ্য করছে) একটি সি পি এম / ডি এম এম অনুঘটন করতে।
ঐকোস	গ্রীক শব্দটি সবথেকে ভালোভাবে অনুবাদ হয়েছে, "পারিবারিক" এই কথাটিতে। কারণ পারিবারিক কথাটি নূতন নিয়মের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাধারণত অনেক বৃহৎ, কেবলমাত্র মূল পরিবারের থেকে, শব্দটি ভালোভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে "প্রসারিত পরিবার" বা "প্রভাবের বৃত্ত" হিসাবে। ধর্মশাস্ত্র দেখায় যে বেশিরভাগ লোক বিশ্বাসে আসে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (ঐকোস)। যখন এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি সাড়া দেয় এবং একত্রে শিষ্য হয়, তারা একটি মন্ডলীতে পরিণত হয় (যেমন আমরা দেখি, উদাহরণস্বরুপ, প্রেরিত ১৬:১৫; ১ম করিন্থীয় ১৬:১৯; এবং কলসীয় ৪:১৫ তে)। এই বাইবেল-সংক্রান্ত দ্বারা আরো অর্থ তৈরি করে সংখ্যা সংক্রান্তভাবে এবং সমাজ বিদ্যাগতভাবে।
ঐকোস মানচিত্র	পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশীদের কাছে সুসমাচার নিয়ে পৌঁছানোর নকশা।
মৌখিক শিক্ষার্থী	কোন একজন যে শেখে গল্পের মাধ্যমে এবং মৌখিক ভাবে, শিক্ষার দক্ষতার হয়ত সামান্য প্রয়োজন।
শান্তির মানুষ (পি ও পি / পার্সন অফ পিস) শান্তির গৃহ (এইচ ও পি)	লূক ১০ অধ্যায়ে শান্তির মানুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বার্তাবাহককে এবং তার বার্তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের পরিবার / গোষ্ঠী / সম্প্রদায়কে বার্তার কাছে উন্মুক্ত করে দেন।
আঞ্চলিক ২৪:১৪ সাবলীলকারী দলগুলি	সি পি এম জাত নেতাদের দলগুলি যারা বিশ্বের নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে কর্মসাধন করছেন, তারা নিজেদের এলাকায় ২৪:১৪ দর্শনের সম্পাদন করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সমস্ত এলাকাগুলি মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূরেখাচিত্র[100] অনুসরণ করে। যা হোক ২৪:১৪ হচ্ছে একটি তৃণমূল স্তরের প্রচেষ্টা, আঞ্চলিক দলগুলি গঠিত হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে এবং সঠিকভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূরেখাচত্রটি প্রতিফলিত করছে না।

[100] www://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme

স্রোত	একটি বহুমুখী-প্রজন্মগত মন্ডলীর শাখাগুলির সংযুক্ত প্রবাহ।
টিকে থাকবার সামর্থ্য	সহ্য করবার শক্তি। টেকসই প্রণালী একটি মন্ডলী বা সম্প্রদায়কে অনুমতি দেয় একটি কার্যক্রমকে বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যেতে অধিকতর বহিরাগত সাহায্য ছাড়া।
অনিযুক্ত ইউ পি জি (ইউ ইউ পি জি)	একটি অনিযুক্ত বিশ্ব ইউ পি জি সকল; একটি ইউ পি জি, যা মন্ডলী রোপণকারী দলের দ্বারা এখনও কর্মে নিযুক্ত হয়নি।
সুসমাচার অপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (ইউ পি জি)	একটি বড়সড় সতন্ত্র গোষ্ঠী, যার একটি স্থানীয় স্বদেশী মন্ডলী নেই, যা সমগ্র গোষ্ঠীর কাছে সুসমাচার নিয়ে যেতে পারে শঙ্কর-সংস্কৃতির মিশনারীদের সাহায্য ছাড়া। এই গোষ্ঠীকে বিবিধভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সহযোগে, কিন্তু সীমিত নয়, জাতিগত বিভিন্ন ভাষাগত বা সামাজিক ভাষাগত জনসাধারন।

পরিশিষ্ট খঃ ২৪:১৪ প্রশ্ন-উত্তরঃ কিছু ভ্রান্ত ধারনা স্পষ্ট করা

টিম মার্টিন[101] এবং স্ট্যান পার্কস[102] দ্বারা লিখিত

১) ২৪:১৪? আপনি কে?

আমরা হচ্ছি সমমনা ব্যক্তিদের, পেশাধারী ব্যক্তিদের ও সংস্থাগুলির সম্মেলন, যারা একটি দর্শনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃ আন্দোলনগুলিকে প্রত্যেকটি সুসমাচার বিহীন লোকদের মধ্যে ও স্থানেতে পরিলক্ষিত হতে দেখার জন্য। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে কার্যকারী রাজ্যের আন্দোলনকে রত হতে দেখা প্রত্যেকটি সুসমাচার বিহীন লোকদের মধ্যে এবং স্থানেতে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে। আমরা ইহা করি চারটি মূল্যবোধের উপরেঃ

১) মথি ২৪:১৪ ধারা অনুযায়ী সুসমাচারবিহীন লোকদের কাছে পৌঁছানো – রাজ্যের সুসমাচার প্রত্যেকটি সুসমাচারবিহীন লোকদের কাছে ও স্থানেতে পৌঁছানো।

২) এটি সিদ্ধ করতে মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনগুলির মাধ্যমে, অসংখ্য শিষ্যদের, মন্ডলীগুলিকে, নেতাদের ও আন্দোলনগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে।

৩) যুদ্ধকালীন তৎপরতার বোধসম্পন্ন হয় প্রত্যেকটি সুসমাচারবিহীন লোকদের ও স্থানগুলিকে আন্দোলনের কৌশলের সাথে যুক্ত করতে ২০২৫-এর শেষের দিকে।

৪) এই সমস্ত জিনিসগুলি করতে অন্যান্যদের সহযোগিতায়।

২) আপনি কেন ২৪:১৪ নামটি ব্যবহার করবেন?

মথি ২৪:১৪ এই আন্দোলনের জন্য প্রধান প্রস্তর রুপে প্রতিপন্ন হয়েছে। যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আর সর্ব্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে"। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর কাছে সুসমাচারকে নিয়ে যাওয়া। আমরা ইচ্ছা সেই প্রজন্মের অংশ হতে যেখানে শেষ হবে, যেটা যীশু শুরু করেছিলেন এবং কত বিশ্বস্ত কর্মীরা ইহা সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের সম্মুখে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা জানি যে যীশু অপেক্ষা করছেন পুনরাগমনের জন্য, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী সুসমাচারে সাড়া দেওয়ার সুযোগ পায় এবং তাঁর নববধূর অংশ হতে পারে।

৩) আপনি কি ২০২৫ কে সেই বছর হিসাবে স্থির করেছেন যে সময় সকল জাতির কাছে পৌঁছানো যাবে?

না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি সুসমাচারবিহীন লোকদের ও স্থানকে কার্যকারী রাজ্যের আন্দোলনের কৌশলের সাথে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যুক্ত করা। এর অর্থ হচ্ছে যে একটি দল (স্থানীয় বা অভিজ্ঞ বা সংযুক্ত) আন্দোলনের কৌশলে সমৃদ্ধ, প্রত্যেকটি সুসমাচার বিহীন লোকদের কাছে ও স্থানেতে অবস্থান করবে। আমরা কোন দাবী করছি না যে কখন যীশুর মহান আদেশ সম্পাদনের কাজ শেষ হবে। এটা ঈশ্বরের দায়িত্ব। তিনি নির্ধারন করেন আন্দোলনের সাফল্য।

৪) আপনি কেন তেমন তাগিদ অনুভব করেন এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য?

যীশু যখন মহান আদেশ সম্পূর্ণ করার কথা বলেছিলেন, তার থেকে প্রায় ২০০০ বছর পেরিয়ে গেছে। ২য় পিতর ৩:১২ পদ আমাদের বলে, "তাঁর পুনরাগমনের দিনটি ত্বরান্বিত করার" ব্যাপারে। গীতসংহিতা ৯০:১২ আমাদের বলে, আমাদের দিন গণনা করার ব্যাপারে। ২৪:১৪ প্রবর্তকদের একটি গোষ্ঠী ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা কি কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করব বা করব না। আমরা মনে করি তিনি আমাদের বলেছেন, জরুরী নির্দিষ্ট

---

[101] ইন্টারন্যাশনাল অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে কর্মজীবনের পর, যেখানে টিম, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্লোরেশান অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-এর ভিপি হিসাবে চাকরি করেছিলেন, ২০০৬ সালে তিনি উড্‌স এজ চার্চ কমিউনিটি ইন স্প্রিংস, টেক্সাস, এর প্রথম মিশন পালক হয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকা আরো কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ২০১৮ সালে, যখন তিনি "পাস্টার অফ্ ডিসাইপেল মেকিং মুভমেন্টস্" হয়েছিলেন। টিম অনেক বছরের জন্য বিবলিকাল মুভমেন্টস এর ছাত্র ও প্রশিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর একটা আবেগ ছিল ২৪:১৪ কার্যকর হতে দেখা।

[102] ইহা সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ থেকে যা আসলে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন ফ্রন্টীইয়ার্সের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সংখ্যায়।

সময়সীমা নির্ধারনের দ্বারা, আমরা আমাদের সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি এবং প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে পারি দর্শন কার্যকর করতে।

৫) আপনারা কি চেষ্টা করছেন সমস্ত মিশন সংস্কৃতিগুলিকে আপনাদের কৌশলের চারপাশে শ্রেণীবদ্ধ করতে?

না, আমরা মানি যে ঈশ্বর অনেক মন্ডলীকে মিশন সংস্থাগুলিকে এবং নেটওয়ার্কগুলিকে আহ্বান করেছেন বিশেষ পরিচর্য্যা কাজের জন্য। ২৪:১৪ সন্ধি গঠিত হয়েছে মানুষ এবং সংস্থাগুলির দ্বারা, যারা আন্দোলনগুলির অনুঘটনের উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে, এবং এখনও করছে; অন্যেরা সেই দিকেই শ্রম করে চলেছে। বিভিন্ন সংস্থাগুলির এবং কর্মীদের অনুপম পদ্ধতিগুলি এবং যন্ত্রপাতি আছে, কিন্তু আমরা সকলেই ভাগ করে নিই সি পি এম-এর বৈশিষ্ট্য সূচকের অনেকগুলিকে। এইগুলি হচ্ছে কৌশল যা নির্ভর করে আছে আধুনিক শিষ্য তৈরির নকশার প্রেক্ষাপট এবং মন্ডলী গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ওপর, যা আমরা দেখতে পাই সুসমাচারগুলিতে এবং প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে।

৬) মহান আদেশ পূর্ণ করার জন্য, অন্যান্য প্রচেষ্টাও আছে মানুষদের একযোগে কাজ করাবার। ২৪:১৪ ব্যাপারে পার্থক্য কি?

২৪:১৪ গঠিত হয়েছে এই সমস্ত অন্যান্য ভালো কর্ম আন্দোলনের উপর। আগের কিছু কিছু বিশ্বমন্ডলীকে সাহায্য করেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে (উদাহরণস্বরুপ জনগোষ্ঠীগুলিকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করা)। ২৪:১৪ লক্ষ্য হচ্ছে অন্যেরা যা শুরু করেছে তা শেষ করা আন্দোলনগুলি অনুঘটনের দ্বারা। এই আন্দোলনগুলি পৌঁছাতে পারে সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলি এবং স্থানের কাছে একটি টেকসই প্রণালীতে। ২৪:১৪ সন্ধির অংশীদারেরা অন্যান্য নেটওয়ার্ক যেমন, এথনী, ফিনিশিং দ্যা টাস্ক, গ্লোবাল এলায়েন্স অন চার্চ প্ল্যান্টিং মাল্টিপ্লিকেশন (জি এ সি এক্স) এবং গ্লোবাল চার্চ প্ল্যান্টিং নেটওয়ার্ক (জি সি পি এন)-এর সাথে কাজ করছে। ২৪:১৪ হচ্ছে অনুপম, যা মন্ডলী স্থাপন আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা পরিচালিত। এবং আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা (বিশেষত সুসমাচার বিহীনদের মধ্যে) ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। এর ফলে পরিণতি হয়েছে আরো উন্নত "সুঅভ্যাসগুলিতে"।

৭) "মন্ডলী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনটি" কি?

একটি মন্ডলী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন (সি পি এম)-কে ব্যাখ্যা করা হয় শিষ্যদের শিষ্যদিগের এবং নেতাদের নেতৃবৃন্দের উন্নয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি। এর ফলে স্বদেশীয় মন্ডলীগুলি মন্ডলীগুলির প্রতিষ্ঠা করছে। এই মন্ডলীগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে একটি জনগোষ্ঠী বা জনসংখ্যার অংশের দ্বারা। এই সমস্ত নতুন শিষ্যেরা বা মন্ডলীগুলি তাদের সম্প্রদায়কে রূপান্তরিত করতে শুরু করে, রাজ্যের মূল্যবোধ নিয়ে জীবনধারণ করা খ্রীষ্টের নতুন দেহ হিসাবে।

যখন মন্ডলীগুলি ধারাবাহিকভাবে পুনরুৎপাদন করে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বহুবিধ ধারায়, পদ্ধতিটি পরিবর্তিত হয় একটি টেকসই আন্দোলনে। এটা শুরু হতে হয়ত একাধিক বছর লাগতে পারে। কিন্তু যখন প্রথম মন্ডলীগুলি শুরু হয়ে যায়, আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি একটি আন্দোলন চার পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তিনি থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। বাড়তি হিসাবে, এই উদ্যোগগুলি, নিজেরা প্রায়ই নতুন আন্দোলনগুলি পুনরুৎপাদন করে। আরো এবং আরো, সি পি এম গুলি নতুন সি পি এম-গুলিকে শুরু করে অন্য জনগোষ্ঠী এবং জনসংখ্যার অংশগুলির মধ্যে।

৮) মন্ডলীর ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা কি? প্রেরিত ২:৩৬-৪৭

জগতের চারপাশে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আছে। তথাপি এই সমস্ত আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই, মণ্ডলীর সংজ্ঞার মূল উপাদানগুলির ব্যাপারে সহমত পোষন করে। এগুলিকে পাওয়া যায় প্রেরিত ২ অধ্যায়ের প্রথম মন্ডলীর বর্ণনাতে। বাস্তবিক, অনেক উদ্যোগগুলিই একটি নতুন বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত শিষ্যদের পরিচালিত করে প্রেরিত ২ অধ্যায় অধ্যয়ন করতে। তারা তারপর প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং কার্যকর করে কিভাবে তারা এই ধরনের মন্ডলীতে পরিণত হতে পারে। আমরা আপনাদের উৎসাহিত করি এই অনুশীলনটি করতে, আপনার নিজের মন্ডলীর সঙ্গে।

এই মন্ডলীগুলি অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করে যেতে থাকে মন্ডলী হওয়ার আরো অনেকগুলি বিষয়গুলি নতুন নিয়ম থেকে। আমরা আপনাদের উৎসাহিত করি মন্ডলীর একটি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, নতুন নিয়ম আমাদের যা দেয় তার থেকে একটু বেশী বা একটু কম নয়।

৯) বাইবেলে সি পি এম-গুলি আছে?

মন্ডলী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগগুলি বিদ্যমান আছে খ্রীষ্টিয় যুগের প্রথম শতক থেকে। আপনাকে কেবলমাত্র পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে পড়ে যেতে হবে মন্ডলী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলিকে দেখতে খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের পশ্চাদ্‌পট হিসাবে, খ্রীষ্ট থেকে কনস্ট্যানটাইন পর্যন্ত। প্রেরিতদের পুস্তকে, লূক বিবরণ দিয়েছিলেন যেঃ "তাহাতে এশিয়া-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল" (প্রেরিত ১৯:১০)। প্রেরিত পৌল আদেশ দিয়েছিলেন থিষলনীকীয়দের, যাদের মধ্যে দিয়ে "প্রভুর বার্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে" (১ম থিষলনীকীয় ১:৮), এবং তার জীবন শেষ হওয়ার প্রান্তে ঘোষনা করেছিলেন "এই সকল অঞ্চলে আমার আর কাজ করবার মত কোন জায়গা নেই" (রোমীয় ১৫:২৩), কারণ তার ইচ্ছামত "সুসমাচার প্রচার করি এমন স্থানে যেখানে খ্রীষ্টকে কেউ জানে না" (রোমীয় ১৫ঃ২০)।[103]

১০) সি পি এম-এর পথ কি প্রথাগত মন্ডলীগুলির বিরুদ্ধে?

ঈশ্বর বিভিন্ন ধরনের মন্ডলীগুলিকে ব্যবহার করছেন এই জগতে তাঁর উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করছেন। আমরা খ্রীষ্টের দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং আমাদের একের অন্যকে সম্মান করা প্রয়োজন। সে সাথে সাথে, মন্ডলীর ইতিহাস এবং বর্তমান জাগতিক বাস্তবগুলি এটিকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেয়ঃ মহান আদেশ সম্পূর্ণ করা যাবে না কেবলমাত্র প্রথাগত মন্ডলী আদর্শগুলি ব্যবহারের দ্বারা। যে পরিমাণ সঙ্গতি প্রয়োজন একটি প্রথাগত পাশ্চাত্য ধারার মন্ডলীর জন্য, যা রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অতিক্রম করার জন্য। এছাড়াও পাশ্চাত্য জগত থেকে সাংস্কৃতিক আদর্শগুলি, অনেক ক্ষেত্রেই নগণ্য মাধ্যম প্রস্তুত করে, সুসমাচারকে অ-পাশ্চাত্যদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং জগতের অধিকাংশ সুসমাচার-বিহীন লোকেরা হচ্ছে অপাশ্চাত্য। সি পি এম-গুলির জন্য প্রাথমিক ধাক্কা হচ্ছে যাদের কাছে যাওয়া হয়নি তাদের কাছে এবং অনুপযোগী ভাবে সুসমাচারপ্রাপ্ত প্রথাগত মন্ডলীর আদর্শগুলির কাছে পৌঁছাও। সহজ এবং সরলভাবে পুনরুৎপাদনক্ষম বাইবেল সম্বন্ধীয় আদর্শগুলি সর্বোত্তম আশা উপস্থাপিত করে সুসমাচারকে সমস্ত লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঈশ্বর এই মত আদর্শগুলি ব্যবহার করছেন সি পি এম-গুলিকে সুসমাচার বিহীন লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সুতরাং, যে কারোর জন্য আন্তরিক, সুসমাচারবিহীনদের কাছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত হওয়ার জন্য, আমরা ভীষণভাবে সুপারিশ করি পরিচর্য্যার নকশাগুলিকে, একটি সি পি এম-কে অনুঘটন করার লক্ষ্যে।

১১) দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি কি প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাসের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে না?

বাস্তবিকভাবে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস মনে হয় কম প্রভাবশালী আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে কিছু প্রথাগত মন্ডলীগুলির থেকে। এটা হয় তাদের শিষ্যত্বের অতি-মিথস্ক্রিয় স্বভাবের কারণে। শত্রু বিশ্বাসীদের দলগুলির মধ্যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাসের বীজ বপন করে, আন্দোলনগুলি বা প্রথাগত মন্ডলীগুলিতে। প্রশ্ন হচ্ছে শত্রু এই ধরনের সমস্যাগুলি রোপন করবে কি না, সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি শিষ্যদের এবং মন্ডলীগুলিকে সুসজ্জিত করে তুলছি ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিরোধ করবার জন্য এবং সেইগুলি যখন উদ্ভুত হয়, তার মোকাবিলা করার জন্য। এমনকি নতুন নিয়মের মন্ডলীও এই ধরনের অভিযোগের সম্মুখীণ হয়েছে। বিশ্বাসীদের সুসজ্জিত করা, ধর্মশাস্ত্রের উপরে নির্ভর করা, তাদের কর্তৃত্ব হিসাবে এবং দেহ হিসাবে একত্রে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা (একটি উদাহরণ হচ্ছে প্রেরিত ১৭:১১ পদে বিরিইয়া নিবাসীরা মনে হয় একত্রে বাক্য গ্রহণ এবং শাস্ত্র পরীক্ষা করত) রক্ষা করতে সাহায্য করে কাল্পনিক এবং বাক্‌পটু ভ্রান্ত শিক্ষকদের থেকে।

---

[103] এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত এবং সংকলিত করা হয়েছে "টেন চার্চ প্ল্যান্টিং মুভমেন্টস এফ এ কিউ" থেকে; (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-movement-faqs) ডেভিড গ্যারিসনের দ্বারা, মিশন ফ্রন্টীয়ার্সের ২০১১ সালের মার্চ-এপ্রিল সংস্করণে।

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ বিশ্বাসে সাধারণত আসে প্রভাবশালী, প্রগতিশীল এবং বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদের এবং / বা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে। আমরা এড়িয়ে যাই এবং ধর্মমত বিরুদ্ধ বিশ্বাসের মোকাবিলা করি ঈশ্বরের বাক্যে ফিরে গিয়ে এবং ঈশ্বরের বাক্যানুসারে আত্ম-সংশোধন করে। আন্দোলনগুলির কৌশলগুলি শিষ্যদের তৈরি করতে ব্যবহার করে তা অতিমাত্রায় বাইবেলভিত্তিক। তারা প্রশ্নগুলিকে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে নিয়ে আসে, ঈশ্বরের বাক্যকে উত্তরের উৎস হিসাবে মেনে নিয়ে, মানুষের পান্ডিত্যে নয়।

জ্ঞান-ভিত্তিক শিষ্যত্বের বদলে বাধ্যতা-ভিত্তিক শিষ্যত্ব-এর উপর জোর দেওয়া ও ধর্মমত বিরুদ্ধ বিশ্বাসের প্রতিকূলে সুরক্ষা প্রদান করা। শিষ্যেরা কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ করে না। সেই জ্ঞানের বাধ্যতাই হচ্ছে তাদের শিষ্যত্বের পরিমাপ।

১২) আন্দোলনগুলির দ্রুত বৃদ্ধি কি ভাসা ভাসা শিষ্যত্বের দিকে চালিত করছে?

ভাসা ভাসা শিষ্যত্ব দেখা যায় যখন নতুন শিষ্যেরা শেখে যেঃ

- মূল বিষয় যা তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা হল সপ্তাহে একবার বা দুবার মন্ডলীর সভাগুলিকে যোগ দেওয়া।
- শাস্ত্রবাক্যের বাধ্যতার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, কিন্তু ইহার প্রয়োজন নেই।
- তারা ঈশ্বরের সর্বোত্তম শিক্ষা পাবে মন্ডলীর একজন নেতার থেকে।

দুঃখের বিষয় এটি যে এগুলিও বিশ্বের চারিদিকের অনেক বিশ্বাসীরা কর্তাসমূহের সাথে পাচ্ছে। প্রকৃত শিষ্যত্বের প্রতিপালন করার সব থেকে চালো পথ হচ্ছে নতুন বিশ্বাসীদের এইভাবে শিক্ষিত করাঃ

- ঈশ্বরের বাক্যের সাথে (বাইবেল) সাথে কথোপকথন করা নিজেদের জন্য এবং অন্বেষণ করা (অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে) এটি কি বলছে এবং এটি তাদের জীবনের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য।
- মান্য করা যা তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাদের করতে বলছেন।
- তাদের জীবনের প্রকৃত অবস্থা, যীশুর অন্যান্য অনুসরণকারীদের সাথে ভাগ করে নেওয়া, প্রার্থনা করা এবং একে অন্যকে উৎসাহিত করা, এবং ব্যবহার করা নতুন নিয়মের "একে অন্যের" ধারাকে।
- খ্রীষ্টেতে জীবন ধারনের বাস্তবতা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া, যারা এখনও তাঁকে জানে নি।

১৩) আন্দোলনগুলি কি শুধুমাত্র খামখেয়ালি নয়?

আন্দোলনগুলি বিদ্যমান আছে ইতিহাসের কাল ধরে। প্রেরিতদের পুস্তককে প্রতীক কর, সেল্টীক আন্দোলন প্যাট্রিক দ্বারা পরিচালিত, মোরাভিয়ান আন্দোলন, ওয়েসলিয়ান আন্দোলন, ওয়েলস পুনরুত্থান ইত্যাদি। আন্দোলনগুলির একটি নতুন ধারা শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। এই ধারা বর্তমান সময় ধরে ভিতর থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৭০০র বেশী শনাক্ত হওয়া আন্দোলনগুলির সাথে।

প্রথম দিককার মন্ডলীর মত, এই সমস্ত আন্দোলনগুলি বিশৃঙ্খল। তারা মনুষ্যত্ব এবং মানবিক দুর্বলতায় পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের শক্তি সেই সব দূর্বলতাগুলিকে ঘৃণা করে। যদি আপনার অন্যান্য প্রশ্নগুলি বা অন্যান্য উত্তরগুলি থাকে, আমরা কথাবার্তা বলতে খুশী হব। আমাদের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ www.2414now.net.

পরিশিষ্ট গঃ সি পি এম-এর বর্ণনাযোগ্য বিষয়ের ধাপগুলি

০ - সি পি এম দলটি বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে, কিন্তু কোন উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা নেই।

১ - উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অগ্রগমন – ধারাবাহিকভাবে ১ম প্রজন্মের নতুন বিশ্বাসীদের এবং মন্ডলীগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা

১.১ উদ্দেশ্যপূর্ণ সি পি এম-এর কৌশল (প্রবেশ – শান্তির লোক / শান্তির গৃহের অন্বেষণ – সুসমাচার প্রচার) **কার্যক্রম, কিন্তু এখনও কোন ফলাফল নেই।**

১.২ কিছু নতুন ১ম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের পাওয়া

১.৩ কিছু নতুন ১ম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের এবং নতুন গোষ্ঠীদের পাওয়া

১.৪ অটল নতুন ১ম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের পাওয়া

১.৫ অটল নতুন ১ম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের ও নতুন গোষ্ঠীদের পাওয়া

১.৬ এক বা আরো নতুন প্রথম প্রজন্মের মন্ডলীগুলি

১.৭ কতিপয় নতুন ১ম প্রজন্মের মণ্ডলীগুলি

১.৮ ১ম প্রজন্মের মন্ডলীগুলি নতুন গোষ্ঠীগুলি শুরু করছে

১.৯ ২য় প্রজন্মের মন্ডলীগুলির নিকটবর্তী হওয়া (১ম + ২য় প্রজন্মের মন্ডলী)

২ – লক্ষ্যে স্থির থাকা – কিছু ২য় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি (উদাহরণ – নতুন বিশ্বাসীরা / মন্ডলীগুলি আর একটি প্রজন্ম শুরু করেছে)

৩ – সাফল্য-অর্জ্জন – অটল ২য় প্রজন্ম এবং কিছু ৩য় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি

৪ – উত্থিত সি পি এম – দৃঢ়/অটল ৩য় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি এবং কিছু ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলি

৫ – সি পি এম - দৃঢ়/অটল ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলি++ বহুমুখী ধারাতে

৬ – টিকে থাকা সি পি এম – অলৌকি দৃষ্টিসম্পন্ন, স্বদেশী নেতৃত্ব উদ্যোগকে চালাচ্ছে বহিরাগতদের জন্য অল্প / কোন চাহিদা ছাড়। সময়ের পরীক্ষার সাথে দাঁড়িয়ে আছে কমপক্ষে কয়েকশত মন্ডলীগুলি। (ধাপ ৬-এর বেশিরভাগ সি পি এমগুলির ১০০০ বা আরী বেশী মন্ডলীগুলি আছে)

৭ – বহুগুণে বৃদ্ধিকারী সি পি এম – প্রারম্ভিক সি পি এম অন্য সি পি এম-গুলির অনুঘটন করছে অন্য জনগোষ্ঠীগুলি বা শহরগুলির মধ্যে।

টীকাঃ সমস্ত প্রজন্মগুলিকে গণ্য করা হয় নতুন বিশ্বাসীগণ এবং নতুন গোষ্ঠীগুলি/ মন্ডলীগুলি হিসাবে, বিদ্যমান বিশ্বাসীদের এবং মন্ডলীগুলিকে নয়। বিদ্যমান বিশ্বাসীদের / মন্ডলীগুলিকে তকমা দেওয়া হয় প্রজন্ম ০, নির্দেশ করা হয় যে তারা বুনিয়াদী প্রজন্ম, যা থেকে আমরা উঠে এসেছি।

পরিশিষ্ট ঘঃ জন্মগত গতিবিজ্ঞান এবং প্রতিবন্ধকতা

স্টিভ স্মিথ এবং স্ট্যান পার্কস দ্বারা লিখিত

আন্দোলনগুলি হচ্ছে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং সবসময় হয়ত সুষ্ঠভাবে গড়ে ওঠে না এবং ক্রমপর্যায় অনুযায়ী, এখানে যেমন উপস্থিত করা হয়েছে। যা হোক, যখন আমরা বিশ্বের চারপাশে শত শত আন্দোলনগুলি লক্ষ্য করি, আমরা দেখি যে আন্দোলনগুলি আদর্শগতভাবে বৃদ্ধি পায় সাতটি সুস্পষ্ট ধাপের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেকটি ধাপ প্রকাশ করে একটি নতুন আরম্ভ, কিন্তু সাথে সাথে নিয়ে নতুন প্রতিবন্ধকতাগুলিকে। এই সমস্ত ধাপগুলির এবং প্রতিবন্ধকতাগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ চলতে থাকে। যেহেতু সি পি এম আমাদের শ্রমবিমুখতার ঐতিহ্যকে নমনীয় করেছে, এটি কঠিন গমনপথে টিকে থাকা। সি পি এম-এর প্রচেষ্টাগুলির প্রয়োজন প্রত্যেকটি ধাপে প্রচন্ড অভিপ্রায়ের।

প্রথমত, দুটি ব্যাখ্যাঃ যখন আমরা প্রজন্মগুলির কথা বলি, (প্রজন্ম ১, প্রজন্ম ২, প্রজন্ম ৩) একটি আন্দোলনের মধ্যে, আমরা বোঝাই নতুন বিশ্বাসীদের নতুন দলগুলি / মন্ডলীগুলি। আমরা গণনা করিনা আসল বিশ্বাসীদের, দল বা মন্ডলীগুলিকে, যারা প্রাথমিকভাবে কাজ করেছিল নতুন দলগুলি শুরু করতে। আমরা যোগ্য মনে করি সেই বিশ্বাসীদের / মন্ডলীগুলিকে, যারা কাজ চালু করেছিল প্রজন্ম ০-তে (শূণ্য), এটাই নির্দেশ করে যে তারাই হচ্ছে প্রান্তিক প্রজন্ম।

আমরা একটি মন্ডলী বিষয়ক কাজের সংজ্ঞাও আসে প্রেরিত ২:৩৭-৪৭ পদ থেকে। একটি মন্ডলীর জন্ম হয় যখন একটি দলে কিছু সংখ্যক মানুষ, যীশুকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করে এবং বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে। তারপর তারা একসাথে থাকতে শুরু করে যীশুর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও বাধ্যতার জন্য। এই সমস্ত মন্ডলীগুলির অনেকেই প্রেরিত ২ অধ্যায়কে ব্যবহার করে প্রধান উপাদানগুলির রুপ হিসাবে, তাদের একত্রে জীবনধারণের। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অনুতাপ, বাপ্তিষ্ম, পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের বাক্য, সহভাগিতা, প্রভুর ভোজ, প্রার্থনা, চিহ্ন এবং আশ্চর্য্য কাজ, দান, একত্রে সম্মিলিত হওয়া, ধন্যবাদ দেওয়া এবং প্রশংসা করা।

ধাপ ১ – একটি সি পি এম প্রচেষ্টা শুরু করার মূল কর্মশক্তিগুলি

- একটি সি পি এম দল প্রস্তুত, আদর্শগত ভাবে অন্যদের সাথে কাজের জন্য।
- প্রাথমিক সি পি এম প্রচেষ্টাগুলি প্রায়ই শুরু হয় বহিরাগত শিষ্যদের দ্বারা – কখনও বলা হয় "পার্শচারীর"। সংস্কৃতির বাইরে থেকে আগত শিষ্যেরা পাশাপাশি কাজ করে সংস্কৃতিক অন্তরস্থদের সাথে বা নিকট সংস্কৃতির প্রতিবেশীদের সাথে।
- আন্দোলনগুলির প্রয়োজন একটি বন্টনযোগ্য ঈশ্ব-আকারবিশিষ্ট দর্শনের, যেমন পার্শচরেরা প্রাধান্য দেয় এই দলের জন্য ঈশ্বরের দর্শন শোনার ওপর।
- আন্দোলনগুলির প্রয়োজন কার্য্যকরী পদ্ধতিগুলির, সেজন্য পার্শচারীরা গুরুত্ব দেউ এই সকলের জন্য ভিত্তি স্থাপনের উপর।
- প্রারম্ভিক অনুঘটকেরা প্রাধান্য দেয় বিশেষ প্রার্থনা ও উপবাসের উপর – ব্যক্তিগতভাবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে।
- এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে বিশেষ প্রার্থনা এবং উপবাস চালু করা (সমস্ত ধাপগুলিতেই চালু রাখা)।
- একটি উচ্চ-মানের কার্য্যক্রম হচ্ছে দর্শন গঠন এবং স্থানীয় বা নিকট-সংস্কৃতির সহকর্মীদের খোঁজা, যাদের সাথে একত্রে মিলে কাজ করা যাবে।
- গড়ে তোলা / প্রবেশের কলাকৌশলগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন, হারিয়ে যাওয়া লোকদের সাথে রত থাকার সুযোগ লাভের জন্য।
- এই প্রবেশ নিশ্চিতভাবে চালিত করবে খুঁজতে, ব্যাপকভাবে বীজ বপন করতে পরিশোধন করতে শান্তির পরিবারগুলি (বা নেটওয়ার্কের) জন্য শান্তির লোকদের মাধ্যমে।
- এই ধাপে শান্তির প্রথম পরিবারগুলির সম্মুখীন হওয়া যায়।

সি পি ম-এর প্রারম্ভিক প্রচেষ্টাগুলির জন্য প্রতিকূলতা

- বন্ধুভাবাপন্ন লোকদিগকে শান্তির মানুষজন[104] হিসাবে পরিবর্তিত করা চেষ্টা করা (একটি আসল শান্তির লোক হচ্ছে ক্ষুধার্ত্ত)
- শান্তির এক ব্যক্তি হওয়ার জন্য একজন আগ্রহী ব্যক্তিকে ভুল বোঝা (একজন আসল শান্তির লোক তাদের পরিবারকে এবং / বা বন্ধুদের নেটওয়ার্ককে উন্মুক্ত করে দিতে পারে)
- অন্বেষণ করার ব্যাপারে যোগদান করার জন্য যতজন বিশ্বাসীদের সম্ভব বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার থেকে, বহিরাগত ব্যক্তি একা কাজ করেন শান্তির লোকদের। ৪র্থ স্তরের[105] লোকদের খোজার জন্য জন্য।
- বৃহৎ এবং যথেষ্ট সাহসী পদক্ষেপ নয়।
- ঈশ্বরের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়, একটি নির্দিষ্ট সি পি এম ধাঁচের "পদ্ধতিগুলির" ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল।
- যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রম করে না (পুরোপুরি সহায়তাপ্রাপ্ত লোকেরা পূর্ণ সময় ধরে কাজ করবে; অন্য কর্মক্ষেত্রের লোকেরা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য সময় দেবে প্রার্থনা এবং সুসমাচার প্রচারের জন্যেও)।
- সময় দেয় ভালো (বা নিদেনপক্ষে মাঝারি ধরনের) কার্য্যক্রমের ওপর, সবচেয়ে ফলদায়ী কার্য্যক্রমের ওপর নয়।
- গুরুত্ব দেয় "আমি কি করতে পারি" বনাম "কি করা প্রয়োজন"-এর ওপর।
- বিশ্বাসের ঘাটতি ("এই এলাকায় কাজ করা কঠিন")।
- পার্শচারীরা কার্য্যকারী নয়, কিন্তু কেবলমাত্র "প্রশিক্ষক", তারা যা শিক্ষা দেয় সেই আদর্শে চলে না।

---------- সবচেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধক হচ্ছে "০" থেকে ১ম প্রজন্মের মন্ডলীগুলি ----------

প্রথম প্রজন্মের মণ্ডলীগুলির মূল কর্মশক্তিগুলি

- নতুন মন্ডলীটি অবশ্যই তাদের শিষ্য হবার বোঝাপড়া ও অভ্যাসের এবং ধর্মশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে – বহিরাগতদের মতামত এবং / বা ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নয়।
- তারা অবশ্যই শাস্ত্রের এবং পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভরশীল হবে, বহিরাগতের ওপর নয়।
- সেখানে অবশ্যই একটি পরিষ্কার সি পি এম-এর গতিপথ থাকবে। যদিও অনেক ধরনের প্রকারভেদ আছে, তথাপি সমস্ত সংযুক্ত লোকদের জন্য সি পি এম-গুলির পরিষ্কার গতিপথ আছে। প্রধান উপাদানগুলি হলঃ ১) বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ, ২) হারিয়ে যাওয়াদের নিযুক্তকরণ, ৩) শৃঙ্খলা, ৪) প্রতিশ্রুতি, ৫) মন্ডলী গঠন, ৬) নেতৃত্ব গঠন, ৭) নতুন সম্প্রদায়ের শুরু[106]।
- সেখানে একটি শক্তিশালী ও পরিষ্কার আহ্বান থাকবে শপথের জন্য।
- সেখানে একটি স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকবে কিছু চূড়ান্ত সত্যের জন্যঃ যীশু, প্রভু হিসাবে, অনুতাপ এবং আত্মত্যাগের, বাপ্তিষ্ম, তাড়নার ওপর জয়লাভ ইত্যাদি।
- বহিরাগত ব্যক্তি অবশ্যই মন্ডলীর নেতা (রা) হবেন না – তারা অবশ্যই অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের ক্ষমতার অধিকারী করবেন এবং প্রশিক্ষণ দেবেন নতুন মন্ডলীকে চালনা করবার জন্য।

প্রথম প্রজন্মের মণ্ডলীগুলির প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- একটি সাধারণ অসাফল্য / ব্যর্থতা হচ্ছে দর্শন সমৃদ্ধ স্থানীয় সহকর্মীদের খুঁজে বের করতে না পারা ("ভাড়া করা কর্মীরা" কেবল পরিচর্য্যা করে মূলত অর্থ তহবিলের জন্য)

---

[104] এটি বর্ণনার জন্য, দেখুন "এন্টার নিউ কমিউনিটিস" সপ্তম অধ্যায়ে, "ডায়নামিক্স অফ এ সি পি এম - প্ল্যান্টিং র‍্যাপিডলি রিপ্রডিউসিং চার্চেস"।

[105] লিপিবদ্ধ করুন মথি ১৩:২৩ পদ, যেখানে ৪র্থ ধরনের মৃত্তিকা উৎপন্ন রে ১০০, ৬০ বা ৩০ গুণ শস্য, যা বপন করা হয়েছিল। এই ধারনার আরো বিবরণের জন্য, দেখুন "কাল্টিভেটিং 'ফোর্থ সয়েল' ডিসাইপলস্ ইন আওয়ার সেল্ভস অ্যান্ড আদার্স" মিশন ফ্রন্টীয়ার্স-এর ২০১৭র জুলাই – আগষ্ট সংস্করণে http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-others

[106] এই বিষয়ের আরো বিবরণের জন্য, দেখুন ৭ অধ্যায়।

- বহিরাগতেরা বৃদ্ধির ধবংসসাধন করতে পারে, ভুলের জন্য অতি মাত্রায় ধৈর্য্যশীল না হয়ে। তারা অবশ্যই বিশারদ হবার প্রলোভন এড়িয়ে চলবে। বাধ্যতা-ভিত্তিক শিষ্যত্ব ভুলগুলি সংশোধন করে এবং পবিত্র আত্মা ও বাইবেলকে নেতা হিসাবে মান্য করে।
- নেতারা অবশ্যই শান্তভাবে এগিয়ে যাবে, যখন অনুৎপাদনশীল লোকেরা উৎপাদন করবে না।
- একটি ভুল মানুষকে বিজ্ঞতা প্রদান করে, যারা অন্যদের পরামর্শ দেয় না।
- একটি বর্ণিত ভুল বিজ্ঞতা প্রদান করে শুধুমাত্র পরিচর্য্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমগ্র মানুষটিকে নয় (ঈশ্বরের, পরিবারের, কাজের, ইত্যাদির সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়)।
- অনভিজ্ঞ পার্শ্বচারীরা বৃদ্ধিকে বিলম্বিত বা ব্যর্থ করে, কিভাবে অভ্যন্তরস্থ লোকদের ক্ষমতা প্রদান ও মুক্ত করা যায় সহজ করার জন্য বা নিদেন পক্ষে নতুন দল তৈরি করা যায় তা না জেনে।
- পার্শ্বচারীরা কখনও কখনও অনুভব করতে পারে না বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয় নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, যা নতুন নেতাদের প্রয়োজন।
- একটি ভুল "বিশ্বাসের ভান" করার উপর একটি বৈশিষ্ট্য এবং আনুগত্য অস্বীকার করার ওপরও নয়, যা নতুন বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

ধাপ ২ – কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধিঃ প্রারম্ভিক দ্বিতীয় প্রজন্মের মন্ডলীগুলি

- প্রথম প্রজন্মের (জেন ১) মন্ডলীগুলি কার্য্যকরীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- পার্শ্বচারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুত্ব দেয় জেন ১ নেতাদের গড়ে তোলার জন্য।
- জেন ১ মন্ডলীগুলি জেন ২-এর দলগুলিকে / মণ্ডলীগুলিকে শুরু করছে।
- জেন ১-এর শিষ্যেরা বিশ্বাসে আসে ডি এন এ আন্দোলনের সাথে, সেহেতু এটা তাদের জন্য আরো স্বাভাবিক মূল কর্মশক্তিগুলি এবং পদ্ধতিগুলিকে পুনরুৎপাদন করা, জেন ০ শিষ্যদের করার থেকেও।
- যেমন শিষ্যদের ও মন্ডলীগুলির সংখ্যা বাড়ে, প্রতিবন্ধকতা ও তাড়না অনেক সময়ের সাথে সাথে হয়ত বাড়তে পারে।
- জেন ০ নেতাদের জেন ১ নেতাদের এবং মন্ডলীগুলিকে পুনরুৎপাদনের জন্য সাহায্য করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, নতুন দলগুলি শুরু করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার থেকেও।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- সি পি এম-এর পথকে অত্যন্ত জটিল করা হয়েছে, পরিপক্ক খ্রীষ্টানরা কেবলমাত্র এটি করতে পারে, নতুন শিষ্যেরা নয়।
- বিভিন্ন সি পি এম রাস্তার অংশগুলি দিকভ্রষ্ট হয়েছে; মূল উপাদানগুলিকে বুঝতে না পারা বিশ্বাসীদের পক্ষে সহজ (উপরের ৬টি বিষয়গুলি)
- দলগত প্রণালী দুর্বল (পিছন ফিরে তাকানো, উপরে তাকানো, সামনে তাকানো);[107] দায়বদ্ধতা দুর্বল।
- শান্তির ব্যক্তিদের / ৪র্থ স্তরের লোকদের জেন ১-এ খুঁজে না পাওয়া।
- "যীশুকে অনুসরণ করা এবং মানুষ ধরা"র ডি এন এ (মার্ক ১:১৭) নির্দিষ্ট না করা ঘন্টাগুলি/দিনগুলির ভিতরে।
- "মডেল-অ্যাসিস্ট-ওয়াচ-লিভ" প্রনালী[108] প্রত্যেকটি ধাপে না শেখানো।
- জেন ১-এ ঐকোস (পরিবার এবং বন্ধুদের নেটওয়ার্ক) শস্যচ্ছেদন ও গোলাজাতকরণ নয়।[109]

---------- দ্বিতীয় কঠিনতম প্রতিবন্ধকতা ২য় থেকে ৩য় প্রজন্মের মন্ডলীগুলির ----------

[107] সমস্ত উপাদানগুলির বিবরণের জন্য দেখুন "ফোর হেল্পস ইন গেটিং টু চার্চ" – ২। হোয়েন ইউ স্টার্ট এ ট্রেনিং গ্রুপ, মডেল ফ্রম দা বিগিনিং দা পার্টস অফ্ চার্চ লাইফ মেনশন্ড এবভ"ম ১০ অধ্যায়েঃ দ্যা বেয়ার এসেনশিয়ালস অফ হেল্পিং গ্রুপস্ বিকাম চার্চেসঃ ফোর হেল্পস্ ইন সি পি এম"।

[108] এই অনুশীলনের একটি বিবরণের জন্য দেখুন "ইউজ দ্যা ট্রেনিং সাইকেল" সপ্তম অধ্যায়ঃ "ডায়নামিক্স অফ্ সি পি এম – প্ল্যান্টিং র‍্যাপিডলি রিপ্রডিউসিং চার্চেস"।

[109] এই গুরুত্বপূর্ণ ধারনার একটি বিবরণের জন্য দেখুন "গ্রুপ কনভারসেশন্স" ৩৬ অধ্যায়ঃ "ফাইভ লেশনস্ দা আমেরিকান চার্চ ইজ লার্নিং ফ্রম সি পি এমস্"

ধাপ ৩ – একটি প্রসারিত নেটওয়ার্কঃ প্রারম্ভিক তৃতীয় প্রজন্মের মন্ডলীগুলির

- জেন ১ এবং ২ মন্ডলী পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- যৌগিক জেন ৩ দলগুলি শুরু হচ্ছে, সাথে সাথে কিছু জেন ৩ দলগুলি মন্ডলীতে পরিণত হচ্ছে।
- প্রধান নেতাদের কার্যকারীভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, এবং পরামর্শ দিয়ে শিষ্য করা হচ্ছে।
- বহুমুখী প্রজন্মগত গোষ্ঠী স্বাস্থ্য ও নেতৃত্ব গড়ে তোলা সুনিশ্চিত করার ওপর অসীম গুরুত্ব প্রদান।
- বেশিরভাগ আন্দোলনগুলি প্রজন্মগত বৃক্ষগুলি ব্যবহার করছে (বাচ্চাদের, নাতি-নাতনিদের, প্রনাতি-নাতনীদের মন্ডলীগুলিকে দেখিয়ে)।
- নাতি-নাতনিদের মন্ডলীগুলির (জেন ৩) জন্য বাসনা হচ্ছে একটি জোরালো বৈশিষ্ট্য।
- সুস্পষ্ট দর্শন এবং পুনরুৎপাদনশীল গোষ্ঠী প্রণালীগুলি ব্যবহার করা হয় প্রসারিত নেটওয়ার্কের উল্টো দিকে।
- অভ্যন্তরস্থ নেতা(রা) বিশাল দর্শনের সাথে প্রকাশ পাচ্ছেন এবং মূখ্য অনুঘটক (গণ) হচ্ছেন।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- নেতারা এখনও উত্তরের জন্য বহিরাগতদের বা জেন ০ খ্রীষ্টানদের কাছে যান, শাস্ত্র থেকে খুঁজে বার করার চেয়েও।
- ১ম ও ২য় প্রজন্মের ওপর উত্তেজনা নেতাদের বিচারবুদ্ধিহীন করে দিতে পারে, ৩য় প্রজন্ম এবং তার ওপরের জন্য কাজ করতে।
- মন্ডলীর সভাগুলির কিছু মুখ্য অংশগুলি অনুপস্থিত (দর্শন সঙ্কলন, দায়বদ্ধতা এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া পার্থক্য তৈরি করতে গোষ্ঠীতে কেবলমাত্র বাইবেল নিয়ে কথা বলা বনাম প্রকৃতপক্ষে শিষ্যত্বে বেড়ে ওঠা এবং শিষ্যদের পুনরুৎপাদন করার মধ্যে)।
- দূর্বল দর্শন। দর্শন প্রজন্মগত ভাবে ধারাবাহিত হয় না (প্রাথমিক প্রজন্মগুলির, পরবর্তী প্রজন্মগুলির তুলনায় অধিক দর্শন থাকে)।
- সকলের বা আন্দোলনের বেশিরভাগ শিষ্যের দ্বারা দর্শনের নাগাল পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।
- ভয় শুরু হয়; চেষ্টা করে তাড়না এড়িয়ে যেতে।
- দুর্বল নেতৃত্বের বিকাশ, তিমথীয়দের উত্থানের প্রয়োজন।
- নেতাদের/ গোষ্ঠীদের মধ্যে অপর্যাপ্ত আন্দোলনের ডি এন এ বৃদ্ধিকে থামিয়ে দিতে পারে। উদাহরণস্বরুপ, গোষ্ঠীরা পুনরুৎপাদন করছে না বা স্থানীয় নেতারা তাদের আহ্বানে বেড়ে উঠছে না এবং অন্য প্রজন্মগুলি এবং নেতাদের উপেক্ষা করছে।
- পার্শ্চারীরা অপরিপক্কভাবে বিপথ গমন করছে।

ধাপ ৪ – একটি পুনঃপ্রকাশিত সি পি এমঃ প্রারম্ভিক চতুর্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলি

- টেকসই জেন ৩ মন্ডলীগুলি, সাথে কিছু জেন ৪ (বা এমনকি জেন ৫, জেন ৬) গোষ্ঠীগুলি ও মন্ডলীগুলি।
- একটি বেড়ে ওঠা স্থানীয় নেতাদের গোষ্ঠী, আন্দোলনকে দেখাশোনা করছে।
- স্থানীয় ও পার্শ্চর নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে, সমস্ত প্রজন্মগুলির মধ্যে অবিকল আন্দোলনের ডি এন এ খোঁজে।
- পার্শ্চারীরা তথাপি মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রধান নেতাদের পরামর্শ দিতে।
- নেতৃত্বের নেটওয়ার্কের ইচ্ছাকৃত গঠন (নেতারা অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে পারস্পরিক সাহায্য ও শিক্ষার জন্য)।
- সম্ভবত নতুন এলাকায় আলোর ঝলক দিতে শুরু করেছে।
- আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতাগুলি সাহায্য করছে পরিপক্কতা, অধ্যাবসায়, বিশ্বাস এবং বৃদ্ধি আনতে সাহায্য করেছে নেতৃত্বে এবং মন্ডলীগুলিতে।
- যদি আন্দোলনগুলি জেন ৩ মন্ডলীগুলির জন্ম দেয়, তারা সাধারণত জেন ৪ মন্ডলীগুলিরও জন্ম দেয়।

- নেতৃত্ব বন্টনের প্রতিবন্ধকতা জয় করা, বিশুদ্ধভাবে অন্যান্য নেতাদের তৈরি করে।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- দর্শনের সীমাবদ্ধতা, তাদের জন্মগত এলাকার উর্দ্ধে পৌঁছানোর জন্য (তাদের নিজেদের ভাষা / জনগোষ্ঠীর বাইরে)
- আন্দোলনের একজন অপরিহার্য নেতার উপর অত্যাধিক নির্ভরতা।
- বিক্ষিপ্ত বা ভুলভাবে নির্বাচিত মধ্য-স্তরীয় প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া।
- বহিরাগতদের থেকে অভ্যন্তরস্থ নেতাদের ওপর অগ্রাধিকার স্থানান্তর না করানো এবং নতুন জনসংখ্যার অংশগুলির[110] কাছে পৌঁছানো।
- মূখ্য নেতৃত্বের পরিবর্তন।
- প্রাকৃতিক এলাকার (ঐকোস) সংপৃক্তি এবং তথাপি শঙ্কর-সংস্কৃতির বা প্রতিকূল আঞ্চলিক এলাকায় না যাওয়া।
- বিদেশী অর্থভান্ডারের উপরে নির্ভর করা।
- বাইবেল জানার মাধ্যমে প্রস্তুতির অভাব, বহিরাগত খ্রীষ্টান নেতাদের প্রভাবকে রুখে দেওয়ার জন্য, যারা চায় "ঠিক করতে" তাদের ঈশ্বরতত্ত্ব / ধর্মপ্রচারতত্ত্ব।
- বহিরাগত, যারা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়, বেতন প্রদান করছেন অভ্যন্তরস্থ নেতাদের।

ধাপ ৫ – একটি মন্ডলী স্থাপনের আন্দোলন

- ৪র্থ প্রজন্মের মন্ডলীগুলির (একটি সি পি এম-এর স্বীকৃত সংজ্ঞা) ধারাবাহিকভাবে পুনরুৎপাদনশীল বহুমুখী শাখাগুলি
- এই ধাপে সাধারণত পৌঁছানো যায়, প্রথম মন্ডলীগুলি শুরুর ৩-৫ বছর পরে।
- সাধারণত ১০০+ মন্ডলীগুলি।
- আরো বৃদ্ধি এখনও আসা বাকী, কিন্তু তার জন্য মূল উপদানগুলি বা প্রণালীগুলি বৃদ্ধিকে বজায় রাখে, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত বা শুরু হয়ে গেছে।
- আদর্শগত ভাবে চার বা ততোধিক পৃথক শাখাগুলি।
- আদর্শগত ভাবে স্থানীয় বিশ্বাসীদের একটি শক্তপোক্ত দল আন্দোলনটিকে পরিচালনা করে , পার্শচারীদের সঙ্গে, যাদের বেশিরভাগ শুধুমাত্র কাজ করে নেতৃত্বের দলটির সঙ্গে।
- যখন ১-৪ ধাপগুলি ভেঙ্গে পড়ার মত ভঙ্গুর হতে পারে, পতন কদাচ ঘটে ধাপ ৫এ (এবং পরেও)
- যেহেতু আন্দোলনগুলির বৃদ্ধি সর্বাধিক ঘটে ধাপ ৬ এবং ৭-এ, নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চালিয়ে যাওয়া, এবং দর্শন ও উদ্যোগের ডি এন এ সমস্ত পর্যায়ে সঞ্চারিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- একটি সি পি এম এই ধাপে মালভূমি হতে পারে, যদি নেতৃত্বের গঠন দুর্বল হয়।
- গোষ্ঠীগুলির সমস্ত প্রজন্মের স্বাস্থ্য অনুসন্ধান এবং সুনিশ্চিত করার পরিষ্কার পদ্ধতি না থাকা।
- যত বেশী সংখ্যাগত এবং গুণগন বৃদ্ধি হবে, তত বেশী তথাকথিত বাইরের ঐতিহ্যগত খ্রীষ্টান গোষ্ঠীগুলি, নিয়ন্ত্রনের প্রতিদানে অর্থ প্রদান করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পাবে।
- নতুন শাখাগুলি শুরু করা চালিয়ে না যাওয়া।
- পার্শচারীরা পদ্ধতিগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বড় বেশী জড়িয়ে পড়ে।

ধাপ ৬ – টেকসই এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সি পি এম

---

[110] দেখুন, "দ্যা এস ও আই এল এস অফ দ্যা সিপিএম কন্টিনাম," স্টিভ স্মিথ দ্বারা রচিত, প্রকাশিত হয়েছে মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪ সংস্করণে - (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-scale-of-strategic-time-inv).

- দর্শনাসমৃদ্ধ, স্বদেশীয় নেতৃত্বের নেটওয়ার্ক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহিরাগতদের সামান্য বা কোন প্রয়োজন ছাড়াই, এবং সমস্ত স্তরে নেতৃত্বের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।
- আধাত্মিকভাবে পরিপক্ক অভ্যন্তরস্থ নেতারা।
- আন্দোলনটি, সংখ্যাগত ও আধ্যাত্মিক দুভাবেই বাড়ছে।
- উল্লেখযোগ্য পরিব্যাপ্তি ও প্রসারণ জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে।
- পর্যাপ্ত শাখাগুলি, নেতারা এবং মন্ডলীগুলি সর্বোত্তম অনুশীলন খুঁজে পাবে এবং বিশোধন করবে আন্দোলনের ধারাবাহিক বৃদ্ধিকে সাহায্য করবার জন্য।
- টেকসই জেন ৫, জেন ৬ এবং জেন ৭+ মন্ডলীগুলি অসংখ্য শাখাগুলিতে কার্য্যকরীভাবে গোষ্ঠীগুলি এবং মন্ডলীগুলির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, আন্দোলনের ডি এন এ-কে সমস্ত প্রজন্মগুলির মধ্যে অবিকল প্রতিরূপ প্রদান করছে।
- আন্দোলনটি কঠিন আভ্যন্তরীণ এবং / বা বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতাগুলি সহ্য করছে।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- ধাপ ৫ পর্য্যন্ত, আন্দোলনগুলি হয়ত বা "র‍্যাডারের বাইরে থাকে," কিন্তু ধাপ ৬-এ, তারা আরো বেশী পরিচিত হয় এবং এটিকে চালনা করতে প্রতিবন্ধকতাগুলি দেখা দিতে পারে।
- দৃশ্যমানতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা/প্রতিকূলতা ডেকে আনতে পারে ঐতিহ্যগত মন্ডলীগুলি/ সম্প্রদায়গুলি থেকে।
- নেতৃত্বের নেটওয়ার্কগুলির ধারাবাহিক প্রসারণ প্রয়োজন, প্রসারণপ্রাপ্ত পরিচর্য্যা কাজের সাথে তাল মেলাবার জন্য।
- জ্ঞানপূর্ব্বক আভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ অর্থ তহবিলের ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে করবার প্রয়োজন।
- ধাপ ৬-এর বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হতে পারে, কিন্তু এটি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে একটি জনগোষ্ঠী বা একঝাঁক লোকের মধ্যে। ধাপ ৭-এ যাওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশেষ দর্শনের এবং প্রশিক্ষণের, একটি আন্দলোনকে নিয়ে নতুন জনগোষ্ঠীগুলি বা এলাকাগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

ধাপ ৭ – বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সি পি এম

- সি পি এম-টি সাধারণত অবযবে এবং পরিকল্পিতভাবে অন্য জনগোষ্ঠীগুলি এবং/বা এলাকাগুলিতে সি পি এম-গুলির অনুঘটন করে।
- সি পি এম পরিণত হয়েছে একটি আন্দোলনে, যা নতুন আন্দোলনগুলিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করছে। সব পার্শ্চারীদের একটি অন্তিম দর্শন হওয়া উচিত যখন তারা তাদের কাজ শুরু করে ধাপ ১-এ।
- আন্দোলনের নেতারা একটি বৃহৎ দর্শন অবলম্বন করে তাদের সমগ্র এলাকায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মহান কর্মভার সম্পূর্ণ করবার জন্য।
- আন্দোলনের নেতারা প্রশিক্ষণ এবং সুসজ্জীকরণের দক্ষতা উন্নত করে অন্যান্য আন্দোলনগুলি শুরু করবার ব্যাপারে সাহায্য করতে।
- আদর্শস্বরুপ, ৫০০০+ মন্ডলীগুলি।

প্রতিবন্ধকতাগুলি

- ধাপ ৭-এর নেতাদের শাখা দরকার কিভাবে অন্যদের সুসজ্জিত করতে ও পাঠাতে হয় শঙ্কর-সংস্কৃতিগুলির মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে।
- এটি শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে আন্দোলনের নেতাদের উন্নত করতে হয়, যারা আর নির্ভরশীল নয় প্রকৃত সি পি এম নেতাদের ওপর।
- বহুসংখ্যক আন্দোলনের নেটওয়ার্ককে চালনা করা একটি অতি বিরল ভূমিকা। এটার জন্য প্রয়োজন সম্বন্ধ স্থাপন এবং পারস্পরিক শিক্ষার আগ্রহম বাইরের ধাপ ৭-এর নেতাদের সঙ্গে।

- ধাপ ৭-এর নেতাদের বিশ্বমন্ডলীকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে, কিন্তু তাদের বাকশক্তির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার দরকার এবং বিশ্ব-মন্ডলীর তাদেরকে শোনাবার এবং তাদের কাছ থেকে শেখার দরকার।

মূল নীতিগুলি (সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি, যেমন ঐক্যমত হয়েছেন ৩৮ জন সি পি এম অনুঘটকদের এবং নেতাদের একটি দল)

- "চলে যেতে দেওয়ার" গুরুত্ব, সমস্ত গোষ্ঠীগুলি, শিষ্যদের, নেতাদের নয়, পুনরুৎপাদন করবে; সুতরাং কিছু জনদের যেতে দাও।
- তাদের উপরেই বিনিয়োগ কর যাদের সাথে আমরা কাজ করছি – ঈশ্বরের সাথে, পরিবারের সাথে, কর্মীদের সাথে, চরিত্রের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে। একত্রে স্বচ্ছ থাকে তীর্থযাত্রীদের মত।
- পরামর্শদাতা শুধুমাত্র পরামর্শ "দেন" না, কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং তাদের প্রতি নমনীয় হন যাদেরকে তিনি (পুরুষ / নারী) পরামর্শ দেন।
- বহুগুণে বৃদ্ধির "ধরন"। পুনরুৎপাদন শ্লথ করে দেওয়া এড়ানো। নতুন পরামর্শদাতাদের পরামর্শ দান, পরের জন্মগুলিকে সুসজ্জিত করতে। (মথি ১০:৮ – একটি প্রকৃত শিষ্য অকাতরে গ্রহণ করেন এবং অকাতরে দেন)।
- সৃষ্টি কর একটি পাল্টা ঐতিহ্যগত খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত মন্ডলীকে সজোরে আঘাত না করে।
- উন্নয়নকে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ – মূল্যায়ণ এবং রোগ নিদানের বৃদ্ধির জন্য
- আমরা সবাই পরিচর্য্যা কাজ শুরু করি চরম ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে, কিন্তু আমরা সব সময় মানিয়ে নিতে পারি না যখন এটি ভবিষ্যতে কার্য্যকরী হয়। আমরা ঐকান্তিকতার মাত্রাকে এবং ঈশ্বরের উপর ভরসাকে অবশ্যই ধরে রাখব। আমরা অবশ্যই একটি দৈহিক গঠনকে কূলে ভিড়াবো না।